বুখারী শরীফ
সপ্তম খন্ড
ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (সপ্তম খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০৮/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১
ISBN : 984-06-0605-X

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯২

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৩
আষাঢ় ১৪১০
রবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
সবিহ্-উল-আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল আমীন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫ শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (7th Part) : Compilation of Hadith Sharif by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (Rh) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2003

Price : Tk 160.00; US Dollar: 6.00

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে–'আল -জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন ॥

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবী (সা)-এর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর যুগে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

যুদ্ধাভিযান অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

তাফসীর অধ্যায়

অনুচ্ছেদ **পৃষ্ঠা**

صحيح البخارى

বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

যুদ্ধাভিযান অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب المغازى

যুদ্ধাভিযান

(অবশিষ্ট অংশ)

٢١٧٩. بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَتَهِنُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ، اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ، وَتِلْكَ الاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ ، اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ، وَقَوْلُهُ : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَّاتُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا اَلاٰيَةَ

২১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ যুদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ [হে রাসূল (সা)!] স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৩ ঃ ১২১)। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো (বদর যুদ্ধে) লেগেছে। মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য

হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। আর যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না? মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে! (৩ ঃ ১৩৯-১৪৩) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং [রাসূল (সা)-এর] নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (৩ ঃ ১৫২) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত (৩ ঃ ১৬৯)

٣٧٤٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ -

৩৭৪৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছেন, এই তো জিবরাঈল, তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে (লাগাম হাতে) এসে পৌঁছেছেন; তাঁর পরিধানে রয়েছে সমরাস্ত্র।

٣٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِى سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالاَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : اِنِّىْ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ مِنْ مَقَامِىْ هٰذَا وَاِنِّىْ لَسْتُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوْهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) -

৩৭৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) ..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আট বছর পর নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে গিয়ে) এমনভাবে দোয়া করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দোয়া করেন। তারপর তিনি (সেখান থেকে ফিরে এসে) মিম্বরে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রে প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষিদাতা। এরপর হাউযে কাউসারের পাড়ে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। আমার এ জায়গা থেকেই আমি হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শির্‌কে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এ আশংকা করি না। তবে আমার

আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এ দেখাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শেষবারের মত দেখা।

٣٧٤٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ فَاَجْلَسَ النَّبِىُّ (ص) جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ وَقَالَ لاَ تَبْرَحُوْا اِنْ رَاَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَتَبْرَحُوْا وَاِنْ رَاَيْتُمُوْهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِيْنُوْنَا ، فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوْا حَتّٰى رَاَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِى الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوْقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ فَاَخَذُوْا يَقُوْلُوْنَ : الْغَنِيْمَةَ الْغَنِيْمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِىُّ (ص) اَنْ لاَ تَبْرَحُوْا فَاَبَوْا فَلَمَّا اَبَوْا صُرِفَ وُجُوْهُهُمْ فَاُصِيْبَ سَبْعُوْنَ قَتِيْلاً وَاَشْرَفَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ لاَ تُجِيْبُوْهُ فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ؟ قَالَ لاَ تُجِيْبُوْهُ ، فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ قُتِلُوْا فَلَوْ كَانُوْا اَحْيَاءً لاَجَابُوْا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ اَبْقَى اللّٰهُ لَكَ مَايُخْزِيْكَ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : اُعْلُ هُبَلْ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اَجِيْبُوْهُ قَالُوْا مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : لَنَا الْعُزّٰى وَ لاَ عُزّٰى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اَجِيْبُوْهُ : قَالُوْا مَا نَقُوْلُ؟ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلٰى لَكُمْ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ، وَتَجِدُوْنَ مُثْلَةً لَمْ اٰمُرْبِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِىْ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ ـ

৩৭৪৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ দিন (উহুদ যুদ্ধের দিন) আমরা মুশরিকদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলে নবী (সা) আবদুল্লাহ্ (ইব্ন জুবাইর) (রা)-কে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে তাদেরকে (নির্ধারিত এক স্থানে) মোতায়েন করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। অথবা যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর জয় লাভ করেছে, তাহলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করে আমাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে না। এরপর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, মহিলাগণ দ্রুত দৌড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা বস্ত্র পায়ের গোছা থেকে টেনে তুলেছে, ফলে পায়ের অলংকারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা) বলতে লাগলেন, এ-ই গনীমত-গনীমত! তখন আবদুল্লাহ্ [ইব্ন জুবাইর (রা)] বললেন, তোমরা যেন এ স্থান না ছাড় এ ব্যাপারে নবী (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল। যখন তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল, তখন তাদের রোখ ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং শহীদ হলেন তাদের সত্তর জন সাহাবী। আবূ সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠে বলল, কাওমের মধ্যে মুহাম্মদ জীবিত আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন উত্তর দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইব্ন আবূ কুহাফা (আবূ বকর)

বেঁচে আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন জবাব দিও না। সে পুনরায় বলল, কওমের মধ্যে ইবনুল খাত্তাব জীবিত আছে কি? তারপর সে বলল, এরা সকলেই নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই জবাব দিত। এ সময় উমর (রা) নিজেকে সামলাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। যে জিনিসে তোমাকে লাঞ্ছিত করবে আল্লাহ্ তা বাকী রেখেছেন। আবূ সুফিয়ান বলল, হুবালের জয়। তখন নবী (সা) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কি বলব? তিনি বললেন, তোমরা বল, اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ —আল্লাহ্ সমুন্নত ও মহান। আবূ সুফিয়ান বলল, لَنَا الْعُزّٰى وَ لَا عُزّٰى لَكُمْ —আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই। নবী (সা) বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বললেন, আমরা কি জবাব দেব? তিনি বললেন, বল اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ—আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের তো কোন অভিভাবক নেই। পরিশেষে আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর যুদ্ধের বিনিময়ের দিন। যুদ্ধ কূপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মত (অর্থাৎ একবার এক হাতে আরেকবার অন্য হাতে) (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা নাক-কান কাটা কিছু লাশ দেখতে পাবে। আমি এরূপ করতে আদেশ করিনি। অবশ্য এতে আমি অসন্তুষ্টও নই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলা শরাব পান করেছিলেন।[১] এরপর তাঁরা শাহাদত বরণ করেন।

৩৭৪৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اُتِيَ بِطَعَامٍ وَ كَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ ، وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَابُسِطَ ، اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ۔

৩৭৪৯ আবদান (র) .... সাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের পিতা ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর নিকট কিছু খানা আনা হল। তিনি তখন রোযা ছিলেন। তিনি বললেন, মুসআব ইব্‌ন উমাইর (রা) ছিলেন আমার থেকেও উত্তম ব্যক্তি। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁকে এমন একটি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলছিলেন যে, হামযা (রা) আমার চেয়েও উত্তম লোক ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। এরপর দুনিয়াতে আমাদেরকে যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছে অথবা বলেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, হয়তো আমাদের নেকীর বদলা এখানেই (দুনিয়াতে) দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি আহার্য পরিত্যাগ করলেন।

৩৭৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ

১. তখন পর্যন্ত শরাব পান করা হারাম ঘোষিত হয়নি।

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ۔

৩৭৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন, জান্নাতে। তারপর উক্ত ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি লড়াই করলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

٣٧٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ ، فَوَجَبَ اَجْرُ نَا عَلَى اللّٰهِ وَ مِنَّا مَنْ مَضٰى اَوْ ذَهَبَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ اِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَاْسُهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ (ص) غَطُّوْابِهَا رَاْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلِهِ الْاِذْخِرَ اَوْ قَالَ اَلْقُوْا عَلٰى رِجْلِهِ مِنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ قَدْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا۔

৩৭৫১ আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) .... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করেছিলাম। ফলে আল্লাহ্র কাছে আমাদের পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের কতক দুনিয়াতে পুরস্কার ভোগ না করেই অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা চলে গিয়েছেন। মাসআব ইব্ন উমাইর (রা) তাদের মধ্যে একজন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি একটি ধারাদার পশমী বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এ দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন নবী (সা) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর দাও ইযখির অথবা তিনি বলেছেন, ইয্খির দ্বারা তার পা আবৃত কর। আমাদের কতক এমনও আছেন, যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি এখন তা সংগ্রহ করছেন।

٣٧٥٢ اَخْبَرَنَا حَسَّانُ ابْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ (ص) لَئِنْ اَشْهَدَنِى اللّٰهُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَجِدُّ فَلَقِيَ يَوْمَ اُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ يَعْنِى الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ اَيْنَ يَاسَعْدُ اِنِّيْ اَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ دُوْنَ اُحُدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتّٰى عَرَفَتْهُ اُخْتُهُ بِشَامَةٍ اَنْ بِبَنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَ ثَمَانُوْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَ ضَرْبَةٍ وَ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ۔

৩৭৫২ হাস্সান ইব্ন হাস্সান (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) তাঁর চাচা [আনাস ইব্ন নযর (রা)] বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি [আনাস ইব্ন নযর (রা)] বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবী (সা)-এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শরীক করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখবেন, আমি কত প্রাণপণ চেষ্টা করে লড়াই করি। এরপর তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা পরাজিত হলে (পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করলো) তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! এ সমস্ত লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করলেন, আমি এর জন্য আপনার নিকট ওযরখাহী পেশ করছি এবং মুশরিকগণ যা করল তা থেকে আমি আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে অগ্রসর হলেন। এ সময় সাদ ইব্ন মু'আয (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ হে সাদ? আমি উহুদের অপর প্রান্ত হতে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এরপর তিনি (বীর বিক্রমে) যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন। তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর শরীরের একটি তিল অথবা অঙ্গুলীর মাথা দেখে তাঁকে চিনলেন। তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি বর্শা, তরবারি ও তীরের আঘাত ছিল।

٣٧٥٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ، فَاَلْحَقْنَاهَا فِيْ سُوْرَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ۔

৩৭৫৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ...... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সময় সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলি, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠ করতে শুনতাম। তাই আমরা উক্ত আয়াতটি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে তা পেলাম খুযায়মা ইব্ন সাবিত আনসারী (রা)-এর কাছে। আয়াতটি হল ঃ "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ রয়েছে প্রতীক্ষায়। (৩৩ ঃ ২৩) এরপর এ আয়াতটিকে আমরা কুরআন মজীদের ঐ সূরাতে (আহযাবে) সংযুক্ত করে নিলাম।

٣٧٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَالِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) اِلٰى اُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُوْلُ نُقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُوْلُ لَانُقَاتِلُهُمْ فَنَزَلَتْ : فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الذُّنُوْبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ –

৩৭৫৪ আবুল ওয়ালীদ (র) ...... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলে যারা তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল, তাদের কিছুসংখ্যক লোক ফিরে এলো। নবী (সা)-এর সাহাবীগণ তাদের সম্পর্কে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। অপরদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব না। এ সময় নাযিল হয় (নিম্নবর্ণিত আয়াতখানা) "তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে, যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ্ তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। (৪ ঃ ৮৮) এরপর নবী (সা) বললেন, এ (মদীনা) পবিত্র স্থান। আগুন যেমন রূপার ময়লা দূর করে দেয়, এমনিভাবে মদীনাও গুনাহ্‌কে দূর করে দেয়।

٢١٨٠ . بَابُ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

২১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে। (৩ ঃ ১২২)

٣٧٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ بَنِيْ سَلِمَةَ وَبَنِيْ حَارِثَةَ وَمَا اُحِبُّ اَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ : وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا -

৩৭৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনূ সালিমা এবং বনূ হারিসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতটি নাযিল না হোক এ কথা আমি চাইনি। কেননা এ আয়াতেই আল্লাহ্ বলছেন, আল্লাহ্ উভয় দলেরই সহায়ক।

٣٧٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ مَاذَا اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِيْ تِسْعَ اَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجْمَعَ اِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلٰكِنِ امْرَاَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ اَصَبْتَ -

৩৭৫৬ কুতায়বা (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না (কুমারী নয়) বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে

করলে না কেন? সে তো তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আমার আব্বা উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। এবং রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সাথে তাদেরই মত একজন অনভিজ্ঞ মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করলাম না। বরং এমন একটি মহিলাকে (বিয়ে করা পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়িয়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, ঠিক করেছ।

٣٧٥٧ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ سُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَاهُ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جِزَازُ النَّخْلِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِىْ قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ، وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ كَاَنَّهُمْ اُغْرُوْا بِىْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاٰى مَا يَصْنَعُوْنَ اَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لَكَ اَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ عَنْ وَالِدِىْ اَمَانَتَهُ وَاَنَا اَرْضٰى اَنْ يُؤَدِّىَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِىْ وَلَا اَرْجِعَ اِلٰى اَخَوَاتِىْ بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا حَتّٰى اِنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ (ص) كَاَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً۔

৩৭৫৭ আহমাদ ইব্ন আবূ সুরাইজ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন তার পিতা ছয়টি মেয়ে ও কিছু ঋণ তার উপর রেখে শাহাদত বরণ করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। এখন আমি চাই, ঋণদাতাগণ আপনাকে দেখুক। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। [জাবির (রা) বলেন] আমি তাই করলাম। এরপর নবী (সা)-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা (ঋণতাদাগণ) নবী (সা)-কে দেখলেন, সে মুহূর্তে যেন তারা আমার উপর আরো ক্ষেপে গেলেন। নবী (সা) তাদের আচরণ দেখে বাগানের বড় গোলাটির চতুষ্পার্শ্বে তিনবার চক্কর দিয়ে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদেরকে ডাক। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার আমানত আদায় করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট না যেতে পারলেও আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানত আদায় করে দেন। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা খেজুরের সবকটি গোলাই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নবী (সা) যে গোলার উপর বসা ছিলেন তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি।

٣٧٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلاَنِ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ كَاَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ـ

৩৭৫৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমি আরো দুই ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হয়ে তুমুল লড়াই করছে। আমি তাদেরকে পূর্বেও কোনদিন দেখিনি এবং পরেও কোনদিন দেখিনি।

٣٧٥٩ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ السَّعْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ نَثَلَ لِىَ النَّبِىُّ (ص) كِنَانَتَهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ ـ

৩৭৫৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার জন্য তাঁর তীরদানী থেকে তীর খুলে দিয়ে বললেন, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক; তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।

٣٧٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ جَمَعَ لِىَ النَّبِىُّ (ص) اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৭৬০ মুসাদ্দাদ (র) ...... সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন।

٣٧٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ اَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيْدُ حِيْنَ قَالَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ وَهُوَ يُقَاتِلُ ـ

৩৭৬১ কুতায়বা (র) .... সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে একসাথে উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলে তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি লড়াই করছিলেন এমতাবস্থায় নবী (সা) তাঁকে বলেছেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।

٣٧٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) يَجْمَعُ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ غَيْرَ سَعْدٍ ـ

৩৭৬২ আবূ নুআয়ম (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এক সাথে উল্লেখ করতে আমি শুনিনি।

৩৭৬৩ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) جَمَعَ اَبَوَيْهِ لاَحَدٍ اِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ اُحُدٍ يَا سَعْدُ اَرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ ـ

৩৭৬৩ ইয়াসারা ইব্ন সাফওয়ান (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইব্ন মালিক (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এ কথা উল্লেখ করতে আমি শুনিনি। উহুদ যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে সাদ, তুমি তীর নিক্ষেপ কর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

৩৭৬৪ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ زَعَمَ اَبُوْ عُثْمَانَ اَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الاَيَّامِ الَّتِيْ يُقَاتِلُ فِيْهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا ـ

৩৭৬৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিনগুলোতে নবী (সা) যুদ্ধ করেছেন তার কোন এক সময়ে তালহা এবং সাদ (রা) ব্যতীত (অন্য কেউ) নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন না। হাদীসটি আবূ উসমান (রা) তাদের উভয়ের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الاَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اِلاَّ اَنِّيْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ ـ

৩৭৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) .... সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, মিকদাদ এবং সাদ (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। তাদের কাউকে নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি, তবে কেবল তাল্হা (রা)-কে উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি।

৩৭৬৬ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلاَّءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৭৬৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... কায়িস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাল্হা (রা)-এর হাত অবশ (অবস্থায়) দেখেছি। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এ হাত নবী (সা)-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।

৩৭৬৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ

أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَاَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ (ص) مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيْدَ النَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ ، فَيَقُوْلُ اُنْثُرْهَا لِاَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ يُشْرِفُ النَّبِيُّ (ص) يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ لاَ تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِىْ دُوْنَ نَحْرِكَ ، وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْاَنِ فَتُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلاَثًا ـ

৩৭৬৭ আবূ মা'মার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন নবী (সা)-কে ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলেও আবূ তাল্হা (রা) ঢাল হাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখলেন। আবূ তাল্হা (রা) ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ, ধনুক খুব জোরে টেনে তিনি তীর ছুঁড়তেন। সেদিন (উহুদ যুদ্ধে) তিনি দু'টি অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। সেদিন যে কেউ ভরা তীরদানী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তাকেই তিনি বলেছেন, তীরগুলো খুলে আবূ তাল্হার সামনে রেখে দাও। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) মাথা উঁচু করে যখনই শত্রুদের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবূ তাল্হা (রা) বলতেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হঠাৎ তাদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষা করার জন্য আমার বক্ষই রয়েছে (অর্থাৎ আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান)। [আনাস (রা) বলেন] সেদিন আমি আয়েশা বিনত আবূ বকর এবং উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়েই পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের পায়ের তলা দেখতে পেয়েছি। তারা মশক ভরে পিঠে বহন করে পানি আনতেন এবং (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। আবার চলে যেতেন এবং মশক ভরে পানি এনে লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। সেদিন আবূ তাল্হা (রা)-এর হাত থেকে দু'বার অথবা তিনবার তরবারিটি পড়ে গিয়েছিল।

٣٧٦٨ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَرَخَ اِبْلِيْسُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَاُخْرَاهُمْ فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ الْيَمَانِ فَقَالَ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِىْ اَبِىْ قَالَ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتَّى قَتَلُوْهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ عُرْوَةُ : فَوَاللّٰهِ مَا زَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ بَصُرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيْرَةِ فِى الاَمْرِ وَاَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَاَبْصَرْتُ وَاحِدٌ ـ

৩৭৬৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেলে অভিশপ্ত ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দারা, তোমাদের

পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা পেছনের দিকে ফিরে গেল। তখন অগ্রভাগ ও পশ্চাদভাগের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হল। এ পরিস্থিতিতে হুযায়ফা (রা) দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর পিতা ইয়ামন (রা)-এর সাথে লড়াই করছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, (ইনি তো) আমার পিতা, আমার পিতা (তাকে আক্রমণ করবেন না)। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এতে তাঁরা বিরত হলেন না। বরং তাঁকে হত্যা করে ফেললেন। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত হুযায়ফা (রা)-এর মনে এ ঘটনার অনুতাপ বাকী ছিল।

٢١٨١. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

২১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাঁদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল (৩ ঃ ১৫৫)

٣٧٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاٰى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقُعُوْدُ ؟ قَالُوْا هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ مَنِ الشَّيْخُ ؟ قَالُوْا ابْنُ عُمَرَ ، فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّىْ سَائِلُكَ عَنْ شَىْءٍ اَتُحَدِّثُنِىْ ، قَالَ اَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْبَيْتِ ، اَتَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَعْلَمُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَكَبَّرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالَ لِاُخْبِرَكَ وَلِاُبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَاَلْتَنِىْ عَنْهُ اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ ، وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَكَانَتْ مَرِيْضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ (ص) اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ ، وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ الرِّضْوَانِ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ عُثْمَانَ وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ اذْهَبْ بِهٰذَا الْاٰنَ مَعَكَ۔

৩৭৬৯ আবদান (র) ...... উসমান ইব্‌ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি বায়তুল্লায় এসে সেখানে একদল লোককে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব লোক কারা? তারা বললেন, এরা হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৃদ্ধ লোকটি কে? উপস্থিত সকলেই বললেন, ইনি হচ্ছেন (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন উমর (রা)। তখন লোকটি

তাঁর (ইব্‌ন উমর) কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি আমাকে বলে দেবেন কি? এরপর লোকটি বললেন, আমি আপনাকে এই ঘরের মর্যাদার কসম দিয়ে বলছি, উহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) পালিয়েছিলেন, এ কথা আপনি কি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন, তিনি বদরের রণাঙ্গনে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় বললেন, তিনি বায়আতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখন ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, এসো, এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারে অবহিত করছি এবং তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুলে বলছি। (১) উহুদের রণাঙ্গন থেকে তাঁর পালানোর ব্যাপার সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (২) বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা (রুকাইয়া) তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁকে নবী (সা) বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই তুমি সওয়াব লাভ করবে এবং গনীমতের অংশ পাবে। (৩) বায়আতে রিদওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হল এই যে, মক্কাবাসীদের নিকট উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি থাকলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মক্কা পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ জন্য উসমান (রা)-কে (মক্কা) পাঠালেন। তাঁর মক্কা গমনের পরই বায়আতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল। তাই (বায়আত গ্রহণের সময়) নবী (সা) তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এটাই উসমানের হাত। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর) বললেন, এই হল উসমান (রা)-এর অনুপস্থিতির মূল কারণ। এখন তুমি যাও এবং এ কথাগুলো মনে গেঁথে রেখো।

٢١٨٢ . بَابٌ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَ تَلْوُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلاَ تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، تُصْعِدُوْنَ تَذْهَبُوْنَ اَصْعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ ـ

২১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল (সা) তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে আহবান করছিলেন ফলে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত (৩ ঃ ১৫৩)

٣٧٦٧ حَدَّثَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ (ص) عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ اُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَاَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ : اِذْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِىْ اُخْرَاهُمْ ـ

৩৭৬৭ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) ...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-কে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে (মদীনার দিকে) ছুটে গিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে, রাসূল (সা)-এর তাদেরকে পেছনের দিক থেকে ডাকা।

٢١٨٣. بَابٌ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا ، يَغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ، وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ، وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ اُحُدٍ حَتّٰى سَقَطَ سَيْفِيْ مِنْ يَدِيْ مِرَارًا يَسْقُطُ وَاٰخُذُهُ وَيَسْقُطُ فَاٰخُذُهُ

২১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি — তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত, তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। (৩ : ১৫৪) বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা (র) আমার নিকট ..... আবূ তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। এমনকি (এ তন্দ্রার কারণে) আমার তরবারিটি আমার হাত থেকে কয়েকবার পড়েও গিয়েছিল। এমনি করে তরবারিটি পড়ে যেত, আমি তা উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেত, আমি আবার তা উঠিয়ে নিতাম।

٢١٨٤ . بَابٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ شُجَّ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا نَبِيَّهُمْ

فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

২১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। (৩ : ১২৮) হুমায়দ এবং সাবিত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা)-কে আঘাত করে জখম করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে জখম করে দিয়েছে তারা কি করে উন্নতি ও সফলতা লাভ করবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

৩৭৭১ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اِلٰى قَوْلِهٖ : فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدْعُوْ عَلٰى صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اِلٰى قَوْلِهٖ : فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ـ

৩৭৭১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ সুলামী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ্ আপনি অমুক, অমুক এবং অমুকের উপর লানত বর্ষণ করুন, তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। হানজালা (র)........সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া, সুহাইল ইব্ন আমর এবং হারিস ইব্ন হিশামের জন্য বদদোয়া করতেন। এ প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতখানা। তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম।

٢١٨٥ . بَابُ ذِكْرِ اُمِّ سَلِيْطٍ

২১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে সালীতের আলোচনা

৩৭৭২ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِيْ مَالِكٍ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوْطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ

بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْطِ هٰذَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الَّتِىْ عِنْدَكَ يُرِيْدُوْنَ اُمَّ كُلْثُوْمِ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ اُمُّ سَلِيْطٍ اَحَقُّ بِهِ وَاُمُّ سَلِيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ عُمَرُ فَاِنَّهَا كَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ۔

৩৭৭২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... সা'লাবা ইব্ন আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কতকগুলো চাদর মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে বন্টন করলেন। পরে একটি সুন্দর চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তার নিকট উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ চাদরখানা আপনার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাতনী আলী (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা)-কে দিয়ে দিন। উমর (রা) বললেন, উম্মে সালীত (রা) তার চেয়েও অধিক হকদার। উম্মে সালীত (রা) আনসারী মহিলা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। উমর (রা) বললেন, উহুদের দিন এ মহিলা আমাদের জন্য মশক ভরে পানি এনেছিলেন।

٢١٨٦. بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ হামযা (রা)-এর শাহাদত

٣٧٧٣ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ وَحْشِيٍّ نَسْاَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَاَلْنَا عَنْهُ فَقِيْلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِيْ ظِلِّ قَصْرِهِ كَاَنَّهُ حَمِيْتٌ، قَالَ فَجِئْنَا حَتّٰى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيْرٍ فَسَلَّمْنَا ، فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ اِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ يَا وَحْشِيُّ اَتَعْرِفُنِيْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللّٰهِ اِلَّا اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَاَةً يُقَالُ لَهَا اُمُّ قِتَالٍ بِنْتِ اَبِي الْعِيْصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ اَسْتَرْضِعُ لَهُ ، فَحَمَلْتُ ذٰلِكَ الْغُلَامَ مَعَ اُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا اِيَّاهُ فَلَكَاَنِّيْ نَظَرْتُ اِلٰى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : اَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ : اِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِيْ مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّيْ فَاَنْتَ حُرٌّ . قَالَ فَلَمَّا اَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِجِبَالِ اُحُدٍ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ اِلَى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا اصْطَفُّوْا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ ، قَالَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ اُمِّ اَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُوْرِ ، اَتُحَادُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (ص) قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ كَاَمْسِ الذَّاهِبِ ، قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ

صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّى رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِى فَاَضَعُهَا فِى ثُنَّتِهِ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَاَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتّٰى فَشَا فِيْهَا الْاِسْلاَمُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ اِلَى الطَّائِفِ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) رَسُوْلاً فَقِيْلَ لِىْ اِنَّهُ لاَيَهِيْجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتّٰى قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَلَمَّا رَآنِيْ قَالَ اَنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْاَمْرِ مَا بَلَغَكَ ، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّىْ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لاَخْرُجَنَّ اِلٰى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّى اَقْتُلُهُ فَاُكَافِىْ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَاكَانَ قَالَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَاَنَّهُ جَمَلٌ اَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِىْ فَاَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ فَاَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ وَاَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْاَسْوَدُ ـ

৩৭৭৩ আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... জাফর ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খিয়ার (র)-এর সাথে ভ্রমণে বের হলাম। আমরা যখন হিম্‌স নামক স্থানে পৌছলাম তখন উবায়দুল্লাহ্ (র) আমাকে বললেন, ওয়াহ্‌শীর কাছে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি? আমরা তাকে হামযা (রা)-এর শাহাদত বরণ করার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আমি বললাম, হ্যাঁ যাব। ওয়াহ্‌শী তখন হিম্‌স শহরে বসবাস করতেন। আমরা তার সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হল ঐ তো তিনি তার প্রাসাদের ছায়ার মধ্যে পশমহীন মশকের মত স্থির হয়ে বসে আছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প কিছু দূরে থামলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। জাফর (র) বর্ণনা করেন, তখন উবায়দুল্লাহ্ (র) তার মাথা পাগড়ি দ্বারা এমনভাবে আবৃত করে রেখেছিলেন যে, ওয়াহ্‌শী তার দুই চোখ এবং দুই পা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় উবায়দুল্লাহ্ (র) ওয়াহ্‌শীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওয়াহ্‌শী, আপনি আমাকে চিনেন কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং এরপর বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে চিনি না। তবে আমি এতটুকু জানি যে, আদী ইব্‌ন খিয়ার উম্মে কিতাল বিন্‌ত আবুল ঈস নামক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার দাই খোঁজ করছিলাম, তখন ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। সে দিনের সে বাচ্চার পা দু'টির মত যেন আপনার পা দু'টি দেখতে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উবায়দুল্লাহ্ (র) তার মুখের পর্দা সরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হামযা (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দেবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বদর যুদ্ধে হামযা (রা) তুআইমা ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার মনিব জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম আমাকে বললেন, তুমি যদি

আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আযাদ। রাবী বলেন, যে বছর উহুদ পাহাড় সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে যুদ্ধে আমি সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। এরপর লড়াইয়ের জন্য সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে (কাফির সৈন্যদলের মধ্য থেকে) সিবা নামক এক ব্যক্তি ময়দানে এসে বলল, দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছ কি? ওয়াহ্শী বলেন, তখন হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) (বীর বিক্রমে) তার সামনে গিয়ে বললেন, হে মেয়েদের খতনাকারিণী উম্মে আনমারের পুত্র সিবা! তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে দুশমনী করছ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যার ফলে সে অতীত দিনের মত বিলীন হয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেন, আমি হামযা (রা)-কে কতল করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের নিচে আত্মগোপন করে ওঁত পেতে বসেছিলাম। যখন তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন তখন আমি আমার অস্ত্র দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তার মূত্রথলি ভেদ করে নিতম্বের মাঝখান দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেন, এটাই হল তাঁর শাহাদতের মূল ঘটনা। এরপর সবাই ফিরে এলে আমিও তাদের সাথে ফিরে এসে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। এরপর মক্কায় ইসলাম প্রসার লাভ করলে আমি তায়েফ চলে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে তায়েফবাসিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হল যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমিই কি ওয়াহ্শী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? ওয়াহ্শী বলেন, তখন আমি চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ইন্তিকালের পর (নবুয়াতের মিথ্যাদাবিদার) মুসায়লামাতুল কায্যাব আবির্ভূত হলে আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং তাকে হত্যা করে হামযা (রা)-কে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ করব। ওয়াহ্শী বলেন, তাই আমি লোকদের সাথে রওয়ানা করলাম। তার অবস্থা যা হওয়ার তাই হল। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক সময় আমি দেখলাম যে, হালকা কালো বর্ণের উটের ন্যায় উষ্কখুষ্ক চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি ভাঙ্গা প্রাচীরের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সাথে সাথে আমি আমার বর্শা দ্বারা তার উপর আঘাত করলাম। এবং তার বক্ষের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা দু কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এরপর আনসারী এক সাহাবী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দ্বারা তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফযল (র) বর্ণনা করেছেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসির (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (মুসায়লামা নিহত হলে) ঘরের ছাদে উঠে একটি বালিকা বলছিল, হায়, হায়, আমীরুল মু'মিনীন (মুসায়লামা)-কে একজন কালো ক্রীতদাস হত্যা করল।

٢١٨٧ . بَابُ مَا اَصَابَ النَّبِيَّ (ص) مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ اُحُدٍ

২১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা

٣٧٧٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِنَبِيِّهٖ يُشِيْرُ اِلٰى رَبَاعِيَتِهٖ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

৩৭৭৪ ইসহাক ইব্‌ন নাস্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর (ভাঙ্গা) দাঁতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রাসূল আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদরত অবস্থায়) হত্যা করেছে তার প্রতিও আল্লাহ্‌র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।

٣٧٧٥ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْاُمَوِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِىُّ (ص) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِىِّ اللّٰهِ ـ

৩৭৭৫ মাখ্‌লাদ ইব্‌ন মালিক (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে নবী (সা) আল্লাহ্‌র পথে হত্যা করেছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র গযব ভীষণতর। আর যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে তাদের প্রতিও আল্লাহ্‌র ভয়াবহ গযব।

٢١٨٨ . بَابٌ

২১৮৮. অনুচ্ছেদ

٣٧٧٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ اَنَّهٗ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْئَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَادُوِىَ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) تَغْسِلُهٗ وَعَلِىٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَاَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ اِلَّا كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهٗ يَوْمَئِذٍ وَجُرِحَ وَجْهُهٗ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَاْسِهٖ ـ

৩৭৭৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, সে সময় যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জখম ধুয়েছিলেন এবং যিনি পানি ঢালছিলেন তাদেরকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি এবং কোন্ বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এ সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতিমা (রা) যখম দেখলেন যে, পানির দ্বারা রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে কেবল তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিয়ে তা জ্বালিয়ে তার ছাই জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত পড়া

বন্ধ হয়ে গেল। এ ছাড়া সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। চেহারা জখম হয়েছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গিয়ে মাথায় বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

٣٧٧٧ حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)۔

৩৭৭৭ আমর ইব্ন আলী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত কঠোর ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে নবী (সা) হত্যা করেছেন এবং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে তার জন্যও আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।

٢١٨٩ . بَابُ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

২১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন

٣٧٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ، قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ اُخْتِيْ كَانَ اَبُوْكَ مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَاَبُوْ بَكْرٍ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَا اَصَابَ يَوْمَ اُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُوْنَ خَافَ اَنْ يَرْجِعُوْا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِيْ اِثْرِهِمْ ، فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلاً قَالَ كَانَ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ۔

৩৭৭৮ মুহাম্মদ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উরওয়া (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে ভাগ্নে জান? "জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। উক্ত আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবায়র (রা) এবং (তোমার নানা) আবূ বকর (রা)-ও শামিল আছেন। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহু ক্ষয়ক্ষতি এবং দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ অবস্থায় (শত্রুসেনা) মুশরিকগণ চলে গেলে তিনি আশংকা করলেন যে, তারা আবারও ফিরে আসতে পারে। তিনি বললেন, কে আছ যে, তাদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য যাবে। এ আহবানে সত্তরজন সাহাবী সাড়া দিয়ে প্রস্তুত হলেন। উরওয়া (রা) বলেন, তাদের মধ্যে আবূ বকর ও যুবায়র (রা)-ও ছিলেন।

٢١٩٠. بَابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ مِنْهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَاَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ

২১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হামযা

ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (হুযায়ফার পিতা), ইয়ামান, আনাস ইব্‌ন নাসর এবং মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)

٣٧٧٩ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ اَكْثَرَ شَهِيْدًا اَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ اُحُدٍ سَبْعُوْنَ وَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ سَبْعُوْنَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُوْنَ قَالَ وَكَانَ بِئْرُ مَعُوْنَةَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلٰى عَهْدِ اَبِىْ بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ۔

৩৭৭৯ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আরবের কোন জনগোষ্ঠীই আনসারদের তুলনায় অধিক সংখ্যক শহীদ এবং অধিক মর্যাদার হকদার হবে বলে আমরা জানি না। কাতাদা (র) বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আনসারদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন, বিরে মাউনার ঘটনায় তাদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সত্তর জন। বর্ণনাকারী বলেন যে, বিরে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় এবং ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল (মিথ্যা নবী) মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে।

٣٧٨٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَلَهُ اِلٰى اَحَدٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا * وَقَالَ اَبُوْ الْوَلِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِىْ جَعَلْتُ اَبْكِىْ وَاَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَجَعَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) يَنْهَوْنِىْ وَالنَّبِىُّ (ص) لَمْ يَنْهَهُ ، وَقَالَ النَّبِىُّ (ص) لَا تَبْكِيْهِ اَوْ مَاتَبْكِيْهِ مَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ۔

৩৭৮০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে (একই কবরে) দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানোর পর তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে কুরআন শরীফ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত? যখন কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হত তখন তিনি তাকেই কবরে আগে নামাতেন এবং বলতেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষ্য হব। সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের জানাযার১ নামাযও আদায় করা হয়নি এবং তাদেরকে গোসলও২ দেওয়া হয়নি। (অন্য এক সনদে) আবুল ওয়ালী (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার পিতা শাহাদত বরণ করার পর (তাঁর শোকে) আমি কাঁদতে লাগলাম এবং বারবার তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন নবী (সা)-এর সাহাবীগণ আমাকে এ থেকে বারণ করছিলেন। তবে নবী (সা) (এ ব্যাপারে) আমাকে নিষেধ করেননি। অধিকন্তু নবী (সা) (আবদুল্লাহ্‌র ফুফুকে বলেছেন) তোমরা তার জন্য কাঁদছ! অথচ জানাযা না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশ্‌তারা নিজেদের ডানা দিয়ে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছিলেন।

٣٧٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ ابْـنِ عَبْدِ الـلّٰهِ بْـنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهٖ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰـى رَضِيَ الـلّٰهُ عَنْهُ أُرَى عَنِ الـنَّبِيِّ (ص) قَالَ رَاَيْتُ فِيْ رُؤْيَاىَ اَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهٗ فَاِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهٗ اُخْرٰى فَعَادَ اَحْسَنَ مَاكَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللّٰهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَاَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৭৮১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারি নাড়া দিলাম, অমনি এর মধ্যস্থলে ভেঙ্গে গেল। (আমি বুঝতে পারলাম) এটা উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের উপর আগত বিপদেরই প্রতিচ্ছবি ছিল। এরপর আমি তরবারিটিকে পুনরায় নাড়া দিলাম। এতে তা পূর্বের থেকেও অধিক সুন্দর হয়ে গেল। এর অর্থ হল (পরবর্তীকালে) মু'মিনদের বিজয় লাভ করা ও তাদের একতাবদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নে আমি একটি গরুও দেখেছিলাম। উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত বরণ করাই হচ্ছে এর তাবীর। আল্লাহ্‌র প্রতিদান অতি উত্তম বা আল্লাহ্‌র সকল কাজ কল্যাণময়।

٣٧٨٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْـنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَـنْ شَقِيْقٍ عَـنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْـهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَنَحْنُ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى اَوْ ذَهَبَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ اِلاَّ نَمِرَةً ، كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَابِهَا رَاْسَهٗ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَيْهِ خَـرَجَ رَاْسُهٗ ، فَقَالَ لَنَا الـنَّبِيُّ (ص) غَطُّـوْابِهَا رَاْسَهٗ وَاجْعَلُوْا عَلٰـى رِجْلَيْهِ

১. শহীদের জানাযার নামায আদায় করা সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত হল এই যে, তাদের জন্য জানাযার নামাযের কোন দরকার নেই। তারা আলোচ্য হাদীসকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে থাকেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, শহীদদের জানাযার নামায আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের শহীদদের উপর জানাযার নামায আদায় করেছেন বলেও কতিপয় হাদীসে বর্ণিত আছে। অবশ্য সংক্ষেপ করণার্থে তিনি সাত সাত জনের জানাযা একত্রে আদায় করেছিলেন। পৃথক পৃথকভাবে আদায় করেননি। এ বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীসে জানাযার নামায আদায় করেননি বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

২. এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তিকে তার রক্ত রঞ্জিত দেহে রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়ে দাফন করতে হবে। তাকে গোসল দেওয়া যাবে না। এ অবস্থায়ই তাকে কবরে রাখা হবে এবং এ অবস্থায়ই কিয়ামতে তার উত্থান হবে।

لاذْخِرَ أوْ قَالَ ألقُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الاذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ـ

৩৭৮২ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এতে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা। অতএব আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের প্রতিদান নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কেউ চলে গিয়েছেন। অথচ পার্থিব প্রতিদান থেকে তিনি কিছুই ভোগ করতে পারেননি। মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা) হলেন তাদের মধ্যে একজন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। একখানা মোটা চাদর ব্যতীত তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। এ দ্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেত এবং পা দু'খানা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। (এ দেখে) নবী (সা) আমাদেরকে বললেন, এ কাপড় দ্বারা তার মাথা ঢেকে দাও এবং উভয় পা ইয্‌খির (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা আবৃত করে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), তাঁর উভয় পায়ের উপর ইয্‌খির দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও আছেন, যার ফল উত্তমরূপে পেকেছে, এখন তিনি তা সংগ্রহ করছেন।

٢١٩١. بَابٌ أُحُدٌ يُحِبُّنَا قَالَهُ عَبَّاسُ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِىْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ـ

২১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) আবূ হুমায়দ (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

٣٧٨٣ حَدَّثَنِى نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ـ

৩৭৮৩ নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, নবী (সা) (উহুদ পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে) বলেছেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি।

٣٧٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ـ

৩৭৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সামনে উহুদ পাহাড় পরিলক্ষিত হলে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। হে আল্লাহ্! ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হরম শরীফ ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমি দু'টি কংকরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে)[১] হরম শরীফ ঘোষণা দিচ্ছি।

১. মদীনা হরম হওয়ার অর্থ হল, এর তাযীম মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তবে মক্কা শরীফের মত এখানে অন্যায় করার কারণে কোন 'জাযা' বা 'দম' দেওয়া ওয়াজিব নয়।

৩৭৮৫ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ ، وَاِنِّيْ لاَنْظُرُ اِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَاِنِّيْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ ، اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ ، وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا ـ

৩৭৮৫ আমর ইব্ন খালিদ (র) .... উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী (সা) (মদীনা থেকে) বের হয়ে (উহুদ প্রান্তরে গিয়ে) উহুদের শহীদগণের জন্য জানাযার নামাযের মত নামায আদায় করলেন। এরপর মিম্বরের দিকে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি এবং আমিই তোমাদের সাক্ষ্যদাতা। আমি এ মুহূর্তেই আমার হাউয (কাউছার) দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), আমাকে পৃথিবীর চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমার ইনতেকালের পর তোমরা শির্কে লিপ্ত হবে—আমার এ ধরনের কোন আশংকা নেই। তবে আমি আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়বে।

٢١٩٢. بَابُ غَزْوَةِ الرَّجِيْعِ وَرِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبِئْرِ مَعُوْنَةَ وَحَدِيْثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَاَصْحَابِهِ ، قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ اَنَّهَا بَعْدَ اُحُدٍ

২১৯২. অনুচ্ছেদ : রাজী, রি'ল, যাক্ওয়ান, বিরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ, আসিম ইব্ন সাবিত, খুবায়ব (রা) ও তার সঙ্গীদের ঘটনা। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আসিম ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাজীর যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল

٣٧٨٦ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَرِيَّةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ، فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ، ذُكِرُوْا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَتَبِعُوْهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى اَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوْهُ فَوَجَدُوْا فِيْهِ نَوَى تَمْرٍ تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالُوْا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى لَحِقُوْهُمْ فَلَمَّا انْتَهٰى عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَؤُوْا اِلَى فَدْفَدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاَحَاطُوْا بِهِمْ فَقَالُوْا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اِنْ نَزَلْتُمْ اِلَيْنَا اَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً ، فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَنْزِلُ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوْهُمْ حَتّٰى قَتَلُوْا عَاصِمًا فِيْ سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ اٰخَرُ ، فَاَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ فَلَمَّا اَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ نَزَلُوْا اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ حَلُّوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا ، فَقَالَ

الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ عَلٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوْهُ ، وَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ ، فَاشْتَرٰى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اِذَا اَجْمَعُوْا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوْسٰى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ ، لِيْ فَدَرَجَ اِلَيْهِ حَتّٰى اَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ، فَلَمَّا رَاَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّيْ وَفِيْ يَدِهِ الْمُوْسٰى ، فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذَاكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ ، وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِي الْحَدِيْدِ ، وَمَا كَانَ اِلاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ فَخَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَامِ لِيَقْتُلُوْهُ ، فَقَالَ دَعُوْنِيْ ، اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَرَوْا اَنَّ مَابِيْ جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَادًا ثُمَّ قَالَ :

مَا اِنْ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَاْ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ اِلٰى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُوْنَهُ ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَيْءٍ۔

৩৭৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নানা আসিম ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল কোথাও প্রেরণ করলেন। যেতে যেতে তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বনী লিহ্‌ইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর বনী লিহ্‌ইয়ানের প্রায় একশ তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছল, যে স্থানে অবতরণ করে সাহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল যা সাহাবীগণ মদীনা থেকে পাথেয়রূপে এনেছিলেন। তখন তারা বলল, এগুলো তো ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি)। এরপর তারা পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ধরে ফেলল। আসিম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে ফাদফাদ নামক টিলায় উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি তোমরা নেমে আস তাহলে আমরা তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না। আসিম (রা)

বললেন, আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ আপনার রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিম গোয়েন্দা দলের প্রতি আক্রমণ করল এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। এভাবে তারা আসিম (রা)-সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিল। এখন শুধু বাকী রইলেন খুবায়ব (রা), যায়দ (রা) এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তারিক) সাহাবী (রা)। পুনরায় তারা তাদেরকে ওয়াদা দিল। এই ওয়াদায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা তাদের কাছে নেমে এলেন। এবার তারা তাঁদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে এর দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথী তৃতীয় সাহাবী (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তারিক) (রা) বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হলেন না। অবশেষে কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবায়ব ও যায়দ (রা)-কে মক্কার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিল। বনী হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব (রা)-কে কিনে নিল। কেননা বদর যুদ্ধের দিন খুবায়ব (রা) হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। (পরবর্তীকালে মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করছেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। খুবায়ব (রা) তা বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইন্‌শা আল্লাহ্ আমি তা করার নই। সে (হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়ব (রা) থেকে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। (নামায আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে আমি (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হত্যার পূর্বে দু'রাকাত নামায আদায়ের সুন্নাত প্রবর্তন করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্, তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করলেন, "যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন শংকা নেই। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোন পার্শ্বে আমি ঢলে পড়ি।" "আমি যেহেতু আল্লাহ্‌র পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।" এরপর উকবা ইব্‌ন হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসিম (রা)-এর শাহাদতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ আসিম (রা) বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম (রা)-কে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ নিতে সক্ষম হল না।

৩৭৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ الَّذِىْ قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ اَبُوْ سِرْوَعَةَ۔

৩৭৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুবায়ব (রা)-এর হত্যাকারী হল আবূ সিরওআ (উকবা ইব্ন হারিস)।

৩৭৮৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ (ص) سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُوْنَةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكُمْ اَرَدْنَا اِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُوْنَ فِىْ حَاجَةٍ لِلنَّبِىِّ (ص) فَقَتَلُوْهُمْ فَدَعَا النَّبِىُّ (ص) عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِىْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَذَاكَ بَدْءُ الْقُنُوْتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ * قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ : وَسَاَلَ رَجُلٌ اَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ اَبَعْدَ الرُّكُوْعِ ، اَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، قَالَ لاَ : بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ۔

৩৭৮৮ আবূ মা'মার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) কোন এক প্রয়োজনে সত্তরজন সাহাবীকে (এক জায়গায়) পাঠালেন, যাদের ক্বারী বলা হত। বনী সুলাইম গোত্রের দু'টি শাখা—রিল ও যাকওয়ান বি'রে মাউনা নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। আমরা তো কেবল নবী (সা)-এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। এতদ্সত্ত্বেও তারা তাদেরকে হত্যা করে দিল। তাই নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। এভাবেই কুনূত পড়া আরম্ভ হয়। (রাবী বলেন ঃ এর পূর্বে আমরা) কখনো আর কুনূত (এ নাযিলা) পড়িনি। আবদুল আযীয (র) বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কুনূত কি রুকূর পর পড়তে হবে না কিরাত শেষ করে পড়তে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, কিরাত শেষ করে পড়তে হবে।

৩৭৮৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ۔

৩৭৮৯ মুসলিম (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রের প্রতি বদদোয়া করার জন্য নামাযে রুকূর পর কুনূত পাঠ করেছেন।

৩৭৯০ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِىْ لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلٰى عَدُوٍّ فَاَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الاَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ فِىْ زَمَانِهِمْ ، كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ ، حَتّٰى كَانُوْا بِبِئْرِ

مَعُوْنَةَ قَتَلُوْهُمْ وَغَدَرُوْا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ فِي الصُّبْحِ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ ، قَالَ اَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيْهِمْ قُرْاٰنًا ثُمَّ اِنَّ ذٰلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا اَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ (ص) قَنَتَ شَهْرًا فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ - زَادَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ اُولٰئِكَ السَّبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنًا كِتَابًا نَحْوَهُ -

৩৭৯০ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা ও বনূ লিহ্‌ইয়ানের লোকেরা শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে সত্তরজন আনসার সাহাবী পাঠিয়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য করলেন। সেকালে আমরা তাদেরকে ক্বারী নামে অভিহিত করতাম। তারা দিনের বেলা লাকড়ি কুড়াতেন এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতেন। যেতে যেতে তাঁরা বি'রে মাউনার নিকট পৌঁছলে তারা (আমির ইব্‌ন তোফায়লের আহবানে ঐ গোত্র চতুষ্টয়ের লোকেরা) তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র তথা রিল, যাক্‌ওয়ান, উসায়্যা এবং বনূ লিহ্‌ইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনূত পাঠ করেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কিত কিছু আয়াত আমরা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। (একটি আয়াত ছিল) بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا اَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا অর্থাৎ আমাদের কওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন। কাতাদা (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন, আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র—তথা রি'ল, যাক্‌ওয়ান, উসায়্যা এবং বনূ লিহ্‌ইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনূত পাঠ করেছেন। [ইমাম বুখারী (র)-এর উস্তাদ] খলীফা (র) এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন যুরায় (র) সাঈদ ও কাতাদা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা ৭০ জন সকলেই ছিলেন আনসার। তাঁদেরকে বি'রে মাউনা নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, এখানে قُرْاٰنٌ শব্দটি কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٧٩١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ خَالَهُ اَخٌ لِاُمِّ سُلَيْمٍ فِيْ سَبْعِيْنَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيْسَ الْمُشْرِكِيْنَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُوْنُ لَكَ اَهْلُ السَّهْلِ وَلِيْ اَهْلُ الْمَدَرِ اَوْ اَكُوْنُ خَلِيْفَتَكَ اَوْ اَغْزُوْكَ بِاَهْلِ غَطَفَانَ بِاَلْفٍ وَاَلْفٍ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِيْ بَيْتِ اُمِّ فُلَانٍ فَقَالَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَكْرِ فِيْ بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ اٰلِ فُلَانٍ ائْتُوْنِيْ

بِفَرَسِيْ ، فَمَاتَ عَلٰى ظَهْرِ فَرَسِهٖ ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ اَخُوْ اُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ وَ رَجُلٌ اَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ كُوْنَا قَرِيْبًا حَتّٰى اٰتِيَهُمْ فَاِنْ اٰمَنُوْنِيْ كُنْتُمْ وَاِنْ قَتَلُوْنِيْ اَتَيْتُمْ اَصْحَابَكُمْ ، فَقَالَ اَتُؤْمِنُوْنِيْ اُبَلِّغْ رِسَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَاَوْمَؤُا اِلٰى رَجُلٍ فَاَتَاهُ مِنْ خَلْفِهٖ فَطَعَنَهٗ قَالَ هَمَّام اَحْسِبُهٗ حَتّٰى اَنْفَذَهٗ بِالرُّمْحِ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلُحِقَ الرَّجُلُ فَقُتِلُوْا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْاَعْرَجِ كَانَ فِيْ رَاْسِ جَبَلٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوْخِ : اِنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَيْهِمْ ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا عَلٰى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِيْ لَحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ

৩৭৯১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁর মামা উম্মে সুলায়মানের (আনাসের মা) ভাই [হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা)]-কে সত্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমির ইব্‌ন তুফায়েলের নিকট) পাঠালেন। মুশরিকদের দলপতি আমির ইব্‌ন তুফায়েল (পূর্বে) নবী (সা)-কে তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, পল্লী এলাকায় আপনার কর্তৃত্ব থাকবে এবং শহর এলাকায় আমার কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা হব বা গাতফান গোত্রের দুই হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এরপর আমির উম্মে ফুলানের গৃহে মহামারিতে আক্রান্ত হল। সে বলল, অমুক গোত্রের মহিলার বাড়িতে উটের যেমন ফোঁড়া হয় আমারও তেমন ফোঁড়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে আস। তারপর (ঘোড়ায় আরোহণ করে) অশ্বপৃষ্ঠেই সে মৃত্যুবরণ করে। উম্মে সুলাইম (রা)-এর ভাই হারাম [ইব্‌ন মিলহান (রা)] এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন এক গোত্রের অপর এক ব্যক্তি সহ সে এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন। [হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা)] তার দুই সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিকটেই অবস্থান কর। আমিই তাদের নিকট যাচ্ছি। তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি তারা আমাকে শহীদ করে দেয় তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের সাথীদের কাছে চলে যাবে। এরপর তিনি (তাদের নিকট গিয়ে) বললেন, তোমরা (আমাকে) নিরাপত্তা দিবে কি? দিলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি পয়গাম তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিতাম। তিনি তাদের সাথে এ ধরনের আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় তারা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলে সে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। হাম্মাম (র) বলেন, আমার মনে হয় আমার শায়খ [ইসহাক (র)] বলেছিলেন যে, বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার ওপার করে দিয়েছিল। (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে) হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা) বললেন, আল্লাহু আকবর, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। এরপর উক্ত (হারামের সঙ্গী) লোকটি (অপেক্ষমান সাথীদের সাথে) মিলিত হলেন। তারা হারামের সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করলে খোঁড়া ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিহত হলেন। খোঁড়া লোকটি ছিলেন পাহাড়ের চূড়ায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি (একখানা) আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মনসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল এই ঃ اِنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا "আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।" তাই নবী (সা) ত্রিশ দিন পর্যন্ত

ফজরের নামাযে রি'ল, যাক্ওয়ান, বনূ লিহ্ইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল।

٣٧٩٢ حَدَّثَنِيْ حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ قَالَ بِالدَّمِ هٰكَذَا فَنَضَحَهُ عَلٰى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ

৩৭৯২ হিব্বান (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর মামা হারাম ইব্ন মিলহান (রা)-কে বি'রে মাউনার দিন বর্শা বিদ্ধ করা হলে তিনি এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে নিজের চেহারা ও মাথায় মেখে বললেন, কা'বার প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।

٣٧٩٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ (ص) اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْخُرُوْجِ حِيْنَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْاَذٰى ، فَقَالَ لَهُ اَقِمْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَطْمَعُ اَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَانْتَظَرَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ فَقَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّهُ قَدْ اُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الصُّحْبَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) الصُّحْبَةَ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ اَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوْجِ فَاَعْطَى النَّبِيُّ (ص) اِحْدَاهُمَا وَهِيَ الْجَدْعَاءُ فَرَكِبَا ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اَتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِثَوْرٍ فَتَوَارَيَا فِيْهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ غُلاَمًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ اَخُوْ عَائِشَةَ لِاُمِّهَا ، وَكَانَتْ لِاَبِيْ بَكْرٍ مِنْحَةٌ ، فَكَانَ يَرُوْحُ بِهَا وَيَغْدُوْ عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ اِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلاَ يَفْطُنُ بِهِ اَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتّٰى قَدِمَا الْمَدِيْنَةَ ، فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ، وَعَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَاَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ وَاُسِرَ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هٰذَا فَاَشَارَ اِلٰى قَتِيْلٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ ، هٰذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ، فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَاَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَرْضِ ، ثُمَّ وُضِعَ فَاَتَى النَّبِيُّ (ص) خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ ، فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَكُمْ قَدْ اُصِيْبُوْا وَاِنَّهُمْ قَدْ سَاَلُوْا رَبَّهُ فَقَالُوْا رَبَّنَا اَخْبِرْ عَنَّا اِخْوَانَنَا بِمَا رَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا ، فَاَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَاُصِيْبَ يَوْمَئِذٍ فِيْهِمْ عُرْوَةُ بْنُ اَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا ـ

৩৭৯৩ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার কাফেরদের) অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে আবূ বকর (রা) (মক্কা থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, (আরো কিছুদিন) অবস্থান কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আশা করেন যে, আপনাকে অনুমতি দেওয়া হোক? তিনি বললেন, আমি তো তাই আশা করি। আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) এর জন্য অপেক্ষা করলেন। একদিন যোহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে তাঁকে [আবূ বকর (রা)-কে] ডেকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, এরা তো আমার দু'মেয়ে (আয়েশা ও আসমা)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি জান আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার সাথে যেতে পারব? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ আমার সাথে যেতে পারবে। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে দু'টি উটনী আছে। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যই এ দু'টিকে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। এরপর তিনি নবী করীম (সা) -কে দুটি উটের একটি উট প্রদান করলেন। এ উটটি ছিল কান-নাক কাটা। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং গারে সাওরে পৌছে সেখানে আত্মগোপন করলেন। আয়েশা (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভাই আমির ইব্ন ফুহায়রা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তুফায়ল ইব্ন সাখ্বারার গোলাম। আবূ বকর (রা)-এর একটি দুধের গাভী ছিল। তিনি (আমির ইব্ন ফুহায়রা) সেটিকে সন্ধ্যাবেলা চরাতে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তাদের (মক্কার কাফেরদের) কাছে নিয়ে যেতেন এবং ভোরবেলা তাঁদের উভয়ের কাছে নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই এ বিষয়টি বুঝতে পারত না। নবী (সা) ও আবূ বকর (রা) গারে সাওর থেকে বের হলে তিনিও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা পৌছে যান। আমির ইব্ন ফুহায়রা পরবর্তীকালে বি'রে মাউনার দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। (অন্য সনদে) আবূ উসামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইব্নে উরওয়া (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আমাকে বলেছেন, বি'রে মাউনার যুদ্ধে শাহাদতবরণকারিগণ শহীদ হলে আমর ইব্ন উমাইয়া যাম্রী বন্দী হলেন। তাঁকে আমির ইব্ন তুফায়ল নিহত আমির ইব্ন ফুহায়রার লাশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তি কে? আমর ইব্ন উমাইয়া বললেন, ইনি হচ্ছেন আমির ইব্ন ফুহায়রা। তখন সে (আমির ইব্ন তুফায়ল) বলল, আমি দেখলাম, নিহত হওয়ার পর তার লাশ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তার লাশ আসমান যমীনের মাঝে দেখেছি। এরপর তা রেখে দেয়া হল (যমিনের উপর)। এ সংবাদ নবী (সা) -এর কাছে পৌছলে তিনি সাহাবীগণকে তাদের শাহাদতের সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমাদের সাথীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট—এ সংবাদ আমাদের ভাইদের কাছে পৌছে দিন। তাই মহান আল্লাহ্ তাঁদের এ সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌছিয়ে দিলেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইব্ন আসমা ইব্ন সাল্লাত (রা)-ও ছিলেন। তাই এ নামেই উরওয়া (ইব্ন যুবায়রের)-এর নামকরণ করা হয়েছে। আর মুনযির ইব্ন আমর (রা)-ও এ দিন শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাই এ নামেই মুনযির-এর নামকরণ করা হয়েছে।

٣٧٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

قَنَتَ النَّبِيُّ (ص) بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُوْلُ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ ـ

৩৭৯৪ মুহাম্মদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত নামাযে রুকূর পরে কুনূত পাঠ করেছেন। এতে তিনি রি'ল, যাক্ওয়ান গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন, উসায়্যা গোত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

٣٧٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا يَعْنِيْ اَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلاَثِيْنَ صَبَاحًا حِيْنَ يَدْعُوْا عَلٰى رِعْلٍ وَلَحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ (ص) قَالَ اَنَسٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ (ص) فِى الَّذِيْنَ قُتِلُوْا اَصْحَابِ بِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنًا قَرَاْنَاهُ حَتّٰى نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ ـ

৩৭৯৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বি'রে মাউনার নিকট নবী (সা)-এর সাহাবীগণকে শহীদ করেছিল সে হত্যাকারী রি'ল, যাক্ওয়ান, বনী লিহ্ইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতি নবী (সা) ত্রিশদিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদদোয়া করেছেন। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, বি'রে মাউনা নামক স্থানে যারা শাহাদতবরণ করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি আয়াত নাযিল করেছিলেন। আমরা তা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। (আয়াতটি হল) بَلِّغُوْا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ -অর্থাৎ আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

٣٧٩٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَالُ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ فَاِنَّ فُلاَنًا اَخْبَرَنِيْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا اَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلاً اِلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَهْدٌ قِبَلَهُمْ فَظَهَرَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ ـ

৩৭৯৬ মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ...... আসিমুল আহ্ওয়াল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে নামাযে (দোয়া) কুনূত পড়তে হবে কি না—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়তে হবে। আমি বললাম, রুকূর আগে পড়তে হবে, না পরে? তিনি বললেন, রুকূর আগে। আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি আপনার সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি রুকূর

পর কুনূত পাঠ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র একমাস পর্যন্ত রুকূর পর কুনূত পাঠ করেছেন। এর কারণ ছিল এই যে, নবী (সা) সত্তরজন কারীর একটি দলকে মুশরিকদের নিকট কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল। তারা (আক্রমণ করে সাহাবীগণের উপর) বিজয়ী হল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি বদদোয়া করে নামাযে রুকূর পর এক মাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেছেন।

٢١٩٣. بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَهِيَ الْاَحْزَابُ قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ كَانَتْ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ اَرْبَعٍ

২১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহ্‌যাবের যুদ্ধও বলা হয়। মূসা ইব্‌ন উকবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল

[٣٧٩٧] حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ (ص) عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَاَجَازَهُ۔

[৩৭৯৭] ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি (ইব্‌ন উমর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করার পর নবী (সা) তাকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তবে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করলে নবী (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর বয়স পনের বছর।

[٣٨٩٧] حَدَّثَنِيْ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلٰى اَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ۔

[৩৭৯৮] কুতায়বা (র) ...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরিখা খননের কাজে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাঁরা পরিখা খনন করছিলেন আর আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (আমাদের জন্য দোয়া করে) বলছিলেন, হে আল্লাহ্, আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি। আপনি মুহাজির এবং আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন।

[٣٧٩٩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلَى الْخَنْدَقِ فَاِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِيْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَاٰى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ

الْأٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ـ

৩৭৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হন। এ সময় মুহাজির এবং আনসারগণ ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম ছিল না যারা তাদের পক্ষ হতে এ কাজ আ াম দিবে। যখন নবী (সা) তাদের অনাহার ও কষ্ট ক্লেশ দেখতে পান, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি; তাই আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবীগণ এর উত্তরে বললেন, "আমরা সে সব লোক, যারা জিহাদে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত।"

٨٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْاِسْلاَمِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ـ

قَالَ يَقُوْلُ النَّبِيُّ (ص) وَهُوَ يُجِيْبُهُمْ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ، قَالَ يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّى مِنَ الشَّعِيْرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوْضَعُ بَيْنَ يَدَىِ الْقَوْمِ ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِىَ بَشِعَةٌ فِى الْحَلْقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُنْتِنٌ ـ

৩৮০০ আবূ মা'মার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং নিজ নিজ পিঠে মাটি বহন করছিলেন। আর (আনন্দ কণ্ঠে) আবৃত্তি করছিলেন, "আমরা তো সে সব লোক যারা ইসলামের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিনের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) তাদের এ কথার উত্তরে বলতেন, হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই, তাই আনসার ও মুহাজিরদের কাজে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী [আনাস (রা)] বর্ণনা করছেন যে, (পরিখা খননের সময়) তাদেরকে এক মুষ্টি ভরে যব দেওয়া হত। তা বাসি, স্বাদবিকৃত চর্বিতে মিশিয়ে খানা পাকিয়ে ক্ষুধার্ত কাওমের সামনে পরিবেশন করা হত। অথচ এ খাদ্য ছিল একেবারে স্বাদহীন ও ভীষণ দুর্গন্ধময়।

٨٠١ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاؤُا النَّبِيَّ (ص) فَقَالُوْا هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ فَقَالَ اَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ لاَ نَذُوْقُ ذَوَاقًا فَاَخَذَ النَّبِيُّ (ص)

الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا اَهْيَلَ اَوْ اَهْيَمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِيْ اِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِيْ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ (ص) شَيْئًا مَا كَانَ فِيْ ذٰلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ، قَالَتْ عِنْدِيْ شَعِيْرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ حَتّٰى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ (ص) وَالْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْاَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ اَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ طُعَيِّمٌ لِيْ فَقُمْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ اَوْ رَجُلاَنِ قَالَ كَمْ هُوَ ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثِيْرٌ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لَهَا : لاَ تَنْزِعُ الْبُرْمَةَ ، وَلاَ الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّوْرِ حَتّٰى اٰتِيَ ، فَقَالَ قُوْمُوْا فَقَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلٰى امْرَأَتِهِ قَالَ وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ (ص) بِالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَلاَ تَضَاغَطُوْا ، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّوْرَ اِذَا اَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ اِلٰى اَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَغْرِفُ حَتّٰى شَبِعُوْا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِيْ هٰذَا وَاَهْدِيْ فَاِنَّ النَّاسَ اَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ـ

৩৮০১ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখণ্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের মাঝে একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাংতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোন কিছুর স্বাদও গ্রহণ করিনি। তখন নবী (সা) একখানা কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ি পৌঁছে) আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, নবী (সা)-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখলাম যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। তখন বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ্ করলাম। এবং সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। এরপর গোশ্‌ত ডেক্‌চিতে দিয়ে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। এ সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার উপর ছিল ও গোশ্‌ত প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার (বাড়িতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দুইজন সাথে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তার নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, এ তো অনেক ও উত্তম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত উনান থেকে ডেকচি ও রুটি না নামায়। এরপর তিনি বললেন, উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিয়েছে) মুহাজিরগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। জাবির (রা) তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কি হবে?) নবী (সা) তো মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে

জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর নবী (সা) (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না। এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে এর উপর গোশ্ত দিয়ে সাহাবীগণের নিকট তা বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট ভরে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তাই তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে।

٣٨٠٢ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَاَيْتُ بِالنَّبِيِّ (ص) خَمَصًا شَدِيْدًا ، فَانْكَفَأْتُ اِلَى امْرَأَتِيْ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) خَمَصًا شَدِيْدًا فَاَخْرَجَتْ اِلَيَّ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغَتْ اِلَى فَرَاغِيْ وَقَطَّعْتُهَا فِيْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِيْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتّٰى اَجِيْءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقْدُمُ النَّاسَ حَتّٰى جِئْتُ امْرَأَتِيْ فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِيْ قُلْتِ فَاَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِيْ ، وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ اَلْفٌ فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَقَدْ اَكَلُوْا حَتّٰى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَاِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَاِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

৩৮০২ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী (সা)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম এবং গোশ্ত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসুন। তখন নবী (সা) উচ্চ স্বরে সবাইকে বললেন,

হে পরিখা খননকারিগণ! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবা-ই-কিরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। (তুমি এ কি করলে? এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ খাদ্য একেবারে নগণ্য) আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, (হে জাবির) রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশ্ত পরিবেশন করুক। তবে (চুলা থেকে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা (আগন্তুক সাহাবা-ই-কিরাম) ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের আটার খামির থেকেও পূর্বের মত রুটি তৈরি হচ্ছিল।

٣٨٠٣ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الاَبْصَارُ قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ـ

৩৮০৩ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল হতে এবং তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল .... (৩৩ ঃ ১০) তিনি বলেন, এ আয়াতখানা খন্দকের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

٣٨٠٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى اَغْمَرَ بَطْنَهُ اَوِ اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُوْلُ :

وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

اِنَّ الاُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ اَبَيْنَا اَبَيْنَا

৩৮০৪ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধের দিন মাটি বহন করেছিলেন। এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাঁর পেট ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ হেদায়েত না করলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, দান সদকা করতাম না, এবং নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং (হে আল্লাহ্!) আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং আমাদেরকে শত্রুর সাথে মুকাবিলা

করার সময় দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয়ই মক্কাবাসীরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করেছে। যখনই তারা ফিতনার প্রয়াস পেয়েছে তখনই আমরা উপেক্ষা করেছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় নবী (সা) উচ্চ স্বরে "উপেক্ষা করেছি", "উপেক্ষা করেছি" বলে উঠেছেন।

٣٨٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ -

৩৮০৫ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে পুবালি বায়ু দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

٣٨٠٦ حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِي عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ ، وَخَنْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ ، حَتّٰى وَارَى عَنِّى الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيْرَ الشَّعْرِ ، فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ ، وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ يَقُوْلُ :

اَللّٰهُمَّ لَوْ لاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

اِنَّ الاُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِاٰخِرِهَا -

৩৮০৬ আহ্মাদ ইব্ন উসমান (র) ...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খনন করেছেন। আমি তাঁকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি ধূলাবালি পড়ার কারণে তার পেটের চামড়া ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তিনি অধিক পশম বিশিষ্ট ছিলেন। সে সময় আমি নবী (সা)-কে মাটি বহন করা অবস্থায় ইব্ন রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি যদি হেদায়েত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আমরা সদকা করতাম না এবং আমরা নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার রহমত নাযিল করুন এবং দুশমনের মুকাবিলা করার সময় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। অবশ্য মক্কাবাসীরাই আমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করেছে। তারা ফিত্না বিস্তার করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। বর্ণনাকারী (বারা) বলেন, শেষ পঙক্তিটি আবৃত্তি করার সময় তিনি তা প্রলম্বিত করে পড়তেন।

٣٨٠٧ حَدَّثَنِى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ

اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ الْخَنْدَقِ ـ

৩৮০৭ আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম আমি যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি তা ছিল খন্দকের যুদ্ধ।

٣٨٠٨ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاَخْبَرَنِي ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ مَاتَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ فَقَالَتِ الْحَقْ فَانَّهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ وَاَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ فِي اِحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتّٰى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هٰذَا الْاَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ اَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ اَبِيْهِ ، قَالَ حَبِيْبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَهَلاَّ اَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي وَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْلَ اَحَقُّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَاَبَاكَ عَلَى الْاِسْلاَمِ ، فَخَشِيْتُ اَنْ اَقُوْلَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذٰلِكَ ، فَذَكَرْتُ مَا اَعَدَّ اللّٰهُ فِي الْجِنَانِ ، قَالَ حَبِيْبٌ حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ * قَالَ مَحْمُوْدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوْسَاتُهَا ـ

৩৮০৮ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাফসা (রা)-এর নিকট গেলাম। সে সময় তাঁর চুলের বেণি থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন, নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকজন কি কাণ্ড করছে। ইমারত ও নেতৃত্বের কিছুই আমাকে দেওয়া হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনি গিয়ে তাদের সাথে যোগ দিন। কেননা তাঁরা আপ্নার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের থেকে দূরে সরে থাকার কারণে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। হাফসা (রা) তাঁকে (এ কথা) বলতে থাকেন। (অবশেষে) তিনি (সেখানে) গেলেন। এরপর লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মুআবিয়া (রা) বক্তৃতা দিয়ে বললেন, ইমারত ও খিলাফতের ব্যাপারে কারো কিছু বলার ইচ্ছা থাকলে সে আমাদের সামনে মাথা উঁচু করুক। এ ব্যাপারে আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতার চাইতে অধিক হকদার। তখন হাবীব ইব্ন মাসলামা (র) তাঁকে বললেন, আপনি এ কথার জবাব দেননি কেন? তখন আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) বললেন, আমি তখন আমার গায়ের চাদর ঠিক করলাম এবং এ কথা বলার ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে ঐ ব্যক্তিই অধিক হকদার যে ইসলামের জন্য আপনার ও আপনার পিতার সাথে লড়াই করেছেন। তবে আমার এ কথায় (মুসলমানদের মাঝে) অনৈক্য সৃষ্টি হবে, অযথা রক্তপাত হবে এবং আমার এ কথার অপব্যাখ্যা করা হবে এ আশংকায় এবং আল্লাহ্ জান্নাতে যে নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন তার কথা স্মরণ করে আমি উক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকি। তখন হাবীব (র) বললেন, এভাবেই আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন এবং বেঁচে গিয়েছেন।

٣٨٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ

الْاَحْزَابِ نَغْزُوْهُمْ وَلاَ يَغْزُوْنَنَا ـ

৩৮০৯ আবূ নূআইম (র) .... সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন নবী (সা) বলেছেন যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তারা আর আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারবে না।

٣٨١٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ حِيْنَ اُجْلَى الْاَحْزَابُ عَنْهُ الْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلاَ يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ ـ

৩৮১০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা ছেড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলে নবী (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না। আর আমরা তাদের এলাকায় গিয়েই আক্রমণ করব।

٣٨١١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلاَءَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَ قُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ ـ

৩৮১১ ইসহাক (র) .... আলী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন (কাফের মুশরিকদের প্রতি) বদদোয়া করে বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরপুর করে দিন। কেননা তারা আমাদেরকে (যুদ্ধে ব্যস্ত করে) মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গিয়েছে।

٣٨١٢ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّيَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

৩৮১২ মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, খন্দক যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এসে কুরাইশ কাফেরদের গালি দিতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আজ) সূর্যাস্তের পূর্বে আমি (আসর) নামায আদায় করতে পারিনি। তখন নবী (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমিও আজ এ নামায আদায় করতে পারিনি। [জাবির ইব্‌ন

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন] এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে বুতহান উপত্যকায় গেলাম। এরপর তিনি নামাযের জন্য ওযূ করলেন। আমরাও নামাযের জন্য ওযূ করলাম। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পর প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

৩৮১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْاَحْزَابِ مَنْ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ وَاِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ـ

৩৮১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কুরাইশ কাফেরদের খবর আমাদের নিকট এনে দিতে পারবে কে? যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] আবার বললেন, কুরাইশদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? তখনও যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি পুনরায় বললেন, কুরাইশদের সংবাদ আমাদের নিকট কে এনে দিকে পারবে? এবারও যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিল। আমার হাওয়ারী হল যুবায়র।

৩৮১৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَقُوْلُ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَ غَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلاَشَيْئَ بَعْدَهُ ـ

৩৮১৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু দল সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তারপর আর কিছুই থাকবে না অথবা এরপর আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

৩৮১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَعَبْدَةُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ ، اَللّٰهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ـ

৩৮১৫ মুহাম্মদ (ইব্‌ন সালাম) (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন, কিতাব নাযিলকারী ও হিসেব গ্রহণে তৎপর হে আল্লাহ্! আপনি কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাজিত এবং ভীত ও কম্পিত করে দিন।

٣٨١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ اَوِالْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ، اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

৩৮১৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরা থেকে ফিরে এসে প্রথমে তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁরই কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী। আমরা আমাদের প্রভুর দরবারেই সিজদা নিবেদনকারী, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

٢١٩٤. بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ (ص) مِنَ الْاَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ اِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ اِيَّاهُمْ

২১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন এবং বনূ কুরায়যার প্রতি তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ

٣٨١٧ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ (ص) مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ ، اَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخْرُجْ اِلَيْهِمْ قَالَ فَاِلَى اَيْنَ؟ قَالَ هَاهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) اِلَيْهِمْ۔

৩৮১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমরাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে জিব্‌রাঈল (আ) এসে বললেন, আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র (খুলে) রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এখনো তা খুলিনি। চলুন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বনূ কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ঐদিকে। তখন নবী (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

٣٨١٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَاَنِّيْ

اَنْظُرُ اِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِىْ زُقَاقِ بَنِىْ غَنْمٍ مَرْكَبَ جِبْرِيْلَ حِيْنَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ ـ

৩৮১৮ মূসা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ কুরায়যার মহল্লার দিকে যাচ্ছিলেন তখন [জিব্রাঈল (আ)-এর অধীন] ফেরেশতা বাহিনীও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন, এমনকি (পথিমধ্যে) বনূ গান্‌ম গোত্রের গলিতে জিব্রাঈল বাহিনীর গমনে উত্থিত ধূলারাশি এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

৩৮১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) يَوْمَ الْاَحْزَابِ لاَيُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ ، فَاَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِىْ الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّىْ حَتّٰى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّىْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ (ص) فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ـ

৩৮১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আহ্‌যাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর) বলেছেন, বনূ কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে নামায আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই নামায আদায় করব, কেননা নবী (সা)-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী (সা)-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

৩৮২০ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَ حَدَّثَنِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ (ص) النَّخَلاَتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَاِنَّ اَهْلِىْ اَمَرُوْنِىْ اَنْ اٰتِىَ النَّبِىَّ (ص) فَاَسْاَلَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَعْطَوْهُ اَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِىُّ (ص) قَدْ اَعْطَاهُ اُمَّ اَيْمَنَ فَجَاءَتْ اُمُّ اَيْمَنَ ، فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِىْ عُنُقِىْ تَقُوْلُ : كَلاَّ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لاَ يُعْطِيْكَهُمْ وَقَدْ اَعْطَانِيْهَا اَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِىُّ (ص) يَقُوْلُ لَكِ كَذَا وَتَقُوْلُ كَلاَّ وَاللّٰهِ حَتّٰى اَعْطَاهَا حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ اَمْثَالِهِ اَوْ كَمَا قَالَ ـ

৩৮২০ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ ও খলীফা (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ব্যয় নির্বাহের জন্য) লোকেরা নবী (সা)-কে খেজুর বৃক্ষ হাদিয়া দিতেন। অবশেষে তিনি বনী নাযীর এবং বনী কুরায়যার উপর জয়লাভ করলে আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আদেশ করল, যেন আমি নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট

থেকে ফেরত আনার জন্য আবেদন করি। অথচ নবী (সা) ঐ গাছগুলো উম্মে আয়মান (রা)-কে দান করে দিয়েছিলেন। এ সময় উম্মে আয়মান (রা) আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এ কখনো হতে পারে না। সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি ঐ বৃক্ষগুলো তোমাকে আর দেবেন না। তিনি তো এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন। এদিকে নবী (সা) বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে আমার নিকট থেকে এ-ই এ-ই পাবে। কিন্তু উম্মে আয়মান (রা) বলছিলেন, আল্লাহ্র কসম! এ কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী (সা) তাকে (অনেক বেশি) দিলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় নবী (সা) তাকে [উম্মে আয়মান (রা)-কে] বলেছেন, এর দশগুণ অথবা যেমন তিনি বলেছেন।

٣٨٦١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَزَلَ اَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ (ص) اِلٰى سَعْدٍ فَاَتٰى عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ اَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ فَقَالَ تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ۔

৩৮২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে বনী কুরায়যা গোত্রের লোকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী (সা) সা'দকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। এরপর তিনি গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (তিনি আসলে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে। নবী (সা) বললেন, হে সা'দ! তুমি আল্লাহ্র হুকুম মুতাবিক ফয়সালা করেছ। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন, তুমি রাজাধিরাজ আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক ফয়সালা করেছ।

٣٨٦٦ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ (ص) خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَاَيْنَ فَاَشَارَ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَاَتَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَنَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ اِلٰى سَعْدٍ ، قَالَ فَاِنِّيْ اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، اَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ ، وَاَنْ تُقْسَمَ اَمْوَالُهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ فَاَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَعْدًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ

اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اُجَاهِدَهُمْ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا رَسُوْلَكَ (ص) وَاَخْرَجُوْهُ ، اَللّٰهُمَّ فَاِنِّىْ اَظُنُّ اَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاِنْ كَانَ بَقِىَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَىْءٌ فَاَبْقِنِىْ لَهُ حَتّٰى اُجَاهِدَهُمْ فِيْكَ ، وَاِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِىْ فِيْهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ ، وَفِى الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ اِلاَّ الدَّمُ يَسِيْلُ اِلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا اَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هٰذَا الَّذِىْ يَاْتِيْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَاِذَا سَعْدٌ يَغْذُوْ جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

৩৮২২ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইব্‌ন ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। কাছে থেকে তার শুশ্রূষা করার জন্য নবী (সা) মসজিদে নববীতে একটি খিমা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন তখন জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর মাথার ধূলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি তো হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন তাদের প্রতি। নবী করীম (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায়? তিনি বনী কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার মহল্লায় এলেন। পরিশেষে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ (রা)-এর উপর অর্পণ করলেন। তখন সা'দ (রা) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই রায় দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রা) (বনূ কুরায়যার ঘটনার পর) আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি তো জানেন, যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। হে আল্লাহ্! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন তবে এখনো যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহলে আমাকে সে জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, যেন আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করুন এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটান। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা ভীত হয়ে বললেন, হে তাঁবুবাসিগণ আপনাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে আসছে? পরে তাঁরা দেখলেন যে, সা'দ (রা)-এর ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অবশেষে এ জখমের কারণেই তিনি মারা যান।

٣٨٢٣ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَدِىٌّ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ (ص) لِحَسَّانٍ اُهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ وَزَادَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَاِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ ـ

৩৮২৭ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ...... আদি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী (সা) হাস্সান (রা)-কে বলেছেন, কবিতার মাধ্যমে তাদের (কাফেরদের) দোষক্রটি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষক্রটি বর্ণনা করার জবাব দাও। (তোমার সাহায্যার্থে) জিব্রাঈল (আ) তোমার সাথে থাকবেন। (অন্য এক সনদে) ইব্রাহীম ইব্ন তাহ্মান (র)......বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বনী কুরায়যার সাথে যুদ্ধ করার দিন হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে বলেছিলেন (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের দোষ-ক্রুটি বর্ণনা কর। এ ব্যাপারে জিব্রাঈল (আ) তোমার সাথে থাকবেন।

٢١٩٥ . بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنْ بَنِيْ ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ، فَنَزَلَ نَخْلاً وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ لاَنَّ اَبَا مُوْسٰى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَجَاءٍ اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِيْ غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) الْخَوْفَ بِذِيْ قَرَدٍ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةَ ، وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) اِلٰى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ ، فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَاَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَصَلَّى النَّبِيُّ (ص) رَكْعَتَيِ الْخَوْفِ * وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْقَرَدِ

২১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুর রিকার যুদ্ধ। গাতফানের শাখা গোত্র বনূ সা'লাবার অন্তর্গত খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাখল নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। খায়বার যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেননা আবূ মূসা (রা) খায়বার যুদ্ধের পর (হাবশা থেকে) এসেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) সপ্তম যুদ্ধ তথা যাতুর রিকার যুদ্ধে তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইব্ন আব্বাস (র) বলেছেন, নবী (সা) যূকারাদের যুদ্ধে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। বকর ইব্ন সাওয়াদা (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে,

মুহারিব ও সা'লাবা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় নবী (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাখল নামক স্থান থেকে যাতুর রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের সম্মুখীন হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষ পরস্পর ভীতি প্রদর্শন করেছিল মাত্র। তখন নবী (সা) দু'রাকাত সালাতুল খাওফ আদায় করেন। ইয়াযীদ (র) সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে যূকারাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম

৩৮২٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ (ص) فِىْ غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِىْ وَكُنَّا نَلُفُّ عَلٰى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلٰى أَرْجُلِنَا ، وَحَدَّثَ أَبُوْ مُوْسٰى بِهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُوْنَ شَىْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ۔

৩৮২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা নবী (সা)-এর সাথে রওয়ানা করলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে আরোহণ করতাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে পড়ল নখগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে যাতুর রিকা যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দ্বারা পট্টি বেঁধেছিলাম। আবূ মূসা (রা) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোন আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।

٣٨٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلّٰى صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِىْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ * وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ (ص) بِنَخْلٍ فَذَكَرَ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ وَذَالِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى النَّبِىُّ (ص) فِىْ غَزْوَةِ بَنِىْ أَنْمَارٍ۔

৩৮২৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সালিহ্ ইব্‌ন খাওয়াত (রা) এমন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক (নামায আদায়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি রইলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সাথে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুকতাদিগণ তাদের নামায পুরা করে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকাত আদায় করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। এবার মুকতাদিগণ তাদের নিজেদের নামায সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

মুআয (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা নাখল নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর জাবির (রা) সালাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করেন। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) বলেছেন, সালাতুল খাওফ সম্পর্কে আমি যত হাদীস শুনেছি এর মধ্যে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। লাইস (র) .... কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) থেকে নবী (সা) গাযওয়ায়ে বনূ আনমারে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। এই বর্ণনায় মুয়ায (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٨٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰـى عَنْ يَحْيٰـى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّىْ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ فِىْ مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذْهَبُ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَقَامِ اُولٰئِكَ فَيَجِيْئُ اُولٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ، ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ ـ

৩৮২৬ মুসাদ্দাদ (র) .... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (সালাতুল খাওফে) ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। মুকতাদীদের একদল থাকবেন তাঁর সাথে। এবং অন্যদল শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনে একতেদাকারী লোকদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এরপর একতেদাকারীগণ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রুকূ ও দু' সিজদাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এসে একতেদা করার পর ইমাম তাদের নিয়ে আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাকাত নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুকতাদিগণ রুকূ সিজ্‌দাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন।

٣٨٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰـى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰـنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) مِثْلَهُ ـ

৩৮২৭ মুসাদ্দাদ (র) .... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৮২৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلٍ حَدَّثَهُ قَوْلَهُ ـ

৩৮২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) ...... সাহ্‌ল (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

৩৮২৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ ـ

৩৮২৯ আবুল ইয়ামান (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নাজ্‌দ এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুদের মুকাবিলা করেছিলাম এবং তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

৩৮৩০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ ـ

৩৮৩০ মুসাদ্দাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (সৈন্যদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে) একদল সাথে নিয়ে নামায আদায় করেছেন। অন্যদলকে নিয়োজিত রেখেছেন শত্রুর মুকাবিলায়। তারপর (যে দল তাঁর সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করেছেন) তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অন্যদল (যারা শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন) চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকী আরেক রাকাত আদায় করলেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার পূর্বের দলটি এসে নিজেদের অবশিষ্ট রাকাতটি পূর্ণ করলেন।

৩৮৩১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قِبَلَ نَجْدٍ وَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) تَحْتَ

سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ اِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدْعُوْنَ فَجِئْنَاهُ فَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَبِىٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفِىْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِىْ يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِىْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قُلْتُ اللّٰهُ فَهَاهُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) * وَقَالَ اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ (ص) بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَاِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِىِّ (ص) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ النَّبِىِّ (ص) مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِىْ قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ اللّٰهُ فَتَهَدَّدَهُ اَصْحَابُ النَّبِىِّ (ص) وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِىِّ (ص) اَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ اِسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيْمَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ وَقَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ (ص) بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ (ص) غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَاِنَّمَا جَاءَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِلَى النَّبِىِّ (ص) اَيَّامَ خَيْبَرَ -

৩৮৩১ আবুল ইয়ামান (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্‌দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। (অন্য এক সনদে) ইসমাঈল (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্‌দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) (সেখান থেকে) প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথিমধ্যে কাঁটা গাছ ভরা এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাঁদের ভীষণ গরম অনুভূত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখানেই অবতরণ করলেন। লোকজন সবাই ছায়াবান গাছের খোঁজে কাঁটাবনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে লটকিয়ে রাখলেন। জাবির (রা) বলেন, সবেমাত্র আমরা নিদ্রা গিয়েছি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। আমরা সকলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে এক বেদুঈন বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিখানা হস্তগত করে কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উঁচিয়ে ধরলে আমি জাগ্রত হই। তখন সে আমাকে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্! দেখ না, এ-ই তো সে বসা আছে। (এ জঘন্যতম অপরাধের পরও) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি। (অপর এক সনদে) আবান (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌছলে নবী (সা)-এর আরামের জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে লটকানো নবী (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কি? তিনি বললেন, না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। এরপর নবী (সা)-এর সাহাবিগণ তাকে ধমক দিলেন। এরপর নামায আরম্ভ হলে তিনি

মুসলমানদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারা এখান থেকে হটে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। এভাবে নবী করীম (সা)-এর হল চার রাকাত এবং সাহাবীদের হল দু'রাকাত নামায। (অন্য এক সূত্রে) মুসাদ্দাদ (র) .... আবূ বিশ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর প্রতি যে লোকটি তলোয়ার উঁচু করেছিল তার নাম হল গাওরাস ইব্‌ন হারিস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অভিযানে খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আবূ যুবায়র (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাখ্‌ল নামক স্থানে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এ সময় সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমি নবী (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। আবূ হুরায়রা (রা) খায়বার যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা)-এর কাছে এসেছিলেন।

٢١٩٦ . بَابُ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ وَهِىَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيْعِ قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ وَذٰلِكَ سَنَةَ سِتٍّ وَقَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ سَنَةَ اَرْبَعٍ * وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ كَانَ حَدِيْثُ الْاِفْكِ فِىْ غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيْعِ

২১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ বানূ মুস্‌তালিকের যুদ্ধ। বানূ মুস্‌তালিক খুযা'আর একটি শাখা গোত্র। এ যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, এ যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। মূসা ইব্‌ন উকবা (র) বলেছেন, ৪র্থ হিজরী সনে। নুমান ইব্‌ন রাশিদ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইফ্‌কের ঘটনা মুরায়সীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল

٣٨٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَاَيْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَاَرَدْنَا اَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَسْاَلَهُ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةٌ ـ

৩৮৩২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... ইব্‌ন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে আযল[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে

১. আয্‌ল হল স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী যোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটান। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাঁদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই এ কাজ জায়েয। তবে আযাদ স্ত্রীর সাথে এ কাজ করতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়।

বানূ মুস্তালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে খাহেশ হল এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন অবস্থা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাই আমরা আয্ল করা পছন্দ করলাম এবং তা করার মনস্থ করলাম। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আয্ল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ না করলে তোমাদের কি ক্ষতি? জেনে রাখ, কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।

৩৮২৩ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) غَزْوَةَ نَجْدٍ فَلَمَّا اَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّوْنَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ دَعَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَجِئْنَا ، فَاِذَا اَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَتَانِيْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِيْ مُخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللّٰهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هٰذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)۔

৩৮৩৩ মাহমূদ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচণ্ড গরম লাগলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তরবারিখানা (গাছের সাথে) লটকিয়ে রাখলেন। সাহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক বেদুঈন তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখলাম, সে মুক্ত কৃপাণ হস্তে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্। ফলে সে তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে যায়। সে তো এ-ই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, (এ ধরনের অপরাধ করা সত্ত্বেও) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।

٢١٩٧ . بَابُ غَزْوَةِ اَنْمَارٍ

২১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আনমারের যুদ্ধ

৩৮২৪ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فِيْ غَزْوَةِ اَنْمَارٍ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا ۔

৩৮৩৪ আদাম (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে আনমার যুদ্ধে সাওয়ারীতে আরোহণ করে মাশরিকের দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করতে দেখেছি।

٢١٩٨ . بَابُ حَدِيْثُ الاِفْكِ اَلاِفْقُ وَالاَفَكُ بِمَنْزَلَةِ النِّجْسِ وَالنَّجَسِ يُقَالُ اِفْكُهُمْ

২১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইফ্‌কের ঘটনা। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] اِفْك শব্দটি نِجْس ও نَجَس -এর মত اِفْكُ ও اَفَكُ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তাই আরবীয় লোকেরা বলেন, اِفْكُهُمْ - اَفْكُهُمْ ও اَفَكَهُمْ

٣٨٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الاِفْكِ مَا قَالُوْا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ اَوْعَى لِحَدِيْثِهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَاَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَاِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ اَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ قَالُوْا : قَلَتْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهِ فَاَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ اُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجِيْ وَاُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اُذِنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اَذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَاْنِيْ اَقْبَلْتُ اِلٰى رَحْلِيْ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ ، فَاِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ فَحَبَسَنِيْ ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَاَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُرَحِّلُوْنَ بِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِ الَّذِيْ كُنْتُ اَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنِّيْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ اِنَّمَا يَاْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَحَمَلُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ ؛ فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ فَسَارُوْا وَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ ، وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِيَ الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَيَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ ، فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَاٰنِيْ

وَكَانَ رَآنِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ ، وَوَاللّٰهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوٰى حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلٰى يَدِهَا فَقُمْتُ اِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِيْ الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَهُمْ نُزُوْلٌ قَالَتْ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَ الْاِفْكِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ ، قَالَ عُرْوَةُ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيْهِ وَقَالَ عُرْوَةُ اَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ اَهْلِ الْاِفْكِ اَيْضًا اِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِيْ نَاسٍ اٰخَرِيْنَ ، لَا عِلْمَ لِيْ بِهِمْ غَيْرَ اَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِنَّ كِبْرَ ذٰلِكَ يُقَالُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ اَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُوْلُ اِنَّهُ الَّذِيْ قَالَ :

فَاِنَّ اَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِيْ * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِيْ قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ اَنِّيْ لَا اَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَشْتَكِيْ اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذٰلِكَ يَرِيْبُنِيْ وَلَا اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ حِيْنَ نَقَهْتُ ، فَخَرَجْتُ مَعَ اُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ اِلَّا لَيْلًا اِلٰى لَيْلٍ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُتَّخَذَ الْكُنُفُ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا ، قَالَتْ وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِيْ الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَاَذّٰى بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ اَبِيْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ ، قِبَلَ بَيْتِيْ حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَاْنِنَا ، فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ اَيْ هَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ ، فَاَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ ، قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اٰتِيَ اَبَوَيَّ ، قَالَتْ وَاُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَاَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ لِاُمِّيْ يَا اُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِيْ عَلَيْكِ فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى

اَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُلِي دَمعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ اَصْبَحْتَ اَبْكِي قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيْرُهُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِهِ ، قَالَتْ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالَّذِىْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهِ وَبِالَّذِيْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِىْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ اُسَامَةُ اَهْلَكَ وَلاَ نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا ، وَاَمَّا عَلِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَرِيْرَةَ فَقَالَ اَىْ بَرِيْرَةُ هَلْ رَاَيْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيْبُكِ ، قَالَتْ لَهُ بَرِيْرَةُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَاَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا قَطُّ اَغْمِصُهُ غَيْرَ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِيْ الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِىْ عَنْهُ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى اَهْلِىْ اِلاَّ مَعِىْ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ اَخُوْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْذِرُكَ فَاِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا اَمْرَكَ قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلٰكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلٰى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا اَحْبَبْتَ اَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ ، قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَقْتَتِلُوْا ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُخَفِّضُهُمْ ، حَتّٰى سَكَتُوْا وَ سَكَتَ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِيْ ذٰلِكَ كُلَّهُ لاَيَرْقَأُلِي دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، قَالَتْ وَاَصْبَحَ اَبَوَايَ عِنْدِىْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لاَ يَرْقَأُلِىْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَظُنُّ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِىْ ، فَبَيْنَا اَبَوَاىَ جَالِسَانِ عِنْدِىْ وَاَنَا اَبْكِيْ فَاسْتَاْذَنَتْ عَلَىَّ اِمْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِى مَعِىْ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِىْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوْحٰى اِلَيْهِ فِيْ شَاْنِىْ بِشَىْءٍ قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِىْ اللّٰهَ وَتُوْبِيْ اِلَيْهِ ، فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا

اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَتْ : فَلَمَّا قَضٰـى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِاَبِىْ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰه (ص) عَنِّى فِيْمَا قَالَ فَقَالَ اَبِىْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ لِاُمِّى اَجِيْبِى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِيْمَا قَالَ قَالَتْ اُمِّىْ : وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا اِنِّى وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ فِىْ اَنْفُسِكُمْ ، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّى بَرِيْئَةٌ لاَ تُصَدِّقُوْنِيْ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّيْ فَوَاللّٰهِ لاَ اَجِدُلِيْ وَلَكُمْ مَثَلاً اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِى وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى حِيْنَئِذٍ بَرِيْئَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ مُبَرِّئِى بِبَرَأَتِى وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ مُنْزِلٌ فِىْ شَاْنِىْ وَحْيًا يُتْلٰى ، لَشَاْنِيْ فِىْ نَفْسِيْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِىَّ بِاَمْرٍ وَلٰكِنْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِيْ اللّٰهُ بِهَا ، فَوَاللّٰهِ مَا رَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلَ الْجُمَانِ، وَهُوَ فِىْ يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِيْ اُمِّىْ قُوْمِيْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقُوْمُ اِلَيْهِ فَاِنِّىْ لاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِىْ بَرَأَتِيْ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ ابْنِ اُثَاثَهَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِىْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلاَ يَأْتَلِ اُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِيْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَاَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِيْ فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ اَوْ رَاَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْمِى سَمْعِيْ وَبَصَرِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلاَّ خَيْرًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ اُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنِيْ مِنْ حَدِيْثِ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُ مَا قِيْلَ لَيَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ اُنْثٰى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

৩৮৩৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)........উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারিগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী (র) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। আয়েশা (রা) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারিগণ বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নামের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা (রা) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরায়সীর যুদ্ধ) তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সফরে বের হলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাকে হাওদাজ সহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (বাড়ির দিকে) ফিরলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী অতিক্রম করে (একটু সামনে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলাগণ তখন খুবই হালকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হাল্কা হওয়ায় বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহবায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল (রা) [যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি প্রত্যূষে আমার অবস্থানস্থলের

কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহ্র কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্নালিল্লাহ্......পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরূপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ আরোপের ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সুলূল। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভালভাবে শ্রবণ করত এবং শোনা কথার ভিত্তিতেই বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। উরওয়া (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্সান ইব্ন সাবিত, মিসতাহ ইব্ন উসাসা এবং হামনা বিন্ত জাহাশ (রা) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গুটিকয়েক ব্যক্তির একটি দল ছিল, এতটুকু ব্যতীত তাদের সম্পর্কে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ্ পাক বলেছেন, এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর এ ব্যাপারে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) তো ঐ ব্যক্তি যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মদ (সা)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যেরূপ স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মে মিসতাহ (রা) (মিসতাহর মা) একদা আমার সাথে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার পূর্বের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবীয় লোকদের অবস্থার মত ছিল। তাদের মত আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোঁপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকার কারণে) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদে মুনাফের

কন্যা, যার মা সাখার ইব্ন আমির-এর কন্যা ও আবূ বকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইব্ন উসাসা ইবন আব্বাদ ইব্ন মুত্তালিব যার পুত্র" একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ বিষয়টিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহ্র কসম, সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ্। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রুও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা (রা) বলেন, উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবীজীর) ভালবাসার কারণে বললেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল) তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাঁকে (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরা (রা)]-কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারীরা (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা, তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি? বারীরা (রা) তাঁকে বললেন, সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা যুবতী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহ্র কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল)

নাম উল্লেখ করছে যার সম্বন্ধেও আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সাথেই আমার ঘরে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইব্‌ন মুআয) (রা) উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরশ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের সর্দার সাঈদ ইব্‌ন উবাদা (রা) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু (এ সময়) গোত্রীয় অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যদি সে তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার হত্যা হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রা) সা'দ ইব্‌ন ওবায়দা (রা)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করে কথাবার্তা বলছ। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুঝরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। তিনি বলেন, আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিই। এর মাঝে আমার কোন ঘুম আসেনি। বরং অবারিত ধারায় আমার চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার ফলে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত ছিলাম ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ্ করে থাক তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তওবা কবূল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলছেন, আপনি তার জবাব দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি ও আপনারা যে অবস্থার শিকার হয়েছি এর জন্য (নবী) ইউসুফ (আ)-এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যতীত আমি কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন ঃ "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।" এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন (এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল) তবে আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করবেন যা পঠিত হবে। আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে শুরু হল। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত ঐ বাণীর গুরুভারের কারণে, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম আমি এখন তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কারো প্রশংসা করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হ'ল এই, "যারা এ অপবাদ রটনা করেছে (তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহ্‌র বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার।

এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২৪ ঃ ১১-২০) এরপর আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ্ এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মিস্তাহ্ ইব্ন উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহ্কে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন—তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু। (২৪ ঃ ২২)

(এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ্ (রা)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আমার এ বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা (রা) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আমার চোখ ও কানকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আল্লাহ্-ভীতির ফলে রক্ষা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রা) তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে অপবাদ রটনাকারীদের মত অপবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী ইব্ন শিহাব (র) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা সম্পর্কে আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এই ঃ উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ্ মহান। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন স্ত্রীলোকের কাপড় খুলেও কোনদিন দেখিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরে তিনি আল্লাহ্র পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

৩৮৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَمْلَى عَلَى هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِى الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبَلَغَكَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيْمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ . قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ قَدْ اَخْبَرَنِى

رَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِكَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا كَانَ عَلِيٌّ مُسَلَّمًا فِيْ شَأْنِهَا ـ

৩৮৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) .... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে আলী (রা)-ও শামিল ছিলেন? আমি বললাম, না, তবে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান ও আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস নামক তোমার গোত্রের দুই ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে আয়েশা (রা) তাদের দু'জনকে বলেছেন যে, আলী (রা) তার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন।

٣٨٢٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ رُوْمَانَ وَهِىَ اُمُّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَا اَنَا قَاعِدَةٌ اَنَا وَعَائِشَةُ اِذْ وَلَجَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ وَ فَعَلَ ، فَقَالَتْ اُمُّ رُوْمَانَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتِ ابْنِ فِيْمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيْثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا اَفَاقَتْ اِلاَّ وَعَلَيْهَا حُمّٰى بِنَافِضٍ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا ، فَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَاشَأْنُ هٰذِهِ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذَتْهَا الْحُمّٰى بِنَافِضٍ ، قَالَ فَلَعَلَّ فِيْ حَدِيْثٍ بِهِ، قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لاَتُصَدِّقُوْنِيْ ، وَلَئِنْ قُلْتُ لاَتَعْذِرُوْنِيْ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ ، قَالَتْ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عُذْرَهَا ، قَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لاَبِحَمْدِ اَحَدٍ وَلاَبِحَمْدِكَ ـ

৩৮৩৭ মূসা ইবনে ইসমাঈল (র) .... আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আয়েশা (রা) বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা প্রবেশ করে বলতে লাগল আল্লাহ্ অমুক অমুককে ধ্বংস করুন। এ কথা শুনে উম্মে রুমান (রা) বললেন, তুমি কি বলছ? সে বলল, যারা অপবাদ রটিয়েছে তাদের মধ্যে আমার ছেলেও আছে। উম্মে রুমান (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি অপবাদ রটিয়েছে? সে বলল এই এই অপবাদ রটিয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, (এ কথা কি) রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকরও কি শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে আসলে তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসল। এরপর আমি একটি চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলাম। এরপর নবী (সা) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি অবস্থা? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনার কারণে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় আয়েশা (রা) উঠে

বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) আমি যদি কসম করি, তাহলেও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আর যদি আমি ওযর পেশ করি তবুও আমার ওযর আপনারা কবূল করবেন না, আমার এবং আপনাদের উদাহরণ নবী ইয়াকূব (আ) এবং তাঁর ছেলেদের উদাহরণের মতই। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই একমাত্র আমার সাহায্যস্থল।" উম্মে রুমান (রা) বলেন, তখন নবী (সা) আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর [আয়েশা (রা)] পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, একমাত্র আল্লাহ্রই প্রশংসা করি আর কারো না, আপনারও না।

৩৮৩৮ حَدَّثَنِي يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ : اِذْ تَلِقُوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ قَالَ ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ اَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذٰلِكَ لِاَنَّهُ نَزَلَ فِيْهَا ـ

৩৮৩৮ ইয়াহ্ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশ اِذْ تَلِقُوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ পড়তেন এবং বলতেন اَلْوَلْقُ অর্থ الكذب। ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আয়েশা (রা) অন্যদের চাইতে বেশি জানতেন। কেননা এ আয়াত তারই ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

৩৮৩৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَاتَسُبَّهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَ قَالَتْ عَائِشَةُ اِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ (ص) فِيْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِيْ قَالَ لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيْهَا ـ

৩৮৩৯ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... হিশামের পিতা [উরওয়া (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সম্মুখে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালি দিতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন, তাঁকে গালি দিও না। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ অবলম্বন করে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দাবাদ করার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তুমি কুরাইশদের নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করলে আমার বংশকে কি করে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনিভাবে পৃথক করে রাখব যেমনিভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে রাখা হয়। মুহাম্মদ (র) বলেছেন, উসমান ইব্ন ফারকাদ (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হিশাম (র)-কে তার পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে গালি দিয়েছি। কেননা তিনি ছিলেন আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ রটনাকারীদের অন্যতম।

٣٨٤٠ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لٰكِنَّكَ لَسْتَ كَذَالِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِي لَهُ أَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْكِ ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ قَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى ، فَقَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) -

৩৮৪০ বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁকে তাঁর নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর প্রশংসা করে বলছেন, "তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশ্‌ত খান না অর্থাৎ গীবত করেন না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু আপনি তো এরূপ নন। মাসরূক (র) বলেছেন যে, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম যে, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, "তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আয়েশা (রা) বলেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের সাথে মুকাবিলা করতেন অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করতেন।

٢١٩٩ . بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .... الاية -

২১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মু'মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন......(৪৮ : ১৮)

٣٨٤١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِيْ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبِرِزْقِ اللّٰهِ

وَبِفَضْلِ اللّٰهِ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِىْ ـ

৩৮৪১ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) .... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন (এ বৃষ্টির কারণে) আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনে মু'মিন হয়েছে, আবার কেউ কেউ আমাকে অমান্য করে কাফের হয়েছে। যারা বলেছে, আল্লাহ্র রহমত, আল্লাহ্র করুণা এবং আল্লাহ্র রিযিক প্রদানের পূর্বাভাস হিসাবে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকারকারী (কাফের)। আর যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আমাকে অস্বীকারকারী কাফের।

٣٨٤٢ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِىْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهٖ عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهٖ ـ

৩৮৪২ হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারটি উমরা পালন করেছেন। তিনি হজ্জের সাথে যে উমরাটি পালন করেছিলেন সেটি ব্যতীত সবকটিই যিলকাদাহ্ মাসে পালন করেছেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যে উমরাটি পালন করেছিলেন তা ছিল যিলকাদাহ্ মাসে। হুদায়বিয়ার পরবর্তী বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন, সেটি ছিল যিলকাদাহ্ মাসে এবং হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে জিঈরানা নামক স্থানে বন্টন করেছিলেন, সেখান থেকে যে উমরাটি করা হয়েছিল তাও ছিল যিলকাদাহ্ মাসে, আর তিনি হজ্জের সাথে একটি উমরা পালন করেন।

٣٨٤٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ اِنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ اُحْرِمْ ـ

৩৮৪৩ সাঈদ ইব্‌ন রাবী' (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা করেছিলাম। এ সময় তাঁর সাহাবীগণ ইহ্রাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহ্রাম বাঁধিনি।

٣٨٤٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَعُدُّوْنَ اَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

(ص) اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ (ص) فَاَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيْرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيْهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ اِنَّهَا اَصْدَرَتْنَا مَاشِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا ـ

৩৮৪৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) .... বারআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কে তোমরা মৌল বিজয় বলে মনে করছ। অথচ মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। কিন্তু হুদায়বিয়ার দিনে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানকে আমরা মৌল বিজয় বলে মনে করি। সে সময় আমরা চৌদ্দ'শ সাহাবী নবী (সা) -এর সঙ্গে ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপ। আমরা তা' থেকে পানি উঠাতে উঠাতে তার মধ্যে এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখিনি। আর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এসে সে কূপের পাড়ে বসলেন। এরপর এক পাত্র পানি আনিয়ে ওযূ করলেন এবং কুল্লি করলেন। পরিশেষে দোয়া করে অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ পর্যন্ত কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। এরপর আমরা আমাদের নিজেদের ও আরোহী পশুর জন্য প্রচুর পানি কূপ থেকে বের করলাম।

٣٨٤٥ حَدَّثَنِيْ فَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ اَوْ اَكْثَرَ، فَنَزَلُوْا عَلٰى بِئْرٍ فَنَزَحُوْهَا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَاَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلٰى شَفِيْرِهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا فَاُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوْهَا سَاعَةً فَاَرْوَوْا اَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتّٰى ارْتَحَلُوْا ـ

৩৮৪৫ ফাযল ইব্ন ইয়াকূব (র) ...... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বারা ইব্ন আযিব (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন তাঁরা চৌদ্দশ কিংবা তার চেয়েও অধিক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন তারা একটি কূপের পার্শ্বে অবতরণ করেন এবং তা থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকেন। (এতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে যায়) তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ সংবাদ জানালেন। তখন তিনি কূপটির কাছে এসে এর পাড়ে বসলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে এই কূপের এক বালতি পানি নিয়ে আস। তখন তা নিয়ে দেয়া হলো। তিনি এতে থুথু ফেললেন এবং দোয়া করলেন। এরপর তিনি বললেন, এ থেকে কিছুক্ষণের জন্য তোমরা পানি উঠানো বন্ধ রাখ। এরপর সকলেই নিজেদের ও আরোহী জীবসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সংগ্রহ করলেন এবং পরে চলে গেলেন।

٣٨٤٦ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ اَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَالَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ اِلَّا مَا فِيْ رَكْوَتِكَ

قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ (ص) يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً -

৩৮৪৬ ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটি চর্মপাত্র ভর্তি পানি ছিল মাত্র। তিনি তা দিয়ে ওযূ করলেন। তখন লোকেরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার চর্মপাত্রের পানি ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কোন পানি নেই যার দ্বারা আমরা ওযূ করব এবং যা আমরা পান করব। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) তাঁর মুবারক হাতখানা ঐ চর্ম পাত্রে রাখলেন। অমনি তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যস্থল থেকে ঝরনাধারার মত পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল। জাবির (রা) বলেন, আমরা সে পানি পান করলাম এবং তা দিয়ে ওযূ করলাম। [সালিম (র) বলেন] আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন কত জন লোক ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও এ পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম তখন পনেরশ লোক মাত্র।[১]

٣٨٤٧ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ يَقُوْلُ كَانُوْا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيْدٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوْا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً الَّذِيْنَ بَايَعُوْا النَّبِيَّ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -

৩৮৪৭ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা)-কে বললাম, আমি শুনতে পেয়েছি যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন, তাঁরা (হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা) চৌদ্দশ ছিল। সাঈদ (রা) আমাকে বললেন, জাবির (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যাঁরা নবী (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনেরশ। আবূ দাউদ কুররা (র)-এর মাধ্যমে কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (র) (অন্য সনদে) শু'বা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

১. হুদায়বিয়ার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌদ্দশ, কোন হাদীসে পনেরশ আবার কোন হাদীসে তেরশ'র কথা উল্লেখ আছে। আসলে সংখ্যা কত, এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কিরমানী (র) বলেছেন, যারা বৃদ্ধ, যুবক ও কিশোর সকলকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন পনেরশ, আর যারা বৃদ্ধ ও যুবকদেরকে গণনা করেননি তারা বলেছেন চৌদ্দশ, আর যারা শুধু বৃদ্ধদেরকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন তেরশ। মূলত এ কথার মধ্যে কোন সংঘাত নেই। এর জবাবে আল্লামা নববী (র) বলেছেন, সাহাবাদের সংখ্যা চৌদ্দশ'র কিছু বেশি ছিল। কেউ ভগ্নাংশ সহ পনেরশ উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে চৌদ্দশ বর্ণনা করেছেন। আর যারা তেরশ উল্লেখ করেছেন, মূলত তাদের সংখ্যা জানা ছিল না।

৩৮৪৮ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ وَكُنَّا اَلْفًا وَّ اَرْبَعَمِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ اُبْصِرُ الْيَوْمَ لَاَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ * تَابَعَهُ الْاَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا جَابِرًا اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ اَصْحَابُ الشَّجَرَةِ اَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَكَانَتْ اَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِيْنَ۔

৩৮৪৮ আলী (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন আমাদেরকে বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ। আজ আমি যদি দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে বৃক্ষ-স্থানটি দেখিয়ে দিতাম। আমাশ (র) হাদীসটি সালিম (রা)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে সুফয়ান (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আউফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, গাছের নিচে বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল তেরশ। সৈন্যদের মধ্যে আসলাম গোত্রের সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল মুহাজিরগণের মোট সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ।

৩৮৪৯ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْاَسْلَمِيَّ يَقُوْلُ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُوْنَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ ، وَتَبْقٰى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ لَايَعْبَاءُ اللّٰهُ بِهِمْ شَيْئًا ۔

৩৮৪৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... কায়েস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণকারী সাহাবী মিরদাস আসলামীকে বলতে শুনেছেন যে, পুণ্যবান লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর অবশিষ্ট থাকবে খেজুর ও যবের ছালের মত কতিপয় নিম্নস্তরের লোক, যাদের কোন পরওয়া আল্লাহ্ করবেন না।

৩৮৫০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ مِنْهَا لَااُحْصِيْ كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتّٰى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا اَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْاِشْعَارَ وَالتَّقْلِيْدَ فَلَا اَدْرِيْ يَعْنِيْ مَوْضِعَ الْاِشْعَارِ وَالتَّقْلِيْدِ اَوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ۔

৩৮৫০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, হুদায়বিয়ার বছর নবী (সা) এক হাজারেরও অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে

মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, (কুরবানীর পশুর) কুজ কাটলেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ হাদীস সুফিয়ান থেকে কতবার শুনেছি তার সংখ্যা আমি নির্ণয় করতে পারছি না। পরিশেষে তাঁকে বলতে শুনেছি, যুহরী থেকে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাধা এবং ইশআর করার কথা আমার স্মরণ নেই। রাবী আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, সুফিয়ান এ কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। তিনি কি এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, যুহরী থেকে ইশআর ও কিলাদা কথা তাঁর স্মরণ নেই, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলতে চেয়েছেন?

٣٨٥١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ وَرْقَاءَ عَنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ ، فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ اَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى طَمَعٍ اَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْفِدْيَةَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ يُهْدِيْ شَاةً اَوْ يَصُوْمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ-

৩৮৫১ হাসান ইব্‌ন খালাফ (র) ...... কাব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (তার মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে ঝরে পড়ছে। তখন তিনি বললেন, কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। তখন সাহাবিগণ মক্কা প্রবেশ করার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। হুদায়বিয়াতেই তাদেরকে হালাল হয়ে যেতে হবে এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তাই আল্লাহ্ ফিদইয়ার হুকুম নাযিল করলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়ানোর অথবা একটি বকরী কুরবানী করার অথবা তিন দিন রোযা পালন করার নির্দেশ দিলেন।

٣٨٥٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى السُّوْقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَاَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلَكَ زَوْجِيْ وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللّٰهِ مَا يُنْضِجُوْنَ كُرَاعًا وَلاَلَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ وَخَشِيْتُ اَنْ تَاْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَاَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ اَيْمَانَ الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ اَبِى الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيْبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى بَعِيْرٍ ظَهِيْرٍ كَانَ مَرْبُوْطًا فِى الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلأَهُمَا طَعَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيْهِ فَلَنْ يَفْنٰى حَتّٰى يَاْتِيَكُمُ اللّٰهُ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ : ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرٰى هٰذِهِ وَاَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا

حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ اَصْبَحْنَا نَسْتَفِى سُهْمَانَهُمَا فِيْهِ ـ

৩৮৪২ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, তাদের আহারের জন্য পাকানোর মত কোন বকরীর খুরাও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল উট, বকরী। পোকা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে অথচ আমি হলাম খুফাফ ইব্‌ন আয়মা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী (সা)-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর (রা) তাকে অতিক্রম না করে পার্শ্বে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তাঁরা তো আমার খুব নিকটেরই মানুষ। এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উক্ত উটের পৃষ্ঠে উঠিয়ে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি তাকে খুব বেশি দিলেন। উমর (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক।[১] আল্লাহ্‌র কসম, আমি দেখেছি এ মহিলার আব্বা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে তা জয়ও করেছিলেন। এরপর ঐ দুর্গ থেকে অর্জিত তাদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবি করি (এবং কিছু অংশ আমরা নিজেরা গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ তাদেরকে দেই।)

٣٨٥٣ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ اَبُوْ عَمْرٍو الْفَزَارِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ اَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ اَعْرِفْهَا قَالَ مَحْمُوْدٌ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا بَعْدُ ـ

৩৮৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... মুসায়্যিব (ইব্‌ন হুয্‌ন) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (যে বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল) আমি সে বৃক্ষটি দেখেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন সেখানে আসলাম তখন আর তা চিনতে পারলাম না। মাহমুদ (র) বলেন, (মুসায়্যিব ইব্‌ন হুয্‌ন বলেছেন) পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

٣٨٥٤ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ ؟ قَالُوْا هٰذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ، فَاَتَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

১. এটি একটি প্রবাদ বাক্য। এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

(ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نُسِّيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ص) لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلِمْتُمُوْهَا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ ـ

৩৮৫৪ মাহমূদ (র) .... তারিক ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে যাওয়ার পথে নামাযরত এক কাওমের নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাদেরকে বললাম, এ জায়গাটি কিরূপ নামাযের স্থান? তাঁরা বললেন, এটা সেই বৃক্ষ যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) (সাহাবীদের থেকে) বায়আতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন। এর পর আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র)-এর কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন সাঈদ (ইব্‌ন মুসায়্যিব) (র) বললেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বৃক্ষটির নিচে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। মুসায়্যিব (রা) বলেছেন, পরবর্তী বছর আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আমরা আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করতে পারলাম না। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সাঈদ (র) বললেন, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবিগণ (এখানে উপস্থিত হয়ে বায়আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও) তা চিনতে পারলেন না আর তোমরা তা চিনে ফেলেছ? তাহলে তোমরা কি তাদের চেয়েও অধিক বিজ্ঞ?

٣٨٥٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا اِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا ـ

৩৮৫৫ মূসা (র) .... মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত, বৃক্ষের নিচে যাঁরা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর আমরা আবার সে গাছের স্থানে উপস্থিত হলে আমরা গাছটিকে চিনতে পারলাম না। গাছটি আমাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল।

٣٨٥٦ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَكَانَ شَهِدَهَا ـ

৩৮৫৬ কাবীসা (র) .... তারিক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা)-এর কাছে সে গাছটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বৃক্ষের নিচে বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٨٥٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى ـ

৩৮৫৭ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র) .... আমর ইব্‌ন মুররা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

বৃক্ষের নিচে বায়আতকারী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আউফাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, কোন কওম নবী (সা)-এর কাছে সাদ্কার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি তাদের জন্যে দোয়া করে বলতেন, "হে আল্লাহ্ আপনি তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" এ সময় আমার পিতা তাঁর কাছে সাদকার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! আপনি আবূ আউফার বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।"

৩৮৫৮ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُوْنَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلٰى مَا يُبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ ؟ قِيْلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لاَ اُبَايِعُ عَلٰى ذٰلِكَ اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ ـ

৩৮৫৮ ইসমাঈল (র) .... আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাররার ঘটনার দিন যখন লোকজন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করছিলেন, তখন ইব্ন যায়দ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্ন হানযালা (রা) লোকদেরকে কিসের উপর বায়আত গ্রহণ করছেন? তখন তাঁকে বলা হল, মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে এ ব্যাপারে আমি আর কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করব না। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩৮৫৯ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ فِيْهِ ـ

৩৮৫৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ালা মুহারিবী (র) .... ইয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে অংশগ্রহণকারী আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে জুম'আর নামায আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের নিচে ছায়া পড়ত না, যার ছায়ায় বসে আরাম করা যায়।

৩৮৬০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ ـ

৩৮৬০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামা ইব্ন আকওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদায়বিয়ার দিন আপনারা কিসের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

৩৮৬১ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقِيْتُ الْبَرَاءَ

بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوْبٰى لَكَ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثْنَا بَعْدَهُ۔

৩৮৬১ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আশকা (র) .... মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং বৃক্ষের নিচে তাঁর হাতে বায়আতও করেছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা, তুমি তো জান না, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমরা কি করেছি।

٣٨٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ (ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

৩৮৬২ ইসহাক (র) .... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইবন দাহ্‌হাক (রা) তাকে জানিয়েছেন, তিনি গাছের নিচে নবী (সা)-এর হাতে বায়আত করেছেন।

٣٨٦٣ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ قَالَ اَصْحَابُهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا فَمَا لَنَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ، قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوْفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ اَمَّا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَعَنْ اَنَسٍ وَاَمَّا هَنِيْئًا مَرِيْئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ۔

৩৮৬৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا—"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"। তিনি বলেন ঃ এ আয়াতটিতে فَتْحًا مُبِيْنًا (সুস্পষ্ট বিজয়)[১] বলে হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বোঝানো হয়েছে। (আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণ বললেন, (আপনার জন্য তো) এটা খুশী ও আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণকে দাখিল করবেন জান্নাতে।" শু'বা (রা) বলেন, এরপর আমি কূফায় পৌঁছলাম এবং কাতাদা থেকে বর্ণিত হাদীসটির সবটুকু বর্ণনা করলাম, এরপর কূফা থেকে ফিরে

১. ৬ হিজরী মোতাবেক ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে ১৪০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (সা) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে উমরা করতে বাধা দিবে, এ আশংকায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। এরপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) শান্তির খাতিরে তা মেনে নিয়েছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উমরা না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সন্ধিকে আল্লাহ্ স্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কেবল জাহিরী বিজয়ই প্রকৃত বিজয় নয়। বরং জাহিরের বিপরীত অবস্থাতেও বিজয় নিহিত থাকে কখনো।

সে কাতাদাকে সবকিছু জানালে তিনি বললেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ (এর অর্থ হুদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ান) আয়াতখানা আনাস থেকে বর্ণিত। আর هَنِيئًا مَرِيئًا কথাটি ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত।

٣٨٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَجْزَاةَ بْنِ زَاهِرٍ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ اِنِّىْ لَاُوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُوْمِ الْحُمُرِ اِذْ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَعَنْ مَجْزَاةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اِسْمُهُ اُهْبَانُ بْنُ اَوْسٍ وَكَانَ اشْتَكٰى رُكْبَتَهُ وَكَانَ اِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً۔

৩৮৬৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ...... মাজ্যা ইব্ন যাহির আসলামী (র)-এর পিতা "যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে হুদায়বিয়ার গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন" তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি ডেকচিতে করে গাধার গোশত পাকাতে ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর মুনাদী (ঘোষক আবূ তালহা) ঘোষণা দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (অন্য এক সনদে) মাজযা (র) অপর এক ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী উহবান ইব্ন আউস (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর [উহবান ইব্ন আউস (রা)]-এর হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি নামায আদায় করার সময় হাঁটুর নিচে বালিশ রাখতেন।

٣٨٦٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَصْحَابُهُ اُتُوْا بِسَوِيْقٍ فَلَاكُوْهُ * تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ۔

৩৮৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সুওয়াইদ ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের জন্য ছাতু আনা হত। তাঁরা পানিতে গুলিয়ে তা খেয়ে নিতেন। মুআয (র) শুবা (র) থেকে ইব্ন আবূ আদী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ اِذَا اَوْتَرْتَ مِنْ اَوَّلِهِ فَلَا تُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهِ۔

৩৮৬৬ মুহাম্মদ বিন হাতিম ইব্ন বাযী' (র) .... আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী নবী (সা)-এর সাহাবী আয়েয ইব্ন আমর (রা)-কে

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বিতর নামায কি দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে? তিনি বললেন, রাতের প্রথম ভাগে একবার বিত্‌র আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার রাতের শেষে আর আদায় করবে না।

৩৮৬৭ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَسِيْرُ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَاَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَىْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يُجِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِىْ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اَمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ وَخَشِيْتُ اَنْ يَّنْزِلَ فِىَّ قُرْاٰنٌ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِىْ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ نَزَلَ فِىَّ قُرْاٰنٌ وَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

৩৮৬৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোন এক সফরে রাত্রিকালে চলছিলেন। এ সফরে উমর (রা)-ও তাঁর সাথে চলছিলেন। এক সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁকে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন উত্তর করলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তবুও তিনি তাকে কোন জবাব দিলেন না। এরপর আবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারও তার কোন উত্তর দিলেন না। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) নিজেকে লক্ষ্য করে মনে মনে বললেন, হে উমর! তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক। তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনবার পীড়াপীড়ি করলে। কিন্তু কোনবারই তিনি তোমাকে উত্তর দেননি। উমর (রা) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে তাড়া দিয়ে মুসলমানদের সামনে চলে যাই। কারণ আমি আশংকা করছিলাম যে, হয়তো আমার সম্পর্কে কুরআন শরীফের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে। এ কথা বলে আমি বেশি দেরি করিনি এমতাবস্থায় শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি চীৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, আমার সম্পর্কে হয়তো কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মনে করে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার কাছে সূর্য উদিত পৃথিবী থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا তিলাওয়াত করলেন।

৩৮৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ حِيْنَ حَدَّثَ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَثَبَّتَنِىْ مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ النَّبِىُّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِىُّ (ص) حَتّٰى كَانَ بِغَدِيْرِ الْاَشْطَاطِ

اَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ اِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوْا لَكَ جُمُوْعًا وَقَدْ جَمَعُوْا لَكَ الاَحَابِيْشَ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوْكَ فَقَالَ اَشِيْرُوْا اَيُّهَا النَّاسُ عَلَىَّ اَتَرَوْنَ اَنْ اَمِيْلَ اِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَاِنْ يَّاْتُوْنَا كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاِلاَّ تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوْبِيْنَ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ لاَ تُرِيْدُ قَتْلَ اَحَدٍ وَلاَ حَرْبَ اَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ، قَالَ اُمْضُوْا عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ ـ

৩৮৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা একে অন্যের চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেন, হুদায়বিয়ার বছর নবী করীম(সা) এক হাজারের অধিক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তাঁরা যুল হুলায়ফা পৌঁছে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, ইশ'আর করলেন।[১] সেখান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, এবং খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। পরে নবী (সা) নিজেও সেদিকে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে গাদীরুল আশ্‌তাত নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রেরিত গোয়েন্দা এসে তাঁকে বলল, কুরাইশরা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে এসে আশতাত নামক স্থানে জমায়েত হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে বাধা দিবে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও এবং বল, যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে বাধা দেয়ার ইচ্ছা করছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন, যিনি মুশরিকদের থেকে একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। আর যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তাহলে আমরা তাদের পরিবার এবং অর্থ-সম্পদ থেকে বিরত থাকব এবং তাদেরকে তাদের পরিবার ও অর্থ সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি তো বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, কাউকে হত্যা করা এবং কারো সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তো এখানে আসেননি। তাই বায়তুল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হোন। যে আমাদেরকে তা থেকে বাধা দিবে আমরা তার সাথে লড়াই করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, (ঠিক আছে) চলো আল্লাহ্‌র নামে।

٣٨٦٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنِي ابْنُ اَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَكَانَ فِيْمَا اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْهُمَا اَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لاَ يَاْتِيْكَ مِنَّا اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ

১. কুরবানীর পশু জখম করতঃ প্রবাহিত রক্ত দ্বারা তা কুরবানীর পশু হিসেবে চিহ্নিত করাকে ইশ্'আর বলা হয়।

رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَاَبَى سُهَيْلٌ اَنْ يُقَاضِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِلاَّ عَلَى ذٰلِكَ ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَاَمَّعَضُوْا فَتَكَلَّمُوْا فِيْهِ ، فَلَمَّا اَبَى سُهَيْلٌ اَنْ يُقَاضِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِلاَّ ذٰلِكَ كَاتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ اِلَى اَبِيْهِ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو ، وَلَمْ يَاْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ اِلاَّ رَدَّهُ فِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا اَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ (ص) اَنْ يَرُدَّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا اَنْفَقُوْا عَلٰى مَنْ هَاجَرَ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَصِيْرٍ فَذَكَرَهُ بِطُوْلِهِ ـ

৩৮৬৯ ইসহাক (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) উভয়ের থেকে হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উমরা আদায় করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের থেকে উরওয়া (রা) আমার (মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব) নিকট যা বর্ণনা করছেন তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে হুদায়বিয়ার দিন সন্ধিনামায় যা লিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহায়ল ইব্‌ন আমরের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিল এই ঃ আমাদের থেকে যদি কেউ আপনার কাছে চলে আসে তবে সে আপনার দীনে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে এবং তার ও আমাদের মধ্যে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। এ শর্ত মেনে না নিলে সুহায়ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধি করতেই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। এ শর্তটিকে মু'মিনগণ অপছন্দ করলেন এবং এতে তারা অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হলেন ও এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। কিন্তু যখন সুহায়ল এ শর্ত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃতি জানাল তখন এ শর্তের উপরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সন্ধিপত্র লেখালেন। এবং আবূ জানদাল ইব্‌ন সুহায়ল (রা)-কে এ মুহূর্তেই তার পিতা সুহায়ল ইব্‌ন আমরের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্যে যারাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসতেন, মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন। এ সময় কিছুসংখ্যক মুসলিম মহিলা হিজরত করে চলে আসেন। উম্মে কুলছুম বিন্‌ত উকবা ইব্‌ন আবূ মু'আইত (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হিজরতকারিণী একজন যুবতী মহিলা। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে পৌঁছলে তার পরিবারের লোকেরা নবী (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। এসময় আল্লাহ্ পাক মু'মিন মহিলাদের সম্পর্কে যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হিজরতকারিণী মু'মিন মহিলাদেরকে

পরীক্ষা করতেন। আয়াতটি হল এই ঃ হে নবী! মু'মিন মহিলাগণ যখন আপনার নিকট আসে ..... [শেষ পর্যন্ত (৬০ ঃ ১২)]। (অন্য সনদে) ইব্ন শিহাব (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ বিবরণও পৌঁছেছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুশরিক স্বামীর তরফ থেকে হিজরতকারী মুসলমান স্ত্রীকে দেওয়া মুহারানা মুশরিক স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবূ বাসীর (রা)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসও আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এরপর তিনি আবূ বাসীর (রা)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।

٣٨٧٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِّنْ اَجْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ـ

৩৮৭০ কুতায়বা (র) ...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার যমানায় (হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের মক্কা আক্রমণের সময়) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমরা পালন করার নিয়তে রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি আমাকে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমরা যা করেছিলাম এ ক্ষেত্রেও আমরা তাই করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু হুদায়বিয়ার বছর উমরার ইহ্রাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন তাই তিনিও উমরার ইহ্রাম বেঁধে যাত্রা করলেন।

٣٨٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَهَلَّ وَقَالَ اِنْ حِيْلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ، لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِىُّ (ص) حِيْنَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَتَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

৩৮৭১ মুসাদ্দাদ (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার বছর তিনি (উমরার) ইহ্রাম বেঁধে বললেন, যদি আমার আর তার (যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ কাফিররা বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) যা করেছিলেন আমিও ঠিক তাই করব। এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

٣٨٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بَعْضَ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَمْتَ الْعَامَ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ لَا تَصِلَ اِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ (ص) فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِىُّ (ص) هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ اَصْحَابُهُ ، وَقَالَ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَاِنْ خُلِّىَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِنْ حِيْلَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ (ص) فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا اُرَى شَانَهُمَا اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِى فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَ سَعْيًا وَاحِدًا حَتّٰى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ـ

৩৮৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন ছেলে তাঁকে [আবদুল্লাহ্ (রা)-কে] লক্ষ্য করে বলেন, এ বছর আপনি মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখলেই উত্তম হত। কারণ আমি আশংকা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ্ শরীফ যেতে পারবেন না। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথে কুরাইশ কাফেররা বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) তাঁর কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করে মাথা কামিয়ে ফেললেন। সাহাবিগণ চুল ছাঁটলেন। (এরপর তিনি বললেন) আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার জন্য উমরা আদায় করা আমি ওয়াজিব করে নিয়েছি। যদি আমার ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে আমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছেন আমি তাই করব। এরপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলে বললেন, আমি হজ্জ এবং উমরার বিষয়টি একই মনে করি। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার হজ্জকেও উমরার সাথে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। এরপর তিনি উভয়ের জন্য একই তওয়াফ এবং একই সায়ী করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম খুলে ফেললেন।[১]

৩৮৭৩ حَدَّثَنِى شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَرْسَلَ عَبْدَ اللّٰهِ اِلٰى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يَاْتِى بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لاَ يَدْرِى بِذٰلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ اِلٰى عُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ لِلْقِتَالِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتّٰى بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)فَهِىَ الَّتِىْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِىُّ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا مَعَ النَّبِىِّ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوْا فِىْ ظِلاَلِ الشَّجَرَةِ ، فَاِذَا النَّاسُ مُحْدِقُوْنَ بِالنَّبِىِّ (ص) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اُنْظُرْ مَا شَاْنُ النَّاسِ قَدْ اَحْدَقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُوْنَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ ـ

৩৮৭৩ শুজা' ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) .... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে থাকে যে, ইব্‌ন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তবে (মূল

১. হানাফী মতে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম একত্রে বাঁধা হলে হজ্জ ও উমরার জন্য আলাদা আলাদাভাবে তওয়াফ ও সায়ী করতে হয়।

ঘটনা ছিল এই যে) হুদায়বিয়ার দিন উমর (রা) (তাঁর পুত্র) আবদুল্লাহ্ (রা)-কে এক আনসারী সাহাবার কাছে রাখা তাঁর ঘোড়াটি আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি এর উপর আরোহণ করে লড়াই করতে পারেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃক্ষের কাছে (লোকদের) বায়আত গ্রহণ করছিলেন। বিষয়টি উমর (রা) জানতেন না। আবদুল্লাহ (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে পরে ঘোড়াটি আনার জন্য গেলেন এবং ঘোড়াটি নিয়ে উমর (রা)-এর কাছে আসলেন। এ সময় উমর (রা) যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা) তাঁর [আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)] সাথে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই লোকেরা এ কথা বলাবলি করছে যে, ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (অন্য সনদে) হিশাম ইব্ন আম্মার (র).......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে যে লোকজন ছিলেন তারা সকলেই ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। এক সময় তাঁরা নবী (সা)-কে ঘিরে দাঁড়ালে উমর (রা) তার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! দেখতো মানুষের কি হয়েছে? তাঁরা এভাবে ভিড় করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ইব্ন উমর (রা) দেখতে পেলেন যে, তাঁরা বায়আত গ্রহণ করছেন। তাই তিনিও বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর উমর (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন। তিনিও রওয়ানা করে এসে বায়আত গ্রহণ করলেন।

٣٨٧٤ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ (ص) حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلّٰى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيْبُهُ اَحَدٌ بِشَىْءٍ-

৩৮৭৪ ইব্ন নুমাইর (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যখন উমরাতুল কাযা আদায় করেন; তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে তওয়াফ করলাম। তিনি নামায আদায় করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করলেন। মক্কাবাসীদের কেউ যাতে কোন কিছুর দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে না পারে সেজন্য সর্বদা আমরা তাঁকে আড়াল করে রাখতাম।

٣٨٧٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَصِيْنٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّيْنَ اَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ اتَّهِمُوا الرَّأْىَ فَلَقَدْ رَاَيْتُنِىْ يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا لِاَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلٰى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هٰذَا الْاَمْرِ مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْمًا اِلاَّ انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْرِىْ كَيْفَ نَاْتِىْ لَهُ-

৩৮৭৫ হাসান ইব্ন ইসহাক (র) .... আবূ হাসীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ওয়াইল (র) বলেছেন যে, সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ (রা) যখন সিফ্ফীন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আমরা তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, নিজেদের মতামতকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে। আবূ জানদাল (রা)-এর ঘটনার দিন আমি আমাকে (আল্লাহ্র পথে) দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারলে উপেক্ষা করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর কোন দুঃসাধ্য কাজের জন্য আমরা যখন তরবারি হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধের পূর্বে আমরা যত যুদ্ধ করেছি তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি সমস্যা সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু কোন সমাধানের পথ আমাদের জানা নেই।

٣٨٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰـى عَنْ كَعْبِ ابْـنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ قَالَ اَتٰـى عَلَىَّ الـنَّبِىُّ (ص) زَمَـنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِىْ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ اَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً قَالَ اَيُّوْبُ : لَا اَدْرِىْ بِاَىِّ هٰذَا بَدَاَ ـ

৩৮৭৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ...... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী (সা) আমার কাছে আসলেন। সে সময় আমার মাথার চুল থেকে উকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমণ্ডলে পড়ছিল। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার মাথার এ উকুন তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডিয়ে ফেল। আর এ জন্য তিন দিন রোযা পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াও অথবা একটি পশু কুরবানী কর। আইয়ুব (র) বলেন, এ তিনটির থেকে কোন্টির কথা আগে বলেছিলেন তা আমি জানি না।

٣٨٧٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْـنُ هِشَامٍ اَبُـوْ عَبْـدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْـنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَـنْ كَعْبِ بْـنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ قَالَ وَكَانَتْ لِىْ وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَّاقَطُ عَلٰى وَجْهِىْ فَمَرَّ بِـى الـنَّبِىُّ (ص) فَقَالَ اَيُـؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ وَاُنْزِلَتْ هٰـــذِهِ الْاٰيَةُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَاْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ـ

৩৮৭৭ মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম আবূ আবদুল্লাহ্ (র) ...... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে মুহরিম অবস্থায় আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে আটকে রেখেছিল। কা'ব ইব্ন উজরা (রা) বলেন, আমার কান পর্যন্ত মাথায় বাবরী চুল

ছিল। (মাথার চুল থেকে) উকুনগুলো আমার মুখমণ্ডলের উপর ঝরে ঝরে পড়ছিল। এ সময় নবী (সা) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মাথার এ উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কা'ব ইব্ন উজরা (রা) বলেন, এরপর আয়াত নাযিল হল, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোযা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদইয়া আদায় করবে। (২ ঃ ১৯৬)

٢٢٠٠ . بَابُ قِصَّةُ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ

২২০০. অনুচ্ছেদ ঃ উক্ল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা

٣٨٧٨ حَدَّثَنِي عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَتَكَلَّمُوْا بِالْاِسْلاَمِ ، فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كُنَّا اَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ تَكُنْ اَهْلَ رِيْفٍ، وَاسْتَوْخَمُوْا الْمَدِيْنَةَ، فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا فِيْهِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ ، وَقَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ (ص) وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَاَمَرَبِهِمْ فَسَمَرُوْا اَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوْا فِيْ نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا عَلٰى حَالِهِمْ * قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعْدَ ذٰلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَاَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ ، وَقَالَ يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ وَاَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ

৩৮৭৮ আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র) ...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রা) তাদেরকে বলেছেন, উক্ল এবং উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী (সা)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তারা নবী (সা)-কে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা দুগ্ধপানে অভ্যস্ত লোক, আমরা কৃষক নই। তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের নিজেদের জন্য অনুকূল বলে মনে করল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে একজন রাখালসহ কতগুলো উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং ঐগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা যেতে যেতে হাররা নামক স্থানে পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যায়। এবং নবী (সা)-এর রাখাল (ইয়াসার)-কে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। নবী (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের অনুসন্ধানে তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন। (তাদের পাকড়াও করে আনা হলে) তিনি তাদের প্রতি কঠিন দণ্ডাদেশ প্রদান করলেন। সাহাবীগণ লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চক্ষু উৎপাটিত করে দিলেন এবং তাদের হাত কেটে দিলেন। এরপর হাররা এলাকার এক প্রান্তে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তাদের এ অবস্থায়ই তারা মরে গেল। কাতাদা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর নবী (সা) প্রায়ই লোকজনকে সাদকা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মুসলা থেকে বিরত রাখতেন। শুবা, আবান এবং হাম্মাদ (র) কাতাদা (র)

থেকে উরায়না গোত্রের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর ও আইয়ুব (র) আবূ কিলাবা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ল গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম (সা) -এর কাছে এসেছিল।

٣٨٧٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلَى اَبِىْ قِلاَبَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوْا حَقٌّ قَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ خَلْفَ سَرِيْرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ فَاَيْنَ حَدِيْثُ اَنَسٍ فِى الْعُرَنِيِّيْنَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ اِيَّاىَ حَدَّثَهُ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ ذَكَرَ الْقِصَّةَ ـ

৩৮৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) .... উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত যে, একদিন তিনি লোকদের কাছে কাসামাত সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা এ কাসামা সম্পর্কে কি বল? তাঁরা বললেন, এটা সত্য এবং হক। আপনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং খলীফাগণ সকলেই কাসামাতের[১] নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আবূ কিলাবা (র) উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আম্বাসা ইব্ন সাঈদ (র) বললেন, উরায়না গোত্র সম্পর্কে আনাস (রা)-এর হাদীসটি কোথায় এবং কে জান? তখন আবূ কিলাবা (র) বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমার কাছেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) উরায়না গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। আর আবূ কিলাবা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে উক্ল গোত্রের কথা উল্লেখ করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠١ . بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الْقَرَدِ وَهِىَ الْغَزْوَةُ الَّتِىْ اَغَارُوْا عَلٰى لِقَاحِ النَّبِىِّ (ص) قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلاَثٍ

২২০১. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুল কারাদের যুদ্ধ। খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশরিকরা নবী (স) -এর দুগ্ধবতী উটগুলো লুট করে নেয়ার সময়ে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে

٣٨٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ يَقُوْلُ خَرَجْتُ قَبْلَ اَنْ يُؤَذَّنَ بِالْاُوْلٰى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) تَرْعٰى بِذِىْ قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِىْ غُلاَمٌ لِعَبْدِ

১. কোন জনপদে কোন নিহত ব্যক্তির লাশ এবং হত্যার আলামত পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারীকে নির্দিষ্ট করা না গেলে তখন ঐ জনপদের লোকদের মধ্য থেকে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার জন্য যে শপথ নেয়া হয়ে থাকে তাকে কাসামা বলা হয়।

الـرَّحْمٰـنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ اُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قُلْتُ مَنْ اَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهْ قَالَ فَاَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيِ الْمَدِيْنَةِ ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلٰى وَجْهِيْ حَتّٰى اَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ اَخَذُوْا يَسْتَقُوْنَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ اَرْمِيْهِمْ بِنَبْلِيْ وَكُنْتُ رَامِيًا وَاَقُوْلُ : اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ الْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعْ وَاَرْتَجِزُ حَتّٰى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِيْنَ بُرْدَةً ، قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ ، فَابْعَثْ اِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ مَلَكْتَ فَاَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى نَاقَتِهِ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ ـ

৩৮৮০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সালমা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি ফজরের নামাযের আযানের পূর্বে (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুগ্ধবতী উটগুলোকে যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। সালমা (রা) বলেন, তখন আমার সাথে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুগ্ধবতী উটগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ওগুলো লুণ্ঠন করেছে? সে বললো, গাতফানের লোকজন। তিনি বলেন, তখন আমি ইয়া সাবাহা বলে তিনবার উচ্চস্বরে চীৎকার দিলাম। আর মদীনার উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী সকল অধিবাসীর কানে আমার এ চীৎকার শুনিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুতপদে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের (শত্রুদের) কাছে পৌঁছে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে আরম্ভ করেছিল। আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ, তাই তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর বলছিলাম, আমি হলাম আকওয়া-এর পুত্র, আজকের দিনটি তোদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এভাবে শেষ পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং সে সঙ্গে তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর নবী (সা) ও অন্যান্য লোক সেখানে পৌঁছলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! কাফেলাটি পিপাসার্ত ছিলো, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি (তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে) সক্ষম হয়েছ, এখন একটু শান্ত হও। সালমা (রা) বলেন, এরপর আমরা (মদীনার দিকে) ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসালেন এবং এ অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٢٢٠٢ ـ بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

২২০২. অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ

٣٨٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلَّ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَبِهِ فَثُرِّىَ فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ

وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

৩৮৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... সুওয়াইদ ইব্‌ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (সুওয়াইদ ইব্‌ন নু'মান) খায়বারের বছর নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। [সুওয়াইদ (রা) বলেন] যখন আমরা খায়বারের ঢালু এলাকার 'সাহ্‌বা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন নবী (সা) আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর সাথে করে আনা খাবার পরিবেশন করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু ছাতু ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই তিনি ছাতুগুলোকে গুলতে বললেন। ছাতুগুলোকে গুলানো হলো। এরপর (তা থেকে) তিনিও খেলেন, আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠে পড়লেন এবং কুল্লি করলেন। আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি নতুন ওযূ না করেই নামায আদায় করলেন।

٣٨٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) اِلٰى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ اَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوْ بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ :

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَتَصَدَّقْنَا وَلاَصَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اَبْقَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ هٰذَا السَّائِقُ؟ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الاَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَوْلاَ اَمْتَعْتَنَا بِهِ ، فَاَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اَمْسٰى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِىْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) مَاهٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ؟ قَالُوْا عَلٰى لَحْمٍ ، قَالَ عَلٰى اَىِّ لَحْمٍ؟ قَالُوْا لَحْمُ حُمُرِ الْاَنْسِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُّ (ص) اَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ نُهْرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيْرًا ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُوْدِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَاَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِيْ قَالَ مَالَكَ؟ قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّى زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) كَذَبَ مَنْ قَالَهُ اِنَّ لَهُ لَاَجْرَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ

اصْبَعَيْهِ انَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَابِهَا مِثْلَهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ نَشَأَبِهَا ـ

৩৮৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) .... সালমা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় কাফেলার জনৈক ব্যক্তি আমির (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, হে আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে গোটা কাফেলা হাঁকিয়ে চললেন। সঙ্গীতে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনার তওফীক না হলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না, সাদ্কা দিতাম না আর নামায আদায় করতাম না। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন আপনার জন্য সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকবো। আর আমরা যখন শত্রুর মুকাবিলায় যাব তখন আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং আমাদের উপর 'সাকিনা' (শান্তি) বর্ষণ করুন। আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) সজোর আওয়াজে ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি। আর এ কারণে তারা চীৎকার দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লস্কর জমা করে। (কবিতাগুলো শুনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, আমির ইবনুল আকওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বললো ঃ হে আল্লাহ্র নবী! তার জন্য (শাহাদত) নিশ্চিত হয়ে গেলো। (আহ্) আমাদেরকে যদি তার কাছ থেকে আরো উপকার হাসিল করার সুযোগ দিতেন! এরপর আমরা এসে খায়বার পৌঁছলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। অবশেষে এক পর্যায়ে আমাদেরকে কঠিন ক্ষুধার জ্বালাও বরণ করতে হলো। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানগণ (রান্নাবান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। (তা দেখে) নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ সব কিসের আগুন? তোমরা কি পাকাচ্ছ? তারা জানালেন, গোশত পাকাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের গোশত? লোকজন উত্তর করলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নবী (সা) বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গোশ্তগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই তাতে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমির ইব্নুল আকওয়া (রা)-এর তরবারীখানা ছিলো খাটো, তা দিয়ে তিনি জনৈক ইহুদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারীর তীক্ষ্ণ ভাগ ঘুরে গিয়ে তাঁর নিজের ঠিক হাঁটুতে লেগে পড়ে। তিনি এ আঘাতের কারণে মারা যান। সালমা ইব্নুল আকওয়া (রা) বলেন ঃ তারপর সব লোক খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করলে এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কি খবর? আমি বললাম ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। লোকজন ধারণা করছে যে, (স্বীয় হস্তের আঘাতে মারা যাওয়ার কারণে) আমির (রা)-এর আমল বাতিল হয়ে গিয়েছে। নবী (সা) বললেন, এ কথা যে বলেছে সে ভুল বলেছে। নবী (সা) তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বরং আমিরের রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। অবশ্যই সে একজন কর্মতৎপর ব্যক্তি ও আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ। তাঁর মত গুণসম্পন্ন আরবী খুব কমই আছে।

৩৮৮৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰه (ص) اَتَـى خَيْبَرَ لَيْلاً وَكَانَ اِذَا اَتَـى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغْرِبِهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ الـنَّبِىُّ (ص) خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

৩৮৮৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রিতে খায়বারে পৌঁছলেন। আর তাঁর নিয়ম ছিলো, তিনি যদি (কোন অভিযানে) কোন গোত্রের এলাকায় রাত্রিকালে গিয়ে পৌঁছতেন, তা হলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতেন না (বরং অপেক্ষা করতেন)। ভোর হলে ইহুদীরা তাদের কৃষি সরঞ্জামাদি ও টুকরি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন (সসৈন্য) দেখতে পেলো, তখন তারা (ভীত হয়ে) বলতে লাগলো, মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। তখন নবী (সা) বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অশুভভাবে।

৩৮৮৪ اَخْبَرَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ الـلّٰـهُ عَنْـهُ قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً فَخَرَجَ اَهْلُهَا بِالْمَسَاحِىْ فَلَمَّا بَصُرُوْا بِالـنَّبِىِّ (ص) قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالـلّٰـهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ الـنَّبِىُّ (ص) الـلّٰـهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَاَصَبْنَا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَنَادَى مُنَادِى الـنَّبِىِّ (ص) اِنَّ الـلّٰـهَ رَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ ـ

৩৮৮৪ সাদাকা ইব্ন ফায্ল (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রত্যূষে খায়বার এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। তখন সেখানকার অধিবাসীরা কৃষি সরঞ্জামাদী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন নবী (সা)-কে দেখতে পেলো তখন বলতে শুরু করলো, মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। নবী (সা)(এ কথা শুনে) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের এলাকায় গিয়ে পৌঁছি, তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অশুভভাবে। [আনাস (রা) বলেন] এ যুদ্ধে আমরা (গনীমত হিসেবে) গাধার গোশত লাভ করেছিলাম (আর তা পাকানোও হচ্ছিল)। এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) তোমাদিগকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা নাপাক।

৩৮৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَ اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ الـلّٰـهُ عَنْـهُ اَنَّ رَسُوْلَ الـلّٰـهِ (ص) جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ اَتَاهُ الـثَّانِيَةَ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ

فَسَكَتَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِى النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَاِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ ـ

৩৮৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো, (গনীমতের) গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপ রইলেন। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসে বললো, গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো চুপ থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো, গৃহপালিত গাধাগুলো খতম করে দেওয়া হচ্ছে। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম দিলেন, সে লোকজনের সামনে গিয়ে ঘোষণা দিলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণা শুনে) ডেকচিগুলো উল্টিয়ে দেয়া হলো। অথচ ডেকচিগুলোতে গাধার গোশ্ত তখন টগবগ করে ফুটছিল।

٣٨٨٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) الصُّبْحَ قَرِيْبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ (ص) الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَكَانَ فِى السَّبْىِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ اِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِىِّ ثُمَّ صَارَتْ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَنْتَ قُلْتَ لاَنَسٍ مَا اَصْدَقَهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيْقًا لَهُ ـ

৩৮৮৬ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রত্যূষে সামান্য অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখনই সতর্ককৃত সেই গোত্রের সকাল হয় অশুভ রূপ নিয়ে। এ সময়ে খায়বার অধিবাসীরা (ভয়ে) বিভিন্ন অলি-গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করলো। নবী (সা) তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন। আর শিশু (ও মহিলা)-দেরকে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়্যা [বিন্ত হুইয়াই (রা)] প্রথমে তিনি দাহইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নবী (সা) -এর অংশে বন্টিত হন। নবী (সা) তাঁকে আযাদ করত এই আযাদীকে মোহর ধার্য করেন (এবং বিবাহ করে নেন)। আবদুল আযীয ইবনু সুহায়ব (র) সাবিত (র)-কে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! আপনি কি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, নবী (সা) তাঁর [সাফিয়্যা (রা)-এর] মোহর কি ধার্য করেছিলেন? তখন সাবিত (র) 'হাঁ-সূচক ইঙ্গিত করে মাথা নাড়লেন।

٣٨٨٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِاَنَسٍ يَقُوْلُ سَبَى النَّبِيُّ (ص) صَفِيَّةَ فَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لِاَنَسٍ مَا اَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَاَعْتَقَهَا ـ

৩৮৮৭ আদম (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খায়বারের যুদ্ধে) নবী (সা) সাফিয়্যা (রা)-কে (প্রথমত) বন্দী করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবিত (র) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী (সা) তাঁর মোহর কত ধার্য করেছিলেন? আনাস (রা) বললেন ঃ স্বয়ং সাফিয়্যা (রা)-কেই মোহর ধার্য করেছিলেন এবং তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

٣٨٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) رَجُلٌ لاَيَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَّلاَ فَاذَّةً اِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا اَجْزَاَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَاَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَاِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِيْ طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

৩৮৮৮ কুতায়বা (র) ...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। (দিনের শেষে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন আর অন্যরাও (মুশরিকরা) তাদের ছাউনিতে ফিরে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে তার তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রু সৈন্যকেই রেহাই দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। (সাহাবাগণের মধ্যে তার আলোচনা উঠল) তাদের কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের মধ্যে আর অন্য কেউ এমনটি করতে সক্ষম হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কিন্তু সে তো জাহান্নামী। (সকলের কাছে কথাটি আশ্চর্য মনে হলো) সাহাবীগণের একজন বললেন, (ব্যাপারটি) দেখার জন্য আমি তার সঙ্গী হব। সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির সাথে বের হলেন, লোকটি যখন থেমে যেতো তিনিও তার সাথে থেমে যেতেন, আর যখন লোকটি দ্রুত চলতো তিনিও তার সাথে দ্রুত চলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময়ে লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং (যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই সে (এক পর্যায়ে) তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণ ভাগ বুকের বরাবরে রাখল। এরপর সে

তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ অবস্থা দেখে অনুসরণকারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, একটু পূর্বে আপনি যে লোকটির ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী, আর তার সম্পর্কে এরূপ কথা সকলের কাছে আশ্চর্যকর অনুভূত হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি লোকটির অনুসরণ করে ব্যাপারটি দেখবো। কাজেই আমি ব্যাপারটির অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর (এক সময়ে দেখলাম) লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো, তাই সে নিজের তরবারির হাতলের দিক মাটিতে বসিয়ে এর তীক্ষ্ণ ভাগ নিজের বুকের বরাবরে রাখলো। এরপর তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, যা দেখে অন্যরা তাকে জান্নাতীই মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেইরূপই মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী।

٣٨٨٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْاَسْلَامَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ اَشَدَّ الْقِتَالِ حَتّٰى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ. فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ اَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ اِلٰى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا اَسْهُمًا فَنَحَرَبِهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَاَذِّنْ اَنَّهُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنٌ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ شَبِيْبٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَيْبَرَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) * تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ اَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَيْبَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَعِيْدٌ عَنِ النَّبِيِّ (ص)-

৩৮৮৯ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যে মুসলমান বলে দাবি করত, তার সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমন কি তার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যতবাণীর উপর) সন্দেহের উপক্রম হল। (কিন্তু তারপরেই দেখা গেল) লোকটি

আঘাতের যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে তূণীরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলমান দ্রুত ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও, এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ্ (কখনো কখনো) ফাসিক ব্যক্তি দ্বারাও দীনের সাহায্য করে থাকেন। মা'মার (র)) যুহ্‌রী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় শুআয়ব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। শাবীব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম ......। (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন মুবারাক হাদীসটি ইউনুস-'যুহরী-সাঈদ [ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)] সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ্ (র) যুহরী (র) থেকে ইব্‌ন মুবারক (রা)-এর মতোই বর্ণনা করেছেন। আর যুবায়দী (র) হাদীসটি যুহ্‌রী, আবদুর রহমান ইব্‌ন কাআব, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন কাআব (র) নবী (সা)-এর সাথে খায়বারে অংশগ্রহণকারী জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (যুবায়দী আরো বলেন) যুহরী (র) এ হাদীসটিতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং সাঈদ (ইবনুল মুসাইয়্যাব) (র) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৮৭০ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَيْبَرَ اَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْرَفَ النَّاسُ عَلٰى وَادٍ فَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَاَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَسَمِعَنِىْ وَاَنَا اَقُوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ، قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

৩৮৯০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার যুদ্ধের জন্য বের হলেন কিংবা রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন সাথী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে এই বলে উচ্চৈস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করলে—আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। (আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। [আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাওয়ারীর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বলতে শুনে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! আমি বললাম, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেবো কি যা

জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কথটি হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।'

৩৮৯১ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَثَرَ ضَرْبَةٍ فِيْ سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ مَا هٰذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هٰذِهِ ضَرْبَةٌ اَصَابَتْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ اُصِيْبَ سَلَمَةُ فَاَتَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَنَفَثَ فِيْهِ ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ۔

৩৮৯১ মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র) .... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালমা (ইবন আকওয়া) (রা)-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এটি খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাত। (যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে আঘাতটি মারার পর) লোকজন বলাবলি শুরু করে দিল যে, সালমা মারা যাবে। কিন্তু এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতস্থানটিতে তিনবার ফুঁ দিয়ে দেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি এতে কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

৩৮৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ الْتَقَى النَّبِيُّ (ص) وَالْمُشْرِكُوْنَ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَاقْتَتَلُوْا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً اِلاَّ اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَجْزَأَ اَحَدُهُمْ مَا اَجْزَأَ فُلاَنٌ فَقَالَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَقَالُوْا اَيُّنَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنْ كَانَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَاَتَّبِعَنَّهُ فَاِذَا اَسْرَعَ وَاَبْطَاَ كُنْتُ مَعَهُ حَتّٰى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْا لِلنَّاسِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْا لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ۔

৩৮৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ...... সাহল (ইবন সা'দ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। (শেষে) সকলেই নিজ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে গেলো। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকের কোন একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রুকেই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দেয়নি বরং সবাইকেই তাড়া করে তার তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। তখন (তার ব্যাপারে) বলা হলো! হে আল্লাহ্র রাসূল। অমুক ব্যক্তি আজ যে পরিমাণ আমল করেছে অন্য কেউ আজ সে পরিমাণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে ব্যক্তি তো জাহান্নামী। তারা বললো, তা হলে আমাদের মধ্যে আর

কে জান্নাতবাসী হতে পারবে যদি এ ব্যক্তিই জাহান্নামী হয়? তখন কাফেলার মধ্য থেকে একজন বললো, অবশ্যই আমি তাকে অনুসরণ করে দেখবো (যে, তার পরিণাম কি ঘটে) (তিনি বলেন) লোকটি যখন দ্রুত চলতো আর ধীরে চলতো সর্বাবস্থায়ই আমি তার সাথে থাকতাম। পরিশেষে, লোকটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে আর (আঘাতের যন্ত্রণায়) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করে তার তরবারির বাট মাটিতে স্থাপন করলো এবং ধারালো ভাগ নিজের বুকের বরাবর রেখে এর উপর সজোরে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করলো। তখন (অনুসরণকারী) সাহাবী নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি (নবী (সা)) জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তিনি তখন নবী (সা)-কে সব ঘটনা জানালেন। তখন নবী (সা) বললেন, কেউ কেউ (দৃশ্যত) জান্নাতবাসীদের মত আমল করতে থাকে আর লোকজন তাকে অনুরূপই মনে করে থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীর মত আমল করে থাকে আর লোকজনও তাকে তাই মনে করে অথচ সে জান্নাতী।

৩৮৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ اَنَسٌ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَاَى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَاَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُوْدُ خَيْبَرَ ـ

৩৮৯৩ মুহাম্মাদ ইব্ন সাঈদ খুযাঈ (র) .... আবূ ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমুআর দিনে আনাস (রা) লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের (মাথায়) তায়ালিসা চাদর। তখন তিনি বললেন, এ মুহূর্তে এদেরকে যেন খায়বারের ইহুদীদের মতো দেখাচ্ছে।[১]

৩৮৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِيْ خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَلَحِقَ بِهِ فَلَمَّا بِتْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِيْ فُتِحَتْ قَالَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا اَوْ لَيَاْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرْجُوْهَا فَقِيْلَ هٰذَا عَلِيٌّ فَاَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ ـ

৩৮৯৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) .... সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার দরুন আলী (রা) নবী (সা)-এর থেকে খায়বার অভিযানে পেছনে ছিলেন। [নবী (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে এসে পড়লে] আলী (রা) বলেন, নবী (সা)-এর সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে) আমি পেছনে বসে থাকবো! সুতরাং তিনি গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। [সালমা (রা) বলেন] খায়বার বিজিত হওয়ার পূর্ব রাতে তিনি [নবী (সা)] বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করবো অথবা তিনি বলেছেন, আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তি ঝাণ্ডা গ্রহণ করবে যাকে

---

১. 'তায়ালিস' শব্দটি 'তায়ালসান' শব্দের বহুবচন। মূল শব্দটি ফারসী। পরবর্তীতে এটি সামান্য বিকৃত হয়ে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এটি এক প্রকার চাদরের নাম। খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায় এ চাদর অধিক ব্যবহার করত। তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে এ চাদর ব্যবহার করতে আনাস (রা) কখনো দেখেননি। তাই তিনি যখন বসরায় আসলেন আর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের গায়ে ঐ চাদর দেখে খায়বারের ইহুদীদের তুলনা দিয়ে নিজ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন। আর তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হবে। কাজেই আমরা সবাই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। তখন বলা হলো, ইনি তো আলী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হলো।

৩৮৯৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ اَيْنَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ؟ فَقَالُوْا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ ، قَالَ فَاَرْسَلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهٖ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهٗ فَبَرَاَ حَتّٰى كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ اُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ ، فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

৩৮৯৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ্ খায়বারে বিজয় দান করবেন এবং যাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন আর সেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। সাহ্ল (রা) বলেন, (ঘোষণাটি শুনে) মুসলমানগণ এ জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে অর্পণ করা হবে এ ঝাণ্ডা। সকাল হলো, সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই মনে মনে এ ঝাণ্ডা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বললেন, তাকে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দাও। সে মতে তাঁকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। ফলে চোখ এরূপ সুস্থ হয়ে গেলো যে, যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তাঁর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান করো (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে) ইসলামী বিধানে ওদের উপর যেসব হক বর্তায় সেসব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দিও। কারণ আল্লাহ্র কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হেদায়েত দেন তা হলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম।

٣٨٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنِى اَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا النَّبِىُّ (ص) لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِىْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ لِىْ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ عَلٰى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ (ص) يُحَوِّىْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ۔

৩৮৯৬ আবদুল গাফ্ফার ইব্ন দাউদ ও আহমদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারে এসে পৌছলাম। এরপর যখন আল্লাহ্ তাঁকে খায়বার দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইহুদী দলপতি) হুয়াঈ ইব্ন আখতাবের কন্যা সাফিয়্যা (রা)-এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হলো। তার স্বামী (কেনানা ইবনুর রাবী এ যুদ্ধে) নিহত হয়। সে ছিল নববধূ। নবী (সা) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে (খায়বার থেকে) রওয়ানা হন। এরপর আমরা যখন সাদ্দুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছলাম তখন সাফিয়্যা (রা) তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে বাসরঘরে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর একটি ছোট দস্তরখানে (খেজুর-ঘি ও ছাতু মেশানো এক প্রকার) হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে বিয়ের ওয়ালীমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম, আমি নবী (সা)-কে তাঁর পেছনে (সাওয়ারীর পিঠে) সাফিয়্যা (রা)-এর জন্য একটি চাদর বিছাতে দেখেছি। এরপর তিনি তাঁর সাওয়ারীর ওপর হাঁটুদ্বয় মেলে বসতেন আর সাফিয়্যা (রা) নবী (সা)-এর হাঁটুর উপর পা রেখে সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

٣٨٩٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) اَقَامَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ بِطَرِيْقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى اَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيْمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ

৩৮৯৭ ইসমাঈল (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে সাফিয়্যা (রা) বিন্তে হুয়াঈ-এর কাছে তিন দিন অবস্থান করে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেছেন। আর সাফিয়্যা (রা) ছিলেন সে সব মহিলাদের একজন যাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।[১]

---

১. পর্দার ব্যবস্থার কারণে বোঝা গেলো যে, নবী (সা) তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা মিল্কে ইয়ামীন বা ক্রীতদাসী হিসেবে গ্রহণ করে থাকলে তার মৌলিক সতর ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতো না।

৩৮৯৮ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حُمَيْدٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : اَقَامَ النَّبِيُّ (ص) بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَةَ لَيَالٍ يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَةٍ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْ اَمَرَ بِلاَلاً بِالاَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَاَلْقٰى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالاَقِطَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ قَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّاَلَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ۔

৩৮৯৮ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী এক জায়গায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন আর এ সময় তিনি সাফিয়্যা (রা)-এর সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। আমি মুসলমানগণকে তাঁর ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত দিলাম। অবশ্য এ ওয়ালীমাতে গোশত রুটির ব্যবস্থা ছিল না, কেবল এতটুকু ছিল যে, তিনি বিলাল (রা)-কে দস্তরখান বিছাতে বললেন। দস্তরখান বিছানো হলো। এরপর তাতে কিছু খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হলো। এ অবস্থা দেখে মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, তিনি [সাফিয়্যা (রা)] কি উম্মাহাতুল মু'মিনীনেরই একজন, না ক্রীতদাসীদের একজন? তাঁরা (আরো) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনেরই একজন বোঝা যাবে। আর পর্দার ব্যবস্থা না করলে ক্রীতদাসী হিসেবেই বুঝতে হবে। এরপর যখন তিনি [নবী (সা)] রওয়ানা হলেন তখন তিনি নিজের পেছনে সাফিয়্যা (রা)-এর জন্য বসার জায়গা করে দিয়ে পর্দা টানিয়ে দিলেন।

৩৮৯৯ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْ خَيْبَرَ فَرَمٰى اِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لاَخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِيُّ (ص) فَاسْتَحْيَيْتُ۔

৩৮৯৯ আবুল ওয়ালীদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে রাখলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি একটি থলে নিক্ষেপ করলো। তাতে ছিলো কিছু চর্বি। আমি সেটি কুড়িয়ে নেয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসলাম, হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম নবী (সা) (আমার দিকে তাকিয়ে আছেন) তাই আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম।

৩৯০০ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ * نَهٰى عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ وَلُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ۔

৩৯০০ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রসুন ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি রসুন খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি কেবল নাফি' থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি সালিম [ইবনে আবদুল্লাহ্) (রা)] থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٣٩٠١ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ۔

৩৯০১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র) ...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুতআ (মেয়াদী বিয়ে) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।[১]

٣٩٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (ص) نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ۔

৩৯০২ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٠٣ حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ۔

৩৯০৩ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٠٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ۔

৩৯০৪ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশ্ত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

---

১. মুত্আ বা মেয়াদী বিয়ে বলতে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করাকে বোঝায়। ইসলামের প্রাথমিককালে এ প্রকারের বিয়ে বৈধ থাকলেও খায়বার যুদ্ধের সময় তা হারাম করে দেয়া হয়। এরপর অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয়ের সময় কেবল তিন দিনের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এ তিন দিন পর আবার তা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষিত হয়।

৩৯০৫ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَاِنَّ الْقُدُوْرَ لَتَغْلِيْ قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِيْ النَّبِيِّ (ص) لاَ تَاْكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَاَهْرِيْقُوْهَا قَالَ ابْنُ اَبِيْ اَوْفٰى فَتَحَدَّثْنَا اَنَّهُ اِنَّمَا نَهٰى عَنْهَا لاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهٰى عَنْهَا الْبَتَّةَ لِاَنَّهَا كَانَتْ تَاْكُلُ الْعَذِرَةَ ـ

৩৯০৫ সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... ইব্‌ন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) খায়বার যুদ্ধে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর তখন আমাদের ডেকচিগুলোতে (গাধার গোশ্‌ত) টগবগ করে ফুটছিলো। রাবী বলেন, কোন কোন ডেকচির গোশ্‌ত পাকানো হয়ে গিয়েছিল এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ঘোষণাকারী এসে ঘোষণা দিলেন, তোমরা (গৃহপালিত) গাধার গোশ্‌ত থেকে সামান্য পরিমাণও খাবে না এবং তা ঢেলে দেবে। ইব্‌ন আবী আওফা (রা) বলেন, ঘোষণা শুনে আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম যে, যেহেতু গাধাগুলো থেকে খুমুছ (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা হয়নি এ কারণেই তিনি সেগুলো খেতে নিষেধ করেছেন। আর কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, না, তিনি চিরদিনের জন্যই গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা গাধা অপবিত্র জিনিস খেয়ে থাকে।

৩৯০৬ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَاَصَابُوْا حُمُرًا فَطَبَخُوْهَا فَنَادٰى مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) اَكْفِئُوْا الْقُدُوْرَ ـ

৩৯০৬ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... বারাআ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুদ্ধে) তাঁরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। (খাবারের জন্য তাঁরা) গাধার গোশ্‌ত পেলেন। তাঁরা তা রান্না করলেন। এমন সময়ে নবী (সা)—এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, ডেকচিগুলো সব উল্টিয়ে ফেল।

৩৯০৭ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوْا الْقُدُوْرَ اَكْفِئُوْا الْقُدُوْرَ ـ

৩৯০৭ ইসহাক (র) .... আদী ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, (তিনি বলেন) আমি বারাআ এবং ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খায়বারের দিন তাঁরা গাধার গোশ্‌ত পাকানোর জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, এমন সময়ে নবী (সা) বললেন, ডেকচিগুলো উল্টিয়ে ফেল।

৩৯০৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ ـ

৩৯০৮ মুসলিম (র) ...... বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে খায়বারে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম ....। পরে তিনি উপরোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৯০৯ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ (ص) فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ الْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ ـ

৩৯০৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় নবী (সা) আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না করা সকল প্রকারের গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত ঢেলে দিতে হুকুম করেছেন। এরপরে আর কখনো তা খেতে অনুমতি দেননি।

৩৯১০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ أَدْرِي أَنَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ـ

৩৯১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল হুসায়ন (র) ...... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঠিক জানি না যে, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মাল-সামান আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার হতো, কাজেই এর গোশ্‌ত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং লোকজনের চলাচল কষ্টকর হয়ে পড়বে, এ জন্য কি রাসূলুল্লাহ (সা) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না-খায়বারের দিনে এর গোশ্‌ত (আমাদের জন্য) স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।

৩৯১১ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ ـ

৩৯১১ হাসান ইব্‌ন ইসহাক (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক অংশ হিসেবে (গনীমতের) সম্পদ বন্টন করেছেন। বর্ণনাকারী [উবায়দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা)] বলেন, নাফি হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে তার জন্য তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, তার জন্য এক অংশ।

৩৯১২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ (ص) لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا ـ

৩৯১২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খায়বারের প্রাপ্ত খুমুস থেকে বনী মুত্তালিবকে অংশ দিয়েছেন, আমাদেরকে দেননি। অথচ আপনার সাথে বংশের দিক থেকে আমরা এবং বনী মুত্তালিব একই পর্যায়ের। তখন নবী (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব সম-মর্যাদার অধিকারী। যুবায়র (রা) বলেন, নবী (সা) বনী আবদে শাম্স ও বনী নাওফিলকে (খায়বার যুদ্ধের খুমুস থেকে) কিছুই দেননি।

٣٩١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ (ص) وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاِخْوَانٌ لِىْ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ بِضْعٌ وَاِمَّا قَالَ فِىْ ثَلاَثَةٍ وَّ خَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِىْ، فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقْنَا النَّبِىِّ (ص) حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ اُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَنَا ، يَعْنِىْ لِاَهْلِ السَّفِيْنَةِ ، سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، وَدَخَلَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِىَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلٰى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ (ص) زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ اِلَى النَّجَاشِىِّ فِيْمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاٰى اَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ ؟ قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، قَالَ عُمَرُ اَلْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ ، اَلْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ قَالَتْ اَسْمَاءُ نَعَمْ ، قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، فَنَحْنُ اَحَقُّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنْكُمْ ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلاَّ وَاللّٰهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِىْ دَارٍ لَوْ فِىْ اَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذٰلِكَ فِى اللّٰهِ وَفِىْ رَسُوْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لاَ اَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ اَشْرَبُ شَرَابًا ، حَتّٰى اَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنُخَافُ وَسَاَذْكُرُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ (ص) وَاَسْاَلُهُ وَوَاللّٰهِ لاَ اَكْذِبُ وَلاَ اَزِيْغُ وَلاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ (ص) قَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ لَيْسَ بِاَحَقَّ بِىْ مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَلِاَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ اَنْتُمْ اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَبَا مُوْسٰى وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَاْتُوْنِىْ اَرْسَالاً يَسْاَلُوْنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَىْءٌ هُمْ بِهِ اَفْرَحُ وَلاَ اَعْظَمُ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ (ص) قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَبَا مُوْسٰى وَاِنَّهُ لَيَسْتَعِيْدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنِّىْ قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ النَّبِىُّ (ص) اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْاٰنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ وَاَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ

اَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ ، وَاِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَ مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوْا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيْمٌ اِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ اَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ اِنَّ اَصْحَابِيْ يَأْمُرُوْنَكُمْ اَنْ تَنْظُرُوْهُمْ -

৩৯১৩ মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে নবী (সা)-এর হিজরতের খবর পৌঁছলো। তাই আমি ও আমার দু'ভাই আবূ বুরদা ও আবূ রুহম এবং আমাদের কাওমের আরো মোট বায়ান্ন কি তিপ্পান্ন কিংবা আরো কিছু লোকজনসহ আমরা হিজরতের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু' ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়া দেশের (বাদশাহ্) নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে আমরা জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সাথেই আমরা রয়ে গেলাম। অবশেষে নবী (সা)-এর খায়বার বিজয়কালে সকলে (হাবশা থেকে) প্রত্যাবর্তন করে এসে তাঁর সঙ্গে একত্রিত হলাম। এ সময়ে মুসলমানদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ জাহাজযোগে আগমনকারীদেরকে বললো, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। আমাদের সাথে আগমনকারী আসমা বিন্ত উমায়স একবার নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অবশ্য তিনিও (তাঁর স্বামী জা'ফরসহ) নাজ্জাশী বাদশাহর দেশের হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। আসমা (রা) হাফসার কাছেই ছিলেন। এ সময়ে উমর (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। উমর (রা) আসমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? হাফসা (রা) বললেন, তিনি আসমা বিনত উমায়স (রা)। উমর (রা) বললেন, ইনিই কি হাবশা দেশে হিজরতকারিণী আসমা? ইনিই কি সমুদ্র ভ্রমণকারিণী? আসমা (রা) বললেন, হ্যাঁ! তখন উমর (রা) বললেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে আগে আছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশি ঘনিষ্ঠ। এতে আসমা (রা) রেগে গেলেন এবং বললেন, কখনো হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের আহারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের মধ্যকার অবুঝ লোকদেরকে সদুপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় অথবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বহুদূর এবং সর্বদা শত্রু কবলিত—হাবশা দেশে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই ছিলো আমাদের এ কুরবানী। আল্লাহ্র কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানিও পান করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো, ভয় দেখানো হতো। অচিরেই আমি নবী (সা)-কে এসব কথা বলবো। এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। তবে আল্লাহ্র কসম, আমি মিথ্যা বলবো না, ঘুরিয়ে কিংবা এর উপর বাড়িয়েও কিছু বলবো না। এরপর যখন নবী (সা) আসলেন, তখন আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! উমর (রা) এসব কথা বলেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাঁকে কি উত্তর দিয়েছ? আসমা (রা) বললেন : আমি তাঁকে এরূপ এরূপ বলেছি। নবী (সা) বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের তুলনায় উমর (রা) আমার বেশি ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ উমর (রা) এবং তাঁর সাথীদের তো মাত্র একটিই হিজরত লাভ হয়েছে, আর তোমরা যারা জাহাজে আরোহণকারী ছিলে তাদের দু'টি হিজরত অর্জিত হয়েছে। আসমা (রা) বলেন, এ

ঘটনার পর আমি আবূ মূসা (রা) এবং জাহাজযোগে আগমনকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা দলে দলে এসে আমার নিকট থেকে এ হাদীসখানা শুনতেন। আর নবী (সা) তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন এ কথাটি তাদের কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তাঁদের কাছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস এত প্রিয় ছিল না। আবূ বুরদা (রা) বলেন যে, আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবূ মূসা [আশ্‌আরী (রা)]-কে দেখেছি, তিনি বারবারই আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। আবূ বুরদা (রা) আবূ মূসা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ থেকেই চিনতে পারি। এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশআরীদের একজন। যখন তিনি কোন দল কিংবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোন শত্রুর মুকাবিলায় আসতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার বন্ধুরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর।

٣٩١٤ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ (ص) بَعْدَ اَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِاَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا -

৩৯১৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার জয় করার পরে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের জন্য গনীমতের মাল বন্টন করেছেন। আমাদেরকে ছাড়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কারুর জন্য তিনি (খায়বারের গনীমতের মাল) বন্টন করেননি।

٣٩١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً اِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْاِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِلَى وَادِى الْقُرٰى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ اَهْدَاهُ لَهُ اَحَدُ بَنِى الضِّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتّٰى اَصَابَ ذٰلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ اَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِىِّ (ص) بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ هٰذَا شَىْءٌ كُنْتُ اَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) شِرَاكٌ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ -

৩৯১৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে

আমরা বিজয় লাভ করেছি কিন্তু গনীমত হিসেবে আমরা সোনা, রূপা কিছুই লাভ করিনি। আমরা যা পেয়েছিলাম তা ছিল গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষ করে) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থান পর্যন্ত ফিরে আসলাম। তাঁর [নবী (সা)] সঙ্গে ছিল মিদআম নামক একটি গোলাম। বনী যুবায়র-এর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল আর ঐ মুহূর্তে এক অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়লো। ফলে গোলামটি মারা গেল। এ অবস্থা দেখে লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, কি আনন্দদায়ক তার এ শাহাদত! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাই নাকি? সেই মহান সত্তার কসম, তাঁর হাতে আমার প্রাণ, বন্টনের আগে খায়বার যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে সে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সেটি আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী (সা) থেকে এ কথাটি শোনার পর আরেক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বললো, এ জিনিসটি আমি বন্টনের আগেই নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।

৩৯১৬ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنْ اَتْرُكَ اٰخِرَ النَّاسِ بَيَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَىَّ قَرْيَةٌ اِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ (ص) خَيْبَرَ وَلٰكِنِّىْ اَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُوْنَهَا -

৩৯১৬ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র) ...... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মনে রেখো! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও রিক্ত-হস্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত তা হলে আমি আমার সমুদয় বিজিত এলাকা সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা তাদের জন্য গচ্ছিত আমানত হিসাবে রেখে যাচ্ছি যেন পরবর্তী বংশধরগণ তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে পারে।

৩৯১৭ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَوْلاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ اِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ (ص) خَيْبَرَ -

৩৯১৭ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) .... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরবর্তী মুসলমানদের উপর আমার আশংকা না থাকলে আমি তাদের (মুজাহিদগণের) বিজিত এলাকাগুলো তাঁদের মধ্যে সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন।

৩৯১৮ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ وَسَاَلَهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَنْبَسَةُ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَى النَّبِىَّ (ص) فَسَاَلَهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِىْ سَعِيْدِ بْنِ

الْعَاصِ لاَ تُعْطِهِ ، فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ هٰـذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ ، فَقَالَ وَاَعْجَبَاهُ لِوَبْرٍ تَدَلّٰـى مِنْ قَدُوْمِ الـضَّأْنِ ، وَيُذْكَرُ عَـنِ الـزُّبَيْدِيِّ عَنِ الـزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَنْبَسَةُ بْـنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيْدَ بْـنَ الْعَاصِيْ ، قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ الـلّٰهِ (ص) اَبَانًا عَلٰـى سَرِيَّةٍ مِـنَ الْمَدِيْنَةِ قِبَلَ نَجْدٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ اَبَانُ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا وَاِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ قَالَ اَبَانُ وَاَنْتَ بِهٰـذَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَأْنٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) يَا اَبَانُ اِجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ۔

৩৯১৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ...... আমবাসা ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে (খায়বার যুদ্ধের গনীমতের) অংশ চাইলেন। তখন বনূ সাঈদ ইব্ন আস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, না, তাকে (খায়বারের গনীমতের অংশ) দিবেন না। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, এ লোক তো ইব্ন কাওকালের হত্যাকারী (কাজেই তাকে না দেওয়া হোক)। কথাটি শুনে সে ব্যক্তি বললো, বাঃ! 'দান পাহাড় থেকে নেমে আসা অদ্ভুত বিড়ালের কথায় আশ্চর্য বোধ করছি। যুবায়দী-যুহরী-আমবাসা ইব্ন সাঈদ (র)-আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাঈদ ইবন আস (রা) সম্পর্কে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবান [ইব্ন সাঈদ (রা)]-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল মদীনা থেকে নাজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) যখন খায়বার বিজয় করে সেখানে অবস্থানরত ছিলেন তখন আবান (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ সেখানে এসে তাঁর [নবী (সা)-এর] সাথে মিলিত হলেন। তাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম ছিল খেজুরের ছালের বানানো। (অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন বড়ই নিঃস্ব) আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। তখন আবান (রা) বললেন, আরে বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে নেমে আসছ বরং তুমিই না পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন, হে আবান, বসো। নবী (সা) তাদেরকে (আবান ও তার সঙ্গীদেরকে) অংশ দিলেন না।[১]

٣٩١٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَدِّيْ اَنَّ اَبَانَ بْنَ سَعِيْدٍ اَقْبَلَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَسَلَّمَ عَلَيْـهِ فَقَالَ اَبُـوْ هُـرَيْـرَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ وَقَالَ اَبَانُ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاعَجَبًا لَكَ وَبْرٌ تَدَاْدَاَ مِنْ قَدُوْمِ ضَأْنٍ يَنْعٰى عَلَيَّ امْرَاً اَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِيَدِيْ ، وَمَنَعَهُ اَنْ يُهِيْنَنِيْ بِيَدِهِ۔

১. উহুদের যুদ্ধে আবান ইব্ন সাঈদ কাফের ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে নুমান ইব্ন কাওকাল (রা)-কে শহীদ করেন। এরপর তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। বিতর্কের মুহূর্তে আবূ হুরায়রা (রা) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'দান' আরবের দাওস এলাকার একটি পাহাড়ের নাম। আবূ হুরায়রা (রা)-এর গোত্র সেখানেই বাস করতো। এ জন্যই আবান (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে তাঁর উপনামের অর্থ ও ঐ পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে বলেছেন, বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে এসেছে।

৩৯১৯ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) .... আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদা [সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল আস (রা)] আমাকে জানিয়েছেন যে, আবান ইব্‌ন সাঈদ (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে সালাম দিলেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ লোক তো ইব্‌ন কাওকাল (রা)-এর হত্যাকারী! তখন আবান (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আশ্চর্য! দান পাহাড়ের চূড়া থেকে অকস্মাৎ নেমে আসা বুনো বিড়াল! সে এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে আমাকে দোষারোপ করছে যাকে আল্লাহ্ আমার হাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন (শাহাদত দান করেছেন)। আর তাঁর হাত দ্বারা অপমানিত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।[১]

৩৯২০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتَ النَّبِيِّ (ص) أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَلَأَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَأَبٰى أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلٰى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلٰى أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ ذٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِيْ بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِيَحْضَرِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوْا بِيْ وَاللّٰهِ لاٰتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللّٰهُ ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرٰى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) نَصِيْبًا حَتّٰى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِيْ بَكْرٍ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ ، وَأَمَّا الَّذِيْ شَجَرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّيْ لَمْ آلُ فِيْهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَصْنَعُهُ فِيْهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِيْ بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلّٰى أَبُوْ بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ

১. কেননা উহুদের যুদ্ধে তিনি কাফের ছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি যদি ইব্‌ন কাওকাল (রা)-এর হাতে নিহত হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি পরকালে আল্লাহ্‌র আযাবের উপযুক্ত হতেন এবং চিরকাল লাঞ্ছিত থাকতেন।

عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ اِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ اَبِيْ بَكْرٍ وَحَدَّثَ اَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِيْ صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ وَلاَ اِنْكَارًا لِلَّذِيْ فَضَّلَهُ اللّٰهُ بِهِ ، وَلٰكِنَّا كُنَّا نَرٰى لَنَا فِي هٰذَا الْاَمْرِ نَصِيْبًا، وَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا ، فَوَجَدْنَا فِيْ اَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ وَقَالُوْا اَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى عَلِيٍّ قَرِيْبًا ، حِيْنَ رَاجَعَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

৩৯২০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি মদীনা ও ফাদকে অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খায়বারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্টাংশ থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবূ বকর (রা) উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন, আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস হয় না, আমরা যা রেখে যাবো তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি কেবল ভোগ করতে পারেন। আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাদ্‌কা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে সামান্যতমও পরিবর্তন করবো না। এ ব্যাপারে তিনি যে নীতিতে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেই নীতিতেই কাজ করবো। এ কথা বলে আবূ বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে এ সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। এতে ফাতিমা (রা) (মানবোচিত কারণে) আবূ বকর (রা)-এর উপর নারাজ হয়ে গেলেন এবং তাঁর থেকে নিস্পৃহ হয়ে রইলেন। পরে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি (মানসিক সংকোচের দরুন) আবূ বকর (রা)-এর সাথে কথা বলেননি। নবী (সা)-এর ওফাতের পর তিনি ছয় মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এরপর তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর স্বামী আলী (রা) রাতের বেলা তাঁর দাফন কার্য শেষ করে নেন। আবূ বকর (রা)-কেও এ সংবাদ দেননি। এবং তিনি তার জানাযার নামায আদায় করে নেন।[১] ফাতিমা (রা) জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের মনে আলী (রা)-এর বেশ সম্মান ও প্রভাব ছিল। এরপর যখন ফাতিমা (রা) ইন্তিকাল করলেন, তখন আলী (রা) লোকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবূ বকর (রা)-এর সাথে সমঝোতা ও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। [ফাতিমা (রা)-এর অসুস্থতা ও অন্যান্য] ব্যস্ততার দরুন এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণের অবসর হয়নি। তাই তিনি আবূ বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। তবে অন্য কেউ যেন আপনার সঙ্গে না আসে। কারণ আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে উমর (রা)-ও উপস্থিত হোক—তিনি তা পছন্দ

---

১. ওফাতের পূর্বে ফাতিমা (রা)-এর ওয়াসিয়াত ছিল যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই যেনো তার কাফন-দাফন শেষ করা হয়, কারণ লোকজন ডাকাডাকি করলে তাতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটনের আশংকা আছে। সেমতে আলী (রা) রাতের ভিতরই সব কাজ সেরে নিয়েছেন। আর সংবাদ তো নিশ্চয়ই আবূ বকর (রা) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এ ধারণায় তিনি নিজে গিয়ে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশ্য এ ছয় মাস যাবত তিনি আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ না করায় মুসলমানদের মনে প্রশ্ন উদয় হলেও যেহেতু তিনি রোগে শয্যাশায়ী রাসূল তনয়ার খিদমতে ব্যস্ত থাকতেন, সেহেতু লোকজন তাঁর প্রতি কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কিন্তু ফাতিমা (রা)-এর ওফাত হওয়ার পর সেই কারণ অবশিষ্ট না থাকায় আলী (রা) পরবর্তীকালে মানুষের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেয়েছেন।

করেননি। (বিষয়টি শোনার পর) উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবূ বকর (রা) বললেন, তাঁরা আমার সাথে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশংকা করছ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবূ বকর (রা) তাঁদের কাছে গেলেন। আলী (রা) তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত আছি। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফত) আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার সাথে হিংসা রাখি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজের মতের প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের কাজে (পরামর্শ দেওয়াতে) আমাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। এ কথায় আবূ বকর (রা)-এর চোখ-যুগল থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়বর্গ বেশি প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে কোন কসুর করিনি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে করতে দেখেছি। তারপর আলী (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন ঃ যুহরের পর আপনার হাতে বায়আত গ্রহণের ওয়াদা রইল। যুহরের নামায আদায়ের পর আবূ বকর (রা) মিম্বরে বসে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করলেন, তারপর আলী (রা)-এর বর্তমান অবস্থা এবং বায়আত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর (আবূ বকরের) কাছে পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর আলী (রা) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করলেন এবং আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি বিলম্বজনিত যা কিছু করেছেন তা আবূ বকর (রা)-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর এ সম্মানের অস্বীকার করার মনোবৃত্তি নিয়ে করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শও দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি [আবূ বকর (রা)] আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিকভাবে ব্যথা পেয়েছিলাম। (উভয়ের এ আলোচনা শুনে) মুসলমানগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর আলী (রা) আমর বিল মা'রূফ (অর্থাৎ বায়আত গ্রহণ)-এর দিকে ফিরে এসেছেন দেখে সব মুসলমান আবার তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

৩৯২১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ۔

৩৯২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় হওয়ার পর আমরা (পরস্পর) বললাম, এখন আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর খেতে পারবো।

৩৯২২ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ۔

৩৯২২ হাসান (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তৃপ্তি সহকারে খেতে পাইনি।

٢٢٠٣ . بَابُ اِسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ (ص) عَلَى اَهْلِ خَيْبَرَ

২২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ

٣٩٢٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَائَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ اَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى خَيْبَرَ ، فَاَمَّرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَاَبِي سَعِيْدٍ مِثْلَهُ

৩৯২৩ ইসমাঈল (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার অধিবাসীদের জন্য (সাওয়াদ ইব্ন গাযিয়া নামক) এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এরপর এক সময়ে তিনি (প্রশাসক) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উন্নত জাতের কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এরূপ হয়ে থাকে? প্রশাসক উত্তর করলেন, জী না, আল্লাহ্র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে আমরা এরূপ খেজুরের এক সা' সাধারণ খেজুরের দু' সা'-এর বিনিময়ে কিংবা এ প্রকারের খেজুরের দু' সা' সাধারণ খেজুরের তিন সা'র বিনিময়ে সংগ্রহ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এরূপ করো না। দিরহামের বিনিময়ে সব খেজুর বিক্রয় করে ফেলবে। তারপর দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে।[১]

আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ (র) ...... সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) তাঁকে বলেছেন, নবী (সা) আনসারদের বনী আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে খায়বার পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে খায়বার অধিবাসীদের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করে দিয়েছেন। অন্য সনদে আবদুল মাজীদ-আবূ সালিহ সাম্মান (র)-আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠٤. بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ (ص) اَهْلَ خَيْبَرَ

২২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান

১. কেননা খেজুরের বিনিময়ে খেজুরের বেচা-কেনা যদি ক্রেতা বিক্রেতার উভয় দিক থেকে সম পরিমাণের না হয় তা হলে বর্ধিত অংশ সুদের পর্যায়ে চলে যায়। দিরহামের মাধ্যমে বিনিময় করলে আর ঐ আশংকা থাকে না।

٣٩٢٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطَى النَّبِيُّ (ص) خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ـ

৩৯২৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের কৃষিভূমি সেখানকার অধিবাসী ইহুদীদেরকে এ চুক্তিতে প্রদান করেছিলেন যে, তারা ভূমি চাষ করবে এবং ফসল উৎপাদন করবে। বিনিময়ে তার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে।

٢٢٠٥ . بَابُ الشَّاةِ الَّتِيْ سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ (ص) بِخَيْبَرَ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

২২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা)-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর (হাদিয়া পাঠানোর) বর্ণনা। উরওয়া (রা) আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

٣٩٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ ـ

৩৯২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন খায়বার বিজয় হয়ে গেলো তখন (ইহুদীদের পক্ষ থেকে) একটি বকরী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাদিয়া দেওয়া হয়। সেই বকরীটি বিষ মেশানো ছিলো।[১]

٢٢٠٦. بَابُ غَزْوَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

২২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর অভিযান

٣٩٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوْا فِيْ اِمَارَتِهِ فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيْقًا لِلاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ

১. খায়বার যুদ্ধে যখন ইহুদীদের জন্য মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত অন্য কোন পথ বাকী রইল না তখন তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইব্‌ন মুশফিমের স্ত্রী যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হাদিয়া পাঠালো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরীটির গোশত খেলেও বিষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি বটে, কিন্তু তাঁর সাহাবী বারআ ইব্‌ন মা'রূর (রা) বিষক্রিয়ার ফলে শহীদ হন। ষড়যন্ত্রকারী মহিলা ধরা পড়ার পর প্রথমে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বারাআ (রা) মারা গেলেন তখন 'কিসাস' হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়। তবে মা'মার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ঐ মহিলা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; এ জন্য তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। (কাসতুলানী)

اِلَىَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ۔

৩৯২৬ মুসাদ্দাদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসামা (ইব্‌ন যায়িদ) (রা)-কে (নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত) একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। লোকজন তাঁর আমীর নিযুক্ত হওয়ার উপর সমালোচনা শুরু করলে তিনি [নবী (সা)] বললেন, আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করছো, অবশ্য ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি (উসামার পিতা যায়িদ ইব্‌ন হারিসা) ছিলেন আমীর হওয়ার জন্য যথাযোগ্য এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইব্‌ন যায়িদ) আমার নিকট বেশি প্রিয় ব্যক্তি।

٢٢٠٧ . بَابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

২২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ উমরাতুল কাযার বর্ণনা। আনাস (রা) নবী (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন

٣٩٢٧ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوْا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَاقَاضَانَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا لاَ نُقِرُّ بِهٰذَا لَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ اِمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَلِيٌّ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هٰذَا مَاقَاضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلاَحَ اِلاَّ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَاَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ اَهْلِهَا بِاَحَدٍ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَتْبَعَهُ وَاَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ اَصْحَابِهِ اَحَدًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ اُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّيْ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ اَخِيْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِيُّ (ص) لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ اَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَقَالَ لِزَيْدٍ اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلاَنَا قَالَ عَلِيٌّ اَلاَ تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ۔

৩৯২৭ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) ...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যিলকা'দা

মাসে উমরা আদায় করার ইচ্ছায় মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালো। অবশেষে তিনি তাদের সঙ্গে এ কথার উপর সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করেন যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে এসে) তিনি মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। মুসলিমগণ সন্ধিপত্র লেখার সময় এভাবে লিখেছিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ আমাদের সঙ্গে এ চুক্তি সম্পাদন করেছেন। ফলে তারা (কথাটির উপর আপত্তি উঠিয়ে) বললো, আমরা তো এ কথা (মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল) স্বীকার করিনি। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে স্বীকারই করতাম তা হলে মক্কা প্রবেশে মোটেই বাধা দিতাম না। বরং আপনি তো মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (উভয়টিই)। তারপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা) উত্তর করলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো এ কথা মুছতে পারবো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন নিজেই চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন। তিনি (আক্ষরিকভাবে) লিখতে জানতেন না, তবুও তিনি (তার এক মু'জিযা হিসেবে) লিখে দিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দিয়েছে যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কার অধিবাসীদের কেউ তাঁর সাথে যেতে চাইলেও তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় (পুনরায়) অবস্থান করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেবেন না। (পরবর্তী বছর সন্ধি অনুসারে) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম হলো তখন মুশরিকরা আলীর কাছে এসে বললো, আপনার সাথী [রাসূলুল্লাহ (সা)]-কে বলুন যে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে চলে যান। নবী (সা) সে মতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময়ে হামযা (রা)-এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তার পেছনে ছুটলো। আলী (রা) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতিমা (রা)-কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা (রা) বাচ্চাটিকে তুলে নিলেন। (কাফেলা মদীনা পৌঁছার পর) বাচ্চাটি নিয়ে আলী, যায়িদ (ইব্‌ন হারিসা) ও জা'ফর [ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)]-এর মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, আমি তাকে (প্রথমে) কোলে নিয়েছি এবং সে আমার চাচার কন্যা (তাই সে আমার কাছে থাকবে)! জা'ফর দাবি করলেন, সে আমার চাচার কন্যা এবং তার খালা হলো আমার স্ত্রী। যায়িদ [ইব্‌ন হারিসা (রা)] বললেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা (অর্থাৎ সবাই নিজ নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজের কাছে রাখার অধিকার পেশ করলো)। তখন নবী (সা) মেয়েটিকে তার খালার জন্য (অর্থাৎ জা'ফরের পক্ষে) ফায়সালা দিয়ে বললেন (আদর ও লালন-পালনের ব্যাপারে) খালা মায়ের সমপর্যায়ের। এরপর তিনি আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা'ফর (রা)-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণে আমার মতো। আর যায়িদ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ঈমানী ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। আলী (রা) [নবী (সা)-কে] বললেন, আপনি হামযার মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি [নবী (সা)] উত্তরে বললেন, সে আমার দুধ-ভাই (হামযা)-এর মেয়ে।

৩৯২৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ

مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ اِلاَّ سُيُوْفًا وَلاَ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ مَا اَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا اَنْ اَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا اَمَرُوْهُ اَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ ـ

৩৯২৮ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইবন ইবরাহীম (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মক্কা অভিমুখে) রওয়ানা করলে কুরায়শী কাফেররা তাঁর এবং বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কাজেই তিনি হুদায়বিয়া নামক স্থানেই কুরবানীর জন্তু যবেহ্ করলেন এবং মাথা মুণ্ডন করলেন (হালাল হয়ে গেলেন), আর তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করলেন যে, আগামী বছর তিনি উমরা পালনের জন্য আসবেন। কিন্তু তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র সাথে আনবেন না এবং মক্কাবাসীরা যে ক'দিন ইচ্ছা করবে এর বেশি দিন তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। সে মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) (পরবর্তী বছর উমরা পালন করতে আসলে) সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুসারে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তারপর তিন দিন অবস্থান করলে মক্কাবাসীরা তাঁকে চলে যেতে বলল। তাই তিনি (মক্কা থেকে) চলে গেলেন।

٣٩٢٩ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ اِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) قَالَ اَرْبَعًا ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُرْوَةُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ النَّبِيَّ (ص) اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) عُمْرَةً اِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ ـ

৩৯২৯ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই দেখলাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর হুজরার কিনারেই বসে আছেন। উরওয়া (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সা) ক'টি উমরা আদায় করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, চারটি। এ সময় আমরা (ঘরের ভিতরে) আয়েশা (রা)-এর মিস্ওয়াক করার আওয়ায শুনতে পেলাম। উরওয়া (রা) বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আবূ আবদুর রহমান [ইব্ন উমর (রা)] কি বলছেন, তা আপনি শুনেছেন কি যে, নবী (সা) চারটি উমরা করেছেন? আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, নবী (সা) যে কয়টি উমরা আদায় করেছিলেন তার সবটিতেই তিনি (ইব্ন উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। [তাই ইব্ন উমর (রা) ঠিকই বলবেন] তবে তিনি রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

٣٩٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِيْنَ وَمِنْهُمْ اَنْ يُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ـ

৩৯৩০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরাতুল কাযা আদায় করছিলেন তখন আমরা তাঁকে মুশরিক ও তাদের যুবকদের থেকে (তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে) আড়াল করে রেখেছিলাম যেন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট বা আঘাত দিতে না পারে।

٣٩٣١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ * وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ۔

৩৯৩১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ (উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা) আগমন করলে মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, তোমাদের সামনে এমন একদল লোক আসছে, ইয়াসরিবের জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এজন্য নবী (সা) সাহাবীগণকে প্রথম তিন সাওত বা চক্করে দেহ হেলিয়ে দুলিয়ে চলার জন্য এবং দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকভাবে চলতে নির্দেশ দেন। অবশ্য তিনি তাঁদেরকে সবকটি চক্করেই হেলে দুলে চলার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি তাঁর অনুভূতিই কেবল তাঁকে এ হুকুম দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। অন্য এক সনদে ইব্‌ন সালমা (র) আইয়ূব ও সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সন্ধি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের পরবর্তী বছর যখন নবী (সা) (মক্কায়) আগমন করলেন তখন মুশরিকরা যেন সাহাবীদের দৈহিক-বল অবলোকন করতে পারে এজন্য তিনি তাঁদের বলেছেন, তোমরা হেলেদুলে তাওয়াফ করো। এ সময় মুশরিকরা কুআয়কিআন পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখছিল।[১]

٣٩٣٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ (ص) بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ۔

---

১. ইয়াসরিব মদীনার পুরাতন নাম। এ এলাকায় দীর্ঘদিন পূর্ব থেকেই এক প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব লেগে থাকত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর দোয়ার বরকতে সেটি মদীনা থেকে দূর হয়ে গেল। মুশরিকরা ঐ জ্বরের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিল মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে রমল করার আদেশ দিলেন যেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য অবলোকন করে মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। আর যেহেতু তারা কুআয়কিআন পর্বত থেকেই মুসলমানদের দিকে তাকিয়েছিল আর সেখান থেকে দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটি দেখা যেতো না, এ কারণে তিনি সাহাবাদেরকে এ স্থান স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৯৩২ মুহাম্মদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা ও মারওয়া-এর মধ্যখানে এ জন্যই নবী (সা) 'সায়ী' করেছিলেন, যেন মুশরিকদেরকে তাঁর শৌর্য-বীর্য অবলোকন করাতে পারেন।

٣٩٢٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ * وَزَادَ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ وَاَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُوْنَةَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ۔

৩৯৩৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছেন এবং (ইহরাম খোলার পরে) হালাল অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। মায়মূনা (রা) (মক্কার নিকটেই) সারিফ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেছেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] অপর একটি সনদে ইব্‌ন ইসহাক-ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ ও আবান ইব্‌ন সালিহ-আতা ও মুজাহিদ (র)-ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) উমরাতুল কাযা আদায়ের সফরে মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন।

٢٢٠٨ . بَابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ اَرْضِ الشَّامِ

২২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিরিয়ায় সংঘটিত মূতার যুদ্ধের বর্ণনা

٣٩٢٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَقَفَ عَلٰى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيْلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِيْنَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِىْ دُبُرِهِ۔

৩৯৩৪ আহমদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, সেদিন (মূতার যুদ্ধের দিন) তিনি শাহাদত প্রাপ্ত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। (তিনি বলেন) আমি জা'ফর (রা)-এর দেহে তখন বর্শা ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন গুণেছি। আর তন্মধ্যে কোনটাই তাঁর পশ্চাৎ দিকে ছিল না।

٣٩٢٥ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ (ص) فِىْ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَاِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنْتُ فِيْهِمْ فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِى الْقَتْلٰى وَوَجَدْنَا مَا فِىْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ۔

৩৯৩৫ আহমদ ইব্‌ন আবূ বাকর (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, যদি যায়েদ

(রা) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সেনাপতি হবে। যদি জাফর (রা)-ও শহীদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) সেনাপতি হবে। আবদুল্লাহ [ইব্‌ন উমর (রা)] বলেন, ঐ যুদ্ধে তাদের সাথে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে তালাশ করলে তাকে শহীদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে তরবারী ও বর্শার নব্বইটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।[১]

٣٩٣٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَاْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ ، فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ـ

৩৬৩৬ আহমদ ইবন ওয়াকিদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর নিকট (মূতার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে যায়িদ, জাফর ও ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়িদ (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে শহীদ করা হয়। তখন জাফর (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হল, তাকেও শহীদ করে ফেলা হয়। তারপর ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) পতাকা হাতে নিল। এবার তাকেও শহীদ করে দেয়া হল। এ সময়ে তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন) অবশেষে সাইফুল্লাহ্‌দের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহ্‌র তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে। ফলত আল্লাহ্ তাদের উপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।

٣٩٣٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَاَنَا اَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ، يَعْنِىْ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ قَالَ فَاَمَرَ اَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَى فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَزَعَمَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ فَاحْثُ فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ فَوَاللّٰهِ مَا اَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْعَنَاءِ ـ

১. ইতিপূর্বের হাদীসে যেহেতু কেবল তরবারি ও বর্শার আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল এ জন্য পঞ্চাশটি আঘাতের কথা বলা হয়েছে। আর বক্ষ্যমাণ হাদীসে বর্শা ও তীরের আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছে, তাই নব্বইরও অধিক সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। কিংবা পূর্ব হাদীসে কেবল সম্মুখের দিকে অবস্থিত আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল। আর বর্তমান হাদীসে সম্মুখ-পশ্চাৎ নির্বিশেষে সমগ্র দেহের আঘাতগুলো গণনা হয়েছে। তাই সংখ্যার পরিমাণে উভয় হাদীসের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

৩৯৩৭ কুতায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়িদ ইব্ন হারিসা, জাফর ইব্ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ (সা) বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোকের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলাম, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফর (রা)-এর পরিবারের মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] মেয়েদেরকে বারণ করার জন্য লোকটিকে হুকুম করলেন। লোকটি ফিরে গেলো। তারপর আবার এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শোনেনি। আয়েশা (রা) বলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে পুনঃ হুকুম করলেন। লোকটি সেখানে গেল কিন্তু পুনরায় এসে বলল, আল্লাহ্র কসম তারা আমার কথা মানছে না। আয়েশা (রা) বলেন, (তারপর) সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেছিলেন, তা হলে তাদের মুখের উপর মাটি ছুঁড়ে মার। আয়েশা (রা) বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাককে অপমানিত করুক। আল্লাহ্র শপথ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে যে কাজ করতে বলেছেন তাতে তুমি সক্ষম নও অথচ তুমি তাঁকে বিরক্ত করা পরিত্যাগ করছ না।

٣٩٣٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ـ

৩৯৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) .... আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ)-কে সালাম দিতেন তখনই তিনি বলতেন, তোমার প্রতি সালাম, হে দু'ডানাওয়ালা পুত্র।[১]

٣٩٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسِ ابْنِ اَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ : لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي اِلاَّ صَفِيْحَةٌ يَمَانِيَةٌ ـ

৩৯৩৯ আবূ নুআইম (র) .... কায়স ইব্ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। পরিশেষে আমার হাতে একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

٣٩٤٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ : لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيْحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ ـ

৩৯৪০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। (পরিশেষে) আমার হাতে আমার একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারিই টিকেছিল।

১. মূতার লড়াইয়ে জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর দু'টি হাতই কেটে যাওয়ার কারণে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে দু'টি পাখা দান করেছেন যেগুলোর সাহায্যে তিনি জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়ান। এবং এ কারণেই জাফরকে তাইয়্যার উপাধি দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ঐ দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁর ছেলেকে দু'পাখাওয়ালার পুত্র বলে ডাকতেন। (কাসতুলানী, শরহে বুখারী)

٣٩٤١ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أُغْمِيَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي أَنْتَ كَذٰلِكَ ـ

৩৯৪১ ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র) .... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) (কোন কারণে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বোন 'আমরা [বিনত রাওয়াহা (রা)] হায়, হায় পাহাড়ের মতো আমার ভাই, হায়রে অমুকের মত, তমুকের মত ইত্যাদি গুণ উল্লেখ করে কান্নাকাটি শুরু করল। এরপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যেসব কথা বলে কান্নাকাটি করেছিলে সেসব কথা সম্পর্কে আমাকে (বিদ্রূপাত্মকভাবে) জিজ্ঞাসা করে বলা হয়েছে, তুমি কি সত্যই এরূপ?

٣٩٤٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهٰذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ ـ

৩৯৪২ কুতায়বা (র) .... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন .... যেভাবে উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। (তারপর তিনি বলেছেন) এরপর তিনি [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)] যখন (মূতার লড়াইয়ে) শহীদ হন তখন তাঁর বোন মোটেই কান্নাকাটি করেনি।

٢٢٠٩ . بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ (ص) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ

২২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুহায়না গোত্রের শাখা 'হুরুকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে প্রেরণ করা

٣٩٤٣ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتّٰى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ـ

৩৯৪৩ আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হুরকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা প্রত্যূষে গোত্রটির উপর আক্রমণ করি এবং তাদেরকে পরাজিত করে দেই। এ সময়ে আনসারদের এক ব্যক্তি ও আমি তাদের (হুরকাদের)

একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে বলে উঠলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ বাক্য শুনে আনসারী তার অস্ত্র সামলে নিলেন। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। আমরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করার পর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, হে উসামা। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ ? আমি বললাম, সে তো আত্মরক্ষার জন্য কলেমা পড়েছিল। এর পরেও তিনি এ কথাটি 'হে উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ' বারবার বলতে থাকলেন। এতে আমার মন চাচ্ছিল যে, হায় যদি সেই দিনটির পূর্বে আমি ইসলামই গ্রহণ না করতাম! (তা হলে কতই ভাল হত, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এহেন অনুতাপের কারণ হতে হত না।)[১]

৩৯৪৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الاَكْوَعِ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا اَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا اُسَامَةُ * وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً اَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً اُسَامَةُ ـ

৩৯৪৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তিনি যেসব অভিযান (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে) পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবূ বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন, আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) অপর একটি হাদীসে তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী উবায়দা (রা)-এর মাধ্যমে সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আর তিনি (বিভিন্ন দিকে) যেসব সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এর নয়টি সেনাদলে অংশ নিয়েছি। এ সব সেনাদলে একবার আবূ বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন।

৩৯৪৫ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اِسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا ـ

৩৯৪৫ আবূ আসিম দাহ্‌হাক ইব্‌ন মাখলাদ (র) .... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর সাথেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। নবী (সা) তাঁকে (যায়িদকে) আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ঘটনায় দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছেন দেখে তিনি অনুতাপের আতিশয্যে এ কথা বলেছেন। নতুবা পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ যে খারাপ করে ফেলেছেন এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম কুরতুবী (র) বর্ণনা করেছেন ঃ এরপর রাসূল (সা) তাঁকে নিহত ব্যক্তির দিয়্যাত (রক্তপণ) আদায়ের জন্য আদেশ দিয়েছেন।

٣٩٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الاَكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ الْحُدَيْبِيَةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرَدِ قَالَ ، يَزِيْدُ وَنَسِيْتُ بَقِيَّتَهُمْ۔

৩৯৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এতে তিনি খায়বার, হুদায়বিয়া, হুনায়ন ও যিকারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ (র) বলেন, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলোর নাম আমি ভুলে গিয়েছি।

٢٢١٠ . بَابُ غَزْوَةُ الْفَتْحِ وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ بْنُ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَى اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِىِّ (ص)

২২১০. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের অভিযান এবং নবী (সা)-এর অভিযান প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস করে মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আর লোক প্রেরণ

٣٩٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ رَافِعٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى رَوْضَةَ خَاخٍ ، فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تُعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ قُلْنَا اَخْرِجِى الْكِتَابَ ، قَالَتْ مَا مَعِى الْكِتَابُ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ ، قَالَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَاِذَا فِيْهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا ؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ اِنِّىْ كُنْتُ امْرَاً مُلْصَقًا فِىْ قُرَيْشٍ يَقُوْلُ كُنْتُ حَلِيْفًا ، وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ ، فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِىْ ، وَلَمْ اَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِىْ وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الاِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَمَا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ : اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ السُّوْرَةَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ اِلٰى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ۔

৩৯৪৭ কুতায়বা (র).......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথা বলে পাঠালেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে চলে যাও, সেখানে সাওয়ারীর পিঠে হাওদায় আরোহিণী জনৈক মহিলার কাছে একখানা পত্র আছে। তোমরা ঐ পত্রটি সেই মহিলা থেকে কেড়ে আনবে। আলী (রা) বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম। আর আমাদের অশ্বগুলো আমাদেরকে নিয়ে খুব দ্রুত ছুটে চললো। অবশেষে আমরা রাওযায়ে খাখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। গিয়েই আমরা হাওদায় আরোহিণী মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা (তাকে) বললাম, পত্রটি বের কর। সে উত্তর দিল ঃ আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম অবশ্যই তোমাকে পত্রটি বের করতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে তালাশ করব। রাবী বলেন, মহিলাটি তখন তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর কাছে আসলাম। দেখা গেল এটি হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি এতে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহীত কিছু গোপন তৎপরতার সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে হাতিব! এ কি কাজ করেছ ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (অনুগ্রহ পূর্বক) আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি কুরাইশদের স্বগোত্রীয় কেউ ছিলাম না বরং তাদের বন্ধু অর্থাৎ তাদের মিত্র গোত্রের একজন ছিলাম। আপনার সঙ্গে যেসব মুহাজির আছেন কুরাইশ গোত্রে তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। যারা এদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের হিফাজত করছে। আর কুরাইশ গোত্রে যখন আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই তাই আমি ভাবলাম যদি আমি তাদের কোন উপকার করে দেই তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হিফাজতে এগিয়ে আসবে। কখনো আমি আমার দীন পরিত্যাগ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করার জন্য এ কাজ করিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, সে (হাতিব) তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, দেখ, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জান না, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা বদরে অংশগ্রহণকারীরদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন ঃ হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে (স্বদেশ থেকে) বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাক তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত আছি। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ কাজ করে সে তো বিচ্যুত হয়ে যায় সরল পথ থেকে (৬০ ঃ ১)।

٢٢١١ . بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ

২২১১. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে

٣٩٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ ، قَالَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى اِذَا بَلَغَ الْكَدِيْدَ الْمَاءَ الَّذِىْ بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ اَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتّٰى انْسَلَخَ الشَّهْرُ۔

৩৯৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন। বর্ণনাকারী যুহরী (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কেও অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। আরেকটি সূত্র দিয়ে তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস বলেছেন, (মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা পালন করছিলেন। অবশেষে তিনি যখন কুদায়দ এবং উস্ফান নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনাটির কাছে পৌঁছেন তখন তিনি ইফ্তার করেন। এরপর রমযান মাস খতম হওয়া পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি।

٣٩٤٩ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ (ص) خَرَجَ فِىْ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ اٰلاَفٍ وَذٰلِكَ عَلٰى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى مَكَّةَ يَصُوْمُ وَيَصُوْمُوْنَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ اَفْطَرَ ، وَاَفْطَرُوْا قَالَ الزُّهْرِىُّ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَلاٰخِرُ فَالاٰخِرُ۔

৩৯৪৯ মাহমুদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) রমযান মাসে মদীনা থেকে (মক্কা অভিযানে) রওয়ানা হন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সাহাবী। তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনা চলে আসার সাড়ে আট বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ রোযা অবস্থায়ই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। অবশেষে তিনি যখন উস্ফান ও কুদায়দ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনার নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি ও সঙ্গী মুসলিমগণ ইফ্তার করলেন। যুহরী (র) বলেছেন ঃ (উম্মাতের জীবনযাত্রায়) ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজকর্মের শেষোক্ত আমলটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গণ্য করা হয়। (কেননা শেষোক্ত আমল এর পূর্ববর্তী আমলকে রহিত করে দেয়)।

|৩৯৫০| حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ (ص) فِىْ رَمَضَانَ اِلٰى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُوْنَ فَصَائِمٌ ، وَمُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِه دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ اَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلٰى رَاحَتِه اَوْ عَلٰى رَاحِلَتِه ثُمَّ نَظَرَ اِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُوْنَ لِلصُّوَّامِ اَفْطِرُوْا * وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِىُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) ـ

|৩৯৫০| আইয়াশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রমযান মাসে হুনায়নের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সঙ্গী মুসলিমদের অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ছিলেন রোযাদার। আবার কেউ রোযাবিহীন অবস্থায়। তাই তিনি যখন সওয়ারীর উপর বসলেন তখন তিনি একপাত্র দুধ কিংবা পানি আনতে বললেন। তারপর তিনি পাত্রটি হাতের উপর কিংবা সওয়ারীর উপর রেখে (সমবেত) লোকজনের দিকে তাকালেন। এ অবস্থা দেখে রোযাবিহীন লোকেরা রোযাদার লোকদেরকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবদুর রায্‌যাক, মা'মার, আইয়ুব, ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা)- অভিযানে বের হয়েছিলেন। এভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ আইয়ুব ইকরিমা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

|৩৯৫১| حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَاَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِى السَّفَرِ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ـ

|৩৯৫১| আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রমযান মাসে রোযা অবস্থায় (মক্কা অভিমুখে) সফর করেছেন। অবশেষে তিনি উসফান নামক স্থানে উপনীত হলে একপাত্র পানি দিতে বললেন। তারপর দিনের বেলাই তিনি সে পানি পান করলেন যেন তিনি লোকজনকে তাঁর রোযাবিহীন অবস্থা দেখাতে পারেন। এরপর মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি। বর্ণনাকারী বলেছেন, পরবর্তীকালে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন সফরে কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা পালন করতেন আবার কোন কোন সময় তিনি রোযাবিহীন অবস্থায়ও ছিলেন। তাই সফরে (তোমাদের) যার ইচ্ছা সে রোযা পালন করতে পার আর যার ইচ্ছা সে রোযাবিহীন অবস্থায়ও থাকতে পার। (সফর শেষে আবাসে তা আদায় করে নেবে)।

٢٢١٢. بَابٌ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ (ص) الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ

২২১২. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের দিনে নবী (সা) কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন

٣٩٥٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتّٰى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا هٰذِهِ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ نِيرَانُ بَنِي عَمْرٍو فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْرٌو أَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ ، حَتّٰى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ (ص) تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلٰى أَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنْ هٰذِهِ قَالَ هٰذِهِ غِفَارُ قَالَ مَا لِي وَلِغِفَارَ ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمُ فَقَالَ مِثْلَ حَتّٰى ، أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ (ص) مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلٰكِنْ هٰذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللّٰهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسٰى فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ هٰهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلٰى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ كُدًا فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ۔

৩৯৫২ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... হিশামের পিতা [উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা)] থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) (মক্কা অভিমুখে) রওয়ানা করেছেন। এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, হাকীম ইব্‌ন হিযাম এবং বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারকা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বেরিয়ে এলো। তারা রাতের বেলা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে (মক্কার

অদূরে) মাররুয জাহ্‌রান নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছলে আরাফার ময়দানে প্রজ্বলিত আলোর মত অসংখ্য আগুন দেখতে পেল। আবূ সুফিয়ান (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বলে উঠল, এ সব কিসের আলো ? ঠিক যেন আরাফার ময়দানে প্রজ্বলিত আলোর মত (অসংখ্য বিস্তৃত)। বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারকা উত্তর করল, এগুলো আমর গোত্রের (চুলার) আলো। আবূ সুফিয়ান বলল, আমর গোত্রের লোক সংখ্যা এ অপেক্ষা অনেক কম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকজন সামরিক প্রহরী তাদেরকে দেখে ফেলল এবং কাছে গিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে এলো। এ সময় আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] যখন (সেনাবাহিনী সহ মক্কা নগরীর দিকে) রওয়ানা হলেন তখন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আবূ সুফিয়ানকে পথের একটি সংকীর্ণ জায়গায় (পাহাড়ের কোণে) দাঁড় করাবে, যেন সে মুসলমানদের সমগ্র সেনাদলটি দেখতে পায়। তাই আব্বাস (রা) তাকে যথাস্থানে থামিয়ে রাখলেন। আর নবী (সা)-এর সাথে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আলাদা আলাদাভাবে খণ্ডদল হয়ে আবূ সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যেতে লাগল। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করে গেল। আবূ সুফিয়ান বললেন, হে আব্বাস (রা), এরা কারা ? আব্বাস (রা) বললেন, এরা গিফার গোত্রের লোক। আবূ সুফিয়ান বললেন, আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। এরপর জুহায়না গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে গেলেন, আবূ সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সা'দ ইব্‌ন হুযায়ম গোত্র অতিক্রম করল, তখনো আবূ সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সুলায়ম গোত্র অতিক্রম করলেও আবূ সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। অবশেষে একটি বিরাট বাহিনী তার সামনে এলো যে, এত বিরাট বাহিনী এ সময় তিনি আর দেখেননি। তাই (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা ? আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, এরাই (মদীনার) আনসারবৃন্দ। সা'দ ইবন উবাদা (রা) তাঁদের দলপতি। তাঁর হাতেই রয়েছে তাঁদের পতাকা। (অতিক্রমকালে) সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বললেন, হে আবূ সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন, আজকের দিন কা'বার অভ্যন্তরে রক্তপাত হালাল হওয়ার দিন। আবূ সুফিয়ান বললেন, হে আব্বাস! আজ হারাম ও তার অধিবাসীদের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শনেরও কত উত্তম দিন। তারপর আরেকটি সেনাদল আসল। সংখ্যাগত দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে ছোট দল। আর এদের মধ্যেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ। যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর হাতে ছিল নবী (সা)-এর ঝাণ্ডা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আবূ সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবূ সুফিয়ান বললেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা কি বলছে আপনি তা কি জানেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে কি বলেছে ? আবূ সুফিয়ান বললেন, সে এ রকম এ রকম বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সা'দ ঠিক বলেনি বরং আজ এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ্ কা'বাকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আজকের দিনে কা'বাকে গিলাফে আচ্ছাদিত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, (মক্কা নগরীতে পৌঁছে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজুন নামক স্থানে তাঁর পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী উরওয়া নাফি' জুবায়র ইব্‌ন মুত্ঈম আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে (মক্কা বিজয়ের পর একদা) বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে এ জায়গায়ই পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উরওয়া (রা) আরো বলেন, সে

দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে মক্কার উঁচু এলাকা কাদার দিক থেকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নবী (সা) (নিম্ন এলাকা) কুদার দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্য থেকে হুবায়শ ইবনুল আশআর এবং করয ইব্ন জাবির ফিহ্রী (রা)—এ দু'জন শহীদ হয়েছিলেন।

٣٩٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلٰى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ وَقَالَ لَوْ لَا اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِيْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ۔

৩৯৫৩ আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' করে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছেন। বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন, যদি আমার চতুষ্পার্শ্বে লোকজন জমায়েত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তা হলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম।

٣٩٥٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النَّبِيُّ (ص) وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ثُمَّ قَالَ لَايَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَايَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ قِيْلَ لِلزُّهْرِيِّ وَمَنْ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ قَالَ وَرِثَهُ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ * قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِيْ حَجَّتِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ يُوْنُسُ حَجَّتُهُ ، وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ۔

৩৯৫৪ সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) .... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের কালে [বিজয়ের একদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন ? নবী (সা) বললেন, আকীল কী আমাদের জন্য কোন বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গিয়েছে ? এরপর তিনি বললেন, মুমিন ব্যক্তি কাফেরের ওয়ারিশ হয় না, আর কাফেরও মু'মিন ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না।[১] (পরবর্তীকালে) যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আবূ তালিবের ওয়ারিশ কে হয়েছিল ? তিনি বলেছেন, আকীল এবং তালিব তার ওয়ারিশ হয়েছিল। মামার (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন কথাটি

১. আবূ তালিবের মৃত্যুকালে তার পুত্র আকীল কাফের অবস্থায় ছিল। এ দিকে আবূ তালিবেরও ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। এ জন্য আকীল তার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন আর আলী এবং জা'ফর মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন। কিন্তু আকীল পরবর্তীকালে সমুদয় সম্পদ জমা-জমি বিক্রয় করে ফেলে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এ জন্যই রাসূল (সা) উপরোক্ত উক্তি করেছেন।

(উসামা ইব্‌ন যায়িদ) রাসূল (সা)-কে তার হজ্জের সফরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু ইউনুস (র) তাঁর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সময় বা হজ্জের সফর কোনটিরই উল্লেখ করেননি।

٣٩٥٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْزِلُنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِذَا فَتَحَ اللّٰهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ ـ

৩৯৫৫ আবুল ইয়ামান (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ 'খাইফ' হবে আমাদের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরীর উপর পরস্পরে শপথ গ্রহণ করেছিল।[১]

٣٩٥٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنَ مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ ـ

৩৯৫৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন, বনী কিনানার খাইফ নামক স্থানেই হবে আমাদের আগামী কালের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরের উপর পরস্পর শপথ গ্রহণ করেছিল।

٣٩٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلْهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ (ص) فِيْمَا نُرٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا ـ

৩৯৫৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মাথায় লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি সবেমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইব্‌ন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী (সা) বললেন, তাকে হত্যা কর।[২] ইমাম মালিক (র) বলেছেন, আমাদের ধারণামতে সেদিন নবী (সা) ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না। তবে আল্লাহ্ আমাদের চেয়ে ভাল জানেন।

---

১. হিজরতের পূর্বে একবার কাফেররা সম্মিলিতভাবে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'খাইফ' নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিল এবং তারা নবী (সা), বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে শাইফ এলাকায় নির্বাসন দেয়ার ফয়সালা করেছিল। পরিশেষে সকলে এ ফয়সালা মুতাবিক কাজ করে যাবে এ কথার উপর তারা পরস্পর শপথ করে একটি চুক্তিনামাও স্বাক্ষর করেছিলেন। এটিই খাইফের দস্তাবেজ নামে প্রসিদ্ধ। নবী (সা) এদিকেই ইশারা করেছিলেন।

২. জাহিলিয়্যাতের যুগে ইব্‌ন খাতালের নাম ছিল আবদুল উযযা। সে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার মুরতাদ হয়ে যায় এবং অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দু'টি গায়িকা বাদী ছিল, এদের মাধ্যমে সে নবী (সা) এবং মুসলমানদের কুৎসাজনিত গান শুনিয়ে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াত। এ জন্যই নবী (সা) যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে হত্যা করা হয়। আর গায়িকা বাদীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে নবী (সা)-এর আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। অপরজন ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্তি পেয়েছিল।

٣٩٥٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ (ص) مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُمِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ـ

৩৯৫৮ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র) .... আবদুল্লাহ্ [ইব্‌ন মাসঊদ (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বায়তুল্লাহ্‌র চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে (বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং) প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর (মুখে) বলতে থাকলেন, হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে বাতিলের আর উদ্ভব ও পুনরুদ্ভব ঘটবে না।

٣٩٥٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَبٰى اَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةُ فَاَمَرَبِهَا فَاُخْرِجَتْ فَاُخْرِجَ صُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ فِيْ اَيْدِيْهِمَا مِنَ الْاَزْلاَمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَابِهَا قَطُّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ * تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ـ

৩৯৫৯ ইসহাক (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় আগমন করার পর তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলেন, কারণ সে সময় বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি এগুলোকে বের করে ফেলার জন্য আদেশ দিলেন। প্রতিমাগুলো বের করা হল। তখন (ঐগুলোর সাথে) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর মূর্তিও বেরিয়ে আসল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তীর। তখন নবী (সা) বললেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা অবশ্যই জানত যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজ করেননি। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে নামায আদায় করেননি। মা'মার (র) আইয়্যুব (র) সূত্রে এবং ওহায়ব (র) আইয়্যুব (র)-এর মাধ্যমে ইকরামা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢١٣ . بَابُ دُخُوْلُ النَّبِيِّ (ص) مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتّٰى اَنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَاتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَمَكَثَ فِيْهِ نَهَارًا طَوِيْلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَلاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاَشَارَ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُ كَمْ صَلّٰى مِنْ سَجْدَةٍ ـ

২২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী (সা) প্রবেশের বর্ণনা। লায়স (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইব্ন যায়িদকে নিজের পেছনে বসিয়ে মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল এবং বায়তুল্লাহ্র চাবি রক্ষক উসমান ইব্ন তালহা । অবশেষে তিনি [নবী (সা)] মসজিদে হারামের সামনে সওয়ারী থামালেন এবং উসমান ইব্ন তালহাকে চাবি এনে (দরজা খোলার) আদেশ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) (কা'বার অভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়দ, বিলাল এবং উসমান ইব্ন তালহা (রা)। সেখানে তিনি দিবসের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করে (নামায তাকবীর ও অন্যান্য দোয়া করার পর) বের হয়ে এলেন। তখন অন্যান্য লোক (কা'বার ভিতরে প্রবেশের জন্য) দ্রুত ছুটে এলো। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) প্রথমেই প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রাসূলুল্লাহ (সা) কোন জায়গায় নামায আদায় করেছেন? তখন বিলাল তাকে তাঁর নামাযের জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কত রাকাত আদায় করেছিলেন বিলাল (রা)-কে আমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

٣٩٦٠ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ الَّتِيْ بِاَعْلَى مَكَّةَ * تَابَعَهُ اَبُوْ اُسَامَةَ وَوُهَيْبٌ فِيْ كَدَاءٍ ـ

৩৯৬০ হায়সাম ইব্ন খারিজা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। আবূ উসামা এবং ওহায়ব (র) 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনায় হাব্স ইব্ন মায়সারা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٩٦١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ دَخَلَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ اَعْلٰى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ ـ

৩৯৬১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) .... হিশামের পিতা থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা অর্থাৎ 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

٢٢١٤ . بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْفَتْحِ

২২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল

٣٩٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنَا اَحَدٌ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ (ص) يُصَلِّيْ الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ فَاِنَّهَا ذَكَرَتْ اَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِيْ بَيْتِهَا ثُمَّ صَلّٰى ثَمَانَ رَكْعَاتٍ ، قَالَتْ لَمْ اَرَهُ صَلّٰى صَلَاةً اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ـ

৩৯৬২ আবুল ওয়ালীদ (র) .... ইব্‌ন আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী (সা)-কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখেছে—এ কথাটি একমাত্র উম্মে হানী (রা) ছাড়া অন্য কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) তাঁর বাড়িতে গোসল করেছিলেন, এরপর তিনি আট রাকাত নামায আদায় করেছেন। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (সা) -কে এ নামায অপেক্ষা হালকাভাবে অন্য কোন নামায আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকূ, সিজ্‌দা পুরোপুরিই আদায় করেছিলেন।

٢٢١٥ . بَابٌ

২২১৫. অনুচ্ছেদ

٣٩٦٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ـ

৩৯৬৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) তাঁর 'নামাযের রুকূ' ও সিজ্‌দায় পড়তেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকাল্লাহুম্মা ইগফির লী অর্থাৎ অতি পবিত্র হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

٣٩٦٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا الْفَتٰى مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ اِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَدَعَانِيْ مَعَهُمْ ، قَالَ وَمَا رَاَيْتُهُ دَعَانِيْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّيْ ، فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ ... ءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللّٰهَ نَسْتَغْفِرَهُ اِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نَدْرِى اَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِىْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَكَذَاكَ تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ لاَ : قَالَ فَمَا تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ هُوَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَعْلَمَهُ اللّٰهُ لَهُ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلاَمَةُ اَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، قَالَ عُمَرُ مَا اَعْلَمُ مِنْهَا اِلاَّ مَا تَعْلَمُ ـ

৩৯৬৪ আবূ নুমান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) তাঁর (পরামর্শ মজলিসে) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ান সাহাবাদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি এ তরুণকে কেন আমাদের সাথে মজলিসে শামিল করেন। তার মত সন্তান তো আমাদেরও আছে। তখন উমর (রা) বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ঐ সব মানুষের একজন যাদের (মর্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, একদিন তিনি (উমর) তাদেরকে পরামর্শ মজলিসে আহ্‌বান করলেন এবং তাঁদের সাথে তিনি আমাকেও ডাকলেন। তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি তাঁদেরকে আমার ইল্‌মের গভীরতা দেখানোর জন্যই ডেকেছিলেন। উমর বলেন, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا এভাবে সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সূরা সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য? তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এখানে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে তখন যেন আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর কেউ কেউ বললেন, আমরা অবগত নই। আবার কেউ কেউ কোন উত্তরই করেননি। এ সময় উমর (রা) আমাকে বললেন, ওহে ইব্‌ন আব্বাস! তুমি কি এ রকমই মনে কর? আমি বললাম, জ্বী, না। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি রকম মনে কর? আমি বললাম, এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সংবাদ। আল্লাহ্ তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। "যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় আসবে" অর্থাৎ মক্কা বিজয়। সেটিই হবে আপনার ওফাতের পূর্বাভাস। সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, এ সূরা থেকে তুমি যা যা উপলব্ধি করেছ আমি ঐটি ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করিনি।

٣٩٦٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ اَنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللّٰهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ

يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ۔

৩৯৬৫ সাঈদ ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল (র) .... আবূ শুরায়হিল আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (মদীনার শাসনকর্তা) আমর ইব্‌ন সাঈদ যে সময় মক্কা অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন তখন আবূ শুরায়হিল আদাবী (রা) তাকে বলেছিলেন, হে আমাদের আমীর! আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বাণী শোনাবো, যেটি তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। সেই বাণীটি আমার দু'কান শুনেছে। আমার হৃদয় তা হিফাজত করে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সে কথাটি বলছিলেন তখন আমার দু'চোখ তাঁকে অবলোকন করেছে। প্রথমে তিনি [নবী (সা)] আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং সানা পাঠ করেন। এর পর তিনি বলেন, আল্লাহ্ নিজে মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। কোন মানুষ এ ঘোষণা দেয়নি। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে (অন্যায়ভাবে) সেখানে রক্তপাত করা কিংবা এখানকার গাছপালা কর্তন করা কিছুতেই হালাল নয়। আর আল্লাহ্‌র রাসূলের সে স্থানে লড়াইয়ের কথা বলে যদি কেউ নিজের জন্যও সুযোগ করে নিতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে) অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য কোন অনুমতি দেননি। আর আমার ক্ষেত্রেও তা একদিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই কেবল অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেদিনই তা পুনরায় সেরূপ হারাম হয়ে গেছে যেরূপে তা একদিন পূর্বে হারাম ছিল। উপস্থিত লোকজন (এ কথাটি) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌছিয়ে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন) পরবর্তী সময়ে আবূ শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, (হাদীসটি শোনার পর) আমর ইব্‌ন সাঈদ আপনাকে কি উত্তর করেছিলেন ? তিনি বললেন, আমর আমাকে বললেন, হে আবূ শুরায়হ্! হাদীসটির বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি। (কথা ঠিক) কিন্তু, হারামে মক্কা কোন অপরাধী বা খুন থেকে পলায়নকারী কিংবা কোন চোর বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় না।

٣٩٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ۔

৩৯৬৬ কুতায়বা (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কায় অবস্থানকালে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মদের বেচাকেনা হারাম ঘোষণা করেছেন।

٢٢١٦ . بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ (ص) بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ

২২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (সা)-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান

৩৯৬৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقَمْنَا مَعَ النَّبِىِّ (ص) عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلاَةَ۔

৩৯৬৭ আবূ নুআয়ম ও কাবীসা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা) -এর সঙ্গে (মক্কায়) দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামাযের কসর করতাম।

৩৯৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ (ص) بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ.

৩৯৬৮ আবদান (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) নবী (সা) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, এ সময়ে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করতেন।

৩৯৬৯ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَمْنَا مَعَ النَّبِىِّ (ص) فِىْ سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَاِذَا زِدْنَا اَتْمَمْنَا۔

৩৯৬৯ আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) সফরে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে উনিশ দিন (মক্কায়) অবস্থান করেছিলাম।[১] এ সময়ে আমরা নামাযে কসর করেছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত কসর করতাম। এর চাইতে অধিক দিন অবস্থান করলে আমরা পূর্ণ নামায আদায় করতাম। (অর্থাৎ চার রাকাত আদায় করতাম)।

٢٢١٧ . بَابٌ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ، وَكَانَ النَّبِىُّ (ص) قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ

২২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ লায়স [ইব্ন সা'দ (র)] বলেছেন, ইউনুস আমার কাছে ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাবা ইব্ন সুআইর (রা) আমাকে (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন, আর মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করে দিয়েছিলেন।[২]

---

১. আনাস (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থানের মেয়াদ বর্ণনায় পার্থক্য দেখা গেলেও হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, মূলত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান মেয়াদ এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সফরে তাঁর অবস্থান মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. লায়স ইব্ন সাদের উপরোক্ত সনদের মাধ্যমে এখানে কোন হাদীস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, কেবল এ কথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, এ সনদ থেকে বোঝা যায়, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাবা নবী (সা)-এর সুহবত লাভ করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় তিনি নবী (সা)-এর সাথে ছিলেন।

٣٩٧٠ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنٍ اَبِىْ جَمِيْلَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ اَبُوْ جَمِيْلَةَ اَنَّهُ اَدْرَكَ النَّبِيَّ (ص) وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ -

৩৯৭০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ...... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সুনাইন আবূ জামিলা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমরা (সাঈদ) ইব্‌ন মুসায়্যিব (র)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আবূ জামিলা[১] (রা) দাবি করেন যে তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তিনি নবী (সা) -এর সাথে মক্কা বিজয়ের বছর (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়েছিলেন।

٣٩٧١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ اَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسْاَلُهُ قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّبِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْاَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُوْنَ يَزْعَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَهُ اَوْحٰى اِلَيْهِ ، اَوْحٰى اللّٰهُ كَذَا فَكُنْتُ اَحْفَظُ ذٰلِكَ الْكَلاَمَ وَكَاَنَّمَا يُغَرّٰى فِىْ صَدْرِىْ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِاِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ اُتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ فَاِنَّهُ اِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ اَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلاَمِهِمْ وَبَدَرَ اَبِىْ قَوْمِىْ بِاِسْلاَمِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللّٰهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ (ص) حَقًّا فَقَالَ صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا وَصَلُّوْا كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا ، فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَكْثَرَ قُرْاٰنًا مِنِّىْ لِمَا كُنْتُ اَتَلَقّٰى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِىْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ، وَاَنَا ابْنُ سِتٍّ اَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّىْ ، فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الْحَىِّ اَلاَ تُغَطُّوْنَ عَنَّا اِسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِىْ قَمِيْصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ فَرَحِىْ بِذٰلِكَ الْقَمِيْصِ -

৩৯৭১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আমর ইব্‌ন সালিমা (র) থেকে বর্ণিত, আইয়ুব (র) বলেছেন, আবূ কিলাবা আমাকে বললেন, তুমি আমর ইব্‌ন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না কেন ? আবূ কিলাবা (র) বলেন, এরপর আমি আমর ইব্‌ন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা (আমাদের গোত্র) পথিকদের যাতায়াত পথের পাশে একটি ঝরনার নিকট বাস করতাম। আমাদের পাশ ঘেষে অতিক্রম করে যেতো অনেক কাফেলা। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, (মক্কার) লোকজনের কি অবস্থা ? মক্কার লোকজনের কি অবস্থা ? আর ঐ লোকটিরই কি অবস্থা? তারা বলত, সে ব্যক্তি তো দাবি করেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ

---

১. আবূ জামীলা সাহাবী কি সাহাবী নন—এ বিষয়টি মুহাদ্দিসীনের কাছে বিতর্কিত বিষয়। ইব্‌ন মান্দাহ্, আবূ নুআয়ম প্রমুখ ইমাম তাঁকে সাহাবীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে উল্লিখিত সনদ দিয়ে ইমাম বুখারী (র) তাঁর সাহাবী হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।

করেছেন। (কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বললেন) তাঁর কাছে আল্লাহ্ এ রকম ওহী নাযিল করেছেন। (আমর ইবন সালিমা বলেন) তখন (পথিকদের মুখ থেকে শুনে) আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে ফেলতাম যেন তা আজ আমার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। সমগ্র আরববাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সা) বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাঁকে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের সঙ্গে (প্রথমে) বোঝাপড়া করতে দাও। কেননা তিনি যদি তাদের উপর বিজয় লাভ করেন তাহলে তিনি সত্য সত্যই নবী। এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করল। আমাদের কাওমের ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি সত্য নবীর দরবার থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায এবং অমুক সময় অমুক নামায আদায় করবে। এভাবে নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশি মুখস্থ করেছে সে নামাযের ইমামতি করবে। (এরপর নামায আদায় করার সময় হল) সবাই এ রকম একজন লোককে খুঁজতে লাগল। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্থকারী অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে শুনে (কুরআন) মুখস্থ করতাম। কাজেই সকলে আমাকেই (নামায আদায়ের জন্য) তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সিজ্দায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। (ফলে পেছনের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ত) তখন গোত্রের জনৈক মহিলা বলল, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করে দাও না কেন? তাই সবাই মিলে কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, কখনো অন্য কিছুতে এত আনন্দিত হইনি।

৩৯৭৩ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَى اَخِيهِ سَعْدٍ اَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ عُتْبَةُ اِنَّهُ ابْنِي ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ اَخَذَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبَلَ بِهِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ (ص) وَاَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ هٰذَا ابْنُ اَخِي عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّهُ ابْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا اَخِي هٰذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) اِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَاِذَا اَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ ابْنِ اَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) هُوَ لَكَ هُوَ اَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) اِحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لِمَا رَاَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذٰلِكَ -

৩৯৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। অন্য সনদে লায়েস (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তার ভাই সা'দ [ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)]-কে ওয়াসিয়াত করে গিয়েছিল যে, সে যেন যামআর বাঁদীর সন্তানটি তাঁর নিজের কাছে নিয়ে নেয়। উতবা বলেছিল, পুত্রটি আমার ঔরসজাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা বিজয়কালে সেখানে আগমন করলেন (সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসও তাঁর সাথে মক্কায় আসেন। সুযোগ পেয়ে) তখন তিনি যামআর বাঁদীর সন্তানটি রাসূল (সা)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। তাঁর সাথে আবদ ইব্‌ন যামআ (যামআর পুত্র)ও আসলেন। সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস দাবি উত্থাপন করে বললেন, সন্তানটি তো আমার ভাতিজা। আমার ভাই আমাকে বলে গিয়েছেন যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত কিন্তু আবদ ইব্‌ন যামআ তার দাবি পেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এ আমার ভাই, এ যাম্‌আর সন্তান, তাঁর বিছানায় এর জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন যামআর ক্রীতদাসীর সন্তানের প্রতি নযর দিয়ে দেখলেন যে, সন্তানটি দৈহিক আকৃতিগত দিক থেকে উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবদ ইব্‌ন যামআ! সন্তানটি তুমি নিয়ে যাও। সে তোমার ভাই। কেননা সে তার (তোমার পিতা যামআর) বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সন্তানটির দৈহিক আকৃতি উতবা ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের আকৃতির সাদৃশ্য দেখার কারণে (তাঁর স্ত্রী) সাওদা বিনতে যামআ (রা)-কে বললেন, হে সওদা! তুমি তার (বিতর্কিত সন্তানটির) থেকে পর্দা করবে। ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সন্তানের (আইনগত) পিতৃত্ব স্বামীর। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিয়ম ছিল যে তিনি এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

٣٩٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا اِلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوْنَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ اُسَامَةُ فِيْهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَتُكَلِّمُنِىْ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ قَالَ اُسَامَةُ اِسْتَغْفِرْلِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَطِيْبًا فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمِ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمِ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَاْتِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) .

৩৯৭৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর যামানায় (মক্কা) বিজয় অভিযানের সময়ে জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতংকিত হয়ে গেল এবং উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)-এর কাছে এসে (উক্ত মহিলার ব্যাপারে)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। উরওয়া (রা) বলেন, উসামা (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যখনি কথা বললেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত একটি হুকুম (হাদ) প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ ? উসামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহ্র হাম্দ ও প্রশংসা পাঠ করে বললেন, "আম্মা বাদ" তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তার উপর শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই মহিলাটির হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হল। অবশ্য পরবর্তীকালে সে উত্তম তওবার অধিকারিণী হয়েছিল এবং (বানু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তির সঙ্গে) তার বিয়ে হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর সে আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমি তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে পেশ করতাম।

٣٩٧٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ ، فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ -

৩৯৭৪ আমর ইব্ন খালিদ (র) .... মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমি আমার ভাইকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যেন আপনি তার কাছ থেকে হিজরত করার ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হিজরতকারিগণ (মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারিগণ) হিজরতের সমুদয় মর্যাদা ও বরকত পেয়ে গেছেন। (এখন আর হিজরতের অবকাশ নেই) আমি বললাম, তা হলে কোন্ বিষয়ের উপর আপনি তার কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করবো ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। [বর্ণনাকারী আবূ উসমান (রা) বলেছেন] পরে আমি আবূ মাবাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন তাঁদের দু'ভাইয়ের মধ্যে বড়। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) ঠিকই বর্ণনা করেছেন।

٣٩٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ

مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْطَلَقْتُ بِأَبِيْ مَعْبَدٍ اِلَى النَّبِيِّ (ص) لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، قَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أُبَايِعُهُ عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيْتُ أَبَا مَعْبَدٍ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيْهِ مُجَالِدٍ ـ

৩৯৭৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) .... মুজাশি' ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ মা'বাদ (রা) (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে গেলাম, যেন তিনি তাঁর কাছ থেকে হিজরতের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন। তখন তিনি [নবী (সা)] বললেন, হিজরতের মর্যাদা (মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার) হিজরতকারীদের দ্বারা সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমি তার কাছ থেকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বায়আত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবূ উসমান নাহদী (র) বলেন] এরপরে আমি আবূ মা'বাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) সত্যই বলেছেন। অন্য সনদে খালিদ (র) আবূ উসমান (র)-এর মাধ্যমে মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার ভাই মুজালিদ (রা)-কে নিয়ে এসেছিলেন।

٣٩٧٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُهَاجِرَ اِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ فَانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ فَاِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَاِلَّا رَجَعْتَ * وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِثْلَهُ ـ

৩৯৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম, আমি সিরিয়া দেশে হিজরত করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন আছে জিহাদের। সুতরাং যাও, নিজ অন্তরের সাথে বোঝাপড়া করে দেখ, যদি জিহাদের সাহস খুঁজে পাও (তবে ভাল, গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ কর)। অন্যথায় হিজরতের ইচ্ছা থেকে ফিরে আস।

অন্য সনদে নাযর [ইব্‌ন শুমাইল (র)] মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে (এ কথা) বললে তিনি উত্তর করলেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, অথবা তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। এরূপর তিনি উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩٧٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ـ

৩৯৭৭ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ...... মুজাহিদ ইব্‌ন জাব্‌র আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই।

৩৯৭৮ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَاَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهِ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (ص) مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ـ

৩৯৭৮ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) .... 'আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) সহ আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে সময় উবায়দ (র) তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বে মু'মিন ব্যক্তির এ অবস্থা ছিল যে, সে তার দীনকে ফিত্‌নার হাত থেকে হিফাজত করতে হলে তাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে (মদীনার দিকে) পালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন মু'মিন যেখানে যেভাবে চায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে। তবে বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের সওয়াবের নিয়্যাত রাখা যেতে পারে।

৩৯৭৯ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَهِىَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِيْ ، وَلَمْ تَحْلِلْ لِىْ قَطُّ اِلاَّ سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ ، لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا ، وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَاِنَّهُ لاَبُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوْتِ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ ، فَاِنَّهُ حَلاَلٌ * وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هٰذَا اَوْ نَحْوِ هٰذَا رَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) ـ

৩৯৭৯ ইসহাক (র) .... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, যেদিন আল্লাহ্ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকেই তিনি মক্কা নগরীকে সম্মান দান করেছেন। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক এ সম্মান প্রদানের কারণে এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বেকার কারো জন্য তা (কখনো) হালাল করা হয়নি, আমার পরবর্তী কারো জন্যও তা হালাল করা হবে না। আর আমার জন্যও মাত্র একদিনের সামান্য অংশের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। এখানে অবস্থিত শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের কাঁটাতেও কাস্তে ব্যবহারে করা যাবে না। ঘাস কাটা যাবে না। রাস্তায় পড়ে থাকা কোন জিনিসকে মালিকের হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হারানো প্রাপ্তি সংবাদ প্রচারকারী ব্যতীত অন্য কেউ তুলতে পারবে না। এ ঘোষণা শুনে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয্‌খির ঘাস ব্যতীত।

কেননা ইয্‌খির ঘাস আমাদের কর্মকার ও বাড়ির (ঘরের ছাউনির) কাজে প্রয়োজন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপ থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, ইয্‌খির ব্যতীত। ইয্‌খির ঘাস কাটা জায়েয। অন্য সনদে ইব্‌ন জুবায়ের (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া এ হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) ও নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢١٨ . بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ، ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে (মুসলমানদিগকে) উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল শেষে তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং (তাদের সাহায্যার্থে) এমন এক সৈন্যবাহিনী নাযিল করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদিগকে শাস্তি প্রদান করেছেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল। এরপরও (মু'মিনদিগের মধ্যে) যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করবেন তার ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমাপরায়ণও হতে পারেন। আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ ঃ ২৫-২৭)

٣٩٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ رَاَيْتُ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

৩৯৮০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমাইর (র) ...... ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আউফা (রা)-এর হাতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। (আঘাতের ব্যাপারে) তিনি বলেছেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে থাকা অবস্থায় আমাকে এ আঘাত করা হয়েছিল। আমি বললাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বললেন, এর পূর্বের যুদ্ধগুলোতেও অংশগ্রহণ করেছি।

٣٩٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَارَةَ اَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ ، وَلٰكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذٌ بِرَاْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، يَقُوْلُ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ـ

৩৯৮১ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবূ উমর! হুনাইনের যুদ্ধের দিন আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন কি ? তখন তিনি বলেন যে, আমি তো নিজেই নবী (সা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে মুজাহিদদের অগ্রবর্তী যোদ্ধাগণ (গনীমত কুড়ানোর কাজে) তাড়াহুড়া করলে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাদা খচ্চরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলছিলেন, আমি যে আল্লাহ্‌র নবী তাতে কোন মিথ্যা নেই, আমি তো (কুরাইশ নেতা) মুত্তালিবের সন্তান।

٣٩٨٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قِيْلَ لِلْبَرَاءِ وَاَنَا اَسْمَعُ اَوَلَّيْتُمْ مَعَ النَّبِىِّ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ اَمَّا النَّبِىُّ (ص) فَلاَ كَانُوْا رُمَاةً فَقَالَ اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ـ

৩৯৮২ আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, আমি শুনলাম যে, বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি নবী (সা)-এর সঙ্গে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন ? তিনি বললেন, কিন্তু নবী (সা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি। তবে তারা (হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা) ছিল দক্ষ তীরন্দাজ, [এ কারণে তারা তীর বর্ষণ আরম্ভ করলে সবাইকে পেছনে হেঁটে যেতে হয়েছে তবে নবী (সা) পেছনে হটেননি]। তিনি (অটলভাবে দাঁড়িয়ে) বলছিলেন, আমি যে আল্লাহ্‌র নবী এতে কোন মিথ্যা নেই। আমি (তো কুরাইশ নেতা) আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

٣٩٨٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَاِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوْا فَاَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ ، وَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاِنَّ اَبَا سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِزِمَامِهَا وَهُوَ يَقُوْلُ : اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ ، قَالَ اِسْرَائِيْلُ وَزُهَيْرٌ نَزَلَ النَّبِىُّ (ص) عَنْ بَغْلَتِهِ ـ

৩৯৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ...... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারআ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁকে কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, হুনায়ন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন ? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান নি। তবে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চালালাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। আমরা গনীমত তুলতে শুরু করলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা (অতর্কিতভাবে) তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলাম। তখন আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরটির পিঠে আরোহণ অবস্থায় দেখেছি। আর আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন, তিনি বলছিলেন, আমি আল্লাহ্র নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই। বর্ণনাকারী ইসরাঈল এবং যুহাইর (র) বলেছেন যে, তখন নবী (সা) তাঁর খচ্চরটির (পিঠ থেকে) নীচে অবতরণ করেছিলেন।

২৯৮٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِي ابْنِ شِهَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَيَّ اَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، اِمَّا السَّبْيَ وَاِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ اَنْظَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ، فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّي قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا ، فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّا لاَ نَدْرِيْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِيْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا هٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنِيْ عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ۔

৩৯৮৪ সাঈদ ইব্‌ন উফাইর ও ইসহাক (র) .... মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ যখন ইসলাম কবূল করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এলো এবং তাদের (যুদ্ধ লুণ্ঠিত) সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেওয়ার প্রার্থনা জানালো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, আমার সঙ্গে যারা আছে (সাহাবাগণ) তাদের অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সত্য কথাই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কাজেই তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের জন্য (পথেই) অপেক্ষা করছিলাম। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে (জি'রানা জায়গায়) দশ রাতেরও অধিক সময় পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে এ দু'টির মধ্যে একটির বেশি ফেরত দিতে সম্মত নন তখন তারা বল-লেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করতে চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা পাঠ করে বললেন, আম্মা বায়াদু, তোমাদের

(হাওয়াযিন গোত্রের মুসলিম) ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। অতএব তোমাদের মধ্যে যে আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে গ্রহণ করে নেবে সে (তার অংশের বন্দীকে) ফেরত দাও। আর তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের অধিকারকে অবশিষ্ট রেখে তা এভাবে ফেরত দিতে চাইবে যে, ফাইয়ের সম্পদ থেকে (আগামীতে) আল্লাহ্ আমাকে সর্বপ্রথম যা দান করবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করবো, তবে সেও তাই করো। তখন সকল লোক উত্তর করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার প্রথম সিদ্ধান্ত খুশিমনে গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কে খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে আর কে খুশিমনে অনুমতি দেয়নি আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মধ্যকার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ কর। তাঁরা আমার কাছে বিষয়টি পেশ করবে। সবাই ফিরে গেল। পরে তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের সাথে (আলাদা আলাদাভাবে) আলাপ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে জানালো যে, সবাই তাঁর (প্রথম) সিদ্ধান্তকেই খুশি মনে মেনে নিয়েছে এবং (ফেরত দেয়া) অনুমতি দিয়েছে। [ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেন] হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের বিষয়ে এ হাদীসটিই আমি অবহিত হয়েছি।

٣٩٨٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ح حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ (ص) عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِعْتِكَافٍ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ (ص) بِوَفَائِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) -

৩৯৮৫ আবূ নু'মান (র) .... নাফি' (সাখতিয়ানী) (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ....। হাদীসটি অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কালে উমর (রা) নবী (সা)-কে জাহিলিয়্যাতের যুগে মানত করা তাঁর একটি ই'তিকাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী (সা) তাঁকে সেটি পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন হাদীসটি হাম্মাদ-আইয়ুব-নাফে (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জারীর ইব্‌ন হাযিম এবং হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)-ও এ হাদীসটি আইয়ুব, নাফে (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ (ص) عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَاَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ

بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِيْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ ، فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مِثْلَهُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ، ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مِثْلَهُ ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا اَبَا قَتَادَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِيْ فَاَرْضِهِ مِنِّيْ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَهَا اللّٰهِ اِذًا لاَ يَعْمِدُ اِلَى اَسَدٍ ، مِنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (ص) فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) صَدَقَ فَاَعْطِهِ فَاَعْطَانِيْهِ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلاَمِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاٰخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَاَسْرَعْتُ اِلَى الَّذِيْ يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِيْ وَاَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ اَخَذَنِيْ فَضَمَّنِيْ ضَمًّا شَدِيْدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُوْنَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَاِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ مَا شَاْنُ النَّاسِ ؟ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَقَامَ بَيِّنَةً عَلٰى قَتِيْلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ لاَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيْلِيْ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا يَشْهَدُلِيْ فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَالِيْ فَذَكَرْتُ اَمْرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاَحُ هٰذَا الْقَتِيْلِ الَّذِيْ يَذْكُرُ عِنْدِيْ فَاَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَلاَّ لاَ يُعْطِهِ اُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ اَسَدًا ، مِنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاَدَّاهُ اِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ اَوَّلَ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلاَمِ۔

৩৯৮৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের বছর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা যখন (যুদ্ধের জন্য) শত্রুদের মুখোমুখি হলাম তখন মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। এ সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে পরাভূত করে ফেলেছে। তাই আমি কাফের লোকটির পশ্চাৎ দিকে গিয়ে তরবারি দিয়ে তার কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী শক্ত শিরার উপর আঘাত হানলাম এবং লোকটির পরিহিত লৌহ বর্মটি কেটে ফেললাম। এ সময় সে আমার উপর আক্রমণ করে বসলো এবং আমাকে এত জোরে চাপ দিয়ে জড়িয়ে ধরল যে, আমি আমার মৃত্যুর গন্ধ অনুভব করতে লাগলাম। এরপর লোকটিই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো আর আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর [ইবনুল খাত্তাব (রা)]-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজনের (মুসলিমদের) কি হলো, (যে সবাই বিশৃংখল হয়ে গেলো)? তিনি বললেন, মহান ও শক্তিশালী আল্লাহ্র ইচ্ছা। এরপর সবাই (আবার) ফিরে এলো (এবং মুশরিকদের উপর হামলা

চালিয়ে যুদ্ধে জয়ী হলো) যুদ্ধের পর নবী (সা) (এক স্থানে) বসলেন এবং ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে তাঁকে তার (নিহত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সব সম্পদ প্রদান করা হবে। এ ঘোষণা শুনে আমি (দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ করে) বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? (কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। আবূ কাতাদা (রা) বলেন ঃ (তারপর) আবার নবী (সা) অনুরূপ ঘোষণা দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? কিন্তু (এবারও কোন সাড়া না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। নবী (সা) তারপর অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। এ সময়ে এক ব্যক্তি বললো, আবু কাতাদা (রা) ঠিকই বলেছেন, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো আমার কাছে আছে। সুতরাং সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাঁকে সম্মত করে দিন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ, তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তার যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি তোমাকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ্ (সা) করতে পারেন না। নবী (সা) বললেন, আবূ বকর (রা) ঠিকই বলছে। সুতরাং এসব দ্রব্য তুমি তাঁকে (আবূ কাতাদা) দিয়ে দাও। [আবূ কাতাদা (রা) বলেন] তখন সে আমাকে পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো দিয়ে দিল। এ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি বনী সালিমার এলাকায় একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবূল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

অপর সনদে লাইস (র)......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি দেখতে পেলাম যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের সাথে লড়াই করছে। অপর এক মুশরিক মুসলিম ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছে। আমি আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য তার হাত উঠাল। আমি তার হাতের উপর আঘাত করলাম এবং তা কেটে ফেললাম। সে আমাকে ধরে সজোরে চাপ দিল। এমনকি আমি (মৃত্যুর) ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিল ও সে দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেললাম। মুসলিমগণ পালাতে লাগলেন। আমিও তাঁদের সাথে পালালাম। হঠাৎ লোকদের মাঝে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখতে পেয়ে আমি তাকে বললাম. লোকজনের অবস্থা কি ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যে মুসলিম ব্যক্তি (শত্রুদলের) কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ সে-ই পাবে। আমি যে একজনকে হত্যা করেছি সে ব্যাপারে আমি দাঁড়িয়ে সাক্ষী খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কাউকে পেলাম না। তখন আমি বসে পড়লাম। এরপর আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তাঁর সঙ্গীদের একজন বললেন, উল্লিখিত নিহত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত) হাতিয়ার আমার কাছে আছে। তা আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাকে সম্মত করে দিন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, না, তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তাকে না দিয়ে এ কুরায়শী

দুর্বল ব্যক্তিকে তিনি [নবী (সা)] দিতে পারেন না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাকে তা দিয়ে দিলেন। আমি এর দ্বারা একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল, যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

٢٢١٩ . بَابُ غَزَاةِ أَوْطَاسٍ

২২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আওতাসের যুদ্ধ

٣٩٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ (ص) مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلٰى جَيْشٍ إِلٰى أَوْطَاسٍ ، فَلَقِىَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ ، قَالَ أَبُوْ مُوْسٰى وَبَعَثَنِىْ مَعَ أَبِىْ عَامِرٍ ، فَرُمِىَ أَبُوْ عَامِرٍ فِىْ رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِىٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِىْ رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلٰى أَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِى الَّذِىْ رَمَانِىْ فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِىْ وَلّٰى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُوْلُ لَهُ أَلاَ تَسْتَحِىْ أَلاَ تَثْبُتُ ، فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِىْ عَامِرٍ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ ، قَالَ فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ يَا ابْنَ أَخِىْ : أَقْرِئْ النَّبِىَّ (ص) السَّلاَمَ ، وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْلِىْ ، وَاسْتَخْلَفَنِىْ أَبُوْ عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكَثَ يَسِيْرًا ثُمَّ مَاتَ ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ (ص) فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى سَرِيْرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِىْ عَامِرٍ ، وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْلِىْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِىْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ ، فَقُلْتُ وَلِىْ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْمًا ، قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِىْ عَامِرٍ وَالْأُخْرٰى لِأَبِىْ مُوْسٰى -

৩৯৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধ থেকে নবী (সা) অবসর হওয়ার পর তিনি আবূ আমির (রা)-কে একটি সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের প্রতি পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি (আবূ আমির) দুরায়দ ইব্ন সিম্মার সাথে মুকাবিলা করলে দুরায়দ নিহত হয় এবং আল্লাহ্ তার সহযোগী যোদ্ধাদেরকেও পরাজিত করেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, নবী (সা) আবূ আমির (রা)-এর সাথে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবূ আমির (রা)-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি নিক্ষেপ করে তাঁর হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবূ মূসা

(রা)-কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি লোকটিকে লক্ষ করে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করলো। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম, (পালাচ্ছো কেন,) বেহায়া দাঁড়াও না, দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেলো। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবূ আমির (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে, এবার তুমি আমার হাঁটু থেকে) তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানিও বেরিয়ে আসলো। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! (আমি হয়তো বাঁচবো না) তাই তুমি নবী (সা)-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবূ আমির (রা) তাঁর স্থলে আমাকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর ইন্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নবী (সা)-এর বাড়ি প্রবেশ করলাম। তিনি তখন পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (নামেমাত্র) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তাঁর পিঠে এবং পার্শ্বদেশে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবূ আমির (রা)-এর সংবাদ জানালাম। (তাঁকে এ কথাও বললাম যে) তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) বলে গিয়েছেন, তাঁকে [নবী (সা)-কে] আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। এ কথা শুনে নবী (সা) পানি আনতে বললেন এবং ওযূ করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় বান্দা আবূ আমিরকে মাগফিরাত দান করো। [নবী (সা) দোয়ার মুহূর্তে হাতদ্বয় এত উপরে তুললেন যে] আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললাম ঃ আমার জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়সের গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবূ বুরদা (রা) বলেন, দু'টি দোয়ার একটি ছিল আবূ আমির (রা)-এর জন্য আর অপরটি ছিলো আবূ মূসা (আশআরী) (রা)-এর জন্য।

٢٢٢٠. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِىْ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ قَالَهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ

২২২০. অনুচ্ছেদ ঃ তায়েফের যুদ্ধ। মূসা ইব্ন 'উকবা (রা)-এর মতে এ যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে

٣٩٨٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ (ص) وَعِنْدِىْ مُخَنَّثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ

اَرَاَيْتَ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ ، فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لاَ يَدْخُلَنَّ هٰؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بْنُ جُرَيْجٍ الْمُخَنَّثُ هِيْتٌ ـ

৩৯৮৮ হুমাইদী (র) .... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে নবী (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম, সে (হিজড়া ব্যক্তি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া (রা)-কে বলছে, হে আবদুল্লাহ্! কি বলো, আগামীকাল যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গায়লানের কন্যাকে অবশ্যই তুমি লুফে নেবে। কেননা সে (এতই স্থূলদেহ ও কোমল যে), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উম্মে সালামা (রা) বলেন] তখন নবী (সা) বললেন ঃ এদেরকে (হিজড়াদেরকে) তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে দিও না। ইব্‌ন উয়াইনা (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জুরায়জ (রা) বলেছেন, হিজড়া লোকটির নাম ছিলো হীত।

৩৯৮৯ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ ـ

৩৯৮৯ মাহমুদ (র) .... হিশাম (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এ হাদীসে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, সেদিন তিনি [নবী (সা)] তায়িফ অবরোধ করা অবস্থায় ছিলেন।

৩৯৯০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْاَعْمٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الطَّائِفَ ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ اِنَّا قَافِلُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ فَقَالَ اُغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَاَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَاَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ (ص) وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ * قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْخَبَرَ كُلَّهُ ـ

৩৯৯০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ অবরোধ করলেন। (এবং দীর্ঘ পনেরোরও অধিক দিন পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে গেলেন) কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মদীনার দিকে) ফিরে যাবো। কথাটি সাহাবীদের মনে ভারী অনুভূত হলো। তাঁরা বললেন, আমরা চলে যাবো, তায়েফ বিজয় করবো না? বর্ণনাকারী একবার কাফিলূন শব্দের স্থলে নাকফুলো (অর্থাৎ আমরা 'যুদ্ধবিহীন ফিরে যাবো') বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। তাঁরা (পরদিন) সকালে লড়াই করতে গেলেন, এতে তাঁদের অনেকেই আহত হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাবো। তখন সাহাবাদের কাছে কথাটি মনঃপূত হলো। এ অবস্থা দেখে নবী (সা) হেসে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান

(র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুচকি হাসি হেসেছেন। হুমায়দী (র) বলেন, সুফিয়ান আমাদিগকে এ হাদীসের পূর্ণ সূত্রটিতে 'খবর' শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ কোথাও 'আন' শব্দ প্রয়োগ করেন নি)।

٣٩٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا، وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاَبَا بَكْرَةَ، وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِىْ اُنَاسٍ، فَجَاءَ اِلَي النَّبِيِّ (ص) فَقَالاَ سَمِعْنَا النَّبِيُّ (ص) يَقُوْلُ مَنْ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَاَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَوْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَاَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ اَجَلْ، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَاَوَّلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَنَزَلَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الطَّائِفِ ـ

৩৯৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ উসমান [নাহ্‌দী (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাদীসটি শুনেছি সা'দ থেকে, যিনি আল্লাহ্‌র পথে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবূ বকর (রা) থেকেও শুনেছি যিনি (তায়েফ অবরোধকালে) সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনসহ তায়েফের পাঁচিলের উপর চড়ে নবী (সা)-এর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, আমরা নবী (সা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম। হিশাম (র) বলেন, মা'মার (র) আমাদের কাছে আসিম-আবুল আলিয়া (র) অথবা আবূ উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি সা'দ এবং আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি শুনেছি। আসিম (র) বলেন, আমি (আবুল আলিয়া অথবা আবূ 'উসমান) (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নিশ্চয় আপনাকে হাদীসটি এমন দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন যাঁদেরকে আপনি আপনার নিশ্চয়তার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তিনি উত্তরে বললেন, অবশ্যই, কেননা তাদের একজন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর অপর জন হলেন যিনি তায়েফের (নগরপাঁচিল টপকিয়ে) এসে নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎকারী তেইশ জনের একজন।

٣٩٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَتَى النَّبِيَّ (ص) اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اَلاَ تُنْجِزُلِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ، فَقَالَ لَهُ اَبْشِرْ، فَقَالَ قَدْ اَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ اَبْشِرْ، فَاَقْبَلَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَبِلاَلٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرٰى، فَاَقْبَلاَ اَنْتُمَا، قَالاَ قَبِلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ

فِيْهِ مَاءٌ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَّرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً ـ

৩৯৯২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বিলাল (রা)-সহ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন, আমি তাঁর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে নবী (সা)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথাটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি আবূ মূসা ও বিলাল (রা)-এর দিকে ফিরে সক্রোধে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি পানি ভরে একটি পাত্র আনতে বললেন। (পানি আনা হলো) তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুল্লি করলেন। তারপর [আবূ মূসা ও বিলাল (রা)-কে] বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে যথা নির্দেশ কাজ করলেন। এমন সময় উম্মে সালামা (রা) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু অবশিষ্ট রেখে দিও। অতএব তাঁরা এ থেকে অবশিষ্ট কিছু উম্মে সালামা (রা)-এর জন্য রেখে দিলেন।

٣٩٩٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُوْلُ لَيْتَنِىْ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، قَالَ فَبَيْنَا النَّبِىُّ (ص) بِالْجِعْرَانَةِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرَى فِىْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِىْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطِّيْبِ ، فَأَشَارَ عُمَرُ اِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَاِذَا النَّبِىُّ (ص) مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَالِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِىْ يَسْأَلُنِىْ عَنِ الْعُمْرَةِ أُنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِىَ بِهِ ، فَقَالَ أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِىْ بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ ، كَمَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ ـ

৩৯৯৩ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ালা (রা) (অনেক সময়) বলতেন যে, আহা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে যদি তাঁকে দেখতে পেতাম। ইয়া'লা (রা) বলেন, এরই মধ্যে একদা নবী (সা) জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর (মাথার) উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। আর সেখানে তাঁর সঙ্গে সাহাবীদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক বেদুঈন আসলো। তার গায়ে খুশবূ মাখানো ছিলো এবং পরনে ছিলো একটি জোব্বা। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ব্যক্তি

সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন যে গায়ে খুশবু মাখানোর পর জোব্বা পরিধান করা অবস্থায় উমরা আদায়ের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছে? [প্রশ্নকারীর জবাব দেয়ার পূর্বেই উমর (রা) দেখলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে] তাই উমর (রা) হাত দিয়ে ইশারা করে ইয়া'লা (রা)-কে আসতে বললেন। ইয়া'লা (রা) এলে উমর (রা) তাঁর মাথাটি (ছায়ার নিচে) ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি (ইয়া'লা) দেখতে পেলেন যে, নবী (সা)-এর চেহারা লাল বর্ণ হয়ে রয়েছে। আর ভিতরে শ্বাস দ্রুত যাতায়াত করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। তখন তিনি নবী (সা) বললেন, সে লোকটি কোথায়, কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে 'উমরার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। এরপর লোকটিকে খুঁজে আনা হলে তিনি বললেন ঃ তোমার গায়ে যে খুশবু রয়েছে তা তুমি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জোব্বাটি খুলে ফেল। তারপর হজ্জ আদায়ে যা কিছু করে থাক উমরাতেও সেগুলোই পালন কর।

٣٩٩٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِى النَّاسِ فِى الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا فَكَاَنَّهُمْ وَجَدُوْا اِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا اَصَابَ النَّاسَ وَكَاَنَّهُمْ وَجَدُوْا اِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا اَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَمْ اَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللّٰهُ بِىْ ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِيْنَ فَاَلَّفَكُمُ اللّٰهُ بِىْ ، وَعَالَةً فَاَغْنَاكُمُ اللّٰهُ بِىْ ، كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا ، قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ ، قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تُجِيْبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ ، قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، اَتَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ ، وَتَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِىِّ (ص) اِلٰى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ ، لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، اَلْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ -

৩৯৯৪ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের দিবসে আল্লাহ্ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই তিনি দেননি। ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তাঁরা তা পান নি। অথবা তিনি বলেছেন ঃ তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তারা তা পাননি। কাজেই নবী (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত পাইনি, যার পরে আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যার পর আল্লাহ্

আমার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে রিক্তহস্ত, যার পরে আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলতেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহ্সানকারী। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র রাসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে গেলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহ্সানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন (যেগুলোকে আমরা বিদূরিত করেছি এবং আপনাকে সাহায্য করেছি) কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহ্র নবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাক্তাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হলো (নববী) দেহসংযুক্ত গেঞ্জি আর অন্যান্য লোক হল উপরের জামা। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দীনের উপর টিকে থাকবে) অবশেষে তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

৩৯৯৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْاَنْصَارِ ، حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ (ص) مَا اَفَاءَ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ (ص) يُعْطِي رِجَالاً الْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ ، فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يُعْطِي قُرَيْشًا ، وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ اَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِمَقَالَتِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا قَامَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ ، فَقَالَ فُقَهَاءُ الْاَنْصَارِ اَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا ، وَاَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمْ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَاِنِّيْ اُعْطِي رِجَالاً حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ اَتَاَلَّفُهُمْ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَالِ ، وَيَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِيِّ (ص) اِلٰى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللّٰهِ لَمَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ رَضِيْنَا ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) سَتَجِدُوْنَ اُثْرَةً شَدِيْدَةً ، فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (ص) فَاِنِّيْ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ اَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوْا ـ

৩৯৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে হাওয়াযিন গোত্রের সম্পদ থেকে গনীমত হিসেবে যতটুকু দান করতে চেয়েছেন দান করলেন, তখন নবী (সা) কতিপয় লোককে এক একশ' করে উট দান করতে লাগলেন। (এ অবস্থা দেখে) আনসারদের কিছুসংখ্যক লোক বলে ফেললেন, আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। আনাস (রা) বলেন, তাঁদের এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বর্ণনা করা হলে তিনি আনসারদের কাছে সংবাদ পাঠালেন এবং তাদেরকে একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে জমায়েত করলেন। এবং তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেননি। এরপর তাঁরা সবাই জমায়েত হলে নবী (সা) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কাছ থেকে কি কথা আমার নিকট পৌঁছলো? আনসারদের বিজ্ঞ উলামাবৃন্দ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তো কিছু বলেনি, তবে আমাদের কতিপয় কমবয়সী লোকেরা বলেছে যে, আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারিগুলো থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। তখন নবী (সা) বললেন, আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে (গনীমতের মাল) দিচ্ছি যারা সবেমাত্র কুফ্র ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আর তা এ জন্যে যেন তাদের মনকে আমি ঈমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ফিরে যাবে ধন-সম্পদ নিয়ে আর তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে (আল্লাহ্র) নবীকে সঙ্গে নিয়ে? আল্লাহ্র কসম, তোমরা যে জিনিস নিয়ে ফিরে যাবে তা অনেক উত্তম ঐ ধন-সম্পদ অপেক্ষা, যা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা এতে সন্তুষ্ট থাকলাম। নবী (সা) তাদের বললেন, অচিরেই তোমরা (নিজেদের উপর) অন্যদের প্রাধান্য প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকবে। অতএব, আমার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা সবর করে থাকবে। আমি হাউজে কাউসারের নিকট থাকব। আনাস (রা) বলেন, কিন্তু তাঁরা (আনসাররা) সবর করেননি।

৩৯৯৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ (ص) غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ (ص) قَالُوْا بَلَى وَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ -

৩৯৯৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ...... আনাস (ইব্ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করে দিলেন। এতে আনসারগণ নাখোশ হয়ে গেলেন। তখন নবী (সা) বলেছেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন পার্থিব সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ফিরবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, অবশ্যই

(সন্তুষ্ট থাকবো)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি লোকজন কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করবো।

٣٩٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ اَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، اِلْتَقٰى هَوَازِنَ وَمَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشَرَةُ اٰلَافٍ وَالطُّلَقَاءُ فَاَدْبَرُوْا ، قَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ، قَالُوْا لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ، لَبَّيْكَ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ ، فَاَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ ، وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالُوْا فَدَعَاهُمْ فَاَدْخَلَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ ، فَقَالَ : اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ ، وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا ، وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا ، لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ۔

৩৯৯৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... আনাস (ইব্ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের দিন নবী (সা) হাওয়াযিন গোত্রের মুখোমুখি হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং (মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী) নও-মুসলিমগণ। যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এ মুহূর্তে তিনি [নবী (সা)] বললেন, ওহে আনসার সকল! তাঁরা জওয়াব দিলেন, আমরা হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত। (অবস্থা আরো তীব্র আকার ধারণ করলে) নবী (সা) তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন আর বলতে থাকলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিকরাই পরাজিত হলো। (যুদ্ধশেষে) তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গনীমতের সম্পূর্ণ সম্পদ) বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভিতর একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন তো বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা চলে যাবে আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে। এরপর নবী (সা) আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে গমন করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে গমন করে তা হলে আমি আমার জন্য আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করবো।

٣٩٩٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ (ص) نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ وَاِنِّيْ اَرَدْتُ اَنْ اُجِيْزَهُمْ وَاَتَاَلَّفَهُمْ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِلٰى بُيُوْتِكُمْ ، قَالُوْا بَلٰى ، قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ لَوْ شِعْبَ الْاَنْصَارِ۔

৩৯৯৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)

আনসারদের লোকজনকে জমায়েত করে বললেন, কুরাইশরা অতি সম্প্রতিকালের জাহিলিয়াত বর্জনকারী (নও-মুসলিম) এবং দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, অন্যান্য লোক পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে। তারা বললেন, অবশ্যই (সন্তুষ্ট থাকবো)। তিনি আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে যায়, তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথ অথবা তিনি বলেছেন, আনসারদের উপত্যকা দিয়েই অতিক্রম করে যাবো।

٣٩٩٩ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِىُّ (ص) قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ مَا اَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ (ص) فَاَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ . ثُمَّ قَالَ : رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ـ

৩৯৯৯ কাবীসা (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) হুনায়নের গনীমত বন্টন করে দিলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে ফেলল যে, এই বন্টনের ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নি। কথাটি শুনে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্, মূসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

٤٠٠٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِىُّ (ص) نَاسًا اَعْطَى الاَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَاَعْطٰى نَاسًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا اُرِيْدَ بِهٰذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللّٰهِ ، فَقُلْتُ لاُخْبِرَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ـ

৪০০০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের দিন নবী (সা) কোন কোন লোককে (গনীমতের মাল) বেশি বেশি করে দিয়েছিলেন। যেমন আকরা'কে একশ' উট দিয়েছিলেন। 'উয়ায়নাকে অনুরূপ (একশ' উট) দিয়েছিলেন। এভাবে আরো কয়েকজনকে দিয়েছেন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, এ বন্টন পদ্ধতিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখা হয়নি। (রাবী বলেন) আমি বললাম, অবশ্যই আমি নবী (সা)-কে এ কথা জানিয়ে দিব। এরপর [নবী (সা) কথাটি শুনে] বললেন, আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

٤٠٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشَرَةُ اٰلَافٍ مِنَ الطُّلَقَاءِ فَاَدْبَرُوْا عَنْهُ حَتّٰى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَائَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا اِلْتَفَتَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ، قَالُوْا لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ، قَالُوْا لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ ، وَهُوَ عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اِذَا كَانَتْ شَدِيْدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعٰى وَيُعْطَى الْغَنِيْمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ ، فَسَكَتُوْا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا ، وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) تَحُوْزُوْنَهُ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ ، قَالُوْا بَلٰى فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَاَخَذْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ ، قَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ وَاَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَاَيْنَ اَغِيْبُ عَنْهُ ـ

৪০০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়নের দিন হাওয়াযিন, গাতফান ইত্যাদি গোত্র নিজেদের গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী ও সন্তান-সন্ততিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে এলো। আর নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিল দশ হাজার তুলাকা[১] সৈনিক। যুদ্ধে তারা সবাই তাঁর পাশ থেকে পিছনে সরে গেল। ফলে তিনি একাকী রয়ে যান। সেই সংকট মুহূর্তে তিনি আলাদা আলাদাভাবে দু'টি ডাক দিয়েছিলেন, তিনি ডান দিক ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল। তাঁরা সবাই উত্তর করলেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আপনি সুসংবাদ নিন, আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। এরপর তিনি বাম দিকে ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল! তাঁরা সবাই উত্তরে বললেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সুসংবাদ নিন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। নবী (সা) তাঁর সাদা রঙের খচ্চরটির পিঠে ছিলেন। (অবস্থা আরো তীব্র হলে) তিনি নিচে নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিক দলই পরাজিত হলো। সে যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনীমত হস্তগত হলো। তিনি [নবী (সা)] সেসব সম্পদ মুহাজির এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে

১. 'তুলাকা' শব্দটি 'তালীক'-এর বহু বচন। এর অর্থ হলো মুক্তিপ্রাপ্ত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের কয়েকজন ব্যতীত অবশিষ্ট সবাইকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তুলাকা শব্দ দিয়ে সে সব ক্ষমাপ্রাপ্তদেরকে বুঝানো হয়েছে। হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা আলোচ্য হাদীসে দশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত দশ হাজার ছিলো আনসার ও মুহাজিরদের সৈনিক সংখ্যা। আর 'তুলাকা'দের সংখ্যা ছিলো এর এক-দশমাংশেরও অনেক কম। এ জন্য ইব্‌ন হাজার আসকালানী ও অন্যান্য হাদীসবিদদের মতানুসারে এখানে 'তুলাকা' শব্দের পূর্বে একটি 'ওয়া' হরফ উহ্য আছে। অর্থাৎ দশ হাজার আনসার ও মুহাজির এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজন।

দিলেন। আর আনসারদেরকে তার কিছুই দেননি। তখন আনসারদের (কেউ কেউ) বললেন, কঠিন মুহূর্ত আসলে আমাদেরকে ডাকা হয় আর গনীমত অন্যদেরকে দেওয়া হয়। কথাটি নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তাই তিনি তাদেরকে একটি তাঁবুতে জমায়েত করে বললেন, হে আনসারগণ! একি কথা আমার কাছে পৌঁছলো? তাঁরা চুপ করে থাকলেন। তিনি বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি খুশি থাকবে না যে, লোকজন দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা (বাড়ি) ফিরে যাবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে? তাঁরা বললেন ঃ অবশ্যই। তখন নবী (সা) বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করে নেবো। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হামযা (আনাস ইব্‌ন মালিক) আপনি কি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকতাম বা কখন? (যে আমি তখন সেখানে থাকবো না)।

٢٢٢١ . بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِىْ قِبَلَ نَجْدٍ

২২২১. অনুচ্ছেদ ঃ নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান

৪০০২ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اِثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا ، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، فَرَجَعْنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيْرًا ـ

৪০০২ আবূ নু'মান (র) ...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাজদের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমিও ছিলাম। (এ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের অংশে) আমাদের সবার ভাগে বারোটি করে উট পৌঁছল। উপরন্তু আমাদেরকে একটি করে উট বেশিও দেওয়া হলো। কাজেই আমরা সকলে তেরোটি করে উট নিয়ে ফিরে আসলাম।

٢٢٢٢. بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ (ص) خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى بَنِىْ جَذِيْمَةَ

২২২২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা) কর্তৃক খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে জাযিমার দিকে প্রেরণ

৪০০৩ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنِىْ نُعَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ (ص) خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى بَنِىْ جَذِيْمَةَ ، فَدَعَاهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَلَمْ يُحْسِنُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ صَبَانَا صَبَانَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَاْسِرُ وَدَفَعَ اِلَي كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ حَتَّى اِذَا كَانَ يَوْمٌ اَمَرَ خَالِدٌ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ ، فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقْتُلُ اَسِيْرِىْ ، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِىْ اَسِيْرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَذَكَرْنَاهُ لَهُ فَرَفَعَ النَّبِىُّ

(ص) يَدَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ-

৪০০৩ মাহমূদ (ইব্ন গায়লান) ও নুয়াঈম (র) ...... সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে বনী জাযিমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে পৌঁছে) খালিদ (রা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তারা দাওয়াত কবূল করেছিল) কিন্তু আমরা ইসলাম কবূল করলাম, এ কথাটি বুঝিয়ে বলতে পারছিলো না। তাই তারা বলতে লাগলো, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন। এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপর্দ করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমাদের সবাই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না। আর আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না (কারণ ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত)। অবশেষে আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। নবী (সা) তখন দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! খালিদ যা করেছে আমি তার দায় থেকে মুক্ত (আমি এর সাথে জড়িত নই)। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।

٢٢٢٣. بَابٌ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ ، وَيُقَالُ اِنَّهَا سَرِيَّةُ الْاَنْصَارِ

২২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা সাহমী এবং আলকামা ইব্ন মুজাযযিয মুদাল্লিজীর সৈন্যবাহিনী, যাকে আনসারদের সৈন্যবাহিনীও বলা হয়

٤٠٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعْدُ ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُطِيْعُوْهُ فَغَضِبَ قَالَ اَلَيْسَ اَمَرَكُمُ النَّبِيُّ (ص) اَنْ تُطِيْعُوْنِيْ ، قَالُوْا بَلٰى ، قَالَ فَاجْمَعُوْا لِيْ حَطَبًا فَجَمَعُوْا فَقَالَ اَوْقِدُوْا نَارًا فَاَوْقَدُوْهَا فَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَهَمُّوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُوْلُوْنَ فَرَرْنَا اِلَى النَّبِيِّ (ص) مِنَ النَّارِ ، فَمَا زَالُوْا حَتّٰى خَمِدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ-

৪০০৪ মুসাদ্দাদ (র) .... আলী (ইব্ন আবূ তালিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অভিযানে নবী (সা) একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এবং আনসারদের এক ব্যক্তিকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি তাদেরকে তাঁর (সেনাপতির) আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (পরে কোন কারণে) আমীর ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নবী (সা) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি?

তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করো। তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁরা আগুন লাগালেন। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা সকলে এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। (আদেশ মতো) তাঁরা ঝাঁপ দেয়ার সংকল্পও করে ফেললেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন, আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে গিয়ে নবী (সা)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। (অথচ এখানে সেই আগুনেই ঝাঁপ দেয়ারই আদেশ) এভাবে জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে আগুন নিভে গেলো এবং তার ক্রোধও থেমে গেলো। এরপর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে ঝাঁপ দিত তা হলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আর এ আগুন থেকে বের হতে পারতো না। কেননা আনুগত্য কেবল সৎ কাজের।

٢٢٢٤. بَابُ بَعْثُ اَبِىْ مُوْسٰى وَمُعَاذٍ اِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং মু'আয [ইব্‌ন জাবল (রা)]-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

٤٠٠٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَبَا مُوْسٰى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى مِخْلاَفٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلاَفَانِ ، ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَتُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلٰى عَمَلِهِ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِذَا سَارَ فِيْ اَرْضِهِ كَانَ قَرِيْبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ ، فِيْ اَرْضِهِ قَرِيْبًا مِنْ صَاحِبِهِ اَبِىْ مُوْسٰى ، فَجَاءَ يَسِيْرُ عَلٰى بَغْلَتِهِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْهِ ، وَاِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ اِلٰى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَيُّمَ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ قَالَ لاَاَنْزِلُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَالَ اِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لِذٰلِكَ ، فَانْزِلْ قَالَ مَا اَنْزِلُ حَتّٰى يُقْتَلَ فَاَمَرَبِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ؟ قَالَ اَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا ، قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ اَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ اَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَاَقُوْمُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِىْ مِنَ النَّوْمِ فَاَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لِىْ فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِىْ كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِىْ -

৪০০৫ মূসা (রা) .... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আবূ মূসা এবং মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালে ইয়ামানে দু'টি প্রদেশ ছিলো। তিনি তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে বলে দিলেন, তোমরা (এলাকাবাসীদের সাথে) কোমল আচরণ করবে, কঠিন আচরণ করবে না। এলাকাবাসীদের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে, অনীহা সৃষ্টি হতে দেবে না। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজ নিজ শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আবূ বুরদা (রা) বললেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ এলাকায় সফর করতেন এবং অন্যজনের কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে যেতেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের সালাম বিনিময় করতেন। এভাবে

মু'আয (রা) একবার তাঁর এলাকায় এমন স্থানে সফর করছিলেন, যে স্থানটি তাঁর সাথী আবূ মূসা (রা)-এর এলাকার নিকটবর্তী ছিল। সুযোগ পেয়ে তিনি খচ্চরের পিঠে চড়ে (আবূ মূসার এলাকায়) পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে আবূ মুসা (রা) বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। আরো দেখলেন, পাশে এক লোককে তার গলার সাথে উভয় হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মু'আয (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স (আবূ মূসা)। এ লোকটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করবো না। আবূ মূসা (রা) বললেন, এ উদ্দেশ্যেই তাকে এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং আপনি অবতরণ করুন। তিনি বললেন, না তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামবো না। ফলে আবূ মূসা (রা) হুকুম করলেন এবং লোকটিকে হত্যা করা হলো। এরপর মু'আয (রা) অবতরণ করলেন। মু'আয (রা) বললেন, ওহে 'আবদুল্লাহ্! আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি (রাত-দিনের সব সময়ই) কিছুক্ষণ পরপর কিছু অংশ করে তিলাওয়াত করে থাকি। তিনি বললেন, আর আপনি কিভাবে তিলাওয়াত করেন, হে মু'আয? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়ার পর আমি উঠে পড়ি। এরপর আল্লাহ্ আমাকে যতটুকু তাওফীক দান করেন তিলাওয়াত করতে থাকি। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি আমার নিদ্রার অংশকেও সাওয়াবের বিষয় বলে মনে করি, যেভাবে আমি আমার তিলাওয়াতকে সাওয়াবের বিষয় বলে মনে করে থাকি।

٤٠٠٦ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى (ص) بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَسَالَهُ عَنْ اَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ وَمَا هِىَ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِاَبِى بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيْذُ الشَّعِيْرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ ـ

৪০০৬ ইসহাক (র) ...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁকে (আবূ মূসাকে গভর্নর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। তখন তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কতিপয় শরাব সম্পর্কে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ঐগুলো কি কি? আবূ মূসা (রা) বললেন, তা হল বিত্উ ও মিয্র শরাব। বর্ণনাকারী সাঈদ (র) বলেন, (কথার ফাঁকে) আমি আবূ বুরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিত্উ কি? তিনি বললেন, বিত্উ হলো মধু থেকে গ্যাজানো রস আর মিয্র হলো যবের গ্যাজানো রস। (সাঈদ বলেন) তখন নবী (সা) বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বস্তুই হারাম। হাদীসটি জারীর এবং আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী (র)-এর মাধ্যমে আবূ বুরদা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) جَدَّهُ اَبَا مُوْسٰى وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَاتُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا ، فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يَا نَبِىَّ

اللّٰهِ اِنَّ اَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيْرِ الْمِزْرُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْعُ ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا ، فَقَالَ مُعَاذٌ لِاَبِىْ مُوْسٰى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ؟ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلٰى رَاحِلَتِهِ ، وَاَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا ، قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَنَامُ وَاَقُوْمُ ، فَاَحْتَسِبُ نَوْمَتِىْ ، كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِىْ ، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ، فَزَارَ مُعَاذٌ اَبَا مُوْسٰى ، فَاِذَا رَجُلٌ مُوْثَقٌ ، فَقَالَ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى: يَهُوْدِىٌّ اَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ ، فَقَالَ مُعَاذٌ لَاَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ الْعَقَدِىُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ وَكِيْعٌ وَالنَّضْرُ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ (ص) رَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ -

৪০০৭ মুসলিম (র) .... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার দাদা আবূ মূসা ও মু'আয (রা)-কে নবী (সা) (গভর্নর হিসেবে) ইয়ামানে পাঠালেন। এ সময় তিনি (উপদেশস্বরূপ) বলে দিয়েছিলেন, তোমরা লোকজনের সাথে কোমল আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা আসতে দিবে না এবং একে অপরকে মেনে চলবে। আবূ মূসা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের এলাকায় মিয্‌র নামের এক প্রকার শরাব যব থেকে তৈরি করা হয় আর বিত্‌উ নামের এক প্রকার শরাব মধু থেকে তৈরি করা হয় (অতএব এগুলোর হুকুম কি?)। নবী (সা) বললেন, নেশা উৎপাদনকারী সকল বস্তুই হারাম। এরপর দু'জনেই চলে গেলেন। মু'আয আবূ মূসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি উত্তর দিলেন, দাঁড়িয়ে, বসে, সাওয়ারীর পিঠে সাওয়ার অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তিলাওয়াত করি। তিনি বললেন, তবে আমি রাতের প্রথমদিকে ঘুমিয়ে পড়ি তারপর (শেষ ভাগে তিলাওয়াতের জন্য নামাযে) দাঁড়িয়ে যাই। এ রকমে আমি আমার নিদ্রার সময়কেও সাওয়াবের অন্তর্ভুক্ত মনে করি যেভাবে আমি আমার নামাযে দাঁড়ানোকে সাওয়াবের বিষয় মনে করে থাকি। এরপর (প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাসন এলাকায় কার্যপরিচালনার জন্য) তাঁবু খাটালেন। এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ বজায় রেখে চললেন। (সে মতে এক সময়) মু'আয (রা) আবূ মূসা (রা)-এর সাক্ষাতে এসে দেখলেন, সেখানে এক ব্যক্তি হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? আবূ মূসা (রা) বললেন, লোকটি ইহুদী ছিলো, ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেবো। শু'বা (ইবনুল হাজ্জাজ) থেকে আফাদী এবং ওয়াহাব অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর ওকী (র) নযর ও আবূ দাউদ (র) এ হাদীসের সনদে শুবা (র)—সাঈদ-সাঈদের পিতা-সাঈদের দাদা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জারীর ইব্‌ন আবদুল হামীদ (র) শায়বানী (র)-এর মাধ্যমে আবূ বুরদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠٨ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَائِذٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلٰى اَرْضِ قَوْمِي فَجِئْتُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مُنِيْخٌ بِا لاَبْطَحِ ، فَقَالَ اَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ قُلْتُ : لَبَّيْكَ اِهْلاَلاً كَاِهْلاَلِكَ ، قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟ قُلْتُ لَمْ اَسُقْ ، قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ ، فَفَعَلْتُ حَتّٰى مَشَطَتْ لِيْ اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِيْ قَيْسٍ وَمَكُثْنَا بِذٰلِكَ حَتّٰى اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ ـ

৪০০৮ আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে আমার গোত্রের এলাকায় (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠালেন। (আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর বিদায় হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করার জন্য আসলাম) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করার সময় আমি তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাইস, তুমি ইহ্রাম বেঁধেছ কি? আমি বললাম, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, (তালবিয়া) কিরূপে বলেছিলে? আমি উত্তর দিলাম, আমি তালবিয়া এরূপ বলেছি যে, হে আল্লাহ্! আমি হাযির হয়েছি এবং আপনার [নবী (সা)-এর] ইহ্রামের মতো ইহ্রাম বাঁধলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কি তোমার সঙ্গে কুরবানীর পশু এনেছ? আমি জবাব দিলাম, আনিনি। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করো এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী আদায় করো, তারপর হালাল হয়ে যাও। আমি সে রকমই করলাম। এমন কি বনী কাইসের জনৈক মহিলা আমার চুল পর্যন্ত আঁচড়িয়ে দিয়েছিলো। আমি উমর (ইবন খাত্তাব) (রা)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত এ রকম আমলকেই অব্যাহত রেখেছি।

٤٠٠٩ حَدَّثَنِيْ حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَاْتِيْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَاِنْهُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَاِنْهُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ، فَاِنْ هُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ، فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ، فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَاَطَاعَتْ لُغَةٌ طِعْتُ وَطُعْتُ وَاَطَعْتُ ـ

৪০০৯ হিব্বান (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'আয ইব্ন জাবালকে (গভর্নর বানিয়ে) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন, অচিরেই তুমি আহ্লে কিতাবদের এক গোত্রের কাছে যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ দাওয়াত দেবে

তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, এরপর তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের (মুসলমানদের) সম্পদশালীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে (তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করার সময়) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে, কেননা মজলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহ্র মাঝখানে কোন পর্দার আড়াল থাকে না। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, طَاعَتْ ، طَوْعَتْ এবং اَطَاعَتْ সমার্থবোধক শব্দ, طَعْتُ ، طُعْتُ এবং اَطَعْتُ -এর অর্থ একই।

٤٠١٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ اَنَّ مُعَاذًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلّٰى بِهِمِ الصُّبْحَ ، فَقَرَاَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ اُمِّ اِبْرَاهِيْمَ ، زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ (ص) بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ ، فَقَرَاَ مُعَاذٌ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا قَالَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ، قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ اُمِّ اِبْرَاهِيْمَ ـ

৪০১০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).......আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয (ইব্ন জাবাল) (রা) ইয়ামানে পৌঁছার পর লোকজনকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করতে গিয়ে তিনি وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً (অর্থাৎ আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধু বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন কাওমের এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মু'আয (ইব্ন মু'আয বাসরী), শু'বা-হাবীব-সাঈদ (র)-আমর (রা) থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) মু'আয (ইব্ন জাবাল) (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। (সেখানে পৌঁছে) মু'আয (রা) ফজরের নামাযে সূরা নিসা তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি (তিলাওয়াত করতে করতে) وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً পাঠ করলেন তখন তাঁর পেছন থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

٢٢٢٥. بَابٌ بَعْثُ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২২৫. অনুচ্ছেদ : হাজ্জাতুল বিদা-এর পূর্বে 'আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ

٤٠١١ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ أَبِيْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ ، قَالَ فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ ـ

৪০১১ আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সঙ্গে ইয়ামানে পাঠালেন। বারা (রা) বলেন, তারপর কিছু দিন পরেই তিনি খালিদ (রা)-এর স্থলে আলী (রা)-কে পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন যে, খালিদ (রা)-এর সাথীদেরকে বলবে, তাদের মধ্যে যে তোমার সাথে (ইয়ামানের দিকে) যেতে ইচ্ছা করে সে যেন তোমার সাথে চলে যায়, আর যে (মদীনায়) ফিরে যেতে চায় সে যেন ফিরে যায়। (রাবী বলেন) তখন আমি আলী (রা)-এর সাথে ইয়ামানগামীদের মধ্যে থাকতাম। ফলে আমি গনীমত হিসেবে অনেক পরিমাণ আওকিয়া লাভ করলাম।

٤٠١٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيًّا اِلَى خَالِدٍ ، لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا، وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَلَا تَرَى اِلَى هٰذَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৪০১২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসার জন্য খালিদ (রা)-এর কাছে পাঠালেন। (রাবী বুরায়দা বলেন, কোন কারণে) আমি আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ ছিলাম, আর তিনি গোসলও করেছেন। (রাবী বলেন) তাই আমি খালিদ (রা)-কে বললাম, আপনি কি তার দিকে দেখছেন না? এরপর আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলে আমি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, হে বুরায়দা! তুমি কি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি উত্তর করলাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার উপর অসন্তুষ্ট থেকো না। কারণ খুমসের ভিতরে তার প্রাপ্য অধিকার এ অপেক্ষাও বেশি রয়েছে।[১]

٤٠١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي

১. বুরায়দা (রা) আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল : তিনি দেখেছেন যে, আলী কয়েদীদের মধ্য থেকে একজন বাঁদীকে নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। এবং আলীর শেষ রাতের গোসল এবং বাঁদীর চুল থেকে পানির ফোঁটা টপকানো দেখে তিনি উভয়ের একত্রে রাত্রি যাপনেরও সন্দেহ করলেন। অথচ এখনো নবী (সা) সেই গনীমত মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেননি। পরে বিষয়টি রাসূল (সা)-কে জানানো হলে তিনি বুরায়দাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আলীকে গনীমত বন্টন করে দেয়ার হুকুমও দেয়া হয়েছিল।

نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِيْ اَدِيْمٍ مَقْرُوْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَاَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَ زَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ اِمَّا عَلْقَمَةُ وَاِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقُّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلاَءِ ، قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ اَلاَ تَأْمَنُوْنِيْ وَاَنَا اَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِيْنِيْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ ، كَثُّ اللِّحْيَةِ ، مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الْاِزَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ ، قَالَ وَيْلَكَ اَوَ لَسْتُ اَحَقَّ اَهْلِ الْاَرْضِ اَنْ يَتَّقِيَ اللّٰهَ ، قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ لاَ ، لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ ، فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِيْ قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنِّيْ لَمْ اُوْمَرْ اَنْ اَنْقُبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلاَ اَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ ، قَالَ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ رَطْبًا ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَاَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ ـ

৪০১৩ কুতায়বা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সিল্ম বৃক্ষের পাতা দ্বারা পরিশোধিত এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে সামান্য কিছু তাজা স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত খনিজ মাটিও পরিষ্কার করা হয়নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (সা) চার ব্যক্তির মধ্যে স্বর্ণখণ্ডটি বন্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়ায়না ইব্ন বাদর, আকরা ইবন হারিস, যায়দ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামা কিংবা আমির ইব্ন তুফাইল (রা)। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এ স্বর্ণের ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি নবী (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই নবী (সা) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমান অধিবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালধারী, তার দাড়ি ছিল অতিশয় ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গী ছিল উপরের দিকে উঠান। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্কে ভয় করুন। নবী (সা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহ্কে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হকদার নই? আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, লোকটি (এ কথা বলে) চলে যেতে লাগলে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : না, হতে পারে সে নামায আদায় করে। (বাহ্যত মুসলমান)। খালিদ (রা) বললেন, অনেক নামায আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন

কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহ্র বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিক্ষেপকৃত জন্তুর দেহ থেকে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে হাতে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সামূদ জাতির মত হত্যা করে দেবো।

٤٠١٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ اَمَرَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيًّا اَنْ يُقِيْمَ عَلَى اِحْرَامِهِ ، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) بِمَ اَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَاَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ قَالَ وَاَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا ـ

৪০১৪ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে তাঁর কৃত ইহ্রামের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন বকর ইব্ন জুরায়জ—আতা (র)—জাবির (রা) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেছেন ঃ আলী ইব্ন আবূ তালিব (ইয়ামানে ছিলেন এরপর তিনি তাঁর) আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মক্কায়) আসলেন। তখন নবী (সা) তাকে বললেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? তিনি উত্তর করলেন, নবী যেটির ইহ্রাম বেঁধেছেন (আমিও সেটির ইহ্রাম বেঁধেছি)। নবী (সা) বললেন, তা হলে তুমি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং এখন যেভাবে আছ সেভাবে ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। বর্ণনাকারী [জাবির (রা)] বলেন, সে সময় আলী (রা) নবী (সা)-এর জন্য কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন।

٤٠١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ حَدَّثَنَا بَكْرٌ اَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ (ص) بِالْحَجِّ وَاَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) بِمَ اَهْلَلْتَ فَاِنَّ مَعَنَا اَهْلَكَ قَالَ اَهْلَلْتُ بِمَ اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَاَمْسِكْ فَاِنَّ مَعَنَا هَدْيًا ـ

৪০১৫ মুসাদ্দাদ (র) .... বকর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হল, আনাস (রা) লোকদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) হজ্জ এবং উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। তখন ইব্ন উমর (রা) বললেন, নবী (সা) হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছেন, তাঁর সাথে

আমরাও হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধি। যখন আমরা মক্কায় উপনীত হই তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন তার হজ্জের ইহ্‌রাম উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করে ফেলে। অবশ্য নবী (সা)-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। এরপর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হজ্জের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে আসলেন। নবী (সা) (তাঁকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ ? কারণ আমাদের সাথে তোমার স্ত্রী (ফাতিমা) রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, নবী (সা) যেটির ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহ্‌রাম বেঁধেছি। নবী (সা) বললেন, তাহলে এ অবস্থায়ই থাক, কারণ আমাদের কাছে কুরবানীর জন্তু আছে।

٢٢٢٦. بَابُ غَزْوَةِ ذِى الْخَلَصَةِ

২২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুল খালাসার যুদ্ধ

٤٠١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ (ص) اَلاَ تُرِيْحُنِى مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ فَنَفَرْتُ فِى مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ (ص) فَاَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلاَحْمَسَ ـ

৪০১৬ মুসাদ্দাদ (র) .... জারীর (ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে একটি (নকল তীর্থ) ঘর ছিল যাকে 'যুল খালাসা', ইয়ামানী কা'বা এবং সিরীয় কা'বা বলা হত। নবী (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার পেরেশানী থেকে আমাকে স্বস্তি দেবে না? এ কথা শুনে আমি একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ছুটে চললাম। আর এ ঘরটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিলাম এবং সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদের হত্যা করে ফেললাম। তারপর নবী (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালে তিনি আমাদের জন্য এবং (আমাদের গোত্র) আহমাসের জন্য দোয়া করলেন।

٤٠١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِىْ جَرِيْرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِى النَّبِىُّ (ص) اَلاَ تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ بَيْتًا فِىْ خَثْعَمَ ، يُسَمَّى الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ ، فَانْطَلَقْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهِ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ، فَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ ، قَالَ فَبَارَكَ فِىْ خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ـ

৪০১৭ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র) .... কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জারীর (রা) আমাকে

বলেছেন যে, নবী (সা) তাঁকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দেবে না? যুল খালাসা ছিল খাসআম গোত্রের একটি (বানোয়াট তীর্থ) ঘর, যাকে বলা হত ইয়ামনী কা'বা। এ কথা শুনে আমি আহ্মাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চললাম। তাঁদের সকলেই অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী ছিল। আর আমি তখন ঘোড়ার পিঠে শক্তভাবে বসতে পারছিলাম না। কাজেই নবী (সা) আমার বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকের উপর তার আঙ্গুলগুলোর ছাপ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। (এ অবস্থায়) তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! একে (ঘোড়ার পিঠে) শক্তভাবে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েত দানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। এরপর জারীর (রা) সেখানে গেলেন এবং ঘরটি ভেঙ্গে দিয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি [জারীর (রা)] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে দূত পাঠালেন। তখন জারীরের দূত [রাসূল (সা)-কে] বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি ঘরটিকে খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত কাল উটের মত রেখে আপনার কাছে এসেছি। রাবী বলেন, তখন নবী (সা) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

৪০১৮ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، فَقُلْتُ بَلٰى ، فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَضَرَبَ يَدَهُ عَلٰى صَدْرِيْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ يَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِيْ بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيْلَةَ فِيْهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ قَالَ فَاَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ، قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيْرٌ الْيَمَنَ ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْاَزْلاَمِ ، فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) هَاهُنَا ، فَاِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ ، قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا اِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيْرٌ ، فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَوْ لاَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ ، قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيْرٌ رَجُلاً مِنْ اَحْمَسَ يُكَنّٰى اَبَا اَرْطَاةَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) يُبَشِّرُهُ بِذٰلِكَ فَلَمَّا اَتَى النَّبِيَّ (ص) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ النَّبِيُّ (ص) عَلٰى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ـ

৪০১৮ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসার পেরেশানী থেকে স্বস্তি দেবে না? আমি বললাম ঃ অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের) আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অশ্ব পরিচালনায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি তখনো ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম

না। তাই ব্যাপারটি নবী (সা)-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্! একে স্থির হয়ে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েতদানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। জারীর (রা) বলেন ঃ এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তিনি আরো বলেছেন যে, যুল খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি (তীর্থ) ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি স্থাপিত ছিল। লোকেরা এগুলোর পূজা করত এবং এ ঘরটিকে বলা হত কা'বা। রাবী বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর এর ভিটামাটিও চুরমার করে দিলেন। রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর (রা) ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করত; তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনি যদি তোমাকে পাকড়াও করার সুযোগ পান তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী বলেন, এরপর একদা সে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই মুহূর্তে জারীর (রা) সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ কথার) সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর (রা) আবূ আরতাত নামক আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী (সা)-এর খেদমতে পাঠালেন খোশখবরী শোনানোর জন্য। লোকটি নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে ঠিক খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের মত কালো করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে নবী (সা) আহমাস গোত্রে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের সার্বিক কল্যাণ ও বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

٢٢٢٧. بَابُ غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَهِيَ غَزْوَةُ لَخْمٍ وَجُذَامٍ قَالَهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عُرْوَةَ هِيَ بِلَادُ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ وَبَنِي الْقَيْنِ

২২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ। ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র)-এর মতে এটি লাখম ও জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ। ইব্‌নে ইসহাক (র) ইয়াযীদ (র)-এর মাধ্যমে উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাতুস সালাসিল হল বালী, উযরা এবং বনিল কায়ন গোত্রসমূহের স্থাপিত শহর

٤٠١٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلٰى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ ، قَالَ اَبُوْهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالاً فَسَكَتُّ مَخَافَةَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ فِيْ اٰخِرِهِمْ-

৪০১৯ ইসহাক (র) ..... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইবনুল আস (রা)-

কে (সেনাপতি নিযুক্ত করে) যাতুস সালাসিল বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন। আমর ইবনুল আস বলেন ঃ (যুদ্ধ শেষ করে) আমি নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে কোন্ লোকটি অধিকতর প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা (রা)। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার (আয়েশার) পিতা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমর (রা)। এভাবে তিনি (আমার প্রশ্নের জবাবে) একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম বললেন। আমি চুপ হয়ে গেলাম এ আশংকায় যে, আমাকে না তিনি সকলের শেষে স্থাপন করে বসেন।

٢٢٢٨. بَابُ ذِهَابُ جَرِيْرٍ اِلَى الْيَمَنِ

২২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ জারীর (রা)-এর ইয়ামান গমন

٤٠٢٠ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلاَعٍ وَذَا عَمْرٍو فَجَعَلْتُ اُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ لَهُ ذُوْ عَمْرٍو وَلَئِنْ كَانَ الَّذِىْ تَذْكُرُ مِنْ اَمْرِ صَاحِبِكَ ، لَقَدْ مَرَّ عَلٰى اَجَلِهِ مُنْذُ ثَلاَثٍ ، وَاَقْبَلاَ مَعِىْ حَتّٰى اِذَا كُنَّا فِىْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِيْنَةِ فَسَاَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوْا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ وَالنَّاسُ صَالِحُوْنَ ، فَقَالاَ اَخْبِرْ صَاحِبَكَ اِنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُوْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، وَرَجَعَا اِلَى الْيَمَنِ ، فَاَخْبَرْتُ اَبَا بَكْرٍ بِحَدِيْثِهِمْ ، قَالَ اَفَلاَ جِئْتَ بِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِىْ ذُوْ عَمْرٍو يَا جَرِيْرُ اِنَّ بِكَ عَلَىَّ كَرَامَةً ، وَاِنِّىْ مُخْبِرُكَ خَبَرًا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ اِذَا هَلَكَ اَمِيْرٌ تَاَمَّرْتُمْ فِىْ آخَرَ ، فَاِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ ، كَانُوْا مُلُوْكًا ، يَغْضَبُوْنَ غَضَبَ الْمُلُوْكِ ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوْكِ۔

৪০২০ আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ শায়বা আবসী (র) ...... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম। এ সময়ে একদা যুকালা ও যু'আমর নামে ইয়ামানের দু' ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস শোনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) এমন সময়ে যু'আমর রাবী জারীর (রা)-কে বললেন, তুমি যা বর্ণনা করছ তা যদি তোমার সাথীরই [নবী (সা)-এর] কথা হয়ে থাকে তা হলে মনে রেখো যে, তিন দিন আগে তিনি ইন্তিকাল করে গেছেন। (জারীর বলেন, কথাটি শুনে আমি মদীনা অভিমুখে ছুটলাম) তারা দু'জনেও আমার সাথে সম্মুখের দিকে চললেন। অবশেষে আমরা একটি রাস্তার ধারে পৌঁছলে মদীনার দিক থেকে আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেছে। মুসলমানদের সম্মতিক্রমে আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জন (আমাকে) বলল,

(তুমি মদীনায় পৌঁছলে) তোমার সাথী (আবূ বকর) (রা)-কে বলবে যে, আমরা কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিলাম। সম্ভবত আবার আসব ইনশাআল্লাহ্, এ কথা বলে তারা দু'জনে ইয়ামানের দিকে ফিরে গেল। এরপর আমি আবূ বকর (রা)-কে তাদের কথা জানালাম। তিনি (আমাকে) বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না কেন? পরে আরেক সময় (যু'আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলে) তিনি আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি আমার চেয়ে অধিক সম্মানী। তবুও আমি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীর মারা গেলে অপরজনকে (পরামর্শের মাধ্যমে) আমীর বানিয়ে নেবে। আর তা যদি তরবারির জোরে ফায়সালা হয় তা হলে তোমাদের আমীরগণ (জাগতিক) অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতোই হয়ে যাবে। তারা রাজাসুলভ ক্রোধ, রাজাসুলভ সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (খলীফা ও খিলাফত আর অবশিষ্ট থাকবে না)

٢٢٢٩. بَابُ غَزْوَةُ سِيفِ الْبَحْرِ وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَأَمِيرُهُمْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ

২২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সীফুল বাহরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ কুরাইশের একটি কাফেলার প্রতীক্ষায় ছিল এবং তাঁদের সেনাপতি ছিলেন আবূ উবায়দা (রা)

٤٠٢٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ ، فَخَرَجْنَا فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِىَ الزَّادُ فَامَرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَىْ تَمْرٍ فَكَانَ يَقُوْتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلٌ قَلِيْلٌ حَتّٰى فَنِىَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيْبُنَا اِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ مَا تُغْنِىْ عَنْكُمْ تَمْرَةٌ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا اِلَى الْبَحْرِ ، فَاِذَا حُوْتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَاَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ اَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ اَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ اَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا ـ

৪০২১ ইসমাঈল (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমুদ্র সৈকতের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ'। (তন্মধ্যে আমিও ছিলাম) আমরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এক রাস্তা দিয়ে পথ চলছিলাম, তখন আমাদের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল, তাই আবূ উবায়দা (রা) আদেশ দিলেন সমগ্র সেনাদলের অবশিষ্ট পাথেয় একত্রিত করতে। অতএব সব একত্রিত করা হল। দেখা গেল মাত্র দু'থলে খেজুর রয়েছে। এরপর তিনি অল্প অল্প করে আমাদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতে লাগলেন। পরিশেষে তাও শেষ হয়ে গেল এবং কেবল তখন একটি মাত্র খেজুর

আমাদের মিলত। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি জাবির (রা)-কে বললাম, একটি করে খেজুর খেয়ে আপনাদের কতটুকু ক্ষুধা নিবারণ হত? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, একটি খেজুর পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেলে আমরা একটির কদরও অনুভব করতে লাগলাম। এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তখন আমরা পাহাড়ের মত বড় একটি মাছ পেয়ে গেলাম। সমগ্র বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত তা খেল। তারপর আবূ উবায়দা (রা) মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় আনতে হুকুম দিলেন। (দু'টি হাড় আনা হলে) সেগুলো দাঁড় করান হল। এরপর তিনি একটি সাওয়ারী তৈয়ার করতে বললেন। সাওয়ারী তৈয়ার হল এবং হাড় দু'টির নিচে দিয়ে সাওয়ারীটি অতিক্রম করান হল। কিন্তু হাড় দু'টিতে কোন স্পর্শ লাগল না।

٤٠٢٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِىْ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ص) ثَلاَثَمِائَةِ رَاكِبٍ اَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ فَاَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَاَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى اَكَلْنَا الْخَبَطَ ، فَسُمِّىَ ذٰلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ ، فَاَلْقٰى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ ، فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتّٰى ثَابَتْ اِلَيْنَا اَجْسَامُنَا فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ اَعْضَائِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ اِلٰى اَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنْ اَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ وَاَخَذَ رَجُلاً وَبَعِيْرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرٌ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ وَكَانَ عَمْرٌو يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ صَالِحٍ اَنَّ قَيْسَ ابْنَ سَعْدٍ قَالَ لِاَبِيْهِ كُنْتُ فِى الْجَيْشِ فَجَاعُوْا ، قَالَ انْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوْا قَالَ انْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوْا ، قَالَ انْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوْا ، قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهِيْتُ۔

৪০২২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের তিনশ' সাওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশের একটি কাফেলার উপর সুযোগমত আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে অবস্থান করলাম। (ইতিমধ্যে রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল) আমরা ভীষণ ক্ষুধার শিকার হয়ে গেলাম। অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণায় গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে থাকলাম। এ জন্যই এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে জায়শুল খাবাত অর্থাৎ পাতাওয়ালা সেনাদল। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা থেকে খেলাম। এর চর্বি শরীরে লাগালাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। এরপর আবূ উবায়দা (রা) আম্বরটির শরীর থেকে একটি পাঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথীদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন। সুফয়ান (রা) আরেক বর্ণনায় বলেছেন, আবূ উবায়দা (রা)

আম্বরটির পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন। এবং (ঐ) লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে অতিক্রম করালেন। জাবির (রা) বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবেহ্ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ্ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন। এরপর আবূ উবায়দা (রা) তাকে (উট যবেহ্ করতে) নিষেধ করলেন। আমর ইব্ন দীনার (রা) বলতেন, আবূ সালিহ (র) আমাদের জানিয়েছেন যে, কায়স ইব্ন সা'দ (রা) (অভিযান থেকে ফিরে এসে) তাঁর পিতার কাছে বর্ণনা করছিলেন যে, সেনাদলে আমিও ছিলাম, এক সময়ে সমগ্র সেনাদল ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, (কথাটি শোনামাত্র কায়সের পিতা) সা'দ বললেন, এমতাবস্থায় তুমি উট যবেহ্ করে দিতে। কায়স বললেন, (হ্যাঁ) আমি উট যবেহ্ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেল। এবারো তার পিতা বললেন, তুমি যবেহ্ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ্ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ বললেন, এবারো উট যবেহ্ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ্ করেছি। তিনি বললেন, এরপরও আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ (রা) বললেন, উট যবেহ করতে। তখন কায়স ইব্ন সা'দ (রা) বললেন, এবার আমাকে (যবেহ করতে) নিষেধ করা হয়েছে।

٤٠٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَوْلُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَاُمِّرَ عَلَيْنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا ، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ ، فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ ، قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ كُلُوْا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ (ص) فَقَالَ كُلُوْا رِزْقًا اَخْرَجَهُ اللّٰهُ اَطْعِمُوْنَا اِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَاَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَاَكَلَهُ ـ

৪০২৩ মুসাদ্দাদ (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জায়শূল খাবাতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর আবূ উবায়দা (রা)-কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পথে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামের একটি মরা মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দিল। এত বড় মাছ আমরা আর কখনো দেখিনি। এরপর মাছটি থেকে আমরা অর্ধ মাস আহার করলাম। একবার আবূ উবায়দা (রা) মাছটির একটি হাড় তুলে ধরলেন আর সাওয়ারীর পিঠে চড়ে একজন হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করল (হাড়ে স্পর্শও লাগেনি)। (ইব্ন জুরায়জ বলেন) আবূ যুবায়র (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির (রা) থেকে শুনেছেন, জাবির (রা) বলেন ঃ ঐ সময় আবূ উবায়দা (রা) বললেন ঃ তোমরা মাছটি আহার কর। এরপর আমরা মদীনা ফিরে আসলে নবী (সা)-কে বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, খাও। এটি তোমাদের জন্য রিয্ক, আল্লাহ্ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরকেও স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। একজন মাছটির কিছু অংশ নবী (সা)-কে এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

٢٢٣٠. بَابُ حَجِّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِيْ سَنَةِ تِسْعٍ

২২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ হিজরতের নবম বছর লোকজনসহ আবূ বকর (রা)-এর হজ্জ পালন

٤٠٢٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ (ص) قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ۔

৪০২৪ সুলায়মান ইব্ন দাউদ আবূ রাবী' (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী যে হজ্জ অনুষ্ঠানে নবী (সা) আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করেছিলেন সেই হজ্জের সময় আবূ বকর (রা) তাঁকে [আবূ হুরায়রা (রা)-কে] একটি ছোট দলসহ লোকজনের মধ্যে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করতে পারবে না।

٤٠٢٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُوْرَةُ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ۔

৪০২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র) .....বারা (ইব্ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল সূরা বারাআত। আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তি রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল সূরা নিসার এ আয়াত ঃ ইয়াসতাফতূনাকা কুলিল্লাহু ইয়ুফ্তীকুম ফিল কালালা। অর্থাৎ "লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ্ সমাধান জানাচ্ছেন, (কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ হবে)। (৪ ঃ ১৭৬)

٢٢٣١. بَابُ وَفْدِ بَنِيْ تَمِيْمٍ

২২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ বনী তামীমের প্রতিনিধি দল

٤٠٢٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ صَخْرَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ اقْبَلُوْا الْبُشْرٰى يَا بَنِيْ تَمِيْمٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَرِيْءَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرٰى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔

৪০২৬ আবূ নুআইম (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামীমের

একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ হে বনী তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি খোশ-খবরী দিয়ে থাকেন, এবার আমাদেরকে কিছু (অর্থ-সম্পদ) দিন। কথাটি শুনে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেল। এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল আসলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবরী গ্রহণ করলোই না তখন তোমরা সেটি গ্রহণ কর। তারা বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

٢٢٣٢ . بَابٌ قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ بَنِى الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ بَعَثَهُ النَّبِىُّ (ص) اِلَيْهِمْ ، فَاَغَارَ وَاَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا وَسَبٰى مِنْهُمْ نِسَاءً

২২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ বনী তামীমের উপগোত্র বনী আম্বরের বিরুদ্ধে উয়াইনা ইবন হিস্ন ইব্ন হুযাইফা ইব্ন বদরের যুদ্ধ। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, নবী (সা) উয়াইনা (রা)-কে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি রাতের শেষ ভাগে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন।

٤٠٢٧ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَ اَزَالُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ بَعْدَ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُهَا فِيْهِمْ ، هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِىْ عَلَى الدَّجَّالِ ، وَكَانَتْ فِيْهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اِسْمٰعِيْلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ ، فَقَالَ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ ، اَوْ قَوْمِىْ -

৪০২৭ যুহাইর ইব্ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী তামীমের পক্ষে তিনটি কথা বলেছেন। এগুলো শুনার পর থেকেই আমি বনী তামীমকে ভালবাসতে থাকি। (তিনি বলেছেন) তারা আমার উম্মতের মধ্যে দজ্জালের বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি কঠোর থাকবে। তাদের গোত্রের একটি বাঁদী আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিল। রাসূল (সা) বললেন, একে আযাদ করে দাও, কারণ সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেন, এটি একটি কাওমের সাদকা বা তিনি বলেন, এটি আমার কাওমের সাদকা।

٤٠٢٨ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ عُمَرُ بَلْ اَمِّرِ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا اَرَدْتَ اِلاَّ خِلاَفِىْ ، قَالَ عُمَرُ مَا

أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذٰلِكَ : يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ حَتَّى انْقَضَتْ۔

৪০২৮ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনী তামীম গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নবী (সা)-এর দরবারে আসল। (তাঁরা তাদের একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রার্থনা জানালে) আবূ বকর (রা) প্রস্তাব দিলেন, কা'কা ইব্ন মা'বাদ ইব্ন যারারা (রা)-কে এদের আমীর নিযুক্ত করে দিন। উমর (রা) বললেন, বরং আকরা ইব্ন হাবিস (রা)-কে আমীর বানিয়ে দিন। আবূ বাকর (রা) বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও। উমর (রা) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমি কখনো করি না। এর উপর দু'জনের বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উচ্চতর হল। ফলে এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হল, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের সামনে তোমরা কোন ব্যাপারে অগ্রণী হয়ো না। বরং আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। (৪৯ ঃ ১-২)

٢٢٣٣. بَابُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ

২২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল

٤٠٢٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ لِيْ جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِيْ نَبِيْذًا فَاَشْرَبُهُ حُلْوًا فِيْ جَرٍّ اِنْ اَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَاَطَلْتُ الْجُلُوْسَ خَشِيْتُ اَنْ اَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ مُضَرَ وَاِنَّا لاَ نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِيْ اَشْهُرِ الْحُرُمِ حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ۔

৪০২৯ ইসহাক (র) ...... আবূ জামরা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ আমার একটি কলসী আছে। তাতে আমার জন্য (খেজুর ভিজিয়ে) নাবীয তৈরী করা হয় এবং পানি মিঠা হয়ে সারলে আমি তা আরেকটি পাত্রে (ছোট গ্লাসে) ঢেলে পান করি। কিন্তু কখনো যদি ঐ পানি বেশি পরিমাণ পান করে লোকজনের সাথে বসে যাই এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে বসে থাকি

তখন আমার আশংকা হয় যে, (নেশার দোষে) আমি (লোকসম্মুখে) অপমানিত হব। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি বললেন, কাওমের জন্য খোশ-আমদেদ। যাদের আগমন না ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হয়েছে, না অপমানিত অবস্থায়। তারা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুদার গোত্রের মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এ জন্য আমরা আপনার কাছে আশ্হুরুল হুরুম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ব্যতীত অন্য সময়ে আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলে দিন, যেগুলোর উপর আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। আর যাঁরা আমাদের পেছনে (বাড়িতে) রয়ে গেছে তাদেরকে এর দাওয়াত দেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছি। (আমি তোমাদেরকে) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হল ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা পালন করা এবং গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালে) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস—লাউয়ের পাত্র, কাঠের তৈরী নাকীর নামক পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফ্ফাত নামক তৈল মাখানো পাত্রে নাবীয তৈরী করা থেকে নিষেধ করছি।

٤٠٣٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِاَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُوْا اِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً ، وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَاَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

৪০৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) .... আবূ জামরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন—আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অর্থাৎ এই ছোট্ট দল রাবীআর গোত্র। আমাদের এবং আপনার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে মুদার গোত্রের মুশরিকরা। কাজেই আমরা নিষিদ্ধ মাসগুলো ছাড়া অন্য সময়ে আপনার কাছে আসতে পারি না। এ জন্য আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে দিন যেগুলোর উপর আমরা আমল করতে থাকব এবং যারা আমাদের পেছনে রয়েছে তাদেরকেও সেই দিকে আহবান জানাব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় আদায় করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। (বিষয়গুলো হল) আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া। কথাটি বলে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যে

এক গুণেছেন। আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং তোমরা যে গনীমত লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য (বায়তুল মালে) জমা দেওয়া। আর আমি তোমাদেরকে লাউয়ের পাত্র, নাকীর নামক খোদাইকৃত কাঠের পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফ্‌ফাত নামক তৈল মাখানো পাত্র ব্যবহার থেকে নিষেধ করছি।

٤٠٣١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلٰى ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْا اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالُوْا اقْرَاْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْهَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِىَّ (ص) نَهٰى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِى فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَاَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّوْنِى اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِى اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) يَنْهٰى عَنْهُمَا وَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَىَّ وَعِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْخَادِمَ ، فَقُلْتُ قُوْمِىْ اِلٰى جَنْبِهٖ فَقُوْلِىْ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَمْ اَسْمَعْكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا ، فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَأْخِرِىْ ، فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِنَّهُ اَتَانِىْ اُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْاِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ۔

৪০৩১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান ও বকর ইব্‌ন মুদার (র) ..... বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস, আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) (এ তিনজনে) আমাকে আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। এবং তাঁকে আসরের পরের দু'রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। কারণ আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনি নাকি এই দু'রাকাত নামায আদায় করেন অথচ নবী (সা) এ দু'রাকাত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন—এ হাদীসও আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেম, আমি উমর (রা) সহ এ দু'রাকাত নামায আদায়কারী লোকদেরকে প্রহার করতাম। কুরায়ব (র) বলেন, আমি তাঁর [আয়েশা (রা)] কাছে গেলাম এবং তারা আমাকে যে ব্যাপারে পাঠিয়েছেন তা জানালাম। তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস কর। এরপর আমি তাঁদেরকে [আয়েশা (রা)-এর জবাবের কথা] জানালে তাঁরা আবার আমাকে উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে পাঠালেন এবং আয়েশা (রা)-এর কাছে যা বলতে বলেছিলেন সেসব কথা তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। তখন উম্মে সালমা (রা) বললেন,

আমি নবী (সা) থেকে শুনেছি যে, তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একদিন তিনি আসরের নামায আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আমার কাছে ছিল আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা। তখন নবী (সা) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। আমি তা দেখে খাদীমা-কে পাঠিয়ে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, "উম্মে সালমা (রা) আপনাকে এ কথা বলছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনাকে এ দু'রাকাত আদায় করা থেকে নিষেধ করতে শুনি নি? অথচ দেখতে পাচ্ছি আপনি সেই দু' রাকাত আদায় করছেন।" এরপর যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে যাবে। খাদীমা গিয়ে (সেভাবে কথাটি) বলল। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। খাদীমা পেছনের দিকে সরে গেল। এরপর নামায সেরে তিনি বললেন, হে আবূ উমাইয়ার কন্যা! (উম্মে সালমা) তুমি আমাকে আসরের পরের দু'রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করছ। আসলে আজ আবদুল কায়স গোত্র থেকে তাদের কয়েকজন লোক আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাঁরা আমাকে ব্যস্ত রাখার কারণে যুহরের পরের দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ আমার হয়নি। আর সেই দু'রাকাত হল এ দু'রাকাত নামায।

٤٠٣٢ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوَّلُ جُمْعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمْعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ جُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ -

৪০৩২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে জুম'আর নামায জারী করার পরে সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায জারী করা হয়েছিল তা হল বাহরাইনের জুয়াসা এলাকার আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদ।

٢٢٣٤. بَابُ وَفْدِ بَنِىْ حَنِيْفَةَ وَحَدِيْثِ ثُمَامَةَ بْنِ اُثَالٍ

২২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বনী হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইব্ন উসাল (রা)-এর ঘটনা

٤٠٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ (ص) خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ (ص) فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِيْ خَيْرٌ، يَا مُحَمَّدُ اِنْ تَقْتُلْنِيْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ، وَاِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ، وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ، فَسَلْ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَتَرَكَهُ، حَتّٰى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ

اِلَـى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ـ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَـهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ ، اَحَبَّ الْوُجُوْهِ اِلَىَّ ، وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ دِيْنِكَ ، فَاَصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَىَّ ، وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضُ اِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَاَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلاَدِ اِلَىَّ، وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِيْ ، وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ ، قَالَ لاَ : وَلٰكِنْ اَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَلاَ وَاللّٰهِ لاَتَاْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتّٰى يَاْذَنَ فِيْهَا النَّبِىُّ (ص)-

৪০৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একদল অশ্বরোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে গিয়ে) তারা সুমামা ইব্‌ন উসাল নামক বনূ হানীফার এক ব্যক্তিকে ধরে আনলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী (সা) তার কাছে এসে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। (কারণ আপনি মানুষের উপর কখনো জুলুম করেন না বরং অনুগ্রহই করে থাকেন) যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ দান করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি আপনি (এর বিনিময়ে) অর্থ সম্পদ চান তা হলে যতটা খুশী দাবি করুন। নবী (সা) তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল। নবী (সা) আবার তাকে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা (গতকাল) আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি। নবী (সা) বললেন, তোমরা সুমামার বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার (মুক্তি পেয়ে) সুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গেল এবং গোসল করল। এরপর ফিরে এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। (তিনি আরো বললেন) হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র কসম, ইতিপূর্বে আমার কাছে যমীনের বুকে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোন দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহ্‌র কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী

সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি উমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলাম। তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ করার হুকুম করেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে (দুনিয়া ও আখিরাতের) সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং উমরা আদায়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কায় আসলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি নিজের দীন ছেড়ে দিয়ে অন্য দীন গ্রহণ করেছ? তিনি উত্তর করলেন, না, (বেদীন হয়নি? কুফর শির্ক তো কোন দীনই নয়) বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ্র কসম। নবী (সা)-এর বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে ইয়ামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না।

٤٠٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ يَقُوْلُ اِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلِمَةَ فِيْ اَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَوْ سَاَلْتَنِيْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ اَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ وَاِنِّيْ لَاَرَاكَ الَّذِيْ اُرِيْتُ فِيْهِ مَا رَاَيْتُ وَهٰذَا ثَابِتٌ يُجِيْبُكَ عَنِّيْ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَاَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِنَّكَ اُرَى الَّذِيْ اُرِيْتُ فِيْهِ مَا رَاَيْتُ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَاَهَمَّنِيْ شَاْنُهُمَا ، فَاُوْحِيَ اِلَيَّ فِي الْمَنَامِ اَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِيْ ، اَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ ، وَالْاٰخَرُ مُسَيْلِمَةُ -

৪০৩৪ আবুল ইয়ামান (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একবার মিথ্যুক মুসায়লামা (মদীনায়) এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সা) যদি আমাকে তাঁর পরবর্তীতে (স্থলাভিষিক্ত) নিয়োগ করে যায় তা হলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাবো। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন সাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসায়লামা তার সাথীদের মধ্যে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ তুচ্ছ ডালটিও চাও তবে এটিও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালা লংঘিত হতে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এরপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি "আমি তোমাকে তেমনই দেখতে

পাচ্ছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিল" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু'হাতে স্বর্ণের দু'টি খাড়ু। খাড়ু দু'টি আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল (পুরুষের জন্য স্বর্ণের খাড়ু অবৈধ) তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি নির্দেশ দেয়া হল, খাড়ু দু'টির উপর ফুঁ দাও। আমি সে দু'টির উপর ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। এরপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) বলে যারা আমার পরে বের হবে। এদের একজন 'আনসী আর অপরজন মুসায়লামা।

٤٠٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِخَزَائِنِ الْاَرْضِ، فَوُضِعَ فِىْ كَفِّىْ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَىَّ، فَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَاَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ، الَّذَيْنِ اَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ۔

৪০৩৫ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমার নিকট যমীনের সমুদয় সম্পদ উপস্থাপন করা হলো এবং আমার হাতে দু'টি সোনার খাড়ু রাখা হলো। ফলে আমার মনে ব্যাপারটি গুরুতর অনুভূত হলে আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, এগুলোর উপর ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, খাড়ু দু'টি উধাও হয়ে গেল। এরপর আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাবাদী (নবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সানআ শহরের অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামা শহরের অধিবাসী (মুসায়লামাতুল কায্যাব)।

٤٠٣٦ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِىَّ بْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىَّ يَقُوْلُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَاِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ اَلْقَيْنَاهُ وَاَخَذْنَا الْاٰخَرَ، فَاِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا، جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَاِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا مُنَصِّلُ الْاَسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيْهِ حَدِيْدَةٌ وَلَا سَهْمًا فِيْهِ حَدِيْدَةٌ اِلَّا نَزَعْنَاهُ فَاَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ وَسَمِعْتُ اَبَا رَجَاءٍ يَقُوْلُ كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِىُّ (ص) غُلَامًا اَرْعٰى الْاِبِلَ عَلٰى اَهْلِىْ فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوْجِهِ فَرَرْنَا اِلَى النَّارِ اِلٰى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ۔

৪০৩৬ সাল্ত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ...... আবূ রাজা উতারিদী (র) বলেন যে, (ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে) আমরা একটি পাথরের পূজা করতাম। যখন এ অপেক্ষা উত্তম কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম আর কখনো যদি আমরা কোন পাথর না পেতাম তা হলে কিছু

মাটি একত্রিত করে স্তূপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বকরী এনে সেই স্তূপের উপর দোহন করতাম (যেনো কৃত্রিমভাবে তা পাথরের মত দেখায়) তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। আর রজব মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা তীর থেকে ফলা বিচ্ছিন্ন করার মাস। কাজেই আমরা রজব মাসে তীক্ষ্ণতা যুক্ত সব ক'টি তীর ও বর্শা থেকে এর তীক্ষ্ণ অংশ খুলে আলাদা করে রেখে দিতাম। রাবী (মাহদী) (র) বলেন, আমি আবূ রাজা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) নবুয়ত প্রাপ্তিকালে আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক। আমি আমাদের উট চরাতাম। তারপর যখন আমরা শুনলাম যে, তিনি [নবী (সা)] নিজের কাওমের উপর অভিযান চালিয়েছেন (এবং মক্কা জয় করে ফেলছেন) তখন আমরা পালিয়ে এলাম জাহান্নামের দিকে অর্থাৎ মিথ্যাবাদী (নবী) মুসায়লামার দিকে।

٢٢٣٥. بَابُ قِصَّةُ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ

২২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আসওয়াদ আন্‌সীর ঘটনা

٤٠٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ ، وَكَانَ فِىْ مَوْضِعٍ اُخَرَ اِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ ، فَنَزَلَ فِيْ دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كُرَيْزٍ وَهِىَ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَهُوَ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ خَطِيْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَضِيْبٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ اِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْاَمْرِ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ (ص) لَوْ سَاَلْتَنِيْ هٰذَا الْقَضِيْبَ مَا اَعْطَيْتُكَهُ ، وَاِنِّىْ لَاُرَاكَ الَّذِيْ اُرِيْتُ فِيْهِ مَا اُرِيْتُ وَهٰذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيْبُكَ عَنِّى، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ (ص) قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الَّتِيْ ذُكِرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُرِيْتُ اَنَّهُ وُضِعَ فِىْ يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفَظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَاُذِنَ لِيْ فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِيْ قَتَلَهُ فَيْرُوْزُ بِالْيَمَنِ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلِمَةُ ـ

৪০৩৭ সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ জারমী (র) ...... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (র) বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে, [রাসূল (সা)-এর যামানায়] মিথ্যাবাদী মুসায়লামা একবার মদীনায় এসে হারিসের কন্যার ঘরে অবস্থান করেছিল। হারিস ইব্‌ন কুরায়যের কন্যা তথা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমিরের মা ছিল তার (মুসায়লামার) স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে আসলেন। তখন তার সঙ্গে ছিলেন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা); তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খতীব বলা হত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। তিনি তার কাছে গিয়ে তার সাথে কথাবার্তা

রাখলেন। মুসায়লামা তাঁকে [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে] বলল, আপনি ইচ্ছা করলে আমার এবং আপনার মাঝে কর্তৃত্বের বাধা এভাবে তুলে দিতে পারেন যে, আপনার পরে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। নবী (সা) তাকে বললেন, তুমি যদি এ ডালটিও আমার কাছে চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত ইব্ন কায়স এখানে রইল সে আমার পক্ষ থেকে তোমার জবাব দেবে। এ কথা বলে নবী (সা) (সেখান থেকে) চলে গেলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখিত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, [আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক] আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় আমাকে দেখানো হলো যে, আমার দু'হাতে দু'টি সোনার খাড়ু রাখা হয়েছে। এতে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং তা অপছন্দ করলাম। তখন আমাকে (ফুঁ দিতে) বলা হল। আমি এ দু'টির উপর ফুঁ দিলে সে দু'টি উড়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) আবির্ভূত হবে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এ দু'জনের একজন হল আসওয়াদ আল আনসী, যাকে ফায়রুয নামক এক ব্যক্তি ইয়ামান এলাকায় হত্যা করেছে আর অপর জন হল মুসায়লামা।

٢٢٣٦. بَابُ قِصَّةُ اَهْلِ نَجْرَانَ

২২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা

٤٠٣٨ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يُرِيْدَانِ اَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لاَ تَفْعَلْ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاَعَنَّا لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا ، قَالاَ اِنَّا نُعْطِيْكَ مَا سَاَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً اَمِيْنًا وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا اِلاَّ اَمِيْنًا ، فَقَالَ لاَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ حَقَّ اَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ قُمْ يَا اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذَا حَقُّ اَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ـ

৪০৩৮ আব্বাস ইব্ন হুসায়ন (র) ...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান এলাকার দু'জন সরদার আকিব এবং সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে মুবাহালা[১] করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হুযায়ফা (রা) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল, এরূপ করো না। কারণ আল্লাহ্র কসম, তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সাথে মুবাহালা করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে

১. সত্য উদঘাটনের নিমিত্তে অনন্য উপায় হচ্ছে দু'পক্ষের পরস্পর পরস্পরকে বদদোয়া করা।

বলল যে, আপনি আমাদের কাছ থেকে যা চাবেন আপনাকে আমরা তা-ই দেবো। তবে এর জন্য আপনি আমাদের সাথে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন। আমানতদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই একজন পুরা আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো, এ দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ তুমি উঠে দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ এ হচ্ছে এই উম্মতের আমানতদার।

٤٠٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اَهْلُ نَجْرَانَ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالُوْا ابْعَثْ لَنَا رَجُلاً اَمِيْنًا ، فَقَالَ لاَبْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلاً اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ ، فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ -

৪০৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান অধিবাসীরা নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এলাকার জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তি পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে আমি একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো যিনি সত্যিই আমানতদার। কথাটি শুনে লোকজন সবাই আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলো। নবী (সা) তখন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে পাঠালেন।

٤٠٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ ، وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৪০৪০ আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক) (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার রয়েছে। আর এ উম্মতের সেই আমানতদার হলো আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্।

٢٢٣٧. بَابُ قِصَّةُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ

২২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ ওমান ও বাহরায়নের ঘটনা

٤٠٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ (ص) دَيْنٌ اَوْ عِدَةٌ فَلْيَاْتِنِىْ، قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ اَبَا بَكْرٍ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ

أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا هٰكَذَا ثَلاَثًا ، قَالَ فَاَعْطَنِى ، قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ فَسَاَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِى ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُعْطِنِى ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِى ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ اَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى ، ثُمَّ اَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى ، ثُمَّ اَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى ، فَاِمَّا اَنْ تُعْطِيَنِى وَاِمَّا اَنْ تَبْخَلَ عَنِّى ، فَقَالَ اَقُلْتَ اَبْخَلُ عَنِّى ، وَاَىُّ دَاءٍ اَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ ، قَالَهَا ثَلاَثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ اِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُعْطِيَكَ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِىْ اَبُوْ بَكْرٍ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ-

৪০৪১ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, বাহরায়নের অর্থ সম্পদ (জিযিয়া) আসলে তোমাকে এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ শব্দটি) তিনবার বললেন। এরপর বাহ্রায়ন থেকে আর কোন অর্থ সম্পদ আসেনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। এরপর আবূ বাকরের যুগে যখন সেই অর্থ সম্পদ আসলো তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে ঘোষণা করল ঃ নবী (সা)-এর কাছে যার ঋণ প্রাপ্য রয়েছে কিংবা কোন ওয়াদা অপূরণ রয়ে গেছে সে যেনো আমার কাছে আসে (এবং তা নিয়ে নেয়) জাবির (রা) বলেন ঃ আমি আবূ বাকর (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে জানালাম যে, নবী (সা) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরায়ন থেকে অর্থ-সম্পদ আসে তা হলে তোমাকে আমি এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ কথাটি) তিনবার বললেন। জাবির (রা) বলেন ঃ তখন আবূ বাকর (রা) আমাকে অর্থ সম্পদ দিলেন। জাবির (রা) বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবূ বাকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এবং তার কাছে মাল চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার আসি, তিনি আমাকে কিছুই দেননি। এরপর আমি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এলাম। তখনো তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। কাজেই আমি তাঁকে বললাম ঃ আমি আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে দেননি। তারপর (আবার) এসেছিলাম তখনো দেননি। এরপরেও এসেছিলাম তখনো আমাকে আপনি দেননি। কাজেই এখন হয়তো আপনি আমাকে সম্পদ দিবেন নয়তো আমি মনে করব ঃ আপনি আমার ব্যাপারে কৃপণতা অবলম্বন করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ এ কি বলছ তুমি 'আমার ব্যাপারে কৃপণতা করছেন।' (তিনি বললেন) কৃপণতা থেকে মারাত্মক ব্যাধি আর কি হতে পারে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (এরপর তিনি বললেন) যতবারই আমি তোমাকে সম্পদ দেয়া থেকে বিরত রয়েছি ততবারই আমার ইচ্ছা ছিলো যে, (অন্য কোথাও থেকে) তোমাকে দেবো। আমর [ইব্ন দীনার (র)] মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র)-এর মাধ্যমে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, এ (আশরাফী)গুলো গুণো, আমি ঐগুলো গুণে দেখলাম এখানে পাঁচ শ' (আশরাফী) রয়েছে। তিনি বললেন, (ওখান থেকে) এ পরিমাণ আরো দু'বার তুলে নাও।

٢٢٣٨. بَابُ قُدُوْمُ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وَاَهْلِ الْيَمَنِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ (ص) هُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ

২২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন। নবী (সা) থেকে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আশ'আরীগণ আমার আর আমিও তাদের

৪٠٤٢ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِىْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نُرَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَاُمَّهُ اِلاَّ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلُزُوْمِهِمْ لَهُ۔

৪০৪২ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ এবং ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এসে অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এ সময়ে তাঁর [নবী (সা)] খিদমতে ইব্ন মাসউদ (রা) ও তাঁর আম্মার অধিক আসাযাওয়া ও ঘনিষ্ঠতার কারণে আমরা তাঁদেরকে তাঁর [নবী (সা)-এর] পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম।

٤٠٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ اَبُوْ مُوْسٰى اَكْرَمَ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ جَرْمٍ وَاِنَّا لَجُلُوْسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَغَدّٰى دَجَاجًا وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ ، فَدَعَاهُ اِلَى الْغَدَاءِ ، فَقَالَ اِنِّى رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ قَالَ هَلُمَّ فَاِنِّى رَاَيْتُ النَّبِىَّ (ص) يَاْكُلُهُ قَالَ اِنِّى حَلَفْتُ لاَ اٰكُلُهُ قَالَ هَلُمَّ اُخْبِرْكَ عَنْ يَمِيْنِكَ اِنَّا اَتَيْنَا النَّبِىَّ (ص) نَفَرٌ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَاَبٰى اَنْ يَحْمِلَنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِىُّ (ص) اَنْ اُتِىَ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّلْنَا النَّبِىَّ (ص) يَمِيْنَهُ لاَ نُفْلِحُ بَعْدَهَا اَبَدًا ، فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنْ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا۔

৪০৪৩ আবূ নুআইম (র) ...... যাহদাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) এ এলাকায় এসে জারম গোত্রের লোকদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। একদা আমরা তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এ সময়ে তিনি মুরগীর গোশ্ত দিয়ে দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি তাকে খানা খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি মুরগীটিকে একটি (খারাপ) জিনিস খেতে দেখেছি। এ জন্য খেতে আমার অরুচি লাগছে। তিনি বললেন, এসো। কেননা আমি নবী (সা)-কে মুরগী খেতে দেখেছি। সে বলল, আমি শপথ করে ফেলছি যে, এটি খাবো না। তিনি বললেন, এসে পড়। তোমার

শপথ সম্বন্ধে আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমরা আশ'আরীদের একটি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর কাছে সাওয়ারী চেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর আমরা (পুনরায়) তাঁর কাছে সাওয়ারী চাইলাম। তিনি তখন শপথ করে ফেললেন যে, আমাদেরকে তিনি সাওয়ারী দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই নবী (সা)-এর কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হল। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি করে উট দেয়ার আদেশ দিলেন। উটগুলো হাতে নেয়ার পর আমরা পরস্পর বললাম, আমরা নবী (সা)-কে তাঁর শপথ থেকে অমনোযোগী করে ফেলছি (এবং উট নিয়ে যাচ্ছি) এমন অবস্থায় কখনো আমরা কামিয়াব হতে পারবো না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শপথ করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দেবেন না। এখন তো আপনি আমাদের সাওয়ারী দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তবে আমার নিয়ম হল, আমি যদি কোন ব্যাপারে শপথ করি আর এর বিপরীত কোনটিকে এ অপেক্ষা উত্তম মনে করি তাহলে (শপথকৃত ব্যাপার ত্যাগ করি) উত্তমটিকেই গ্রহণ করে নেই।

٤٠٤٤ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنُوْ تَمِيْمٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَبْشِرُوْا يَا بَنِيْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا اَمَّا اِذْ بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اِقْبَلُوْا الْبُشْرٰى اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

৪০৪৪ আমর ইব্ন আলী (র) ...... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামীমের লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি খোশ-খবরী তো দিলেন, কিন্তু এখন আমাদেরকে (কিছু আর্থিক সাহায্য) দান করুন। কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চোহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন সময়ে ইয়ামানী কিছু লোক আসল। নবী (সা) বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবর গ্রহণ করল না, তা হলে তোমরাই তা গ্রহণ কর। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তা কবূল করলাম।

٤٠٤٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْاِيْمَانُ هٰهُنَا وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْيَمَنِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ ، مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ

৪০৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জু'ফী (র) ...... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) ইয়ামানের দিকে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেছেন, ঈমান হল ওখানে। আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা হল রাবীয়া ও মুযার গোত্রদ্বয়ের সেসব মানুষের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার দেয়, যেখান থেকে উদিত হয়ে থাকে শয়তানের উভয় শিং।

٤٠٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً وَاَلْيَنُ قُلُوْبًا الْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي اَصْحَابِ الْاِبِلِ ، وَالسَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِيْ اَهْلِ الْغَنَمِ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ـ

৪০৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হল ইয়ামানীদের, হিকমত হল ইয়ামানীদের, আত্মম্ভরিতা ও অহংকার রয়েছে উট-ওয়ালাদের মধ্যে, বকরী পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য। গুনদূর (র) এ হাদীসটি শুবা-সুলায়মান-যাকওয়ান (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٤٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْاِيْمَانُ يَمَانٍ ، وَالْفِتْنَةُ هٰهُنَا ، هٰهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৪০৪৭ ইসমাঈল (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ঈমান হল ইয়ামানীদের। আর ফিতনা (বিপর্যয়ের) গোড়া হল ওখানে, যেখানে উদিত হয় শয়তানের শিং।

٤٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ اَضْعَفُ قُلُوْبًا وَاَرَقُّ اَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ـ

৪০৪৮ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়ার্দ্র। ফিকাহ্ হল ইয়ামানীদের আর হিকমাত হল ইয়ামানীদের।

٤٠٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، فَجَاءَ خَبَّابٌ ، فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَيَسْتَطِيْعُ هٰؤُلَاءِ الشَّبَابُ اَنْ يَقْرَؤُوْا كَمَا تَقْرَاُ ، قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ شِئْتَ اَمَرْتَ بَعْضَهُمْ يَقْرَاُ عَلَيْكَ ، قَالَ اَجَلْ ، قَالَ اقْرَاْ يَا عَلْقَمَةُ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ اَخُوْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، اَتَاْمُرُ عَلْقَمَةَ اَنْ يَقْرَاَ ، وَلَيْسَ بِاَقْرَئِنَا ، قَالَ اَمَا اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِيْ قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ ، فَقَرَاْتُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى ؟ قَالَ قَدْ اَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَا اَقْرَاُ شَيْئًا اِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَلَمْ يَاْنِ لِهٰذَا الْخَاتَمِ اَنْ يُلْقٰى ،

قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَىَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَلْقَاهُ ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ـ

৪০৪৯ আবদান (র) .... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন সেখানে খাব্বাব (রা) এসে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান (ইব্‌ন মাসউদ)! এসব তরুণ কি আপনার তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করতে পারে? তিনি বললেন ঃ আপনি যদি চান তা হলে একজনকে হুকুম দেই যে, সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাবে। তিনি বললেন, অবশ্যই। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন, ওহে আলকামা, পড় তো। তখন যিয়াদ ইব্‌ন হুদায়রের ভাই যায়েদ ইব্‌ন হুদায়র বলল, আপনি আলকামাকে পড়তে হুকুম করেছেন, অথচ সে তো আমাদের মধ্যে ভাল তিলাওয়াতকারী নয়। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার গোত্র ও তার গোত্র সম্পর্কে নবী (সা) কি বলেছেন তা জানিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেন) এরপর আমি সূরায়ে মারয়াম থেকে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আপনার কেমন মনে হয়? তিনি বললেন, বেশ ভালই পড়েছে। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমি যা কিছু পড়ি তার সবই সে পড়ে নেয়। এরপর তিনি খাব্বাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার হাতে একটি সোনার আংটি। তিনি বললেন, এখনো কি এ আংটি খুলে ফেলার সময় হয়নি? খাব্বাব (রা) বললেন, ঠিক আছে, আজকের পর আর এটি আমার হাতে দেখতে পাবেন না। এ কথা বলে তিনি আংটিটি ফেলে দিলেন। হাদীসটি গুনদুর (র) শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣٩. بَابُ قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ

২২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দাউস গোত্র এবং তুফায়েল ইব্‌ন আমর দাউসীর ঘটনা

٤٠٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اِلَي النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ اِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَاَبَتْ ، فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ، وَأْتِ بِهِمْ ـ

৪০৫০ আবূ নুআইম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফায়েল ইব্‌ন আমর (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র হালাক হয়ে গেছে। তারা নাফরমানী করেছে এবং (দীনের দাওয়াত) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের প্রতি বদদোয়া করুন। তখন নবী (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! দাওস গোত্রকে হিদায়েত দান করুন এবং (দীনের দিকে) নিয়ে আসুন।

٤٠٥١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ (ص) قُلْتُ فِى الطَّرِيْقِ :

يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا + عَلٰى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

وَاَبَقَ غُلَامٌ لِيْ فِى الطَّرِيْقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَبَايَعْتُهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ لِيْ النَّبِيُّ (ص) يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ ، فَقُلْتُ هُوَ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَاَعْتَقْتُهُ ـ

৪০৫১ মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হয়ে রাস্তার মধ্যে বলেছিলাম, হে সুদীর্ঘ ও চরম পরিশ্রমের রাত! (তবে) এ রাত আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। (এটিই আমার পরম পাওয়া) আমার একটি গোলাম ছিল। আসার পথে সে পালিয়ে গেল। এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে এসে বায়আত করলাম। এরপর একদিন আমি তাঁর খেদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় গোলামটি এসে হাযির। নবী (সা) আমাকে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! এই যে তোমার গোলাম (নিয়ে যাও)। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে আযাদ—এই বলে আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।

٢٢٤٠. بَابُ قِصَّةُ وَفْدُ طَيِّئٍ ، وَحَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

২২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইব্‌ন হাতিমের ঘটনা

٤٠٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ اَتَيْنَا عُمَرَ فِيْ وَفْدٍ فَجَعَلَ يَدْعُوْ رَجُلاً رَجُلاً وَيُسَمِّيْهِمْ، فَقُلْتُ اَمَا تَعْرِفُنِيْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ بَلٰى، اَسْلَمْتَ اِذْ كَفَرُوْا، وَاَقْبَلْتَ اِذْ اَدْبَرُوْا، وَوَفَيْتَ اِذْ غَدَرُوْا، وَعَرَفْتَ اِذْ اَنْكَرُوْا ، فَقَالَ عَدِيٌّ فَلَا اُبَالِيْ اِذًا ـ

৪০৫২ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দলসহ উমর (রা)-এর দরবারে আসলাম। তিনি প্রত্যেকের নাম নিয়ে একজন একজন করে ডাকতে শুরু করলেন। তাই আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, হাঁ চিনি। লোকজন যখন ইসলামকে অস্বীকার করেছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। লোকজন যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তখন তুমি সম্মুখে অগ্রসর হয়েছ। লোকেরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তুমি তখন ইসলামের ওয়াদা পূরণ করেছ। লোকেরা যখন দীনের সত্যতা অস্বীকার করেছিল তুমি তখন দীনকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছ। এ কথা শুনে আদী (রা) বললেন, তা হলে এখন আমার কোন চিন্তা নেই।

٢٢٤١ . بَابُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

২২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জ

٤٠٥٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ انْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوْا ، ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اُخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا ـ

৪০৫৩ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মক্কার পথে) রওয়ানা হই। তখন আমরা উমরার (নিয়তে) ইহ্রাম বাঁধি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা দিলেন, যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু রয়েছে, তারা যেন হজ্জ ও উমরা উভয়ের একসাথে ইহ্রামের নিয়ত করে এবং হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাধা করার পূর্বে হালাল না হয়। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমি মক্কায় পৌঁছি এবং ঋতুবতী হয়ে পড়ি। এ কারণে আমি বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ-এর সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে পারলাম না। এ খবর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল ছেড়ে দাও এবং মাথা (চিরুনি দ্বারা) আঁচড়াও আর কেবল হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ ও উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। এরপর আমরা যখন হজ্জের কাজসমূহ সম্পন্ন করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র (আমার ভাই) আবদুর রহমান (রা)-এর সঙ্গে তানঈম নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে (ইহ্রাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বললেন, এই উমরা তোমার পূর্বের কাযা উমরার পরিপূরক হল। আয়েশা (রা) বলেন, যারা উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন তারা বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পর হালাল হয়ে যান এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আর এক তওয়াফ আদায় করেন। আর যাঁরা হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম এক সাথে বাঁধেন (হজ্জে কিরানে), তাঁরা কেবল এক তওয়াফ আদায় করেন।

٤٠٥٤ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ، فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ قَالَ هٰذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ، وَمِنْ اَمْرِ النَّبِىِّ (ص) اَصْحَابَهُ اَنْ يَحِلُّوْا فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قُلْتُ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ

الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ -

৪০৫৪ আম্র ইব্ন আলী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুহরিম ব্যক্তি যখন বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করল তখন সে তাঁর ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেল। আমি (ইব্ন জুরায়জ) জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এ কথা কি করে বলতে পারেন? (যে সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পূর্বে কেউ হালাল হতে পারে।) রাবী আতা (র) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই কালামের দলীল থেকে যে, এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বায়তুল্লাহ এবং নবী (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীদের হুজ্জাতুল বিদায় (এ কাজের পরে) হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়ার ঘটনা থেকে। আমি বললাম ঃ এ হুকুম তো আরাফা-এ উকূফ করার পর প্রযোজ্য। তখন আতা (র) বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে উকূফে আরাফার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়ই এ হুকুম প্রযোজ্য।

٤٠٥٥ حَدَّثَنِي بَيَانٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ ؟ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ ، فَفَلَتْ رَأْسِي -

৪০৫৫ বায়ান (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বিদায় হজ্জে) মক্কার বাত্হা নামক স্থানে নবী (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছ? আমি বললাম,হাঁ। তখন তিনি আমাকে (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করলেন। কোন্ প্রকার হজ্জের ইহ্রামের নিয়ত করেছ? আমি বললাম, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইহ্রামের মত ইহ্রামের নিয়ত করে তালবিয়া পড়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ কর এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী কর। এরপর (ইহ্রাম খুলে) হালাল হয়ে যাও। তখন আমি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করলাম ও সাফা এবং মারওয়া সায়ী করলাম। এরপর আমি কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম, সে আমার চুল আঁচড়ে (দিয়ে ইহ্রাম থেকে মুক্ত করে) দিল।

٤٠٥٦ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي و فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي -

৪০৫৬ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) ইব্ন উমর (রা)-কে জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জের বছর নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তখন হাফসা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কারণে হালাল হচ্ছেন না?

তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আঠা (গাম) জাতীয় বস্তু দ্বারা আমার মাথার চুল জমাট করে ফেলেছি এবং কুরবানীর পশুর (নিদর্শনস্বরূপ) গলায় চর্ম বেঁধে (গলতানী বা গলকণ্ঠ) দিয়েছি। কাজেই, আমি আমার (হজ্জ সমাধা করার পর) কুরবানীর পশু যবেহ্ করার পূর্বে হালাল হতে পারব না।

٤٠٥٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَسْتَوِيَ عَلَي الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِيْ اَنْ اَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ۔

৪০৫৭ আবুল ইয়ামান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আশআম গোত্রের এ মহিলা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে। এসময় ফদল ইব্‌ন আব্বাস (রা) (একই যানবাহনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহিলাটি আবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন। আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় ফরয হল যে তিনি অতীব বয়োবৃদ্ধ, যে কারণে যানবাহনের উপর সোজা হয়ে বসতেও সমর্থ নন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর পক্ষ থেকে (নায়েবী) হজ্জ আদায় করলে তা আদায় হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হাঁ।

٤٠٥٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفٌ اُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتّٰى اَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابُ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ (ص) وَاُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ ثُمَّ غَلَقُوْا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيْلاً ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُوْلَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلاَلاً قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ صَلّٰى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ ، صَلّٰى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يَسْتَقْبِلُكَ ، حِيْنَ تَلِجُ الْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ، قَالَ وَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُ كَمْ صَلّٰى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ۔

৪০৫৮ মুহাম্মদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফতেহ মক্কার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এগিয়ে চললেন। তিনি (তাঁর) কসওয়া নামক উটনীর উপর উসামা (রা)-কে পিছনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তাঁর বাহনকে)

বায়তুল্লাহ্র নিকট বসালেন। তারপর উসমান (ইব্ন তালহা) (রা)-কে বললেন, আমার কাছে চাবি নিয়ে এসো। তিনি তাঁকে চাবি এনে দিলেন। এরপর কা'বা শরীফের দরজা তাঁর জন্য খোলা হল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা), উসামা, বিলাল এবং উসমান (রা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর তিনি দিবা ভাগের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং পরে বের হয়ে আসেন। তখন লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য তাড়াহুড়া করতে থাকে। আর আমি তাদের অগ্রগামী হই এবং বিলাল (রা)-কে কা'বার দরজার পিছনে দাঁড়ানোবস্থায় পাই। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন স্থানে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, ঐ সামনের দু' স্তম্ভের মাঝখানে। এ সময় বায়তুল্লাহ্র দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। নবী (সা) সামনের দুই খামের মাঝখানে নামায আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহ্র দরজা তার পিছনে রেখেছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল আপনার বায়তুল্লায় প্রবেশকালে সামনে যে দেয়াল পড়ে সেদিকে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কত রাকাত নামায আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর যে স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করেছিলেন সেখানে লাল বর্ণের মর্মর পাথর ছিল।

٤٠٥٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) اَخْبَرَتْهُمَا اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) حَاضَتْ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلْتَنْفِرْ۔

৪০৫৯ আবুল ইয়ামান (র) .... নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হুয়াই-এর কন্যা সাফিয়া (রা) বিদায় হজ্জের সময় ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী (সা) বললেন, সে কি আমাদের (মদীনার পথে প্রত্যাবর্তনে) বাঁধ সাধল? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তিনি তো তওয়াফে যিয়ারাহ্ আদায় করে নিয়েছেন। তখন নবী (সা) বললেন, তাহলে সেও রওয়ানা করুক।

٤٠٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ (ص) بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِيْ مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَاَطْنَبَ فِيْ ذِكْرِهِ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهُ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَاِنَّهُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ ، فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَاْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ ، اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ ، وَاِنَّهُ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، اَلَا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ

وَاَمْوَالَكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا ، وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ انْظُرُوْا لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ـ

৪০৬০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি মাসীহ্ দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি। নূহ (আ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তার অবস্থা তোমাদের উপর প্রচ্ছন্ন থাকবে না। তোমাদের কাছে এও অস্পষ্ট নয় যে, তোমাদের রব (আল্লাহ্) এক চোখ কানা নন। অথচ দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোখ একটি ফোলা আঙ্গুর। তোমরা সতর্ক থাক। আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাসের মত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শোণিত ও তোমাদের সম্পদকে তোমার উপর হারাম করেছেন। তোমরা লক্ষ্য কর, আমি কি আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি একথা তিনবার বললেন, (তারপর বললেন), তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকো, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

٤٠٦١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً اَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ وَبِمَكَّةَ اُخْرٰى ـ

৪০৬১ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) ...... যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) উনিশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরতের পর তিনি কেবল একটি হজ্জ আদায় করেন। এরপর তিনি আর কোন হজ্জ আদায় করেননি এবং তা হলো বিদায় হজ্জ। আবূ ইসহাক (র) বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে তিনি (নফল) হজ্জ আদায় করেন।

٤٠٦٢ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيْرٍ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ـ

৪০৬২ হাফস্ ইব্‌ন উমর (রা) ...... জারির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) জারীর (রা)-কে বিদায়-হজ্জে বললেন, লোকজনকে চুপ থাকতে বল। তারপর বললেন, মনে রেখ! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

٤٠٦٣ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادَي وَشَعْبَانَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ ، قَالَ اَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ ، قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ ، قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ، فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ، فَكَانَ مُحَمَّدًا اِذَا ذَكَرَهُ يَقُوْلُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ (ص) ثُمَّ قَالَ : اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ ـ

৪০৬৩ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে ও অবস্থায়। যেদিন থেকে আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর বার মাসে হয়ে থাকে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস পরপর আসে—যেমন যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহার্‌রম এবং রজব মুদার যা জমাদিউল আখির ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জানেন। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা অচিরেই তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা তিনি অচিরেই এ শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তারপর তিন চুপ থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ। রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা অচিরেই

তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ইন্তিকালের পরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে। এটা বাস্তব যে, অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার থেকেও প্রচারকৃত ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মদ [ইব্‌ন সীরীন (র)] যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন—মুহাম্মদ (সা) সত্যই বলেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, জেনে রেখ, আমি কি (আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদের কাছে) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন।

٤٠٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَالُوْا لَوْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اَيَّةُ اٰيَةٍ فَقَالُوْا : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَيَّ مَكَانٍ اُنْزِلَتْ ، اُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ـ

৪০৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, **একদল ইহুদী বলল,** যদি এ আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত, তাহলে আমরা উক্ত অবতরণের দিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। তখন উমর (রা) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ আয়াত? তারা বলল, এই আয়াত : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবন-বিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। (৫ : ৩) তখন উমর (রা) বললেন, কোন্ স্থানে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তা আমি জানি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফা ময়দানে (জাবালে রহমতে) দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন।

٤٠٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ ، اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى يَوْمِ النَّحْرِ ـ

৪০৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (মদীনা মুনাওয়ারা থেকে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন আর কেউ কেউ হজ্জের ইহ্‌রাম, আবার কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। যাঁরা শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন অথবা হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম একসঙ্গে বাঁধেন, তারা কুরবানীর দিন দশই যিলহজ্জ-এর পূর্বে হালাল হতে পারবে না।

٤٠٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ ـ

৪০৬৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উপরোক্ত ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জকালীন সময়ের। ইসমাঈল (র) সূত্রেও মালিক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٠٦٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ (ص) فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِيْ قَالَ لاَقُلْتُ اَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ، قَالَ لاَ ، قُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ، اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا ، حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيْ امْرَاَتِكَ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ ، قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ ، اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَ يُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَ لاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ ـ

৪০৬৭ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... সা'দ (ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি বেদনাজনিত মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী (সা) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার রোগ যে কঠিন আকার ধারণ করেছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তশালী লোক অথচ আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা[১] করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আমি এর অর্ধেক সাদকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ, তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া তাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম—যারা পরে মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। আর তুমি যা-ই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত খরচ কর, তার বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান প্রদান করা হবে। এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে ধর তারও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আমার সাথীদের পিছনে পড়ে থাকব? তিনি বললেন, তুমি পিছনে পড়ে থেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করবে তা দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমুন্নত হবে। সম্ভবত তুমি পিছনে থেকে যাবে। ফলে তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় উপকৃত হবে। অন্য সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইয়া আল্লাহ্! আমার সাহাবীদের হিজরত আপনি জারী

১. নিছক আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর পথে দান করা।

রাখুন। এবং তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা)-এর জন্য, (রাবী বলেন) মক্কায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

٤٠٦٨ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) حَلَقَ رَأْسَهُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ۔

৪০৬৮ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁদেরকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জে তাঁর মাথা মুণ্ডন করেছিলেন।

٤٠٦٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) حَلَقَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاُنَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ۔

৪০৬৯ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) .... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁকে অবহিত করেন যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে মাথা মুণ্ডন করেন এবং তাঁর সাহাবীদের অনেকেই আর তাঁদের কেউ কেউ মাথার চুল ছেঁটে ফেলেন।

٤٠٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اَقْبَلَ يَسِيْرُ عَلٰى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَائِمٌ بِمِنًى فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ، فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ۔

৪০৭০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযাআ ও লায়স (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি গাধায় আরোহণ করে রওয়ানা হন। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জকালে মিনায় দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তখন গাধাটি নামাযের একটি কাতারের সামনে এসে পড়ে। এরপর তিনি গাধার পিঠ থেকে অবতরণ করেন এবং তিনি লোকদের সঙ্গে নামাযের কাতারে সামিল হন।

٤٠٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ وَاَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ (ص) فِيْ حَجَّتِهِ فَقَالَ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ۔

৪০৭১ মুসাদ্দাদ (র) .... হিশামের পিতা [উরওয়া (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে উসামা (রা) নবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, মধ্যম গতিতে চলেছেন আবার যখন প্রশস্ত পথ পেয়েছেন তখন দ্রুতগতিতে চলেছেন।

٤٠٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ

الْخَطْمِيِّ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا ـ

৪০৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) .... আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ঈশার নামায এক সাথে আদায় করেছেন।

٢٢٤٢. بَابُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ

২২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ গাযওয়ায়ে তাবূক—আর তা কষ্টের যুদ্ধ

٤٠٧٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَرْسَلَنِيْ اَصْحَابِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَسْاَلُهُ الْحُمْلاَنَ لَهُمْ، اِذْهُمْ مَعَهُ فِيْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوْكَ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابِيْ اَرْسَلُوْنِيْ اِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ عَلٰى شَيْءٍ ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلاَ اَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِيْنًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ (ص) وَمِنْ مَخَافَةِ اَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ (ص) وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ عَلَيَّ ، فَرَجَعْتُ اِلٰى اَصْحَابِيْ ، فَاَخْبَرْتُهُمُ الَّذِيْ قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلَمْ اَلْبَثْ اِلاَّ سُوَيْعَةً اِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِيْ اَيْنَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ فَاَجَبْتُهُ ، فَقَالَ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَدْعُوْكَ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ اَبْعِرَةٍ اِبْتَاعَهُنَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ، فَانْطَلِقْ بِهِنَّ اِلٰى اَصْحَابِكَ ، فَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ ، اَوْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلاَءِ فَارْكَبُوْهُنَّ ، فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِيَّ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلاَءِ ، وَلٰكِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ اَدَعُكُمْ حَتّٰى يَنْطَلِقَ مَعِيْ بَعْضُكُمْ اِلٰى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لاَ تَظُنُّوْا اَنِّيْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالُوْا لِيْ وَاللّٰهِ اِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا اَحْبَبْتَ ، فَانْطَلَقَ اَبُوْ مُوْسٰى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ ، حَتّٰى اَتَوُا الَّذِيْنَ سَمِعُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَنْعَهُ اِيَّاهُمْ ، ثُمَّ اِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوْهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ اَبُوْ مُوْسٰى ـ

৪০৭৩ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা' (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য যানবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কঠিনতর যুদ্ধ অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু ছিলেন। অনন্তর আমি এসে বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার সমীপে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনি যেন তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি রাগান্বিত। অথচ আমি তা অবগত নই। আর আমি নবী (সা)-এর যানবাহন না দেয়ার কারণে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নবী (সা)-এর হৃদয়ে আমার প্রতি না আবার অসন্তোষ আসে। তাই আমি

সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নবী (সা) যা বলেছেন তা আমি তাদের অবহিত করে। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম যে বিলাল (রা) ডাকছেন এ বলে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে ডাকছেন, আপনি উপস্থিত হন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া এমনি ছয়টি উটনী যা সা'দ থেকে ক্রয় করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর। এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও। এবং বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর। এরপর আমি সেগুলোসহ তাদের কাছে গেলাম এবং বললাম, নবী (সা) এগুলোকে তোমাদের বাহন হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা যারা শুনেছিল আমার সাথে তোমাদের কেউ এমন কারুর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের চলে যেতে দিতে পারি না—যাতে তোমরা এমন ধারণা না কর যে, নবী (সা) যা বলেননি আমি তা তোমাদের বর্ণনা করেছি। তখন তারা আমাকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে খ্যাত। তবুও আপনি যা পছন্দ করেন, আমরা অবশ্য করব। অনন্তর আবূ মূসা (রা) তাদের মধ্যকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। এরপর তাদের কাছে সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করলেন যেমন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছিলেন।

٤٠٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ اِلَى تَبُوْكَ ، فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا ، قَالَ اَتُخَلِّفُنِيْ فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ اَلاَ تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى اِلاَّ اَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ ، وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا۔

৪০৭৪ মুসাদ্দাদ (র) .... মুসআব ইব্‌ন সা'দ তাঁর পিতা (আবূ ওয়াক্কাস) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর আলী (রা)-কে খলীফা মনোনীত করেন। আলী (রা) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নবী (সা) বললেন, তুমি কি এ কথায় রাযী নও যে তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে যেমন হারূন (আ) মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এতটুকু পার্থক্য যে, (তিনি নবী ছিলেন আর) আমার পরে কোন নবী নেই। আবূ দাউদ (র) বলেন, শু'বা (র) আমাকে হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন; আমি মুসআব (র) থেকে শুনেছি।

٤٠٧٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُوْلُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ اَوْثَقُ اَعْمَالِيْ عِنْدِيْ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِيْ اَجِيْرٌ فَقَاتَلَ اِنْسَانًا فَعَضَّ

اَحَدُهُمَا يَدَا الْاٰخَرِ قَالَ عَطَاء فَلَقَدْ اَخْبَرَنِي صَفْوَانُ اَيُّهُمَا عَضَّ الْاٰخَرَ فَنَسِيْتُهُ ، قَالَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوْضُ يَدَهُ مِنْ فِيْ الْعَاضِ ، فَانْتَزَعَ اِحْدَيْ ثَنِيَّتَيْهِ ، فَاَتَيَا النَّبِيَّ (ص) فَاَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءٌ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) اَفَيَدَعُ يَدَهُ فِيْ فِيْكَ تَقْظَمُهَا كَاَنَّهَا فِيْ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا ـ

৪০৭৫ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... সাফওয়ান-এর পিতা ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে উসরা-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ইয়ালা বলতেন যে, উক্ত যুদ্ধ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য আমলের অন্যতম বলে বিবেচিত হত। আতা (র) বলেন যে, সাফওয়ান বলেছেন, ইয়ালা (রা) বর্ণনা করেন, আমার একজন (দিনমজুর) চাকর ছিল, সে একবার এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং একপর্যায়ে একজন অন্যজনের হাত দাঁত দ্বারা কেটে ফেলল। আতা (রা) বলেন, আমাকে সাফওয়ান (র) অবহিত করেছেন যে, উভয়ের মধ্যে কে কার হাত দাঁত দ্বারা কেটেছিল তার নাম আমি ভুলে গেছি। রাবী বলেন, আহত ব্যক্তি ঘাতকের মুখ থেকে নিজ হাত মুক্ত করার পর দেখা গেল, তার সম্মুখের দুটো দাঁত উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারপর তারা এ মামলা নবী (সা)-এর সমীপে পেশ করে। তখন নবী (সা) তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করেছেন। আতা বলেন যে, আমার ধারণা যে বর্ণনাকারী এ কথাও বলেছেন যে নবী (সা) বলেন, তবে কি সে তার হাত তোমার মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দিবে? যেমন উটের মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়?

٢٢٤٣ . بَابُ حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

২২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব ইব্‌ন মালিকের ঘটনা এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ ঃ ১১৮)

٤٠٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوْكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا اِلاَّ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ غَيْرَ اَنِّى كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِىْ غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَي الْاِسْلَامِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِىْ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِىْ تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللّٰهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِىْ قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ ، حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا ، حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا ، وَمَفَازًا

وَعَدُوًّا كَثِيْرًا ، فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَاَهَّبُوْا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) كَثِيْرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيْدُ الدِّيْوَانَ ، قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اَنْ يَتَغَيَّبَ اِلاَّ ظَنَّ اَنَّهُ سَيَخْفٰى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْىُ اللّٰهِ وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ وَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ ، فَطَفِقْتُ اَغْدُوْ لِكَىْ اَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ ، فَاَرْجِعُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا فَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ اَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ، وَلَمْ اَقْضِ جِهَازِىْ شَيْئًا ، فَقُلْتُ اَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ اَنْ فَصَلُوْا لاَتَجَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِىْ اَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ ، هَمَمْتُ اَنْ اَرْتَحِلَ فَاُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِىْ فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِىْ ذٰلِكَ فَكُنْتُ اِذَا خَرَجْتُ فِى النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَطُفْتُ فِيْهِمْ اَحْزَنَنِىْ اَنِّىْ لاَ اَرٰى اِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ اَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكًا ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلِمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِىْ عِطْفَيْهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : فَلَمَّا بَلَغَنِىْ اَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلاً حَضَرَنِىْ هَمِّىْ وَطَفِقْتُ اَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَاَقُوْلُ : بِمَاذَا اَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلٰى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِىْ رَاْىٍ مِنْ اَهْلِىْ فَلَمَّا قِيْلَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَدْ اَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّى الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ اَنِّىْ لَنْ اَخْرُجَ مِنْهُ اَبَدًا بِشَىْءٍ فِيْهِ كَذِبٌ ، فَاَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَائَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوْا بِضْعَةً وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَ وَكَلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ اَمْشِىْ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِىْ مَا خَلَّفَكَ اَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ فَقُلْتُ بَلٰى اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَاَيْتُ اَنْ سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ اُعْطِيْتُ جَدَلاً ، وَلٰكِنِّىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّىْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيْهِ اِنِّىْ لاَرْجُوْ فِيْهِ عَفْوَ اللّٰهِ لاَ وَاللّٰهِ مَا كَانَ لِىْ مِنْ عُذْرٍ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ مِنِّىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ

اللّٰهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِىْ فَقَالُوْا لِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ اَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا ، وَلَقَدْ عَجَزْتَ اَنْ لاَ تَكُوْنَ اِعْتَزَرْتَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِمَا اعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اِسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لَكَ فَوَاللّٰهِ مَا زَالُوْا يُؤَنِّبُوْنِىْ حَتّٰى اَرَدْتُ اَنْ اَرْجِعَ فَاُكَذِّبَ نَفْسِىْ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِىَ هٰذَا مَعِىْ اَحَدٌ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيْلَ لَكَ ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوْا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْعَمْرِىُّ وَهِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِىُّ فَذَكَرُوْا لِىْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيْهِمَا اُسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِىْ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوْا لَنَا حَتّٰى تَنَكَّرَتْ فِىْ نَفْسِىَ الْاَرْضُ فَمَا هِىَ الَّتِىْ اَعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَاَمَّا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِىْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَاَمَّا اَنَا فَكُنْتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَاَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاَطُوْفُ فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِىْ اَحَدٌ ، وَاٰتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَىَّ اَمْ لاَ ثُمَّ اُصَلِّىْ قَرِيْبًا مِنْهُ ، فَاُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلٰى صَلاَتِىْ اَقْبَلَ اِلَىَّ ، وَاِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ اَعْرَضَ عَنِّىْ حَتّٰى اِذَا طَالَ عَلَىَّ ذٰلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِىْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّىْ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ يَا اَبَا قَتَادَةَ ، اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَسَكَتَ فَقَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ اِذَا نَبَطِىٌّ مِنْ اَنْبَاطِ اَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ نِىْ دَفَعَ اِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَاِذَا فِيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضِيْعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهٰذَا اَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِيْنَ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَاْتِيْنِىْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَاْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَاَتَكَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا وَاَرْسَلَ اِلٰى صَاحِبَىَّ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لاِمْرَاَتِىْ الْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَتَكُوْنِىْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ ، قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتْ امْرَاَةُ هِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ اَنْ اَخْدُمَهُ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لاَ يَقْرَبْكِ قَالَتْ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ اِلٰى

شَيْءٍ وَاللّٰهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَا كَانَ اِلٰى يَوْمِهِ هٰذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ اَهْلِيْ لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ (ص) فِيْ امْرَأَتِكَ كَمَا اَذِنَ لاِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ اَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
(ص) وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَشْرَ
لَيَالٍ ، حَتّٰى كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنْ كَلاَمِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ
صُبْحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَاَنَا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ قَدْ ضَاقَتْ
عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفٰى عَلٰى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ يَا
كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ اَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا
حِيْنَ صَلّٰى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا
وَسَعٰى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفٰى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ
صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ ، فَكَسَوْتُهُ اِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللّٰهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ
فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّوْنِّيْ بِالتَّوْبَةِ يَقُوْلُوْنَ : لِتَهْنِكَ
تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ ، قَالَ كَعْبٌ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ
بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّانِيْ ، وَاللّٰهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ وَلاَ أَنْسَاهَا
لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ
أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ، قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، قَالَ لاَ بَلْ
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا
جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَمْسِكْ
عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَاِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِيْ بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ إِنَّمَا
نَجَّانِيْ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ اِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيْتُ ، فَوَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
اَبْلاَهُ اللّٰهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) أَحْسَنَ مِمَّا اَبْلاَنِيْ وَمَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ
ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا كَذِبًا وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ يَحْفَظَنِيَ اللّٰهُ فِيْمَا بَقِيْتُ ، وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهِ (ص) اِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى قَوْلِهِ ، وَكُوْنُوْا مَعَ
الصَّادِقِيْنَ ، فَوَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ اَنْ هَدَانِيْ لِلاِسْلاَمِ اَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ

لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنْ لاَ اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَاَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لاَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ ، اِلٰى قَوْلِهِ : فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ، قَالَ كَعْبٌ : وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ اَمْرِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاَرْجَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَمْرَنَا حَتّٰى قَضٰى اللّٰهُ فِيْهِ ، فَبِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ وَعَلَي الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا – وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ اِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ اِيَّانَا وَاِرْجَاؤُهُ اَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ ـ

৪০৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাআব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, কাআব (রা) অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি কাআব ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাবূক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবূক যুদ্ধ ছাড়া আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যাঁরা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল কুরাইশ দলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এবং তাদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আমি আকাবা রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বদর প্রান্তরের উপস্থিতিকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরণ এই—তাবূক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে আল্লাহ্র কসম, আমার কাছে কখনো ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সাথে দু'টো যানবাহন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, দৃশ্যত তার বিপরীত ভাব দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের সফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রুসেনার মুকাবিলা করার। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অভিযানের অবস্থা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দেন যেন তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী লোক সংখ্যা ছিল অধিক যাদের হিসাব কোন রেজিস্টারে লিখিত ছিল না। কাআব (রা) বলেন, যার ফলে যেকোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওহী মারফত এ খবর পরিজ্ঞাত না করা পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-ফলাদি পাকার ও গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা যেতে সক্ষম। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমার সময় কেটে যেতে লাগল।

এদিকে অন্য লোকেরা পুরাপুরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করার মানসে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সাথে পথে মিলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। একথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমার কথা আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবূকে একথা তিনি জনতার মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কাআব কি করল? বনী সালমা গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) তার ধন-সম্পদ ও আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি। একথা শুনে মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব রইলেন। কাআব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন আমি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং মিথ্যার বাহানা খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা তিরোহিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার নামগন্ধ থাকে। অতএব আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, আমি সত্যই বলব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাতে মদীনায় পদার্পণ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নবী (সা) এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অক্ষমতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বাহ্যিকভাবে তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বায়আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে দিলেন। [কাআব (রা) বলেন] আমিও এরপর নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এস। আমি সে অনুসারে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ্‌র কসম, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশমিত করার প্রয়াস চালাতাম। আর আমি তর্কে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু

আল্লাহ্‌র কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে রাযী করার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার নির্ঘাত আশা রাখি। না, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম, সেই অভিযানে আপনার সাথে না যাওয়াকালীন সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম তুমি ইতিপূর্বে কোন গুনাহ্ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি অন্যান্য পশ্চাদগামীর মত তোমার অক্ষমতার একটি ওযর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ্‌র কসম তারা আমাকে অনবরত কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মত এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মত বলেছে। এবং তাদের ক্ষেত্রেও তোমার মত একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইব্‌ন রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে অবহিত করল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য উভয়ে আদর্শবান। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবূকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সাথে কথা বলতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে মুসলমানরা আমাদের পরিহার করে চললো। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে নিল। এমনকি এদেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হয়ে আসতাম, মুসলমানদের জামাআতে নামায আদায় করতাম। এবং বাজারে চলাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি নামায শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন নামাযে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি লোকদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলার আচরণ দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবূ কাতাদা (রা)-এর বাগানের প্রাচীর টপকে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে

আবূ কাতাদা, আপনাকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি পুনঃ (তৃতীয়বারও) তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। অগত্যা আমি পুনরায় প্রাচীর টপকে ফিরে এলাম। কাআব (রা) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে বিচরণ করছিলাম। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কাআব ইব্‌ন মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারায় দেখাচ্ছিল। তখন সে এসে গাস্‌সানি বাদশার একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্ আপনাকে মর্যাদাহীন ও আশ্রয়হীন করে সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খোঁজ করে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি তথায় অবস্থান কর। কাআব (রা) বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইব্‌ন উমায়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী (সা) বললেন, না তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি এ নির্দেশ পাওয়া অবধি সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কাআব (রা) বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইব্‌ন উমায়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খেদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম আমি কখনো তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কি বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খেদমতে সক্ষম। এরপর আরও দশরাত অতিবাহিত করলাম। এভাবে নবী (সা) যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের নামায আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যা আল্লাহ্ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগতটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়

শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, হে কাআব ইব্ন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কাআব (রা) বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সিজদায় লুটে পড়লাম। আর আমি অনুভব করলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী লোক আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পাহাড়ের উপর আরোহণ করত চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমি তখন আমার নিজের পরিধেয় দুটো কাপড় তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য দান করলাম। আর আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি যে, ঐ সময় সেই দুটো কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। আমি দুটো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবূলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তওবা কবূল করেছেন। কাআব (রা) বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) দ্রুত উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্র কসম তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না। কাআব (রা) বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যত দিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কাআব বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমার তওবা কবূলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথে দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খায়বরে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবূলের নিদর্শন অক্ষুণ্ন রাখতে আমার অবশিষ্ট জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহ্র কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ্ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কাআব (রা) বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও

করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে হিফাজত করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর এই আয়াত নাযিল করেন لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ .... وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ – অর্থাৎ আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবী (সা)-এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি.............এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯ ঃ ১১৭-১১৯)। [কাআব (রা) বলেন] আল্লাহ্র শপথ, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ্ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাবাদীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাবাদিদের সম্পর্কে যখন ওহী নাযিল হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ .... فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ۔

অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে .... আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। (৯ ঃ ৯৫-৯৬)। কাআব (রা) বলেন, আমাদের তিনজনের তাওবা কবূল করতে বিলম্ব করা হয়েছে—যাদের তাওবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবূল করেছেন যখন তাঁরা তার কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বায়আত গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহ্র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্থগিত রেখেছেন। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ বলেন—সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ ঃ ১১৮) কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবূক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওযর-আপত্তি পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত দেয়া স্থগিত রাখা হয়েছিল।

٢٢٤٤. بَابُ نُزُوْلِ النَّبِيِّ (ص) الْحِجْرَ

২২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর হিজ্‌র বস্তিতে অবতরণ

٤٠٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ (ص) بِالْحِجْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ، ثُمَّ قَنَّعَ رَاْسَهُ وَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى جَازَ الْوَادِيَ۔

৪০৭৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ জু'ফী (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) (সামূদ গোত্রের) হিজ্‌র বস্তি অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করছে তাদের আবাস স্থলে ক্রন্দনাবস্থা ব্যতীত প্রবেশ কর না। যেন তোমাদের প্রতিও শাস্তি

নিপতিত না হয় যা তাদের প্রতি নিপতিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত স্থান অতিক্রম করেন।

٤٠٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَصْحَابِ الْحِجْرِ لاَ تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ۔

৪০৭৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজর নামক স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা ঐ শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ কর না—যাতে তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদ আপতিত না হয় যেরূপ তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

٢٢٤٥. بَابٌ

২২৪৫. অনুচ্ছেদ

٤٠٧٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ (ص) لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ اَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لاَ اَعْلَمُهُ قَالَ اِلاَّ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ۔

৪০৭৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) (প্রকৃতির) প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন। (ফিরে এলে) আমি দাঁড়িয়ে তাঁর (ওযুর) পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। (স্থানটি কোথায়) তা আমার স্মরণ নেই। তবে তা ছিল তাবূক যুদ্ধের সময়কার। এরপর তিনি তাঁর চেহারা ধৌত করেন। এবং তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে গেলে দেখা গেল যে, তাঁর জামার আস্তিন আঁটসাঁট। তখন তিনি উভয় বাহুকে জামার মধ্য থেকে বের করে আনেন এবং তা ধৌত করেন। তারপর তিনি তাঁর মোজার উপর মুসেহ করেন।

٤٠٨٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔

৪০৮০ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র) ...... আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনাতে পদার্পণ করলাম তখন তিনি বললেন, এই মদীনার অপর নাম ত্বাবা (পবিত্র) । এবং এই উহুদ এমন পাহাড় যে, সে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।

٤٠٨١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ـ

৪০৮১ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মদীনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যারা কোন দূরপথ ভ্রমণ করেনি, এবং কোন উপত্যকাও অতিক্রম করেনি তবুও তারা তোমাদের সাথে (সওয়াবে) শরীক রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা তো মদীনায়-ই অবস্থান করছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মদীনায়ই রয়ে গেছে, তবে ওযর তাদের আটকে রেখেছিল।

٢٢٤٦. بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ (ص) اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ

২২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ পারস্য অধিপতি কিস্রা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী (সা)-এর পত্র প্রেরণ

٤٠٨٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى ، مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَاَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ ـ

৪০৮২ ইসহাক (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা সাহমী (রা)-কে তাঁর পত্রসহ কিসরার কাছে প্রেরণ করেন। নবী (সা) তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের গভর্নরের কাছে দেয় এবং পরে বাহরাইনের গভর্নর যেন কিসরার হাতে পত্রটি পৌঁছিয়ে দেয়। কিসরা যখন নবী (সা)-এর পত্রখানা পড়ল, তখন তা ছিঁড়ে টুকরা করে ফেলল। (রাবী বলেন) আমার যতদূর মনে পড়ে ইব্নুল মুসায়্যাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি এ বলে বদদোয়া করেন, আল্লাহ্ তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে দিন।

٤٠٨٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا

مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ اَنْ اَلْحَقَ بِاَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَنَّ اَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَاَةً۔

৪০৮৩ উসমান ইব্ন হায়সাম (র) .... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রুত একটি বাণী আমাকে জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন মহা উপকার করেছে, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শরিক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবূ বাকরা (রা) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী (সা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা তনয়াকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, কখনই সে জাতি সফলতার মুখ দেখবে না যারা স্ত্রীলোককে তাদের প্রশাসক নির্বাচন করে।

٤٠٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ : اَذْكُرُ اَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الْغِلْمَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْيَانِ۔

৪০৮৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্মৃতিপটে এখনও সে ঘটনা জাগে যে, মদীনার ছেলেপুলের সাথে ছানিয়্যাতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে আমি গিয়েছিলাম। সুফয়ান (রা)-এর রিওয়ায়েতে غِلْمَان স্থলে صِبْيَان শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

٤٠٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السَّائِبِ اَذْكُرُ اَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ (ص) اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ۔

৪০৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).........সায়েব (ইব্ন ইয়াযীদ) (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি স্মৃতিচারণ করি যে, ছানিয়্যাতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে মদীনার ছেলেদের সাথে গিয়েছিলাম, যখন নবী (সা) তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

٢٢٤٧. بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ (ص) وَوَفَاتِهِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ، ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ يَا عَائِشَةُ مَا اَزَالُ اَجِدُ اَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِيْ اَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهٰذَا اَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ اَبْهَرِيْ مِنْ ذٰلِكَ السَّمِّ

২২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের

সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে (৩৯ ঃ ৩০, ৩১)। ইউনুস (র) যুহরী ও উরওয়া (র) সূত্রে বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী (সা) যে রোগে ইন্তিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমি খায়বরে (বিষযুক্ত) যে খাদ্য ভক্ষণ করেছিলাম, আমি সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করছি। আর এখন সেই সময় আগত, যখন সে বিষক্রিয়ায় আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে

٤٠٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْـنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَـنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ ـ

৪০৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... উম্মুল ফদল বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা "ওয়াল মুরসালাতে উরফা" পাঠ করতে শুনেছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রূহ মুবারক কবজ করা পর্যন্ত তিনি আর আমাদের নিয়ে কোন নামায আদায় করেননি।

٤٠٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اِنَّ لَنَا اَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَاَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰـذِهِ الْاٰيَةِ : اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ فَقَالَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَعْلَمَهُ اِيَّاهُ فَقَالَ مَا اَعْلَمُ مِنْهَا اِلاَّ مَا تَعْلَمُ ـ

৪০৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন্ খাত্তাব (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তাঁর কাছে বসাতেন। এতে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সমবয়সী ছেলেপুলে আছে! তখন উমর (রা) বললেন, সে কিরূপ মর্যাদার লোক তা তো আপনারাও জানেন। এরপর উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের খবর (তাঁকে অবগত করানো হয়েছে)। তখন উমর (রা) বললেন, আমিও তা-ই মনে করি যা তুমি মনে করছ।

٤٠٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخَمِيْسِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ اشْتَدَّ بِـرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِي اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوْا مَا شَاْنُهُ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ فَذَهَبُوْا يَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ دَعُوْنِي اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِي اِلَيْهِ ، وَاَوْصَاهُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيْتُهَا ـ

৪০৮৮ কুতায়বা (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, বৃহস্পতিবার! বৃহস্পতিবারের ঘটনা কি? নবী (সা)-এর রোগ-জ্বালা প্রবলভাবে দেখা দেয়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিয়ে যাই যেন তোমরা এরপর কখনও বিভ্রান্ত না হও। তখন তারা পরস্পর মতভেদ করতে থাকে। আর নবী (সা)-এর সান্নিধ্যে মতবিরোধ করা শোভনীয় নয়। এরপর কিছুসংখ্যক লোক বললেন, নবী (সা)-এর অবস্থা কেমন? তিনি কি প্রলাপ বকছেন? তোমরা তাঁর কাছে থেকে ব্যাপারটি বুঝে নাও। এতে তারা নবী (সা) -এর কাছে ব্যাপারটি পুনরুত্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তোমরা যে কাজের দিকে আমাকে আহবান জানাচ্ছ তার চেয়ে আমি উত্তম অবস্থায় অবস্থান করছি। আর নবী (সা) তাঁদের তিনটি নসীহত করলেন (১) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করে দিবে, (২) দূতদের সেরূপ আদর-আপ্যায়ন করবে যেমন আমি করতাম এবং তৃতীয়টি বলা থেকে তিনি নীরব থাকলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয়টি আমি ভুলে গিয়েছি।

٤٠٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) هَلُمُّوْا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْاِخْتِلَافَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قُوْمُوْا * قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ ـ

৪০৮৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সময় যখন নিকটবর্তী হল এবং ঘরে ছিল লোকের সমাবেশ, তখন নবী (সা) বললেন, তোমরা আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট না হও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ-যন্ত্রণা কঠিনতর অবস্থায়, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মওজুদ আছে। আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইত্যবসরে নবী (সা)-এর পরিবারের লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়ে যায়, এবং তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা কাগজ উপস্থিত কর, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিন। যাতে তোমরা তাঁর পরে কোন বিভ্রান্তিতে নিপতিত না হও। আবার কেউ বললেন এর বিপরীত। এরপর যখন বাক-বিতণ্ডা ও মতবিরোধ চরমে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও। উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, এ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ্

(সা) সাহাবায়ে কিরামের জন্য কিছু লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতবিরোধ ও উচ্চ শব্দই মূলত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

٤٠٩٠ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ ابْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيْلٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ (ص) فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ (ص) اَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنِّيْ اَوَّلُ اَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ ـ

৪০৯০ ইয়াসারা ইব্‌ন সাফয়ান ইব্‌ন জামীল আল লাখমী (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মৃত্যু-রোগকালে ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন; এরপর নবী (সা) পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হাসলেন। পরে আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, নবী (সা) যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগেই তাঁর ইন্তিকাল হবে। এ কথাটিই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাসলাম।

٤٠٩١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كُنْتُ اَسْمَعُ اَنَّهُ لَا يَمُوْتُ نَبِيٌّ حَتّٰى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَاَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُوْلُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْاٰيَةَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ ـ

৪০৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একথা শুনছিলাম যে, কোন নবী মারা যান না যতক্ষণ না তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় দুনিয়া বা আখিরাত গ্রহণ করার। যে রোগে নবী (সা) ইন্তিকাল করেন সে রোগে আমি নবী (সা)-কে মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্তাবস্থায় বলতে শুনেছি, তাঁদের সাথে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত প্রদান করেছেন—[তাঁরা হলেন, নবী (আ)-গণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।] (৪ ঃ ৭২) তখন আমি ধারণা করলাম যে তিনিও ইখ্‌তিয়ার প্রাপ্ত হয়েছেন।

٤٠٩٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيَّ (ص) الْمَرَضَ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ جَعَلَ يَقُوْلُ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ـ

৪০৯২ মুসলিম (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি বলতেছিলেন, "ফির রফীকিল আলা।"—মহান উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন।)

٤٠٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ صَحِيْحٌ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا اَوْ يُخَيَّرَ ، فَلَمَّا اشْتَكٰى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ، وَرَاْسُهُ عَلٰى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى فَقُلْتُ اِذًا لاَ يُجَاوِرُنَا ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ حَدِيْثُهُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ ـ

৪০৯৩ আবুল ইয়ামান (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থাবস্থায় বলতেন, কোন নবী (আ)-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয়নি, যতক্ষণ না তাঁর স্থান জান্নাতে দেখান হয়েছে। তারপর তাঁকে জীবিত রাখা হয় অথবা ইন্তিকালের ইখতিয়ার দেয়া হয়। এরপর যখন নবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা আয়েশা (রা)-এর উরুতে রাখাবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি চৈতন্যহীন হয়ে পড়লেন। এরপর যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! মহান ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন)। অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ঐ কথাই যা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আর তাই ঠিক।

٤٠٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَاَنَا مُسْنِدَتُهُ اِلٰى صَدْرِيْ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَاَبَدَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَصَرَهُ فَاَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضِمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا اَنْ فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَفَعَ يَدَهُ اَوْ اِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا ثُمَّ قَضٰى ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ مَاتَ بَيْنَ حَقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ ـ

৪০৯৪ মুহাম্মাদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বক্র (রা) নবী (সা)-এর কাছে এলেন। তখন আমি নবী (সা)-কে আমার বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় রেখেছিলাম এবং আবদুর রহমানের হাতে তাজা মিসওয়াকের ডালা ছিল যা দিয়ে সে দাঁত পরিষ্কার করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম এবং তা চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তা নবী (সা)-কে দিলাম। তখন নবী (সা) তা দিয়ে দাঁত মর্দন করলেন। আমি তাঁকে এর আগে এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে আর কখনও দেখিনি। এ থেকে অবসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উভয় হাত অথবা আঙ্গুল উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, ঊর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন।) তারপর তিনি ইন্তিকাল করলেন। আয়েশা (রা) বলতেন, নবী (সা) আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

٤٠٩٥ حَدَّثَنِي حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا اشْتَكٰى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا اشْتَكٰى وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ طَفِقْتُ اَنْفِثُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيْ كَانَ يَنْفِثُ، وَاَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ (ص) عَنْهُ ـ

৪০৯৫ হিব্বান (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা (ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুসেহ্ করতেন। এরপর যখন তিনি মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাদ্বয় দ্বারা তাঁর শরীরে দম করতাম, যা দিয়ে তিনি দম করতেন। আমি তাঁর হাত দ্বারা তাঁর শরীর মুসেহ্ করিয়ে দিতাম।

٤٠٩٦ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (ص) وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ اِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ ـ

৪০৯৬ মুআল্লাহ্ ইব্‌ন আসাদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুঁকিয়ে দিয়ে নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করুন, রহম করুন এবং (ঊর্ধ্বজগতের) মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

٤٠٩٧ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ هِلَالِ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لَوْلَا ذٰلِكَ لَاُبْرِزَ قَبْرُهُ ، خَشِيَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ـ

৪০৯৭ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগ থেকে নবী (সা) আর সুস্থ হয়ে উঠেননি সে রোগাবস্থায় তিনি বলেন, ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। আয়েশা (রা) মন্তব্য করেন, এরূপ প্রথা যদি না থাকত তবে তাঁর কবরকেও খোলা রাখা হত। কারণ তাঁর কবরকেও মসজিদ (সিজদার স্থান) বানানোর আশংকা ছিল।

٤٠٩٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

(ص) وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اِسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ ، فَاَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِى الاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِالَّذِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ الَّذِىْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لاَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِىٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ (ص) تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَمَّا دَخَلَ بَيْتِىْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيْقُوْا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّىْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ فَاَجْلَسْنَاهُ فِىْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ (ص) ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتّٰى طَفِقَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا بِيَدِهِ اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَصَلّٰى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ * وَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهِ ، فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ يَقُوْلُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا * اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِىْ ذٰلِكَ وَمَا حَمَلَنِىْ عَلٰى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِىْ قَلْبِىْ اَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ اَبَدًا وَاِلاَّ كُنْتُ اَرٰى اَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ اَحَدٌ مَقَامَهُ اِلاَّ تَشَائَمَ النَّاسُ بِهِ ، فَاَرَدْتُ اَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ مُوْسٰى وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ (ص) -

৪০৯৮ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র) .... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ প্রবল হল ও ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা করার ব্যাপারে তাঁর বিবিগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তারপর নবী (সা) ঘর থেকে বের হয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অপর একজন সাহাবীর সাহায্যে জমীনের উপর পা হিঁচড়ে চলতে লাগলেন। উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আয়েশা কথিত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নাম আয়েশা (রা) উল্লেখ করেননি তার নাম জান? আমি বললাম, না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি হলেন আলী (রা)। নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বর্ণনা করতেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর ব্যথা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন সাত মশক যার মুখ এখনও খোলা হয়নি, তা থেকে আমার শরীরে পানি ঢেলে দাও। যেন আমি (সুস্থ হয়ে) লোকদের উপদেশ দিতে পারি। এরপর আমরা তাঁকে নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা)-এর একটি বড় গামলায় বসালাম। তারপর আমরা উক্ত মশক হতে তাঁর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ঢালা অব্যাহত রাখলাম যতক্ষণ না তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমাদের ইশারা করে জানালেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করেছ। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর নবী (সা) লোকদের কাছে গিয়ে তাদের

সাথে জামাতে নামায আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (র) আমাকে জানালেন যে, আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগ-যাতনায় অস্থির হতেন তখন তিনি তাঁর কালো চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন। আবার যখন জ্বরের উষ্ণতা হ্রাস পেত তখন মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। রাবী বলেন, এরূপ অবস্থায়ও তিনি বলতেন, ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তাদের কৃতকর্ম থেকে সতর্ক করা হয়েছে। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর ইমামতির ব্যাপারে নবী (সা)-কে বারবার আপত্তি করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার আপত্তি করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে একথা আসেনি যে, নবী (সা)-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে, তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, নবী (সা) এ দায়িত্ব আবূ বকর (রা)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন। আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন, এ হাদীস ইব্‌ন উমর, আবূ মূসা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ (ص) وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) -

৪০৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন যে, আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আর নবী (সা)-এর মৃত্যু-যন্ত্রণার পর আমি আর কারো জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণাকে কঠোর বলে মনে করি না।

٤١٠٠ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللّٰهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ لَأَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) سَوْفَ يُتَوَفّٰى مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا ، إِنِّيْ لَأَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، اذْهَبْ بِنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَلْنَسْأَلْهُ فِيْمَنْ هٰذَا الْأَمْرُ ، إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ ، فَأَوْصٰى بِنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللّٰهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ ، وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)-

৪১০০ ইসহাক (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ হতে বের হয়ে আসেন যখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবুল হাসান, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজ কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল্-হাম্দুলিল্লাহ্, তিনি কিছুটা সুস্থ। তখন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাঁর হাত ধরে তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি তিন দিন পরে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহ্র শপথ, আমি মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই রোগে অচিরেই ইন্তিকাল করবেন। কারণ আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের অনেকের মৃত্যুকালীন চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। চল যাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (খিলাফতের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো তা আমরা জানব। আর যদি আমাদের ছাড়া অন্যদের উপর ন্যস্ত করে যান, তাহলে তাও আমরা জানতে পারব এবং তিনি এ ব্যাপারে আমাদের তখন অসীয়ত করে যাবেন। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, যদি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমরা জিজ্ঞাসা করি আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন, তবে তারপরে লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবে না। আল্লাহ্র কসম, এজন্য আমি কখনই এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করব না।

٤١٠١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ لَهُمْ لَمْ يَفْجَاهُمْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ فِىْ صُفُوْفِ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفُّ وَظَنَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُرِيْدُ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ اَنَسٌ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يَفْتَتِنُوْا فِىْ صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ اَتِمُّوْا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَاَرْخَى السِّتْرَ۔

৪১০১ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, সোমবারে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। আর আবূ বকর (রা) তাদের নামাযের জামাতের ইমামতী করছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়েশা (রা)-এর কক্ষের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সাহাবীগণ কাতারবন্দী অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন। তখন নবী (সা) মুচকি হাসি দিলেন। আবূ বকর (রা) পেছনে মুক্তাদির সারিতে নামায আদায়ের নিমিত্ত পিছিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে নামায আদায়ের জন্য বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের আনন্দে সাহাবীগণের নামায ভঙ্গের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে ইশারায় তাদের নামায পুরা করতে বললেন। তারপর তিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন ও পর্দা টেনে দিলেন।

٤١٠٢ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ

اَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ عَلَىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تُوُفِّيَ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ يَوْمِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ ، وَاَنَّ اللّٰهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ ، وَاَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَرَاَيْتُهُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَعَرَفْتُ اَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ ، فَقُلْتُ اٰخُذُهُ لَكَ ؟ فَاَشَارَ بِرَاْسِهِ اَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اُلَيِّنُهُ لَكَ ، فَاَشَارَ بِرَاْسِهِ اَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَاَمَطَّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ اَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُّ عُمَرُ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُوْلُ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ ـ

৪১০২ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নিয়ামত যে, নবী (সা) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সিনার মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইন্তিকালের সময় আমার থুথু তাঁর থুথুর সাথে মিশ্রিত করে দেন। এ সময় আবদুর রহমান (রা) আমার নিকট প্রবেশ করে এবং তার হাতে মিসওয়াক ছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে (আমার বুকে) হেলান লাগান অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি অনুভব করতে পারলাম যে, নবী (সা) মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক আনব? তিনি তখন মাথার ইশারায় জানালেন যে, হ্যাঁ, আন। তখন আমি মিসওয়াক আনলাম। কিন্তু মিসওয়াক শক্ত ছিল, তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দিব? তখন তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে পাত্র অথবা পেয়ালা ছিল (রাবী উমরের সন্দেহ) তাতে পানি ছিল। নবী (সা) বারবার স্বীয় হস্তদ্বয় উক্ত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা তাঁর চেহারা মসেহ (ঠাণ্ডা) করালেন। এবং বলছিলেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ —আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, সত্যিই মৃত্যুযন্ত্রণা কঠিন। তারপর উভয় হাত উপর দিকে উত্তোলন করে বলছিলেন, আমি উর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হল আর হাত শিথিল হয়ে গেল।

٤١٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَسْاَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ يَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا غَدًا ، اَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَيَّ فِيْهِ فِيْ بَيْتِيْ فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَاِنَّ رَاْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِيْ وَسَحْرِيْ وَخَالَطَ

رِيقِى ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ ، وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ ، فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِنِى هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَاَعْطَانِيْهِ فَقَضِمْتُهُ ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَاَعْطَيْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى صَدْرِى۔

৪১০৩ ইসমাঈল .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রোগে নবী (সা) ইন্তিকাল করেন সে অবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব। আগামী কাল কার ঘরে থাকব? এর দ্বারা তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে থাকার পালার প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। অন্য সহধর্মিণীগণ নবী (সা)-কে যার ঘরে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নবী (সা) আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইন্তিকাল করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর রূহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে ছিল। এবং আমার থুথুর সাথে তাঁর থুথু মিশ্রিত হয়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর হাতে একটি মিসওয়াক ছিল যা দিয়ে সে তার দাঁত মাজছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দিকে তাকালেন। আমি তখন তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান এই মিসওয়াকটি আমাকে দাও; তখন সে তা আমাকে দিয়ে দিল। আমি সেটি চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিলাম। তিনি (সা) মিসওয়াকটি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করলেন, আর তিনি তখন আমার বুকে হেলান লাগান অবস্থায় ছিলেন।

٤١٠٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّىَ النَّبِى (ص) فِى بَيْتِى وَفِى يَوْمِى ، وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى وَكَانَتْ اَحَدُنَا يُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ اِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ اُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ، وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ ، وَفِى يَدِهِ جَرِيْدَةٌ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ (ص) فَظَنَنْتُ اَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَاَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَاْسَهَا وَنَفَضْتُهَا اِلَيْهِ فَرَفَعْتُهَا اِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَاَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا ، ثُمَّ نَاوَلَنِيْهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ اَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيقِى وَرِيْقِهِ فِى اٰخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ۔

৪১০৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। নবী (সা) যখন অসুস্থ হতেন তখন আমাদের মধ্যকার কেউ দোয়া পড়ে তাঁকে ঝাড়ফুঁক করতেন। আমি নবী (সা)-কে ঝাড়ফুঁক করার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, ঊর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই), ঊর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই)। এ সময় আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) আগমন করলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াকের একটি তাজা ডাল ছিল। নবী (সা) তখন সেদিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর [নবী (সা)] মিসওয়াকের প্রয়োজন। তখন আমি সেটি নিয়ে চিবালাম, ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম এবং নবী (সা)-কে

তা দিলাম। তখন তিনি এর দ্বারা এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করলেন যে এর আগে কখনও এরূপ করেননি। তারপর তা আমাকে দিলেন। এরপর তাঁর হাত ঢলে পড়ল অথবা রাবী বলেন তাঁর হাত থেকে ঢলে পড়ল। আল্লাহ্ তা'আলা আমার থুথুকে নবী (সা)-এর থুথুর সাথে মিলিয়ে দিলেন। দুনিয়ার জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে।

৪১০৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَهُوَ مُغَشًّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ . أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ يَا عُمَرُ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا (ص) فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ . قَالَ اللَّهُ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ الشَّاكِرِينَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلاَّ يَتْلُوهَا فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلاَهَا فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجْلاَيَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ مَاتَ ـ

৪১০৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তার সুনহের বাড়ি থেকে আগমন করেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে সোজা আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে। তখন নবী (সা) ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। তখন তিনি চেহারা হতে কাপড় হটিয়ে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে চুমু দেন ও কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহ্র কসম আল্লাহ্ তো আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না, যে মৃত্যু ছিল আপনার জন্য নির্ধারিত সে মৃত্যু আপনি গ্রহণ করে নিলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমাকে আবূ সালামা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর (রা) বের হয়ে আসেন তখন উমর (রা) লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবূ বকর (রা) তাঁকে বলেন, হে উমর (রা) বসে পড়। উমর (রা) বসতে অস্বীকার করলেন। তখন সাহাবীগণ উমর (রা)-কে ছেড়ে আবূ বকর (রা)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখন আবূ বকর (রা) ভাষণ দিলেন— "এরপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করতেন, তিনি তো ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্র ইবাদত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, চির

অমর। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ —মুহাম্মদ (সা) একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। .... কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আবূ বকর (রা)-এর পাঠ করার পূর্বে লোকেরা যেন জানতো না যে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আয়াত নাযিল করেছেন। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর থেকে উক্ত আয়াত শিখে নিলেন। তখন সকলে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন। আমাকে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) অবহিত করেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যখন আবূ বকর (রা)-কে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম, তখন হতভম্ব হয়ে গেলাম, এবং আমার পা দু'টি যেন আমাকে আর বহন করতে পারছিল না, আমি জমীনের উপর পড়ে গেলাম। যখন আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি তিলাওয়াত করছেন যে, নবী (সা) ইন্তিকাল করেছেন।

٤١٠٦ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ (ص) بَعْدَ مَوْتِهِ۔

৪১০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁকে চুমু দেন।

٤١٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لاَ تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ فِي الْبَيْتِ اِلاَّ لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلاَّ الْعَبَّاسَ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)۔

৪১০৭ আলী (ইবন মাদিনী) (র) বলেন, আমার কাছে ইয়াহ্ইয়া (র) এতদ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন........ আয়েশা (রা) বলেন, আমরা নবী (সা)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব (তাই নিষেধ মানলাম না)। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ওষুধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব। তখন তিনি বললেন, আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। কেননা সে তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। এ হাদীস ইব্ন আবূ যিনাদ .... আয়েশা (রা) থেকে নবী (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

٤١٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ

عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) اَوْصٰى اِلٰى عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) وَاِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ اِلٰى صَدْرِيْ فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ فَمَا شَعُرْتُ فَكَيْفَ اَوْصٰى اِلٰى عَلِيٍّ۔

৪১০৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আসওয়াদ (ইব্ন ইয়াযীদ) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, নবী (সা) আলী (রা)-কে ওসীয়াত করে গেছেন। তখন তিনি বললেন, একথা কে বলেছে? আমার বুকের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় আমি নবী (সা)-কে দেখেছি। তিনি একটি চিলিমচি আনতে বললেন, তাতে থুথু ফেললেন এবং ইন্তিকাল করলেন। অতএব আমি বুঝতে পারছি না তিনি কিভাবে আলী (রা)-কে ওসীয়াত করলেন।

٤١٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَوْصَى النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اَوْ اُمِرُوْا بِهَا قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ۔

৪১০৯ আবূ নুআঈম (র) .... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম নবী (সা) কি ওসীয়াত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, তাহলে কেমন করে মানুষের জন্য ওসীয়াত লিপিবদ্ধ করা হল অথবা কিভাবে এর নির্দেশ দেয়া হল? তিনি বললেন, নবী (সা) কুরআন সম্পর্কে ওসীয়াত করে গেছেন।

٤١١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِيْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ ، وَاَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً۔

৪১১০ কুতায়বা (র) .... আম্‌র ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম ও বাঁদি রেখে যাননি। কেবলমাত্র সাদা উষ্ট্রীটি যার উপর তিনি আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুদ্ধাস্ত্র আর একখণ্ড (খায়বর ও ফদাকের) জমীন যা মুসাফিরদের জন্য দান করে গেছেন।

٤١١١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ (ص) جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاكَرْبَ اَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلٰى اَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا اَبَتَاهُ ، اَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ ، يَااَبَتَاهُ ، مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاْوَاهُ ، يَااَبَتَاهُ ، اِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَا اَنَسُ اَطَابَتْ اَنْفُسُكُمْ اَنْ تَحْثُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) التُّرَابَ۔

৪১১১ সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা)-এর

রোগ প্রকটরূপ ধারণ করে তখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ফাতিমা (রা) বললেন, উহ্! আমার পিতার উপর কত কষ্ট! তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হায়! আমার পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় পিতা! জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর ইন্তিকালের খবর পরিবেশন করছি। যখন নবী (সা)-কে সমাহিত করা হল, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাটি চাপা দিতে কি করে তোমাদের প্রাণ সায় দিল।

٢٢٤٨. بَابُ اٰخِرِمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ (ص)

২২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা) সবশেষে যে কথা বলেছেন

٤١١٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ يُوْنُسُ قَالَ الزُّهْرِىُّ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرَ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِىْ غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى ، فَقُلْتُ اِذًا لَا يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ ، قَالَتْ فَكَانَتْ اٰخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا : اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى ـ

৪১১২ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) সুস্থ থাকাকালীন বলতেন, কোন নবীর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। তারপর তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় (দুনিয়া বা আখিরাত গ্রহণের), যখন নবী (সা)-এর রোগ বৃদ্ধি পেল তখন তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল এ সময় তিনি মূর্ছা যান। তারপর আবার হুশ ফিরে এলে, ছাদের দিকে তিনি দৃষ্টি উত্তোলন করেন। তারপর বলেন, হে আল্লাহ্ আমাকে উর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর (সান্নিধ্য দান করুন)। তখন আমি বললাম, তাহলে তো তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা ঐ কথা যা তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর শেষ কথা যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা হল اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى —হে আল্লাহ্! উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

٢٢٤٩. بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ (ص)

২২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর ওফাত

٤١١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا ـ

৪১১৩ আবূ নুআইম (র) .... আয়েশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) নুযূলে কুরআনের দশ বছর মক্কায় বসবাস করেছেন[1] এবং মদীনাতেও দশ বছর কাটান।

٤١١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ-

৪১১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তেষট্টি বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়। ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আমাকে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব এরূপই অবহিত করেন।

٢٢٥٠. بَابٌ

২২৫০. অনুচ্ছেদ

٤١١٥ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ (ص) وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلاَثِيْنَ عَامًا -

৪১১৫ কাবীসা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইন্তিকাল করেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর বর্ম (যুদ্ধাস্ত্র) ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল।

٢٢٥١. بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ (ص) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ

২২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ

٤١١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ (ص) أُسَامَةَ فَقَالُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ بَلَغَنِيْ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِيْ أُسَامَةَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ-

৪১১৬ আবূ আসিম যাহ্‌হাক ইব্‌ন মাখলাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে (একটি যুদ্ধের আমীর) নিযুক্ত করেন। এতে সাহাবীগণ (নিজেদের মধ্যে)

১. নুযূলে কুরআনের সময় মক্কায় মোট ১৩ বছর। তবে প্রথম নাযিলের পর তিন বছরকাল ওহী বন্ধ থাকে এ জন্য এখানে দশ বছর বলা হয়েছে।

সমালোচনা করেন। তখন নবী (সা) বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা উসামার আমীর নিযুক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করছো, অথচ সে আমার নিকট প্রিয়তম লোক।

٤١١٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعَثَ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِىْ اِمَارَتِهٖ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِىْ اِمَارَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِىْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلاِمَارَةِ اِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَاِنْ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ ٠

৪১১৭ ইসমাঈল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেন। তখন সাহাবীগণ তাঁর নেতৃত্বের সমালোচনা করতে থাকেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা আজ তার নেতৃত্বের সমালোচনা করছ, এভাবে তোমরা তাঁর পিতা (যায়দ)-এর নেতৃত্বের প্রতিও সমালোচনা করতে। আল্লাহ্‌র কসম সে (যায়দ) ছিল নেতৃত্বের জন্য যোগ্য ব্যক্তি এবং আর সে আমার কাছে লোকদের মধ্যে প্রিয়তম ব্যক্তি। আর এ (উসামা) তার পিতার পরে লোকদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি।

٢٢٥٢. بَابٌ

২২৫২. অনুচ্ছেদ

٤١١٨ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتٰى هَاجَرْتَ ، قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِيْنَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ فَاَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ الْخَبَرَ الْخَبَرِ فَقَالَ دَفَنَّا النَّبِىَّ (ص) مُنْذُ خَمْسٍ ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ اَخْبَرَنِىْ بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ (ص) اَنَّهُ فِى السَّبْعِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ ـ

৪১১৮ আসবাগ (র) .... সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন আপনি কখন হিজরত করেছেন? তিনি বলেন, আমরা ইয়ামান থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে জুহফাতে পৌঁছি। তখন একজন অশ্বারোহীকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খবর কি খবর কি? তিনি বললেন, পাঁচদিন অতিবাহিত হল আমরা নবী (সা)-কে সমাহিত করেছি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি শবেকদর সম্পর্কে কিছু শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী (সা)-এর মুয়াযযিন বিলাল (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, তা রমযানের শেষ দশ দিনের সপ্তম দিনে রয়েছে।

٢٢٥٣ . بَابٌ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص)

২২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন

٤١١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَاَلْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص) قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ ـ

৪১১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাজা (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বলেন, সতেরটি। আমি বললাম, নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি।

٤١٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَمْسَ عَشْرَةَ ـ

৪১২০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাজা (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সঙ্গে পনেরটি যুদ্ধ করেছি।

٤١٢١ حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً ـ

৪১২১ আহমদ ইব্‌ন হাসান .... বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীর অধ্যায়

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীর অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ : اِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، الرَّحِيْمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، كَالْعَلِيْمِ وَالْعَالِمِ

"রহমান ও রহীম" এ দু'টো আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম রহমত শব্দ থেকে নির্গত। এবং রহীম ও রহিম দুটো শব্দই একই অর্থবোধক যেমন 'আলীম ও আলিম।

٢٢٥٤. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُمِّيَتْ اُمُّ الْكِتَابِ اَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ وَالدِّيْنُ الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِالدِّيْنِ بِالْحِسَابِ ، مَدِيْنِيْنَ مُحَاسَبِيْنَ

২২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা (ফাতিহাতুল কিতাব) প্রসঙ্গে। সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, সূরা ফাতিহা লিখন দ্বারাই কুরআন গ্রন্থাকারে লেখা আরম্ভ করা হয়েছে। আর সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে নামাযও আরম্ভ করা হয়। "দীন" অর্থ — ভাল ও মন্দের প্রতিফল। যেমন বলা হয়ে থাকে كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থ "যেমন কর্ম তেমন ফল"। আর মুজাহিদ (র) বলেন بِالدِّيْنِ -এর অর্থ হিসাব-নিকাশ। مُحَاسَبِيْنَ অর্থ যার হিসাব নেওয়া হবে।

٤١٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَلَمْ اُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ

كُنْتُ أُصَلِّيْ فَقَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِيْ لاَ عَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْاٰنِ ، قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ ، قُلْتُ لَهُ اَلَمْ تَقُلْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ : قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ اُوْتِيْتُهُ ـ

৪১২২ মুসাদ্দাদ (র) .... আবূ সাঈদ ইব্‌ন মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা. আমাকে ডাকেন। কিন্তু সে ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নামাযে রত ছিলাম (এ কারণে জবাব দিতে পারিনি)। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ কি বলেননি যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিবে এবং রাসূলের ডাকেও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন। (৮ ঃ ২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আমি কুরআনের এক মহান সূরা শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি না আমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিবেন বলে বলেছিলেন? তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকেই প্রদান করা হয়েছে।

٢٢٥٥. بَابُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

২২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ক্রোধে নিপতিত নয়

٤١٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ، فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৪১২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ তখন তোমরা বলবে اٰمِيْنَ —অর্থ আল্লাহ্ আপনি কবূল করুন। যার পড়া ফেরেশতাদের পড়ার সময়ে হবে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الاَسْمَاءَ كُلَّهَا —এবং তিনি আদম (আ)-কে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। (২ ঃ ৩১)

٤١٢٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ح وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا ، فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِيْ ، اِئْتُوْا نُوْحًا فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِيْ فَيَقُوْلُ اِئْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَاَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِيْ مِنْ رَبِّهِ فَيَقُوْلُ اِئْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ وَرُوْحَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا (ص) عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ ، فَيَأْتُوْنِىْ فَاَنْطَلِقُ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ عَلٰى رَبِّىْ فَيُؤْذَنَ فَاِذَا رَأَيْتُ رَبِّىْ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَرْفَعُ رَأْسِىْ فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ اَعُوْدُ اِلَيْهِ فَاِذَا رَأَيْتُ رَبِّىْ مِثْلَهُ ، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِىْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُوْلُ مَا بَقِيَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ ، يَعْنِىْ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى : خَالِدِيْنَ فِيْهَا ـ

৪১২৪ মুসলিম ও খলীফা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ফেরেশতা দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে

লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ্ (আ)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রাসূল (আ) যাকে আল্লাহ্ জগতবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনিও বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সেকথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন। এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহ্র খলীল (ইব্‌রাহীম) (আ)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তাঁর সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। এবং আল্লাহ্র বাণী ও রূহ্। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাব এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ্ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবূল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন পূর্বের ন্যায় সবকিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয করব এখন তারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের উপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত রয়েছে।

আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহান্নামে আবদ্ধ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

٢٢٥٦. بَابٌ قَالَ مُجَاهِدٌ : اِلَـى شَيَاطِيْنِهِمْ اَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ، مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْـنَ اللّٰهُ جَامِعُهُمْ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : بِقُوَّةٍ يَعْمَلُ بِمَا فِيْهِ ، وَقَالَ اَبُو الْعَلِيَةِ مَرَضٌ شَكٌ صِبْغَةٌ دِيْنٌ وَمَا خَلْفَهَا عِبْرَةٌ لِمَا بَقِيَ لاَ شِيَةَ فِيْهَا لاَ بِيَاضَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسُوْمُوْنَكُمْ يُوْلُوْنَكُمْ اَلْوَلاَيَةُ مَفْتُوْحَةٌ مَصْدَرَ الْوَلاَءِ وَهِيَ الـرُّبُوْبِيَّةُ وَاِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ اَلْاِمَارَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ. اَلْحُبُوْبُ الـلَّتِيْ

يُوْكَلُ كُلُّهَا فُوْمٌ فَادَّارَءْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ وَقَالَ قَتَادَةُ فَبَاؤُ انْقَلَبُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ يَسْتَنْصِرُوْنَ شَرَوْا بَاعُوْا رَاعِنَا مِنَ الرُّعُوْنَةِ اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يُحَمِّقُوْا اِنْسَانًا قَالُوْا رَاعِنًا لاَ تَجْزِيْ لاَ تُغْنِيْ اِبْتَلَى اِخْتَبَرَ خُطُوَاتِ مِنَ الْخَطْوِ وَالْمَعْنَى اٰثَارَهُ

২২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদ (র) বলেন, اِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ —তাদের সঙ্গী-সাথী মুনাফিক ও মুশরিক। مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ —আল্লাহ্ কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন (২ ঃ ১৯) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একত্রকারী। عَلَى الْخَاشِعِيْنَ —প্রকৃত মু'মিনদের নিকট। মুজাহিদ (র) বলেন بِقُوَّةٍ —তাতে যা আছে তা আমল করে। আবুল আলিয়া (র) বলেন, مَرَضٌ —সন্দেহ। صِبْغَةً —দীন। وَمَا خَلْفَهَا —উপদেশ পরবর্তীদের জন্য। لاَ شِيَةَ فِيْهَا —যাতে কোন দাগ না থাকে। অন্যরা বলেন, يَسُوْمُوْنَكُمْ —তারা তোমাদের কষ্ট দিত (২ ঃ ৪৯)। اَلْوَلاَيَةُ —আল ওয়াও মাফতুহ্ অবস্থায় اَلْوَاوُ —আল-ওয়ালা এর ধাতু। অর্থ প্রভুত্ব, আর যখন 'ওয়াও'-কে যের দেয়া হবে, তখন অর্থ দাঁড়াবে নেতৃত্ব। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত শস্য বীজ আহার করা হয় তাকে ফুম (فُوْمٌ) বলে। فَادَّارَءْتُمْ —তোমরা মতবিরোধ করছিলে। এবং কাতাদা (র) বলেন, فَبَاؤُ অর্থ اِنْقَلَبُوْا —তারা (আল্লাহ্‌র গযবের দিকে) প্রত্যাবর্তন করল। يَسْتَفْتِحُوْنَ —তারা সাহায্য চাইতো। شَرَوْا —তারা বিক্রি করল। رَاعِنَا (رُعُوْنَةٌ) থেকে নির্গত। যখন তারা মানুষকে আহাম্মক সাব্যস্ত করতে চাইত তখন বলত, রায়িনা رَاعِنَا

لاَ تَجْزِيْ —কোন কাজে আসবে না। اِبْتَلَى —পরীক্ষা করলেন। خُطُوَاتِ (خَطْوٌ) থেকে নির্গত, অর্থ পদচিহ্ন

٢٢٥٧. بَابُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

২২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কাজেই জেনেশুনে কাউকে তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করবে না। (২ ঃ ২২)

٤١٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ (ص) اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ قَالَ وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ قَالَ اَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ۔

৪১২৫ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্ গুনাহ্ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ্। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ্? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে

হত্যা করবে যে সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।

٢٢٥٨. بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْمَنُّ صَمْغَةٌ وَالسَّلْوٰى الطَّيْرُ

২২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের নিকট মান্ন ও সাল্‌ওয়া প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম) তোমাদের জন্য যা পবিত্র যা আমি দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (২ ঃ ৫৭)। মুজাহিদ (র) বলেন, মান্ন শিশির জাতীয় সুস্বাদু খাদ্য (যা পাথর ও গাছের উপর নাযিল হতো পরে জমে ব্যাঙের ছাতার মত হত) আর সাল্‌ওয়া—পাখি।

٤١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৪১২৬ আবূ নুআঈম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌(সা) বলেছেন ঃ اَلْكَمْاَةُ —আল কামাআত (ব্যাঙের ছাতা) মান্ন জাতীয়। আর তার পানি চক্ষু রোগের শিফা।

٢٢٥٩ . بَابٌ وَاِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ، رَغَدًا وَاسِعٌ كَثِيْرٌ

২২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়ে এবং বল-حِطَّةٌ—'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব। (২ ঃ ৫৮)। رَغَدًا অর্থ প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্য।

٤١٢٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قِيْلَ لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اُدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ ، فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوْا وَقَالُوْا حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِيْ شَعَرَةٍ قَوْلُهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ وَقَالَ

عِكْرِمَةُ جَبْرُ وَمِيكُ وَسَرَافُ عَبْدٌ أَيْلُ اللّٰهُ۔

৪১২৭ মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা সিজদা অবস্থায় শহর দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল حِطَّةٌ (ক্ষমা চাই) কিন্তু তারা প্রবেশ করল নিতম্ব হেঁচড়িয়ে এবং নির্দেশিত শব্দকে পরিবর্তন করে তদস্থলে বলল, গম ও যবের দানা। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ —'যারা জিবরাঈলের শত্রুতা করবে।' ইকরিমা (র) বলেন, জবর, মীক, সরাফ অর্থ 'আবদ—বান্দা, ঈল—আল্লাহ্। (অর্থ দাঁড়াল আবদুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র বান্দা)

٤١٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ بِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ فِيْ اَرْضٍ يَخْتَرِفُ فَاَتَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ اِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا نَبِيٌّ فَمَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ اِلَى اَبِيْهِ اَوْ اِلَى اُمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ بِهِنَّ جِبْرِيْلُ ، اٰنِفًا قَالَ جِبْرِيْلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْاَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ ، وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْاَةِ نَزَعَتْ ، قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ ، وَاِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوْا بِاِسْلَامِيْ قَبْلَ اَنْ تَسْاَلَهُمْ يَبْهَتُوْنِيْ فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوْا اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا ، وَانْتَقَصُوْهُ قَالَ فَهٰذَا الَّذِيْ كُنْتُ اَخَافُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔

৪১২৮ আবদুল্লাহ্ ইবন মুনীর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভাগমন বার্তা শুনতে পেলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম) বাগানে ফল আহরণ করছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করব যা নবী (সা) ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। তাহল কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ কি? জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি হবে? এবং সন্তান কখন পিতার সদৃশ হয় আর কখন মাতার সদৃশ হয়? নবী (সা) বললেন, আমাকে জিবরাঈল (আ) এখনই এসব সম্পর্কে অবহিত করলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম বললেন, জিবরাঈল? নবী (সা) বলল, হ্যাঁ। ইব্‌ন সালাম বললেন, সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে ইহুদীদের শত্রু। তখন নবী (সা) এই আয়াত পাঠ করলেন, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হবে, এজন্য যে তিনি তো আপনার অন্তরে, (আল্লাহ্‌র হুকুমে) ওহী নাযিল করেন। (২ ঃ ৯৭)। কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ হল, এক প্রকার আগুন বের হবে যা মানবকূলকে পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত একত্রিত করবে। আর

জান্নাতীরা যা প্রথমে আহার করবেন তা হল মাছের কলিজার টুকরা। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান পিতার সদৃশ্য হয় এবং যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান মাতার সদৃশ্য হয়। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহূদরা সাংঘাতিক মিথ্যারোপকারী। যদি তারা আপনাকে প্রশ্ন করার পূর্বেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে যায় তবে তারা আমার প্রতি অপবাদ আনবে। ইতিমধ্যে ইহুদীরা এসে গেল। তখন নবী (সা) ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার ছেলে। নবী (সা) বললেন, যদি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমরা কেমন মনে করবে। তারা বলল, আল্লাহ্ তাকে এর থেকে পানাহ দিন। তখন [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)] বের হয়ে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। তখন তারা বলল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি ও মন্দ ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা ইব্‌ন সালাম (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করে সমালোচনা করতে লাগল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটাই আমি ভয় করছিলাম।

٢٢٦٠. بَابُ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا

২২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃতি হতে দিলে' (২ ঃ ১০৬)

٤١٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَقْرَؤُنَا اُبَيٌّ وَاَقْضَانَا عَلِيٌّ وَاِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ اُبَيٍّ وَذَاكَ اَنَّ اُبَيًّا يَقُوْلُ لاَ اَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا ـ

৪১২৯ আমর ইব্‌ন আলী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেন, উবাই (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী, আর আলী (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই (রা)-এর সব কথাই গ্রহণ করি না। কারণ উবাই (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যা শুনেছি তা ছেড়ে দিতে পারি না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা বিস্মৃত হতে দেই .... (২ ঃ ১০৬)।

٢٢٦١. بَابُ قَوْلِهِ : وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

২২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র। (২ ঃ ১১৬)

٤١٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِىْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّاىَ فَزَعَمَ اَنِّىْ لاَ اَقْدِرُ اَنْ اُعِيْدَهُ كَمَا كَانَ ، وَاَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ لِىْ وَلَدٌ فَسُبْحَانِىْ اَنْ اَتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا ـ

৪১৩০ আবুল ইয়ামান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য এটা উচিত নয়। তার আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ হল, সে বলে যে, আমি তাকে পূর্বের ন্যায় পুনরুজ্জীবনে সক্ষম নই। আর আমাকে তার গালি প্রদান হল—তার বক্তব্য যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

٢٢٦٢. بَابُ قَوْلِهِ : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ، مَثَابَةً يَثُوْبُوْنَ يَرْجِعُوْنَ

২২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর। (২ ঃ ১২৫) مَثَابَةً —প্রত্যাবর্তন স্থল। يَثُوْبُوْنَ অর্থ লোকজন প্রত্যাবর্তন করে।

٤١٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللّٰهَ فِىْ ثَلاَثٍ ، اَوْ وَافَقَنِىْ رَبِّىْ فِىْ ثَلاَثٍ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ ، قَالَ وَبَلَغَنِىْ مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ (ص) بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ اِنْ انْتَهَيْتُنَّ اَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ (ص) خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتّٰى اَتَيْتُ اِحْدٰى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ اَمَا فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتّٰى تَعِظَهُنَّ اَنْتَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ الْاٰيَةَ * وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنْ عُمَرَ ـ

৪১৩১ মুসাদ্দাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আল্লাহ্‌র ওহীর অনুরূপ হয়েছে অথবা (তিনি বলেছেন) তিনটি বিষয়ে আমার মতামতের অনুকূলে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেছেন। তা হলো, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি মাকামে ইব্‌রাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন........... । তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর (২ ঃ ১২৫) আমি আরয করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার কাছে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের লোক আসে। কাজেই আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদেরকে (আপনার স্ত্রীদের) পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। তিনি আরো বলেন, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, নবী (সা) তাঁর কতক

বিবির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আমি তাদের কাছে উপস্থিত হই, এবং বলি যে, আপনারা এর থেকে বিরত হবেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। এরপর আমি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে আসি, তখন তিনি বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীগণকে নসিহত করে থাকেন আর এখন তুমি তাদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ عَسٰى رَبُّهٗ الخ —"নবী (সা) যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পণকারী। .... (৬৬ ঃ ৫)

ইব্ন আবী মারয়াম (র) বলেন, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) আমার কাছে এরূপ বলেছেন।

٢٢٦٣. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . اَلْقَوَاعِدُ اَسَاسُهٗ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ . وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدُهَا قَاعِدٌ

২২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ) কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিলেন, তখন তারা বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (২ ঃ ১২৭)

আল্ কাওয়ায়িদ (اَلْقَوَاعِدُ) অর্থ ভিত্তি, একবচনে কায়িদাতুন (قَاعِدَةٌ)। আল কাওয়ায়িদ মহিলাদের সম্পর্কে বলা হলে এর অর্থ বৃদ্ধা নারী, তখন এর একবচন কায়িদুন (قَاعِدٌ) হবে।

٤١٣٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَلَمْ تَرَىْ اَنْ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَا اُرَي رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) تَرَكَ اِسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ الَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ -

৪১৩২ ইসমাঈল (র) .... নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমার কি জানা নেই যে তোমার সম্প্রদায় কুরাইশ কা'বা তৈরী করেছে এবং ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির থেকে ছোট নির্মাণ করেছে?' [আয়েশা (রা) বলেন] আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি কি ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কা'বাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না? তিনি

বললেন, যদি তোমার গোত্রের কুফরীর যামানা নিকট অতীতে না হত। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বললেন, যদি আয়েশা (রা) একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে শুনে থাকেন, তবে আমার মনে হয় যে এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিমের দিকের দুই রোকনে (রোকনে ইরাকী ও রোকনে শামী) চুম্বন বর্জন করেছেন, যেহেতু বায়তুল্লাহ্ ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্মিত নয়।

٢٢٦٤. بَابُ قَوْلِهِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا

২২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্তে ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতিও (২ ঃ ১৩৬)।

٤١٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَنِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَهْلِ الاِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ الاٰيَةَ

৪১৩৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে কিতাব (ইহুদী) ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলিমদের জন্য তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবকে বিশ্বাস কর না আর অবিশ্বাসও কর না এবং (আল্লাহ্র বাণী) 'তোমরা বল আমরা আল্লাহ্তে ঈমান এনেছি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তাতে.......।'

٢٢٦٥. بَابُ قَوْلِهِ سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

২২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল! বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (২ ঃ ১৪২)

٤١٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَلّٰى اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَاَنَّهُ صَلّٰى اَوْ صَلاَّهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ وَصَلّٰى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلّٰى مَعَهُ فَمَرَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ، قَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ (ص) قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِىْ مَاتَ عَلَي الْقِبْلَةِ قَبْلَ اَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوْا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُوْلُ فِيْهِمْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ

لِيُضِيعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ۔

৪১৩৪ আবূ নুআঈম (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) মদীনাতে ষোল অথবা সতের মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। অথচ নবী (সা) বায়তুল্লাহ্‌র দিকে তার কিবলা হওয়াকে পছন্দ করতেন। নবী (সা) আসরের নামায (কাবার দিকে মুখ করে) আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে নামায আদায়কারী একজন বের হন এবং তিনি একটি মসজিদের লোকদের কাছ দিয়ে গেলেন তখন তারা রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। এ কথা শোনার পর তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরে গেলেন। আর যারা কিবলা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে পরিবর্তের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় অবস্থায় মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কি বলব তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন—"আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে তিনি ব্যর্থ করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরমদয়ালু। (২ : ১৪৩)

٢٢٦٦ . بَابُ قَوْلِهِ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

২২৬৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে এবং রাসূল (সা) তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবেন (২ : ১৪৩)

٤١٣٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِجَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُدْعٰى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُوْلُ هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ، فَيُقَالُ لِاُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ ، فَيَقُوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ فَيَشْهَدُوْنَ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ۔

৪১৩৫ ইউসুফ ইবন রাশিদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নূহ্ (আ)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি উত্তর দিবেন এ বলে : হে আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্র দরবারে উপস্থিত (তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন) তুমি কি (আল্লাহ্‌র পয়গাম লোকদের) পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, [নূহ্ (আ) কি] তোমাদের নিকট (আল্লাহ্‌র পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছে? তারা তখন বলবে, আমাদের কাছে কোন

সতর্ককারী আগমন করেনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা [নূহ্ (আ)-কে] বলবেন, তোমার দাবির প্রতি সাক্ষি কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর উম্মতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, নূহ্ (আ) তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম প্রচার করেছেন এবং রাসূল্ (সা) তোমাদের প্রতি সাক্ষ্য হবেন। এটাই মহান আল্লাহ্র বাণী وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا كُمْ الاٰيَةَ اَلْوَسَطُ الْعَدْلُ। ওয়াসাত শব্দের অর্থ ন্যায়নিষ্ঠ।

٢٢٦٧ . بَابُ قَوْلِهٖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الـرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰـى عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى الـلّٰهُ وَمَا كَانَ الـلّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ -

২২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আপনি এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করছিলেন তা আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদের সৎ পথে পরিচালিত করেন তারা ব্যতীত অপরের কাছে এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (২ ঃ ১৪৩)

٤١٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الـلّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ اِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) قُرْاٰنًا اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، فَتَوَجَّهُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ -

৪১৩৬ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় এক আগন্তুক এসে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রতি কুরআনের এ আয়াত নাযিল করেছেন যে, তিনি যেন কা'বার দিকে (নামাযে) মুখ করেন কাজেই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করে নিন। সে মুতাবিক লোকেরা কা'বার দিকে মুখ করে নেন।

٢٢٦٨ . بَابٌ قَوْلِهٖ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اِلٰى عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

২২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন (২ ঃ ১৪৪)

٤١٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَـنْ اَبِيْهِ عَـنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِيْ -

৪১৩৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা উভয় কিবলার (কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।

٢٢٦٩ . بَابُ قَوْلِهِ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ اِلَى قَوْلِهِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ

২২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সকল দলীল পেশ করেন তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন, এবং তারা পরস্পর পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন নিশ্চয়ই তখন আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন (২ ঃ ১৪৫)

٤١٣٨ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) قَدْ اَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ، وَاُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، اَلاَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ اِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوْا بِوُجُوْهِهِمْ اِلَى الْكَعْبَةِ۔

৪১৩৫ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা লোকেরা মসজিদে কুবায় ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের কাছে একজন লোক এসে বলল, এই রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তিনি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার জন্য। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরান। আর তখন লোকদের চেহারা শামের দিকে ছিল। এরপর তারা তাদের চেহারা কা'বার দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

٢٢٧٠ . بَابُ قَوْلِهِ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ اِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

২২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে, এবং তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে। আর সত্য আপনার প্রভুর পক্ষ হতে। সুতরাং আপনি যেন সন্দেহ ও সংশয় পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হন (২ ঃ ১৪৬-১৪৭)

٤١٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ ، وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ۔

৪১৩৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামাযে রত ছিলেন, তখন তাদের নিকট একজন আগন্তুক এসে বললেন, নবী

(সা)-এর প্রতি এ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল করা হয়েছে, তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আর তখন তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তাদের মুখ কা'বার দিকে ফিরে গেল।

٢٢٧١ . بَابُ قَوْلِهِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَاتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

২২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (২ ঃ ১৪৮)

٤١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ(ص) نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ـ

৪১৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... বারা (ইব্‌ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ষোল অথবা সতের মাস যাবত (মদীনাতে) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেন।

٢٢٧٢ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ شَطْرَهُ تِلْقَاؤُهُ

২২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যেখান হতেই তুমি বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন (২ ঃ ১৪৯)। শাতরাহু (شَطْرَهُ) অর্থ সেই দিকে।

٤١٤١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَيْنَا النَّاسُ فِى الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ اِذْ جَاءَ هُمْ رَجُلٌ فَقَالَ اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ فَاُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَاسْتَدَارُوْا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوْا اِلَي الْكَعْبَةِ ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ اِلَى الشَّامِ ـ

৪১৪১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবা মসজিদে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আজ রাতে [নবী (সা)-এর প্রতি] কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাতে নবী (সা)-কে কা'বার দিকে মুখ ফিরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তখন তারা আপন আপন অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে নেন এবং কা'বার দিকে মুখ করেন। সে সময় তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল।

٢٢٧٣ . بَابُ قَوْلِهٖ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

২২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে, যাতে তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হতে পার (২ ঃ ১৫০)

٤١٤٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ اِذْ جَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَي الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْقِبْلَةِ ـ

৪১৪২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবাতে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন, এমতাবস্থায় জনৈক আগন্তুক এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আজ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারাও সেদিকে মুখ ফিরান। তাদের মুখ তখন সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তারা কা'বার দিকে ফিরে গেলেন।

٢٢٧٤ . بَابُ قَوْلِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَائِرُ عَلَامَاتٍ وَاحِدَاتُهَا شَعِيْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الصَّفْوَانُ الْحَجَرُ ، وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِىْ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَمِيْعِ

২২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ কা'বাগৃহে হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সায়ী (যাতায়াত) করলে তার কোন পাপ নেই। এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ (২ ঃ ১৫৮)। শাআয়ির (شَعَائِرُ) শারাতুনের বহু বচন। অর্থ নিদর্শন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সাফওয়ান অর্থ পাথর; বলা হতো এমন পাথর যা কিছু উৎপন্ন করে না। একবচনে صَفْوَانَةٌ হয়ে থাকে। ব্যবহৃত হয় صَفًا বহুবচনে।

٤١٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَاَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَمَا اُرٰى عَلٰى اَحَدٍ شَيْئًا اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰـذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنْ ذٰلِكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ـ

৪১৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আর আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম।

মহান আল্লাহ্র বাণী اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? "সাফা এবং মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা করে তার জন্য উভয় পর্বতের মধ্যে সায়ীকরণে কোন দোষ নেই।" (২ ঃ ১৫৮) আমি মনে করি উক্ত দুই পর্বত সায়ী নাকরণে কোন ব্যক্তির উপর গুনাহ্ বর্তাবে না। তখন আয়েশা (রা) বললেন, কখনই এরূপ নয়। তুমি যা বলছ যদি তাই হত তাহলে বলা হত এভাবে فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا —"উভয় পর্বত তাওয়াফ না করায় কোন গুনাহ্ বর্তাবে না। বস্তুত এই আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারদের শানে। তারা 'মানাত'-এর পূজা করত। আর 'মানাত' ছিল কুদায়েদের পথে অবস্থিত। আনসারগণ সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা মন্দ জানতো। ইসলামের আগমনের পর তারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তখন আল্লাহ্ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

٤١٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَقَالَ كُنَّا نَرٰى اَنَّهُمَا مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلاَمُ اَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ اِلٰى قَوْلِهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ـ

৪১৪৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আসিম ইব্ন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা ঐ দু'টিকে জাহেলী যুগের প্রথা বলে বিবেচনা করতাম। এরপর যখন ইসলাম আসলো, তখন আমরা উভয়ের মধ্যে সায়ী করা থেকে বিরত থাকি। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

٢٢٧٥ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا اَضْدَادًا وَاحِدُهَا نِدٌّ

২২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে (২ ঃ ১৬৫)। এখানে اَنْدَادًا শব্দের অর্থ সমকক্ষ ও বরাবর। এর একবচন نِدٌّ (নিদ্দুন)।

٤١٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) كَلِمَةً وَقُلْتُ اُخْرٰى قَالَ النَّبِىُّ (ص) مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ، وَقُلْتُ اَنَا : مَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৪১৪৫ আবদান (র) .... "আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একটি কথা বললেন, আর আমি আর একটি বললাম। নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করতঃ মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ স্থাপন না করা অবস্থায় মারা যায়, (তখন তিনি বললেন) সে জান্নাতে যাবে।

٢٢٧٦ . بَابُ قَوْلِهِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ اِلٰى قَوْلِهِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ عُفِىَ تُرِكَ

২২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের[১] বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এ হল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে (২ ঃ ১৭৮)। 'উফিয়ার (عُفِىَ) অর্থ পরিত্যাগ করে

٤١٤٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كَانَ فِيْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمِ الدِّيَةُ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَالْعَفْوُ اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَبْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيُؤَدِّىْ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَتَلَ بَعْدَ قَبُوْلِ الدِّيَةِ ـ

৪১৪৬ হুমায়দী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে কিসাস প্রথা চালু ছিল কিন্তু দিয়াত[২] তাদের মধ্যে চালু ছিল না। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الخ উল্লিখিত আয়াতে আলআফুব (اَلْعَفْوُ) -এর অর্থ

১. কেউ কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে হত্যা করার বিধানকে কিসাস বলে।
২. হত্যার শাস্তি ক্ষমা করে দেওয়ার বিনিময়ে গৃহীত ক্ষতিপূরণের অর্থকে দিয়াত বলা হয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া। "ফাত্তবাউন বিল মারুফি ওয়া আদাউন ইলাহি বি ইহসানিন' অর্থাৎ এ ব্যাপারে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে দিয়াত আদায় করে দেবে। তোমাদের প্রতি অবধারিতভাবে আরোপিত কেবল কিসাস হতে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও হ্রাস ও লঘু শাস্তির বিধান। দিয়াত কবূল করার পরও যদি হত্যা করে তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

٤١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ۔

৪১৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্‌ আনসারী (র) .... আনাস (রা) তাদের কাছে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবেই কিসাসের নির্দেশ রয়েছে।

٤١٤٨ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوْا اِلَيْهَا الْعَفْوَ فَاَبَوْا ، فَعَرَضُوْا الْاَرْشَ فَاَبَوْا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَاَبَوْا اِلاَّ الْقِصَاصَ ، فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ .

৪১৪৮ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুনীর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আনাসের ফুফু রুবাঈ জনৈক বাঁদির সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। এরপর বাঁদির কাছে রুবাঈয়ের লোকেরা ক্ষমাপ্রার্থী হলে বাঁদির লোকেরা অস্বীকার করে। তখন তাদের কাছে দিয়াত পেশ করা হল, তখন তা তারা গ্রহণ করল না। অগত্যা তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সমীপে এসে ঘটনা জানাল। কিন্তু বাঁদির লোকেরা কিসাস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইব্‌ন নযর (রা) নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! রুবাঈয়ের সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে? না যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাবই কিসাসের নির্দেশ দেয়। এরপর বাঁদির সম্প্রদায় রাযী হয়ে যায় এবং রুবাঈ'কে ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেন, আল্লাহ্‌ তা পূরণ করেন।

٢٢٧٧ . بَابُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

২২৭৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া

হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার (২ ঃ ১৮৩)

٤١٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ـ

৪১৪৯ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা আশুরার রোযা পালন করত। এরপর যখন রমযানের রোযার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যার ইচ্ছা সে আশুরার রোযা পালন করতে পারে আর যে চায় সে পালন না-ও করতে পারে।

٤١٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ـ

৪১৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের রোযা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা পালন করা হত। এরপর যখন রমযানের রোযার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যে ইচ্ছা করে সাওমে 'আশুরা পালন করবে, আর যে চায় সে রোযা পালন করবে না।

٤١٥١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْاَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمَ عَاشُوْرَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ ـ

৪১৫১ মাহমূদ (ইব্‌ন গায়লান) (র) ...... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর নিকট 'আশ'আস (রা) আসেন। এ সময় ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) পানাহার করছিলেন। তখন আশ'আছ (রা) বললেন, আজকে তো 'আশুরা। তিনি বললেন, রমযানের রোযার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে 'আশুরার রোযা পালন করা হত। যখন রমযান নাযিল হল তখন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এস, তুমিও খাও।

٤١٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِىُّ (ص) يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ـ

৪১৫২ মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশগণ

আশুরার দিন রোযা পালন করত। নবী (সা)-ও সে রোযা পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন তখনও তিনি সে রোযা পালন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা পালনের নির্দেশ দিতেন। এরপর যখন রমযানের ফরয রোযার হুকুম নাযিল হল তখন আশুরার রোযা ছেড়ে দেয়া হল। এরপর যে চাইত সে উক্ত রোযা পালন করত আর যে চাইত পালন করত না।

٢٢٧٨ . بَابُ قَوْلِهِ اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ الْحَسَنُ وَاِبْرَاهِيْمُ فِيْ الْمَرِيْضِ وَالْحَامِلِ اِذَا خَافَتَا عَلَى اَنْفُسِهِمَا اَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ ، وَاَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ اِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ اَطْعَمَ اَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا اَوْ عَامَيْنِ ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَاَفْطَرَ ، قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ يُطِيْقُوْنَهُ وَهُوَ اَكْثَرُ

২২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (রোযা ফরয করা হয়েছে তা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর তা যাদের যা সাতিশয় কষ্ট দেয়, তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া[১] একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তবে বুঝতে যে রোযা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ (২ ঃ ১৮৪)

ইমাম 'আতা (র) বলেন, সর্বপ্রকার রোগেই রোযা ভঙ্গ করা যাবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান ও ইবরাহীম (র) বলেন, স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক যখন নিজ প্রাণ অথবা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতি হুমকির আশংকা করে তখন তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। পরে তা আদায় করে নিতে হবে। অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি যখন রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে (তখন ফিদ্‌য়া আদায় করবে।) আনাস (রা) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক বছর অথবা দু'বছর প্রতিদিন এক দরিদ্র ব্যক্তিকে রুটি ও গোশ্‌ত খেতে দিতেন এবং রোযা ছেড়ে দিতেন। অধিকাংশ লোকের কিরআত হল- يُطِيْقُوْنَهُ অর্থাৎ যারা রোযার সামর্থ্য রাখে, এবং সাধারণত এরূপই পড়া হয়।

٤١٥٨ - حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ لاَ يَسْتَطِيْعَانِ اَنْ يَصُوْمَا ، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا .

১. ফিদয়া—একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খেতে দেয়া।

৪১৫৩ ইসহাক (র) .... থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে পড়তে শুনেছেন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَيِّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অর্থাৎ যাদের প্রতি রোযার বিধান আরোপ করা হয়েছে অথচ তারা এর সময় নয়। তাদের প্রতি একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোই ফিদ্‌য়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। এর হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা রোযা পালনে সামর্থ্য রাখে না তখন প্রত্যেকদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাবে।

٢٢٧٩ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

২২৭৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা পালন করে (২ : ১৮৫)

٤١٥٤ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَرَاَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ ـ

৪১৫৪ আইয়্যাশ ইব্‌নুল ওয়ালিদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি পাঠ করতেন فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ রাবী বলেন, এ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ الخ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

٤١٥٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ، كَانَ مَنْ اَرَدَ اَنْ يُّفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا ـ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيْدَ ـ

حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ يَقُوْلُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُحَمَّلُوْنَ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ الَّذِيْ لَا يُطِيْقُ الصَّوْمَ اُمِرَ اَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا قَالَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا يَقُوْلُ وَمَنْ زَادَ وَاَطْعَمَ اَكْثَرَ مِنْ مِسْكِيْنٍ فَهُوَ خَيْرٌ ـ

৪১৫৫ কুতায়বা (র) .... সালাম ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং যারা রোযা পালনের সামর্থ্য রাখে তারা একজন মিসকীনকে ফিদ্‌য়াস্বরূপ আহার্য দান করবে। তখন যে ইচ্ছা রোযা ভঙ্গ করত এবং তার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় এবং পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে দেয়। আবূ আবদুল্লাহ্‌ (র) বলেন, ইয়াযীদের পূর্বে বুকায়র মারা যান।

আবূ মামার মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াত এভাবে তিলাওয়াত করতেন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ তিনি বলতেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُحَمَّلُوْنَهُ —যাদের প্রতি রোযার বোঝা

চাপানো হয়েছে (আর সে হলো অতিবৃদ্ধ যে রোযা পালনে অসমর্থ। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। আর وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিরিক্ত নেক কাজ করবে তা তার জন্য উত্তম। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত করে এবং নির্ধারিত সংখ্যক মিসকীনদের অধিক জনকে খাদ্যদান করে তা তার জন্য কল্যাণকর হবে।

٢٢٨٠ . بَابُ قَوْلِهِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْ هُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

২২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ ঃ ১৮৭)

٤١٥٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوْا لاَ يَقْرَبُوْنَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُوْنُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ـ

৪১৫৬ উবায়দুল্লাহ ও আহমদ ইবন উসমান (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের রোযার হুকুম নাযিল হলো তখন মুসলিমরা গোটা রমযান মাস স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতেন আর কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে নিজেদের উপরে (স্ত্রী-সম্ভোগ করে) অবিচার করে বসে তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَه اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ اَلاٰيَةَ -"আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ ঃ ১৮৭)

٢٢٨١ . بَابُ قَوْلِهِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوْ هُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ اِلٰى قَوْلِهِ تَتَّقُوْنَ الْعَاكِفُ الْمُقِيْمُ

২২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রের কৃষ্ণরেখা হতে

ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। এরপর নিশাগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তার নির্দেশাবলি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে (২ ঃ ১৮৭)

আল আকিফু- (اَلْعَاكِفُ) অর্থ (اَلْمُقِيْمُ) অবস্থানকারী।

٤١٥٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ اَخَذَ عَدِي عِقَالاً اَبْيَ وَعِقَالاً اَسْوَدَ ، حَتّٰى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِيْنَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِيْ قَالَ اِنَّ وِسَادَكَ اِذًا لَعَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ ـ

৪১৫৭ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) .... 'আদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (আদী) একটি সাদা ও একটি কালো সুতা সঙ্গে রাখলেন। কিছু রাত অতিবাহিত হলে খুলে দেখলেন কিন্তু তার কাছে সাদা কালোর কোন ব্যবধান স্পষ্ট হলো না। যখন সকাল হলো তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আমার বালিশের নিচে (সাদা ও কালো রংয়ের দুটি সুতা) রেখেছিলাম এবং তিনি রাতের ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার বালিশ তাহলে বেশ চওড়া ছিল, যদি কালো ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে থেকে থাকে।[১]

٤١٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ، اَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ اِنَّكَ لَعَرِيْضُ الْقَفَا اِنْ اَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لاَ : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ـ

৪১৫৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) .... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আল্লাহর বাণীতে) اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ সাদা সুতা কালো সুতা থেকে বের হয়ে আসার অর্থ কি ? আসলে কি ঐ দুটি সুতা ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি অবশ্য চওড়া পিঠ ও পশ্চাৎ বিশিষ্ট দু'টি সুতা দেখতে। তারপর তিনি বললেন, তা নয় বরং এ হলো রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

٤١٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَاُنْزِلَتْ : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ ،

১. কুরআন পাকে কালো ও সাদা সুতা দ্বারা সুবহি কাজিব ও সুবহি সাদিক বোঝানো হয়েছে। আকাশে কালো রেখা থেকে যখন সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন পর্যন্ত সাহ্‌রির সময়। সাহাবী আদী (রা) একে সত্যিকার সুতা মনে করেছেন এজন্য রাসূল (সা) তার বর্ণনা শুনে মজা করে এই কথা বলেছেন যে, গোটা পূর্বাকাশ যদি তোমার বালিশের নিচে রেখে থাক তবে সে বালিশ তো বেশ চওড়াই ছিল।

وَكَانَ رِجَال اِذَا اَرَدُوْا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِىْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الاَسْوَدَ ، وَلاَ يَزَالُ يَاْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ، فَعَلِمُوْا اَنَّمَا يَعْنِى اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ۔

৪১৫৯ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র) ...... সাহল ইব্‌ন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا .... اَلاَسْوَدِ এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন مِنَ الْفَجْرِ 'ফজর হতে' কথাটি নাযিল হয়নি। তাই লোকেরা রোযা পালনের ইচ্ছা করলে তখন তাদের কেউ কেউ দুই পায়ে সাদা ও কালো রঙের সুতা বেঁধে রাখতো। এরপর ঐ দুই সুতা পরিষ্কারভাবে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তারা পানাহার করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পরে مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি নাযিল করেন। এতে লোকেরা জানতে পারেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত ও দিন।

٢٢٨٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

২২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ পশ্চাদদিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২ ঃ ১৮৯)

٤١٦٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوْا اِذَا اَحْرَمُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۔

৪১৬০ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলীযুগে যখন লোকেরা ইহ্‌রাম বাঁধত, (এ সময়ে বাড়িতে আসার প্রয়োজন দেখা দিলে) তারা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَيْسَ الْبِرُّ الخ আয়াত নাযিল করেন।

٢٢٨٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ

২২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদের ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা চলবে না (২ ঃ ১৯৩)

٤١٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُمَا اَتَاهُ رَجُلاَنِ فِيْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ اِنَّ النَّاسَ صَنَعُوْا وَاَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ (ص) فَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِيْ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ دَمَ اَخِيْ ، فَقَالاَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ ، فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ، وَاَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللّٰهِ ، وَزَادَ عُثْمَانُ ابْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ فُلاَنٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَافِرِيِّ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاَنِ اَتَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللّٰهُ فِيْهِ ، قَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ : اِيْمَانٍ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَالصَّلاَةِ الْخَمْسِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَاَدَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ : وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ ، قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ قَالَ فَعَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَكَانَ الْاِسْلاَمُ قَلِيْلاً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِيْ دِيْنِهِ اِمَّا قَتَلُوْهُ وَاِمَّا يُعَذِّبُوْهُ حَتّٰى كَثُرَ الْاِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ اَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ عَفَا عَنْهُ وَاَمَّا اَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ اَنْ تَعْفُوْا عَنْهُ ، وَاَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَخَتَنُهُ ، وَاَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هٰذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ -

৪১৬১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ফিতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি 'উমর (রা)-এর পুত্র এবং নবী (সা)-এর সাহাবী ! কি কারণে আপনি বের হন না ? তিনি উত্তর দিলেন আমাকে নিষেধ করেছে এই কথা—'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছে। তারা দু'জন বললেন, আল্লাহ্ কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাবত না ফিতনার অবসান ঘটে। তখন ইব্ন 'উমর (রা) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যাবত না ফিতনার অবসান ঘটেছে এবং দীনও আল্লাহ্র জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ আর যেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য দীন হয়ে গেছে।

উসমান ইব্ন সালিহ ইব্ন ওহাব (র) সূত্রে নাফে (র) থেকে কিছু বাড়িয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান ! কি কারণে আপনি একবছর হজ্জ করেন এবং একবছর উমরা করেন অথচ আপনি আল্লাহ্র পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছেন ? আপনি পরিজ্ঞাত আছেন যে, আল্লাহ্ এ বিষয়ে জিহাদ সম্পর্কে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইব্ন উমর (রা) বললেন, হে ভাতিজা, ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা, রমযানের রোযা পালন, যাকাত প্রদান এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ উদযাপন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আবূ আবদুর রহমান ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বর্ণনা করেছেন তা কি আপনি শুনেননি ? وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا.......حَتّٰى

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। এরপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে—তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। (৪৯ ঃ ৯)

قَاتِلُوْا الاٰيَة (এ আয়াতগুলো শ্রবণ করার পর) ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমরা এ কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে করেছি এবং তখন ইসলামের অনুসারীর দল স্বল্পসংখ্যক ছিল। যদি কোন লোক দীন সম্পর্কে ফিতনায় নিপতিত হত তখন হয় তাকে হত্যা করা হত অথবা শাস্তি প্রদান করা হত। এভাবে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আর কোন ফিতনা রইল না। সে ব্যক্তি বলল, আলী ও উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, উসমান (রা)-কে তো আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন অথচ তোমরা তাকে ক্ষমা করা পছন্দ কর না। আর আলী (রা)—তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা। তিনি নিজ হাত দ্বারা ইশারা করে বলেন, এই তো তার ঘর [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরের কাছে] যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

٢٢٨٤ . بَابُ قَوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ، التَّهْلُكَةُ وَالْهَلاَكُ وَاحِدٌ

২২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন (২ ঃ ১৯৫)। আয়াতে উল্লিখিত اَلتَّهْلُكَةُ ও اَلْهَلاَكُ একই অর্থে ব্যবহৃত।

٤١٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِى النَّفَقَةِ

৪১৬২ ইসহাক (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٢٢٨٥ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَاْسِهِ

২২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোযা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্য়া দিবে (২ ঃ ১৯৬)

٤١٦٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ اِلٰى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ اِلَى النَّبِيِّ (ص) وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِىْ ، فَقَالَ مَا كُنْتُ اُرٰى اَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هٰذَا اَمَا تَجِدُ شَاةً ؟

قُلْتُ لاَ، قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ ، فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ـ

৪১৬৩ আদম .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন উজরা-এর নিকট এই কূফার মসজিদে বসে থাকাকালে রোযার ফিদ্‌য়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার চেহারায় উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নবী (সা)-এর কাছে আনা হয়। তিনি তখন বললেন, আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরী যোগাড় করতে পার? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন রোযা পালন কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান কর। প্রতিটি দরিদ্রকে অর্ধ সা' খাদ্য প্রদান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল। তখন আমার সম্পর্কে বিশেষভাবে আয়াত নাযিল হয়। তবে তা তোমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

٢٢٨٦ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ

২২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে (২ ঃ ১৯৬)

٤١٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عِمْرَانَ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْمُتْعَةِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْاٰنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتّٰى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَاْيِهِ مَا شَاءَ ـ

৪১৬৪ মুসাদ্দাদ (র) .... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামাত্তুর[১] আয়াত আল্লাহ্‌র কিতাবে নাযিল হয়েছে। এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তা আদায় করেছি এবং একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এবং নবী (সা) ইন্তিকাল পর্যন্ত তা থেকে নিষেধও করেনি। এখন যে তা নিষেধ করতে চায় তা হচ্ছে তার নিজস্ব অভিমত।

٢٢٨٧ . بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ

২২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই (২ ঃ ১৯৮)

٤١٦٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَاَثَّمُوْا اَنْ يَتَّجِرُوْا فِي الْمَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ ـ

১. তামাত্তু—হজ্জের প্রকার বিশেষ। প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা আদায় করা এবং ইহ্‌রাম ছেড়ে পুনরায় হজ্জের জন্য নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধা।

৪১৬৫ মুহাম্মদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকায, মাজান্না এবং যুল-মাজায নামক তিনটি স্থানে জাহেলী যুগে বাজার ছিল। কুরাইশগণ তথায় হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করতে যেত। তাই মুসলিমগণ সেখানে যাওয়া দোষ মনে করত। তাই এ আয়াত নাযিল হয়।

٢٢٨٨ . بَابُ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ

২২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে (২ ঃ ১৯৯)

٤١٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ اَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ (ص) اَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضَ مِنْهَا ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ ـ

৪১৬৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরাইশ এবং যারা তাদের দীনের অনুসারী ছিল তারা (হজ্জের সময়) মুযদালাফায় অবস্থান করত। আর কুরাইশগণ নিজেদের সাহসী ও ধর্মে অটল বলে অভিহিত করত এবং অপরাপর আরবগণ আরাফাতে অবস্থান করত। এরপর যখন ইসলামের আগমন হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে আরাফাতে ওকুফের এবং এরপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ثُمَّ اَفِيْضُوْا الـخ। আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤١٦٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطَوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتّٰى يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَاِذَا رَكِبَ اِلٰى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الْاِبِلِ اَوِ الْبَقَرِ اَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ اَيُّ ذٰلِكَ شَاءَ غَيْرَ اِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذٰلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ كَانَ اٰخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْاَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتّٰى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ يَكُوْنَ الظَّلَامُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ اِذَا اَفَاضُوْا مِنْهَا حَتّٰى يَبْلُغُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْ يَبِيْتُوْنَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرِ اللّٰهَ كَثِيْرًا ، وَاَكْثِرُوْا التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلَ قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا ، ثُمَّ اَفِيْضُوْا فَاِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، حَتّٰى تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ ـ

৪১৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি উমরা আদায়ের পরে যত দিন হালাল অবস্থায় থাকবে ততদিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে। তারপর হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবে। এরপর যখন আরাফাতে যাবে তখন উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি যা মুহারিমের জন্য সহজলভ্য হয় তা মীনাতে কুরবানী করবে। আর যে কুরবানীর সঙ্গতি রাখে না সে হজ্জের দিনসমূহের মধ্যে তিনটি রোযা পালন করবে। আর তা আরাফার দিবসের পূর্বে হতে হবে। আর তিন দিনের শেষ দিন যদি আরাফার দিন হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত ময়দানে যাবে এবং সেখানে নামাযে আসর হতে সূর্যাস্তের অন্ধকার পর্যন্ত ওকুফ (অবস্থান) করবে। এরপর আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করে মুযদালাফায় পৌঁছে সেখানে নেকী হাসিলের কাজ করতে থাকবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে। সেখানে ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। এরপর (মীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এরপর প্রত্যাবর্তন কর সেখান হতে, যেখান হতে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়াময়।" তারপর জমরাতুল উকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপ করবে।

٢٢٨٩ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান এবং আমাদের অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন (২ ঃ ২০১)

٤١٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

৪১৬৮ আবূ মা'মার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এই বলে দোয়া করতেন, اَللّٰهُمَّ........وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - "হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (২ ঃ ২০১)

٢٢٩٠ . بَابُ قَوْلِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ

২২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী (২ ঃ ২০৪)। النَّسْلُ অর্থ হল– الْحَيَوَانُ জানোয়ার।

٤١٦٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ اَبْغَضُ

الـرِّجَالِ اِلَي الـلّٰهِ الْاَلَدُّ الْخِصَمُ وَقَالَ عَبْدُ الـلّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ (ص) ـ

৪১৬৯ কাবীসা (র)..... আয়েশা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, আল্লাহ্র নিকট ঘৃণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি। আবদুল্লাহ বলেন, আমার কাছে সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করেন, সুফিয়ান বলেন আমার কাছে ইব্ন জুরায়জ ইব্ন আবূ মুলায়কা হতে আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে এই মর্মে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩١ . بَابُ قَوْلِهِ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مِثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ اِلَى قَرِيْبٍ

২২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদের স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই (২ ঃ ২১৪)

٤١٧٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا خَفِيْفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلَا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ، فَلَقِيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللّٰهِ مَا وَعَدَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ ، اِلاَّ عَلِمَ اَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ، وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ ، حَتّٰى خَافُوْا اَنْ يَكُوْنَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُوْنَهُمْ ، فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا مُثَقَّلَةً ـ

৪১৭০ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্র বাণী ঃ "অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে (১২ ঃ ১১০), তখন ইব্ন 'আব্বাস (রা) এই আয়াতসহ সূরা বাকারার আয়াতের শরণাপন্ন হন ও তিলাওয়াত করেন, যেমন ঃ حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ ....نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ এমন কি রাসূল (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল—আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? হ্যা, হ্যাঁ,আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই। (২ ঃ ২১৪)

রাবী বলেন, এরপর আমি 'উরওয়া ইব্ন যুবায়রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করি, তখন তিনি বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহ্র কসম,

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের নিকট যেসব অঙ্গীকার করেছেন, তিনি জানতেন যে তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু রাসূলগণের প্রতি সমূহ বিপদ-আপদ নিপতিত হতে থাকবে। এমনকি তারা আশঙ্কা করবে যে, সঙ্গী-সাথীরা তাঁদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) এ আয়াত পাঠ করতেন- وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا —তারা ভাবল যে, তারা তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে।

٢٢٩٢ . بَابُ قَوْلِهِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ الْاٰيَةَ

২২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হতে যাচ্ছ এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও (২ ঃ ২২৩)

٤١٧١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا قَرَاَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ ، فَاَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَاَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِىْ فِيْمَا اُنْزِلَتْ ؟ قُلْتُ لاَ ، قَالَ اُنْزِلَتْ فِىْ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضٰى * وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ قَالَ يَاْتِيْهَا فِىْ * رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ

৪১৭১ ইসহাক (র) .... নাফি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তিলাওয়াত হতে অবসর না হয়ে কোন কথা বলতেন না। একদা আমি সূরা বাকারা পাঠ করা অবস্থায় তাঁকে পেলাম। পড়তে পড়তে এক স্থানে তিনি পৌঁছলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি জান, কি উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি তখন বললেন, অমুক অমুক ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। তারপর আবার তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন। আবদুস সামাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আইয়ুব, তিনি নাফি' থেকে আর নাফি' ইব্‌ন উমর (রা) থেকে। فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার (২ ঃ ২২৩)। রাবী বলেন, স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ দিক দিয়ে সহবাস করতে পারে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ থেকে, তিনি নাফি' থেকে এবং তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤١٧٢ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ اِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَاءِهَا جَاءَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ـ

৪১৭২ আবূ নু'আইম (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (তাদের এ ধারণা রদ করে) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٢٢٩٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

২২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না (যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়) (২ ঃ ২৩২)

٤١٧٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِيْ أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ * قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِيْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبٰى مَعْقِلٌ فَنَزَلَتْ : فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔

৪১৭৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) .... মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক বোনের বিয়ের পয়গাম আমার নিকট পেশ করা হয়। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন যে, ইবরাহীম (র) ইউনুস (র) থেকে, তিনি হাসান বসরী (র) থেকে এবং তিনি মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ মা'মার (র)......হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে তারপর পৃথক করে রাখে। যখন 'ইদ্দত পালন পূর্ণ হয় তখন তার স্বামী তাকে আবার পয়গাম পাঠায়। মা'কিল (রা) অমত পোষণ করে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ "তারা তাদের স্বামীর সাথে পুনরায় বিধিমত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদের তোমরা বাধা দিও না। (২ ঃ ২৩২)

٢٢٩٤ . بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، إِلٰى بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ، يَعْفُوْنَ يَهَبْنَ

২২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (২ ঃ ২৩৪)

٤١٧٤ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَجًا قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الْاُخْرٰى فَلِمَ تَكْتُبُهَا اَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ لاَ اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ ـ

৪১৭৪ উমাইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা)-কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বললাম যে, এ আয়াত তো অন্য আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। অতএব উক্ত আয়াত আপনি মুসহাফে লিখেছেন, (অথবা বারী বলেন) কেন বর্জন করছেন না, তখন তিনি [উসমান (রা)] বললেন, হে ভাতিজা আমি মুসহাফের স্থান থেকে কোন জিনিস পরিবর্তন করব না।

٤١٧٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ اَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ ، قَالَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ وَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، اِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِىْ وَصِيَّتِهَا ، وَاِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِىَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءٌ اِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ اَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِىْ وَصِيَّتِهَا ، وَاِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ ، قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنٰى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنٰى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهٰذَا * وَعَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتَهَا فِىْ اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ نَحْوَهُ ـ

৪১৭৫ ইসহাক (র) .... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এ আয়াতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পরিবারে থেকে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। আয়াতে উল্লিখিত يَعْفُوْنَ শব্দের অর্থ يَهَبْنَ দান করে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ —"তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণেরও ওসীয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়

তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২ ঃ ২৪০)

রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর জন্য পূর্ণ বছর সতের মাস এবং বিশ রজনী নির্ধারিত করেছেন ওসীয়ত হিসেবে। সে ইচ্ছা করলে তার ওসীয়তে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে বের হয়েও যেতে পারে। এ কথারই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্র বাণী ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ মোটকথা যেভাবেই হোক স্ত্রীর উপর 'ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। মুজাহিদ থেকে এরূপই জানা গেছে। কিন্তু ইমাম আতা বলেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর বাড়িতে 'ইদ্দত পালন করার হুকুম রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যথেচ্ছা 'ইদ্দত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র এই বাণীর দলীল বলে ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ইমাম আতা বলেন, স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিজনের নিকট 'ইদ্দত পালন করতে পারে এবং তার ওসীয়ত থাকতে পারে অথবা তথা হতে চলেও যেতে পারে। فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ -এর আয়াতের মর্মানুসারে।

ইমাম আতা (র) বলেন, তারপর মিরাস বা উত্তরাধিকারের হুকুম وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল। সুতরাং ঘর ও বাসস্থানের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। কাজেই যথেচ্ছা স্ত্রী 'ইদ্দত পালন করতে পারে। আর তার জন্য ঘরের বা বাসস্থানের দাবি অগ্রাহ্য।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনা করেন আমার নিকট ওরাকা' ইব্ন আবী নাজীহ্ থেকে আর তিনি মুজাহিদ থেকে এ সম্পর্কে। এবং আরও আবূ নাজীহ্ আতা থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর 'ইদ্দত পালন স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করার হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং স্ত্রী যথেচ্ছা 'ইদ্দত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র এই বাণী ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ এবং তদনুরূপ আয়াত এর দলীল মুতাবিক।

٤١٧٦ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى مَجْلِسٍ فِيْهِ عُظْمٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى ، فَذَكَرْتُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ فِيْ شَاْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَلٰكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ اِنِّىْ لَجَرِىْءٌ اِنْ كَذَبْتُ عَلٰى رَجُلٍ فِىْ جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيْتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، اَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِى الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهِىَ حَامِلٌ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ وَلاَ تَجْعَلُوْنَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الطُّوْلٰى وَقَالَ اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيْتُ اَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ۔

৪১৭৬ হিব্বান (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন একটি জলসায় (সভায়) উপবিষ্ট ছিলাম যেখানে নেতৃস্থানীয় আনসারদের কতেক ছিলেন, এবং তাঁদের মাঝে আবদুর রহমান বিন্ আবূ লায়লা (র)-ও ছিলেন। এরপর সুবাইয়া বিন্‌তে হারিস (র) প্রসঙ্গে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ বিন উত্‌বা (র) হাদীসটি উত্থাপন করলাম, এরপর আবদুর রহমান (র) বললেন, "পক্ষান্তরে তাঁর চাচা এ রকম বলতেন না" অনন্তর আমি বললাম, কূফায় বসবাসরত ব্যক্তিটি সম্পর্কে যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমি হব চরম ধৃষ্ট এবং তিনি তাঁর স্বর উঁচু করলেন, তিনি বললেন, তারপর আমি বের হলাম এবং মালিক বিন আমির (রা) মালিক ইব্‌ন আউফ (র)-এর সাথে আমি বললাম, গর্ভাবস্থায় বিধবা রমণীর ব্যাপারে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মন্তব্য কি ছিল, বললেন যে ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছ আর তার জন্যে সহজ বিধানটি অবলম্বন করছ না, সংক্ষিপ্ত "সূরা নিসাটি (সূরা ত্বালাক) দীর্ঘটির পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আইয়ুব (র) মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, "আবূ আতিয়াহ মালিক বিন আমির (র)-এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম।

٢٢٩٥ . بَابُ قَوْلِهِ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى

২২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের (২ ঃ ২৩৮)

٤١٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ اَوْ اَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيٰى نَارًا ـ

৪১৭৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী (সা) বলেছেন, হা. আবদুর রহমান......আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন কাফেরগণ আমাদের মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রাখে এমনকি এ অবস্থায় সূর্য অস্তে চলে যায়। আল্লাহ্ তাদের কবর ও তাদের ঘরকে অথবা পেটকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। এখানে নবী (সা) ঘর না পেট বলেছেন তাতে ইয়াহ্ইয়া রাবীর সন্দেহ রয়েছে।

٢٢٩٦ . بَابُ قَوْلِهِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ مُطِيْعِيْنَ

২২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। قَانِتِيْنَ অর্থ مُطِيْعِيْنَ —অনুগত, বিনীত

٤١٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا اَخَاهُ فِيْ حَاجَتِهِ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ، فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ ـ

৪১৭৮ মুসাদ্দাদ (র) .... যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতাম আর আমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন প্রসঙ্গে কথা বলতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তখন আমাদেরকে চুপ থাকার ও নামাযের মধ্যে কথা না বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

٢٢٩٧ . بَابُ قَوْلِهِ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : كُرْسِيُّهُ عِلْمُهُ، يُقَالُ بَسْطَةً زِيَادَةً وَفَضْلاً أَفْرِغْ اَنْزِلْ، وَلاَ يَؤُدُهُ لاَ يُثْقِلُهُ أدنِيْ اَثْقَلَنِيْ وَالْاٰدُ وَالْاَيْدُ الْقُوَّةُ ، السِّنَةُ نُعَاسٌ يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ ، فَبُهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ، خَاوِيَةٌ لاَ اَنِيْسَ فِيْهَا ، عُرُوْشُهَا اَبْنِيَتُهَا، السِّنَةُ نُعَاسٌ، نُنْشِزُهَا نُخْرِجُهَا، اِعْصَارٌ رِيْحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْاَرْضِ اِلَي السَّمَاءِ كَعَمُوْدٍ فِيْهِ نَارٌ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ * وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَابِلٌ مَطَرٌ شَدِيْدٌ ، الطَّلُّ النَّدٰى ، وَهٰذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ ، يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ ـ

২২৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়; যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, كُرْسِيُّهُ। আল্লাহ্‌র কুরসীর অর্থ হল ঃ عِلْمُهُ তাঁর জ্ঞান। আর بَسْطَةً অর্থ হল-অতিরিক্ত ও বেশি। أَفْرِغْ অর্থ নাযিল কর। يَؤُدُهُ অর্থ ঃ ভারী ও বোঝা বোধ হয় না তাঁর। যেমন آدنِيْ অর্থ اَثْقَلَنِيْ শক্ত ও ভারী করেছে আমাকে। اَلْاٰدُ وَالْاَيْدُ শব্দের অর্থ হল ঃ الْقُوَّةُ —শক্ত ও শক্তি। فَبُهِتَ শব্দের অর্থ হল ঃ তার দলীল-প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে

٤١٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ ، قَالَ يَتَقَدَّمُ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُصَلِّي بِهِمِ الْاِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوْا فَاِذَا صَلَّوا الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً اِسْتَأْخَرُوْا مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَلاَ يُسَلِّمُوْنَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْاِمَامُ وَقَدْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَيَقُوْمُ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّوْنَ لاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ اَنْ يَنْصَرِفَ الْاِمَامُ فَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَاِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ صَلُّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلٰى اَقْدَامِهِمْ اَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ اَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لاَ اُرٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ اِلاَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) -

৪১৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে যখন সালাতুল খাওফ (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুভয়ের মধ্যে নামায) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হত তখন তিনি বলতেন, ইমাম সাহেব সামনে যাবেন এবং একদল লোকও জামাতে শামিল হবে। তিনি তাদের সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করবেন এবং তাদের আর একদল জামাতে শামিল না হয়ে তাদের ও শত্রুর মাঝখানে থেকে যারা নামায আদায় করেনি তাদের পাহারা দিবে। ইমামের সাথে যারা এক রাকাত নামায আদায় করেছে তারা পেছনে গিয়ে যারা এখনও নামায আদায় করেনি তাদের স্থানে দাঁড়াবে কিন্তু সালাম ফেরাবে না। যারা নামায আদায় করেনি তারা আগে বাড়বে এবং ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করবে। তারপর ইমাম নামায হতে অবসর গ্রহণ করবে। কেননা তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করেছেন। এরপর উভয় দল দাঁড়িয়ে নিজে নিজে বাকি এক রাকাত ইমামের নামাযের শেষে আদায় করে নেবে। তাহলে প্রত্যেক জনেরই দু' রাকাত নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি ভয়-ভীতি ভীষণতর হয় নিজে নিজে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে অসুবিধা হলে যেদিকে সম্ভব মুখ করে নামায আদায় করবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমাম নাফি' (রা) বলেন, আমি অবশ্য মনে করি ইব্‌ন উমর (রা) নবী (সা) থেকে শুনেই এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٨ . بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ

২২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের ভরণ-পোষণের ওসীয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় (২ ঃ ২৪০)

٤١٨٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّتِيْ فِى الْبَقَرَةِ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا اِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَدْ نَسَخَتْهَا الْاُخْرٰى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا ابْنَ اَخِيْ لاَ اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ نَحْوَ هٰذَا -

৪১৮০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র) .... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা) বললেন, আমি উসমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সূরা বাকারার এ

আয়াতটি وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ..........غَيْرَ اِخْرَاجٍ কে তো অন্য একটি আয়াত রহিত করে দিয়েছে। তারপরও আপনি এভাবে লিখছেন কেন? জবাবে উসমান (রা) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আপন স্থান থেকে কোন কিছুই আমরা পরিবর্তন করিনি। হুমাইদ (র) বললেন, "অথবা প্রায় এ রকমই উত্তর দিয়ে দিলেন।"

٢٢٩٩ . بَابُ قَوْلِهِ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى

২২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আর যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক। কিভাবে তুমি মৃত্যুকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও (২ ঃ ২৬০)

٤١٨١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ فَصُرْهُنَّ -

৪১৮১ আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) যখন رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتٰى —প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর? তখন তার তুলনায় আমার সন্দেহ পোষণের ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য ছিলাম। فَصُرْهُنَّ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সেগুলোকে টুকরো টুকরো করুন'।

٢٣٠٠ . بَابُ قَوْلِهِ : اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ اِلٰى قَوْلِهِ تَتَفَكَّرُوْنَ

২৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল বিরাজ করে। যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, তারপর উক্ত বাগানের উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় এবং তা জ্বলে পুড়ে যায়? এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার (২ ঃ ২৬৬)

٤١٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ح وَسَمِعْتُ اَخَاهُ اَبَا بَكْرِ بْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا لاَصْحَابِ النَّبِىِّ (ص) فِيْمَ تَرَوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ : اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوْا اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُوْلُوْا نَعْلَمُ ، اَوْ لاَ نَعْلَمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِىْ نَفْسِىْ مِنْهَا شَىْءٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ اَخِىْ قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلاً لِعَمَلٍ ، قَالَ عُمَرُ اَىُّ عَمَلٍ ؟ قَالَ

ابْـنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ ، قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَـةِ اللّٰهِ عَـزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللّٰهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيْ حَتّٰى اَغْرَقَ اَعْمَالَهُ ـ

৪১৮২ ইবরাহীম ...... উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা উমর (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ رَبِّهِ এ আয়াতটি যে উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তখন তারা বললেন, আল্লাহ্ই জানেন। উমর (রা) এতে রেগে গিয়ে বললেন, আমরা জানি অথবা জানি না এ দুটোর একটি বল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছুটা ধারণা আছে। উমর (রা) বললেন, বৎস! বলে ফেল এবং নিজেকে তুচ্ছ ভেবো না। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা কর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। উমর (রা) বললেন, কোন কর্মের? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, একটি কর্মের। উমর (রা) বললেন, এটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ধনবান ব্যক্তির, যে আল্লাহ্র ইবাদত করতে থাকে, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি শয়তানকে প্রেরণ করেন। অনন্তর সে পাপ কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাঁর সকল সৎকর্ম নষ্ট করে দেয়।

٢٣٠١ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ، يُقَالُ اَلْحَفَ عَلَىَّ وَاَلَحَّ عَلَىَّ وَاَحْفَانِيْ بِالْمَسْئَلَةِ فَيُحْفِكُمْ يُجْهِدُكُمْ

২৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না। اَلَحَّ عَلَىَّ اَلْحَفَ عَلَىَّ এবং اَحْفَانِيْ بِالْمَسْئَلَةِ সবই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। فَيُحْفِكُمْ অর্থ জোর প্রচেষ্টা চালায়।

٤١٨٣ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَرِيْكُ بْنُ اَبِيْ نَمِرٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيُّ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلاَ اللُّقْمَةُ وَلاَ اللُّقْمَتَانِ ، اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ يَعْنِيْ قَوْلَهُ : لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

৪১৮৩ ইব্ন আবূ মারয়াম (র) .... আতা ইব্ন ইয়াসার এবং আবূ আমরা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) বলেছেন, একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস খাদ্য কি দু' গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে থাকে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। মিসকীন সে ব্যক্তিই, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ্র বাণী পাঠ করতে পার। لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا

٢٣٠٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الْمَسُّ الْجُنُوْنُ

২৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বেচা-কেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন (২ ঃ ২৭৫)। الْمَسُّ অর্থ পাগলামি

٤١٨٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا ، قَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ ـ

৪১৮৪ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٣ . بَابُ قَوْلِهِ : يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا - قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يُذْهِبُهُ

২৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন (২ ঃ ২৭৬)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, বিদূরিত করেন

٤١٨٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ اَبَا الضُّحٰى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَتِ الاٰيَاتُ الاَوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَتَلاَهُنَّ عَلَيْكُمْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ ـ

৪১৮৫ বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর থেকে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٤ . بَابُ قَوْلِهِ : فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَاعْلَمُوْا

২৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ। (২ ঃ ২৭৯) [ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ] فَاْذَنُوْا অর্থ জেনে রাখ

٤١٨٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِىُّ (ص) عَلَيْكُمْ فِى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ ـ

৪১৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে গিয়ে তা পাঠ করে আমাদের শুনান এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٥ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

২৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে (২ ঃ ২৮০)

٤١٨٧ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَرَاَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ-

৪১৮৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাদের সম্মুখে তা পাঠ করলেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

২৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (২ ঃ ২৮১)

٤١٨٨ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) اٰيَةُ الرِّبَا -

৪১৮৮ কাবীসা ইব্‌ন উকবা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতারিত শেষ আয়াতটি হচ্ছে সুদ সম্পর্কিত।

٢٣٠٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

২৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর,

আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান (২ : ২৮৪)

٤١٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ الْاٰيَةَ

৪১৮৯ মুহাম্মদ (র) ...... মারওয়ান আল আসফার (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি হচ্ছেন ইব্ন উমর (রা)—যে اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।

٢٣٠٨ . بَابُ قَوْلِهِ : اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِصْرًا عَهْدًا ، وَيُقَالُ غُفْرَانَكَ مَغْفِرَتَكَ فَاغْفِرْلَنَا

২৩০৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও (২ : ২৮৫)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, غُفْرَانَكَ অর্থ مَغْفِرَتَكَ, আর مَغْفِرَتَكَ অর্থ فَاغْفِرْلَنَا —আমাদের মার্জনা করুন। (২ : ২৮৫)

٤١٩٠ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ، قَالَ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا ـ

৪১৯০ ইসহাক (র) ..... মারওয়ানুল আসফার (রা) একজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন আর তিনি ধারণা করেন যে, তিনি ইব্ন উমর (রা) হবেন। اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ

সূরা আলে ইমরান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ صِرٌّ بَرْدٌ شَفَا حُفْرَةٍ مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرْفُهَا تُبَوِّئُ تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا الْمُسَوَّمُ الَّذِيْ لَهُ سِيْمَاءٌ بِعَلَامَةٍ اَوْ بِصُوْفَةٍ اَوْ بِمَا كَانَ ، رِبِّيُّوْنَ الْجَمِيْعُ وَالْوَاحِدُ رِبِّيٌّ تَحُسُّوْنَهُمْ تَسْتَأْصِلُوْنَهُمْ قَتْلاً غُزًّا

وَاحِدُهَا غَازٍ سَنَكْتُبُ سَنَحْفَظُ نُزُلاً ثَوَابًا وَيَجُوْزُ وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ كَقَوْلِكَ اَنْزَلْتُهُ * وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَحَصُوْرًا لاَيَاْتِى النِّسَاءَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِنْ فَوْرِهِمْ مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُخْرِجُ الْحَىَّ النُّطْفَةُ تَخْرُجُ مَيِّتَةً ، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَىُّ الْاِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَجْرِ ، وَالْعَشِيِّ مَيْلُ الشَّمْسِ اُرَاهُ اِلَى اَنْ تَغْرُبَ

تُقَاةً – تَقِيَّةً একই অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ভীতি ও সংযম, صِرٌّ ঠাণ্ডা। شَفَا حُفْرَةٍ – شَفَا رَكِيَّةٍ এর ন্যায় অর্থাৎ গর্তের তীর ও কিনারা। تُبَوِّئُ অর্থ অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিককে সারিবদ্ধ করছিল। الْمُسَوَّمُ কোন প্রতীক কিংবা অন্য কিছু দ্বারা চিহ্নিত করা। رِبِّيُّوْنَ বহুবচন। একবচনে رِبِّيٌّ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা ও আল্লাহ্পন্থী। تَحُسُّوْنَهُمْ —তোমরা তাদের হত্যার মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করছিলে। غُزًّا বহুবচন। এক বচনে غَازٍ অর্থ যোদ্ধা। سَنَكْتُبُ সত্বর ও অচিরে আমি সংরক্ষণ করব। نُزُلاً প্রতিদান ও আতিথেয়তা হিসাবে। اَنْزَلَ اللّٰهُ -এর ন্যায়। مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ পড়াও বৈধ। মুফাস্সির ইমাম মুজাহিদ (র)-এর মতে الْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ —পরিপূর্ণ সুন্দর অশ্বপাল, ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, حَصُوْرًا অর্থ কামভাব নিয়ে কোন মহিলার বায়না। ইকরামা (রা) বলেন, مِنْ فَوْرِهِمْ অর্থ বদরের দিনে তাদের ক্রোধ নিয়ে, মুজাহিদ (র) বলেন, يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ বীর্য যা নিষ্প্রাণ নির্গত হয় এরপর তা থেকে জীবিত বের হয়। الْاِبْكَارُ —ঊষালগ্ন। الْعَشِىُّ —সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

٢٣٠٩ . بَابُ قَوْلِهِ : مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ ، وَكَقَوْلِهِ : وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى زَيْغٌ شَكٌّ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ الْمُشْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُوْنَ يَعْلَمُوْنَ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ -

২৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন। ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন যে, সেটি হচ্ছে হালাল আর হারাম সম্পর্কিত। وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ আর অন্যগুলো রূপক, একটি অন্যটির সত্যতা প্রমাণ করে। যেমন ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ —বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগকারীরা ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। আবার— وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ —যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাদের কলুষলিপ্ত করেন (১০ ঃ ১০০)

তদুপরি আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى —যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করেন। (৪৭ ঃ ১৭) زَيْغٌ —সন্দেহ, اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ - রূপক। اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অর্থ যাঁরা জ্ঞানে সু-গভীর তারা জানে এবং বলে আমরা তা বিশ্বাস করি।

٤١٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذِهِ الْاٰيَةَ : هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ اِلٰى قَوْلِهِ : اُولُو الْاَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

৪১৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি اُولُو الْاَلْبَابِ........هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ —তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক; যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেন, আমরা এসব বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৩ ঃ ৭) পাঠ করলেন।
আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেছেন যে, যারা মুতাশাবাহাত আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে তাদের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ ও আশ্রয় চাচ্ছি। (৩ ঃ ৩৬)

٤١٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ اِيَّاهُ اِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ، وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

৪১৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেন, প্রত্যেক নবপ্রসূত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করেই। যার ফলশ্রুতিতে শয়তানের স্পর্শমাত্র সে চীৎকার করে উঠে। কিন্তু মরিয়ম (আ) ও তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-কে পারেনি। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহলে পড় ঃ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

٢٣١٠ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ

لَهُمْ لاَ خَيْرَ ، اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ مُوْجِعٌ مِنَ الأَلَمِ وَهُوَ فِىْ مَوْضِعِ مُفْعِلٍ ـ

২৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই।" (৩ ঃ ৭৭) لاَ خَلاَقَ —কোন কল্যাণ নেই। اَلِيْمٌ শব্দটি مُفْعِلٍ -এর আকৃতিতে اَلَمٌ থেকে গঠিত। অর্থাৎ জ্বালাময়ী।

٤١٩٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ . قَالَ فَدَخَلَ الاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِىَّ اُنْزِلَتْ لِىْ بِئْرٌ فِىْ اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِىْ قَالَ النَّبِىُّ (ص) بَيِّنَتُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ اِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ـ

৪১৯৩ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ .... فِى الْاٰخِرَةِ বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আশআস ইব্‌ন কায়েস (র) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবূ আবদুর রহমান (রা) তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছে। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাত ভাইয়ের এলাকায় আমার একটি কূপ ছিল। এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে নবী (সা) বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ উপস্থাপন করবে নতুবা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো শপথ করে বসবে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পত্তি হরণ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ই তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন।

٤١٩٤ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ هُوَ ابْنُ اَبِىْ هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا اَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً اَقَامَ سِلْعَةً فِى السُّوْقِ فَحَلَفَ فِيْهَا لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَنَزَلَتْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

৪১৯৪ আলী (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বাজারে তার একটি দ্রব্য উপস্থিত করল এবং মুসলিমদের আটক করার জন্য শপথ সহকারে প্রচার করল যে, এর যে মূল্য দেওয়ার কথা হচ্ছে এর চেয়ে অধিক দিতে কোন ক্রেতা রাযী হয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الخ

٤١٩٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْــنُ عَلِيِّ بْــنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْــدُ اللّٰهِ بْــنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِى الْبَيْتِ اَوْ فِى الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ اِحْدَاهُمَا وَقَدْ اُنْفِذَ بِاِشْفًا فِىْ كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْاُخْرٰى فَرُفِعَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَاَمْوَالُهُمْ ، ذَكِّرُوْهَا بِاللّٰهِ ، وَاقْرَؤُا عَلَيْهَا : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ فَذَكَّرُوْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ (ص) اَلْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ـ

৪১৯৫ নসর ইব্ন আলী (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুই বিদ্ধ হয়ে তাদের একজন বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনের বিরুদ্ধে সুই ফুটিয়ে দেয়ার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যদি শুধুমাত্র দাবির উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবি পূরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদের আল্লাহ্র নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত করীমা তার সম্মুখে পাঠ কর। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শপথ করা বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য।

٢٣١١ ـ بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ ، سَوَاءٌ قَصْدٌ

২৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তুমি বল, হে কিতাবিগণ! এস সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই ; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি (৩ ঃ ৬৪)। سَوَاءٌ অর্থ সঠিক ও ন্যায়।

٤١٩٦ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْــنُ مُوْسٰــى عَــنْ هِشَامٍ عَــنْ مَعْمَرٍ ح * وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْــنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ مِــنْ فِيْهِ اِلٰى فِىَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِى الْمُدَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ فَبَيْنَا اَنَا بِالشَّامِ اِذْ جِىْءَ بِكِتَابٍ مِــنَ النَّبِىِّ (ص) اِلٰى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِىُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ اِلٰى

عَظِيْمِ بُصْرَى ، فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرَى اِلَى هِرَقْلَ ، قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَاهُنَا اَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ
الَّذِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَدُعِيْتُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ ، فَاَجْلَسْنَا بَيْنَ
يَدَيْهِ ، فَقَالَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا
فَاَجْلَسُوْنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَجْلَسُوْا اَصْحَابِيْ خَلْفِيْ ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ لَهُمْ اِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ
هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ (ص) فَاِنْ كَذَبَنِيْ فَكَذِّبُوْهُ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ لَا اَنْ يُؤْثِرُوْا
عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ حَسَبٍ ، قَالَ فَهَلْ كَانَ
مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ قُلْتُ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ اَيَتَّبِعُهُ اَشْرَافُ
النَّاسِ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ؟ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيْدُوْنَ ، قَالَ
هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ،
قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ؟ قَالَ قُلْتُ تَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ ، قَالَ فَهَلْ
يَغْدِرُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَمْكَنَنِيْ مِنْ كَلِمَةٍ
اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ ، قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ لَا ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ اِنِّيْ
سَاَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيْكُمْ ، فَزَعَمْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ حَسَبٍ ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ اَحْسَابِ قَوْمِهَا ، وَسَاَلْتُكَ
وَهَلْ كَانَ فِيْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ ، وَسَاَلْتُكَ
عَنْ اَتْبَاعِهِ اَضُعَفَاؤُهُمْ اَمْ اَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ
بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لَا ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ
عَلَى اللّٰهِ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لَا، وَكَذٰلِكَ
الْاِيْمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ ، فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ
حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ ، فَزَعَمْتَ اَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَتَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ
وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ لَايَغْدِرُ ، وَكَذٰلِكَ
الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لَا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ
اَحَدٌ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلٌ اِئْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ ، قَالَ بِمَ يَاْمُرُكُمْ ، قَالَ قُلْتُ يَاْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ
وَالْعَفَافِ ، قَالَ اِنْ يَكُ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَاِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّيْ

أَعْلَمُ أَنِّيْ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيْهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) إِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيْسِيِّيْنَ ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ ، إِلٰى قَوْلِهِ اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَأُمِرْنَا فَأُخْرِجْنَا ، قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِيْ حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِيْ كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ ، فَمَازِلْتُ مُوْقِنًا بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى أَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّوْمِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ دَارٍ لَهُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرَ الْأَبَدِ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ ، قَالَ فَحَاصُوْا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ إِنِّيْ إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلٰى دِيْنِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِيْ أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوْا لَهُ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ

৪১৯৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) আমাকে সামনাসামনি হাদীস শুনিয়েছেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমাদের আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদে আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। তখন নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের নিকট একখানা পত্র পৌঁছান। দাহ্‌ইয়াতুল কালবী এ চিঠিটা বসরাধিপতিকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। পত্র পেয়ে হিরাক্লিয়াস নবীর দাবিদার ব্যক্তির গোত্রস্থিত কেউ এখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, হ্যাঁ আছে। কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে ডাকা হলে আমরা হিরাক্লিয়াসের নিকট গেলাম এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। এরপর তিনি বললেন, নবীর দাবিদার ব্যক্তির তোমাদের মধ্যে নিকটতম আত্মীয় কে? আবূ সুফিয়ান বলেন, উত্তরে বললাম আমিই। তারা আমাকে তাদের সম্মুখে এবং আমার সাথীদেরকে আমার পেছনে বসালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন এবং বললেন, এদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি নবীর দাবিদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে আবূ সুফিয়ানকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যদি আমার নিকট মিথ্যা বলে তোমরা তার মিথ্যাচারিতা ধরিয়ে দেবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যুক প্রমাণের আশংকা না থাকত তাহলে আমি মিথ্যা বলতামই। এরপর দোভাষীকে বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তির বংশীয় মর্যাদা কেমন? আবূ সুফিয়ান বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে অভিজাত বংশের অধিকারী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর

সাম্প্রতিক বক্তব্যের পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাচারের অপবাদ দিতে পেরেছ ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বলগণ? আমি বললাম, বরং দুর্বলগণ। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে। আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ কি ধর্ম ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করেছ কি? বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম, আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল হল ঃ একবার তিনি জয়ী হন, আর একবার আমরা জয়ী হই। তিনি বললেন, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন কি? বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা একটি সন্ধির মেয়াদে আছি। দেখি এতে তিনি কি করেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ এর সাথে আর অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য সংযোজন করার সাহস আমার ছিল না। বললেন, তাঁর পূর্বে আর কেউ কি এমন দাবি করেছে? বললাম, না। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন যে, একে জানিয়ে দাও যে আমি তোমাকে তোমাদের সাথে সে ব্যক্তির বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারপর তুমি বলেছ যে, সে আমাদের মধ্যে কুলীন। তদ্রূপ রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কিনা? তুমি বলেছ 'না'। তাই আমি বলছি যে, যদি তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতেন তাহলে বলতাম, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, দুর্বলগণ তাঁর অনুসারী, না সম্ভ্রান্তগণ? তুমি বলেছ, দুর্বলগণই। আমি বলেছি যে, যুগে যুগে দুর্বলগণই রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এ দাবির পূর্বে তোমরা কখনও তাঁকে মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ যে, না। তাতে আমি বুঝেছি যে, যে বক্তি প্রথমে মানুষদের সাথে মিথ্যাচার ত্যাগ করেন, তারপর আল্লাহ্‌র সাথে মিথ্যাচারিতা করবেন, তা হতে পারে না। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলেছি, ঈমান যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার প্রবিষ্ট হয় তখন এ রকমই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুসারীরা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে? তুমি বলেছ, ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বলেছি, ঈমান পূর্ণতা লাভ করলে এ অবস্থাই হয়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ কি? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ করেছ এবং তাঁর ফলাফল হচ্ছে পানি উত্তোলনের বালতির ন্যায়। কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জয়লাভ কর। এমনিভাবেই রাসূলদের পরীক্ষা করা হয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় তাদের পক্ষেই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। তদ্রূপ রাসূলগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ এ দাবি উত্থাপন করেছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলি যদি কেউ তাঁর পূর্বে এ ধরনের দাবি করে থাকত তাহলে আমি মনে করতাম এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দাবির অনুসরণ করছে। আবূ সুফিয়ান বলেন,

তারপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমাদের কি কাজের নির্দেশ দেন? আমি বললাম, নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়তা রক্ষা করতে এবং পাপাচারিতা থেকে পবিত্র থাকার নির্দেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নবী (সা), তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছবার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাতকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করবে।

আবূ সুফিয়ান বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে বললেন। চিঠির বক্তব্য এই ঃ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার উপর নিপতিত হবে। হে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুতেই তাঁর সাথে শরীক না করি। আর আমাদের একে অন্যকে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।

যখন তিনি পত্র পাঠ সমাপ্ত করলেন চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জন বৃদ্ধি পেল। তারপর তাঁর নির্দেশে আমাদের বাইরে নিয়ে আসা হল। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমরা বেরিয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আবূ কাবশার সন্তানের ব্যাপারে তো বিস্তর প্রভাব লাভ করেছে। রোমীয় রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁকে ভয় পায়। তখন থেকে আমার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীন অতি সত্বর বিজয় লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রোমের নেতৃবৃন্দকে ডেকে একটি কক্ষে একত্রিত করলেন এবং বললেন, হে রোমকগণ! তোমরা কি আজীবন সৎপথ ও সফলতার প্রত্যাশী এবং তোমাদের রাজত্ব অটুট থাকুক? এতে তারা তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বন্য-গর্দভের ন্যায় পলায়নরত হল। কিন্তু দরজাগুলো সবই বন্ধ পেল। এরপর বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সবাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি তাদের সবাইকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের ধর্মের উপর তোমাদের আস্থা কতটুকু আছে তা আমি পরীক্ষা করলাম। আমি যা আশা করেছিলাম তা তোমাদের থেকে পেয়েছি। অনন্তর সবাই তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকল।

٢٣١٢ . بَابُ قَوْلِهِ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ اِلٰى بِهٖ عَلِيْمٌ

২৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (৩ ঃ ৯২)

٤١٩٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ نَخْلاً ، وَكَانَ اَحَبَّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ ، فَلَمَّا اُنْزِلَتْ : لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَىَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْبِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ ، وَبَنِيْ عَمِّهِ * قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ـ

৪১৯৭ ইসমাঈল (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, মদীনা মনোয়ারায় আবূ তালহা (রা)-ই অধিক সংখ্যক খেজুর বৃক্ষের মালিক ছিলেন। তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি ছিল "বীরাহা" নামক বাগান। আর তা ছিল মসজিদের সম্মুখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে এসে সেখানকার (কূপের) সুমিষ্ট পানি পান করতেন। যখন لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ الـخ আয়াতটি নাযিল হল, তখন আবূ তালহা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ বলছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (৩ ঃ ৯২) আমার সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি বীরাহা। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি দান করে দিলাম। আমি আল্লাহ্‌র নিকট পুণ্য ও সঞ্চয় চাই। আল্লাহ্ আপনাকে যেখানে নির্দেশ দেন আপনি সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বাহ! ওটি তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, ওটা তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। তুমি তা তোমার নিকট-আত্মীয়কে দিয়ে দাও, আমি এ রায় দিচ্ছি। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তা করব। তারপর আবূ তালহা (রা) সেটা তাঁর চাচাত ভাই-বোন ও আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইব্‌ন উবাদাহ্ (রা)-এর বর্ণনায় "ওটা তো লাভজনক সম্পত্তি" বলে উল্লিখিত হয়েছে।

٤١٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ مَالٌ رَايِحٌ ـ

৪১৯৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি মালিক (র)-এর নিকট مَالٌ رَايِحٌ —"ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ" পড়েছি।"

٤١٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَاُبَيٍّ وَاَنَا اَقْرَبُ اِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ مِنْهَا شَيْئًا ـ

৪১৯৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরপর আবূ তালহা (রা) হাস্সান ইব্ন সাবিত এবং উবায় ইব্ন কাআবের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আমি তাঁর নিকটাত্মীয় ছিলাম। কিন্তু আমাকে তা থেকে কিছুই দেননি।

٢٣١٣ . بَابُ قَوْلِهٖ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

২৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ ঃ ৯৩)

٤٢٠٠ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْـنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُوْا اِلَى النَّبِيِّ (ص) بِـرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْـرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ بِمَـنْ زَنٰى مِنْكُمْ قَالُـوْا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوْا لَا نَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْـدُ اللّٰهِ بْـنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَاْتُـوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُـوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِىْ يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلٰـى اٰيَةِ الـرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَاُ مَا دُوْنَ يَدِهٖ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَاُ اٰيَةَ الـرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هٰذِهٖ ، فَلَمَّا رَاَوْا ذٰلِكَ قَالُوْا هِىَ اٰيَـةُ الرَّجْمِ فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، فَرَاَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ ـ

৪২০০ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এমন দু'জন পুরুষ ও মহিলা নিয়ে ইহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। নবী (সা) তাদের বললেন, তোমাদের ব্যভিচারীদেরকে তোমরা কিভাবে শাস্তি দাও? তারা বলল, আমরা তাদের চেহারা কালিমালিপ্ত করি এবং তাদের প্রহার করি। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপের বিধান পাও না? তারা বলল, আমরা তাতে এতদসম্পর্কিত কোন কিছু পাই না। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাত আন এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তা পাঠ কর। এরপর তাওরাত পাঠের সময় তাদের পণ্ডিত-পাঠক প্রস্তর নিক্ষেপ বিধির আয়াতের উপর স্বীয় হস্ত রেখে তা থেকে কেবল পূর্ব ও পরের অংশ পড়তে লাগল। রজমের[1] আয়াত পড়ছিল না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) তার হাতটি তুলে ফেলে বললেন, এটা কি? যখন তারা পরিস্থিতি বেগতিক দেখল তখন বলল, এটি রজমের আয়াত। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। এবং মসজিদের পার্শ্বে জানাযাগাহের[2] নিকটে উভয়কে 'রজম' করা হল।

১. প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শাস্তির আয়াত
২. যেখানে মৃত ব্যক্তিকে জানাযা দেয়া হয়।

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি সেই পুরুষটিকে দেখেছি যে নিজে মহিলার উপর উপুড় হয়ে তাকে প্রস্তরাঘাত হতে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

٢٣١٤ . بَابُ قَوْلِهِ : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

২৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে (৩ ঃ ১১০)

٤٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ، تَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ حَتّٰى يَدْخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ -

৪২০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الخ আয়াত সম্পর্কে বলেন, মানুষের জন্যে মানুষ কল্যাণজনক তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে। এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে।

٢٣١٥ . بَابُ قَوْلِهِ : اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا

২৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক (৩ ঃ ১২২)

٤٢٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ فِيْنَا نَزَلَتْ : اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ، قَالَ نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُوْ حَارِثَةَ وَبَنُوْ سَلِمَةَ وَمَا نُحِبُّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُّنِيْ اَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا -

৪২০২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا আয়াতটি আমাদেরকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দু'দল বনী হারিছা আর বনী সালিমা। যেহেতু এ আয়াতে وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا —"আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক" উল্লেখ আছে, সেহেতু এটা অবতীর্ণ না হোক তা আমরা পছন্দ করতাম না। সুফিয়ান (র)-এর এক বর্ণনায় وَمَا يَسُرُّنِيْ —'আমাকে ভাল লাগেনি' আছে।

٢٣١٦ . بَابُ قَوْلِهِ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

২৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই (৩ ঃ ১২৮)

٤٢٠٣ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰه (ص) اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اِلَى قَوْلِهِ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ * رَوَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ـ

৪২০৩ হিব্বান (র) .... সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুকূ থেকে মাথা তুলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'[১] বলার পর এটা বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! অমুক, অমুক এবং অমুককে লানত[২] দিন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন। لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ —তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা জালিম।[৩] (৩ ঃ ১২৮) ইসহাক ইব্ন রাশিদ (র) ইমাম যুহরী (র) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

٤٢٠٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ اِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ ، يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلَاتِهِ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا ، لِاَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَلْاٰيَةَ ـ

৪২০৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো জন্যে বদদোয়া অথবা দোয়া করার মনস্থ করতেন, তখন নামাযের রুকূর পরেই কুনূতে নাযিলা[৪] পড়তেন। কখনো কখনো সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ্! ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সালমা ইব্ন হিশাম এবং আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবিয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তিকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করে দিন। নবী (সা) এ কথাগুলোকে উচ্চস্বরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি আরব গোত্রের নাম উল্লেখ করে ফজরের নামাযে বলতেন, হে আল্লাহ্! অমুক এবং অমুককে লানত দিন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ الخ

১. আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শোনেন। হে প্রভু তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা।
২. অভিশাপ।
৩. অত্যাচারী।
৪. বদ্দোয়া ও হিফাজতের জন্য অবতারিত দোয়া।

٢٣١٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ، وَهُوَ تَأْنِيثُ أُخِرِكُمْ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً -

২৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ রাসূল (সা) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহ্বান করছিলেন। أُخْرِكُمْ -এর স্ত্রীলিঙ্গ أُخْرَاكُمْ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দু' কল্যাণের একটি, এর অর্থ হলো বিজয় অথবা শহীদ হওয়া

٤٢٠٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ (ص) عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُوْلُ فِيْ أُخْرَاهُمْ ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً -

৪২০৫ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) .... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পদাতিক বাহিনীর উপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে সেনাপতি নির্ধারণ করেন। এরপর তাদের কতক পরাজিত হলে পালাতে লাগল, এটাই হল, রাসূল (সা) যখন তোমাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। মাত্র বারজন ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে ছিলেন না।

٢٣١٨ . بَابُ قَوْلِهِ : أَمَنَةً نُعَاسًا

২৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "প্রশান্তি তন্দ্রারূপে"।

٤٢٠٦ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِيْ مَصَافِنَا يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِيْ يَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ -

৪২০৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবূ তালহা (রা) বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন আপন আপন সারিতে ছিলাম। তন্দ্রা আমাদের আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। তিনি বলেন, আমার তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, আর আমি তা উঠাচ্ছিলাম, আবার পড়ে যাচ্ছিল, আবার আমি উঠাচ্ছিলাম।

٢٣١٩ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ ، الْقَرْحُ الْجِرَاحُ اسْتَجَابُوْا أَجَابُوْا يَسْتَجِيْبُ يُجِيْبُ

২৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখম হওয়ার পরও যারা আল্লাহ্‌র ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য

মহাপুরস্কার রয়েছে। (৩ ঃ ১৭২)। الْقَرْحُ -যখম। اسْتَجَابُوْا - ডাকে সাড়া দিন। يَسْتَجِيْبُ - সাড়া দেয়

٢٣٢٠ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ الْآيَةَ

২৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে (৩ ঃ ১৭৩)

٤٢٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اُرَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِي حَصِيْنٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ (ص) حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

৪২০৭ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বাক্যটি ইব্‌রাহীম (আ) বলেছিলেন, যখন তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, "তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর কিন্তু এটি তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল "আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক" (৩ ঃ ১৭৩)

٤٢٠٨ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي حُصَيْنٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

৪২০৮ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্‌রাহীম (আ) যখন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ঃ "আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট" তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক।

٢٣٢١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ سَيُطَوَّقُوْنَ كَقَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ

২৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্যে তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্যে অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার বেড়ি হবে, আসমান এবং যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। (৩ ঃ ১৮০)। سَيُطَوَّقُوْنَ এটা আরবী বাক্য طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ (তাকে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি)-এর ন্যায়

٤٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ

عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

৪২০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দেন, তারপর সে তার যাকাত পরিশোধ করে না — কিয়ামত দিবসে তার ধন-সম্পদকে তার জন্যে লোমবিহীন কালো-চিহ্ন বিশিষ্ট সর্পে রূপান্তরিত করা হবে এবং তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। মুখের দু'ধার দিয়ে সে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, 'আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ........

٢٣٢٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا

২৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে (৩ ঃ ১৮৬)

٤٢١٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى قَطِيْفَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِىْ بَنِىْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنُ سَلُوْلَ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ فَاِذَا فِى الْمَجْلِسِ اَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ ابْنُ اُبَىٍّ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ اَيُّهَا الْمَرْءُ اِنَّهُ لاَ اَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ، اِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُؤْذِيْنَا بِهِ فِىْ مَجْلِسِنَا ، اِرْجِعْ اِلٰى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَاغْشَنَا بِهِ فِىْ مَجَالِسِنَا ، فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِىُّ (ص) يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَنُوْا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِىُّ (ص) دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ (ص) يَا سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اَبُوْ

حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اُعْفُ عَنْهُ ، وَاصْفَحْ عَنْهُ ، فَوَالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى اَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا اَبَى اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَعْطَاكَ اللّٰهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) وَاَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَاَهْلِ الْكِتَابِ ، كَمَا اَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الْاَذٰى ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا اَلْاٰيَةَ ، وَقَالَ اللّٰهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ، اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَتَاَوَّلُ الْعَفْوَ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ ، حَتّٰى اَذِنَ اللّٰهُ فِيْهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللّٰهُ بِهِ صَنَادِيْدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، قَالَ ابْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ ، هٰذَا اَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايِعُوا الرَّسُوْلَ (ص) عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَسْلَمُوْا ـ

৪২১০ আবুল ইয়ামান (র) ...... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করেছিলেন, একটি ফদকী চাদর তাঁর পরনে ছিল। উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে তাঁর পেছনে বসিয়েছিলেন। তিনি বনী হারিছ ইব্ন খাযরায গোত্রে অসুস্থ সাদ ইব্ন উবাদাহ্ (রা)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। বর্ণনাকারী বলেন যে, যেতে যেতে নবী (সা) এমন একটি মজলিসের কাছে পৌছলেন, যেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বিন সালুলও ছিল — সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মজলিসে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমা পূজারী এবং ইহুদী সকল প্রকারের লোক ছিল এবং তথায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। জন্তুর পদধূলি যখন মজলিস ছেয়ে ফেলল, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় আপন চাদরে নাক ঢেকে ফেলল। তারপর বলল, আমাদের এখানে ধূলো উড়িয়ো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদেরকে সালাম করলেন। তারপর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন মজীদ পাঠ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বলল, এই লোকটি! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই। তবে আমাদের মজলিসে আমাদেরকে জ্বালাতন করবে না। তুমি তোমার তাঁবুতে যাও। যে তোমার কাছে যাবে তাকে তুমি তোমার কথা বলবে। অনন্তর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মজলিসে এগুলো আমাদের কাছে বলবেন, কারণ আমরা তা পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদীরা পরস্পর গালাগালি শুরু করল। এমনকি তারা মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে থামাচ্ছিলেন। অবশেষে তারা থামলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্তুর পিঠে আরোহণ করে রওয়ানা দিলেন এবং সাদ ইব্ন উবাদাহ্ (রা)-এর কাছে গেলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, হে সাদ! আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় কি বলেছে, তুমি শুনেছ কি! সে এমন বলেছে। সাদ ইব্ন উবাদাহ্ (রা) বললেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করে দিন। তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ আপনার উপর যা নাযিল করেছেন তা সত্য। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তাকে শাহী টুপী পরাবে এবং নেতৃত্বের শিরস্ত্রাণে ভূষিত করবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রদানের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা অস্বীকার করলেন তখন সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছে যা আপনি দেখেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণ (রা) মুশরিক এবং কিতাবীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে (৩ ঃ ১৮৬)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, "তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (২ ঃ ১০৯)

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক নবী করীম (সা) ক্ষমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বদরের যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কাফের কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করলেন তখন ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল তার সঙ্গী মুশরিক ও প্রতিমা পূজারিরা বলল, এটাতো এমন একটি ব্যাপার যা বিজয় লাভ করেছে। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ইসলামের বায়আত করে জাহেরীভাবে ইসলাম গ্রহণ করল।

٢٣٢٣. بَابُ قَوْلِهِ : لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا الْاٰيَةَ

২৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কার্যের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে (৩ ঃ ১৮৮)

٤٢١١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلَى الْغَزْوَةِ تَخَلَّفُوْا عَنْهُ وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاِذَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اعْتَذَرُوْا اِلَيْهِ وَحَلَفُوْا وَاَحَبُّوْا اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَنَزَلَتْ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ الْاٰيَةَ ـ

৪২১১ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন তখন কিছু সংখ্যক মুনাফিক ঘরে বসে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে

যাওয়ার পর বসে থাকতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করত। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে শপথ সহকারে অক্ষমতা প্রকাশ করতো এবং যা করেনি তার জন্যে প্রশংসিত হওয়াকে ভালবাসত। তখন এ আয়াত নাযিল হল لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ الْآيَةَ

٤٢١٢ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا اُوْتِيَ وَاَحَبَّ اَنْ يُّحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَيُعَذَّبَنَّ اَجْمَعُوْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ اِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ (ص) يَهُوْدَ فَسَاَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ اِيَّاهُ ، وَاَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَاَرَوْهُ اَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوْا اِلَيْهِ بِمَا اَخْبَرُوْهُ عَنْهُ فِيْمَا سَاَلَهُمْ ، وَفَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَوْلِهِ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ـ

৪২১২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ...... আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (র) তাঁর দারোয়ানকে বললেন, হে নাফি! তুমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে বল, যদি প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হতে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিই শাস্তি প্রাপ্য হয় তাহলে তাবৎ মানুষই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানো হচ্ছে একটা অবান্তর ব্যাপার। একদা নবী (সা) ইহুদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা প্রদত্ত উত্তরের বিনিময়ে প্রশংসা লাভের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্যে উল্লসিত হয়েছিল। তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ .... يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُوْتُوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا — "স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা এটা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। অতএব তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি এমন কাজের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনও মনে করো না, তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে (৩ ঃ ১৮৭-১৮৮)। বর্ণনাকারী আবদুর রাযযাক (র) ইব্‌ন জুরায়য (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢١٣ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرْوَانَ بِهٰذَا ـ

৪২১৩ ইব্‌ন মুকাতিল (র) .... হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٢٤ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ الاٰيَةَ

২৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্যে (৩ ঃ ১৯০)

٤٢١٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ ، فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاٰخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ : ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ، فَصَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى الصُّبْحَ ـ

৪২১৪ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আমার খালাম্মা হযরত মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত্রি যাপন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবারবর্গের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আসমানের প্রতি তাকিয়ে পাঠ করলেন- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ । এরপর দাঁড়ালেন এবং ওযূ করে মিসওয়াক করে এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর হযরত বিলাল (রা) আযান দিলে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

٢٣٢٥ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

২৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (৩ ঃ ১৯১)

٤٢١٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ ، فَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَطُرِحَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وِسَادَةٌ ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ طُوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَاتِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ حَتّٰى خَتَمَ ، ثُمَّ اَتٰى شَنًّا مُعَلَّقًا ، فَاَخَذَهُ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ ، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ ، ثُمَّ اَخَذَ بِاُذُنِىْ فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ،

ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ -

৪২১৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালাম্মা মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করি। আমি মনে স্থির করলাম যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায আদায় করা দেখব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি বিছানা বিছিয়ে দেয়া হল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটার লম্বালম্বি দিকে নিদ্রামগ্ন হলেন। এরপর জাগ্রত হয়ে মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে লাগলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করে তা সমাপ্ত করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের পানিপাত্রের নিকটে এসে তা নিলেন এবং ওযূ করে নামাযে দাঁড়ালেন, আমি দাঁড়িয়ে তিনি যা যা করছিলেন তা তা করলাম। তারপর আমি এসে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, তারপর আমার কান ধরে মলতে লাগলেন। তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন।

٢٣٢٦ . بَابُ قَوْلِهِ : رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

২৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে আমাদের রব! কাউকে আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয় হেয় করলেন এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই (৩ ঃ ১৯২)

٤٢١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا ، فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِيْ ، وَاَخَذَ بِاُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ -

৪২১৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেন, তিনি হলেন তাঁর খালাম্মা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়েছিলাম আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর পরিবারবর্গ লম্বালম্বি দিকে

শুয়েছিলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য পূর্ব অথবা সামান্য পর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমালেন। তারপর তিনি জাগ্রত হলেন। এরপর দু' হাত দিয়ে মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের কাছে গেলেন এবং তা থেকে পরিপাটিভাবে ওযূ করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি যা যা করেছিলেন আমিও ঠিক তা করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান ধরে মলতে লাগলেন। এরপর তিনি দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, অরপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি একটু শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়াযযিন আসল, তিনি হালকাভাবে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

٢٣٢٧ . بَابُ قَوْلِهِ : رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلاِيْمَانِ الْأيَةَ

২৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের প্রতি আহবান করতে শুনেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর' অতএব আমরা ঈমান এনেছি (৩ ঃ ১৯৩)

٤٢١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَـى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَـرَهُ اَنَّـهُ بَاتَ عِنْـدَ مَيْمُـوْنَـةَ زَوْجِ الـنَّبِيِّ (ص) وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ الـلّٰهِ (ص) وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا ، فَنَامَ رَسُوْلُ الـلّٰهِ (ص) حَتّـٰى انْتَصَفَ الـلَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ الـلّٰهِ (ص) فَجَعَلَ يَمْسَحُ الـنَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ اِلـٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ، فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِيْ ، وَاَخَذَ بِاُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْـنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْـنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْـنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَائَهُ الْمُؤَذِّنَ ، فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ

৪২১৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি নবী (সা) সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেছিলেন। মায়মূনা (রা) হলেন তাঁর খালাম্মা। তিনি বলেন, আমি বিছানার প্রস্থের দিকে শুয়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর

পরিবারবর্গ দৈর্ঘ্যের দিকে শুয়ে ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রামগ্ন হলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য আগে কিংবা সামান্য পরক্ষণে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। এবং মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে মুছতে বসলেন। তারপর সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের নিকট গিয়ে তা থেকে ভালভাবে ওযূ করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও দাঁড়ালাম এবং তিনি যা করেছেন আমিও তা করলাম। তারপর আমি গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান মলতে শুরু করলেন। তারপর তিনি দু' রাকাত করে ছয়বারে বারো রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর তিনি বিতরের নামায আদায় করলেন। শেষে মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত কিরাআতে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর হুজরা থেকে বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

সূরা নিসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَنْكِفُ يَسْتَكْبِرُ قِوَامًا قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ لَهُنَّ سَبِيْلاً يَعْنِى الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ يَعْنِى اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا وَاَرْبَعًا وَلاَ تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ -

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, يَسْتَنْكِفُ অর্থ অহংকার করে, قِوَامًا —তোমাদের জীবিকাজনের মাধ্যম। لَهُنَّ سَبِيْلاً —সাইয়েবা বা বিবাহিতার জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ (রজম) আর কুমারীর জন্য বেত্রাঘাত। তিনি ব্যতীত অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন, مَثْنٰى ، ثُلاَثَ ، رُبَاعَ অর্থাৎ দুই, তিন এবং চার; আরবগণ رُبَاعَ শব্দকে غير منصرف বা অপরিবর্তনশীল মনে করে।

٢٣٢٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

২৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে (নিসা ৪ ঃ ৩)

٤٢١٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيْمَةٌ فَنَكَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ

يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى اَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيْكَتَهُ فِىْ ذٰلِكَ الْعَذْقِ وَفِىْ مَالِهِ ـ

৪২১৮ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। এরপর সে তাকে বিয়ে করল, সে বালিকার একটি বাগান ছিল। তার অন্তরে ঐ বালিকার প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বাগানের কারণে সে ঐ বালিকাটিকে বিবাহ করে রেখে দিতে চায়। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। আমার ধারণা যে, উরওয়া বলেন, ইয়াতীম বালিকাটি সে বাগান ও মালের মধ্যে শরীক ছিল।

٤٢١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنْ خِفْتُمْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِى هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشْرِكُهُ فِيْ مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِيْ صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا عَنْ اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا لَهُنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَاُمِرُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ هٰذِهِ الاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ، حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا عَنْ مَنْ رَغِبُوْا فِىْ مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِيْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ اِذَا كُنَّ قَلِيْلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

৪২১৯ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাগ্নে! সে হচ্ছে পিতৃহীন বালিকা, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয় এবং তার রূপ ও সম্পদ তাকে (অভিভাবককে) আকৃষ্ট করে। এরপর সেই অভিভাবক উপযুক্ত মোহরানা না দিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়। তদুপরি অন্য ব্যক্তি যে পরিমাণ মোহর দেয় তা না দিয়ে এবং তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে তাকে বিয়ে করতে চায়। এরপর তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোহর এবং ন্যায় ও সমুচিত মোহর প্রদান ব্যতীত তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তদ্ব্যতীত যে সকল মহিলা পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে অনুমতি

দেয়া হয়েছে। 'উরওয়া (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ —এবং লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে জানতে চায়......। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী অন্য এক আয়াতে—তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ইয়াতীম বালিকার ধন-সম্পদ কম হলে এবং সুন্দরী না হলে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করো না। আয়েশা (রা) বলেন, তাই ইয়াতীম বালিকাদের মাল ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করলে ভিন্ন কথা। কেননা তারা সম্পদের অধিকারী না হলে এবং সুন্দরী না হলে তাদেরকেও বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

٢٣٢٩ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ الْاٰيَةِ وَبِدَارًا مُبَادَرَةً اَعْتَدْنَا اَعْدَدْنَا اَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ

২৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে (৪ ঃ ৬)

بِدَارًا অর্থ مُبَادَرَةً অর্থাৎ তাড়াতাড়ি। اَعْتَدْنَا অর্থ اَعْدَدْنَا অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি। আর اَعْتَدْنَا ـ عَتَادِ থেকে اَفْعَلْنَا এর ওযনে।

٤٢٢٠ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ اِذَا كَانَ فَقِيْرًا اَنَّهُ يَاكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوْفٍ ـ

৪২২০ ইসহাক (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র বাণী- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْ كُلْ بِالْمَعْرُوْفِ বিত্তশালী গ্রহণ করবে না। অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ উপলক্ষে, যদি তত্ত্বাবধায়ক বিত্তহীন হয় তাহলে রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে সংগত পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে।

٢٣٣٠ . بَابُ قَوْلِهِ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ الْاٰيَةَ

২৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে (৪ ঃ ৮)

٤٢٢١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُوْلُو الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ ، قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ ،

وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ تَابَعَهُ سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ۔

৪২২১ আহমাদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতটি সুস্পষ্ট, রহিত বা মানসুখ নয়। সাঈদ (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে ইকরামা (রা) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র বাণী يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ الاية অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। (৪ ঃ ১১)

٤٢٢٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ (ص) وَاَبُوْ بَكْرٍ فِىْ بَنِيْ سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِىُّ (ص) لاَ اَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِيْ اَنْ اَصْنَعَ فِيْ مَالِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَنَزَلَتْ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ ۔

৪২২২ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এবং আবূ বকর (রা) বনী সালমা গোত্রে পদব্রজে আমার রোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলেন। অনন্তর নবী (সা) আমাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেলেন। কাজেই তিনি পানি আনালেন এবং ওযূ করে ওযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমার সম্পত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেবেন? তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ الْاٰيَةَ

٢٣٣١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ

২৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য (৪ ঃ ১২)

٤٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ۔

৪২২৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্পদ ছিল সন্তানের জন্য, আর ওসীয়ত ছিল পিতামাতার জন্য। এরপর তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার দ্বিগুণ নির্ধারণ করলেন। পিতামাতা

প্রত্যেকের জন্য $\frac{1}{6}$ অংশ ও $\frac{1}{3}$ অংশ নির্ধারণ করলেন, স্ত্রীদের জন্য $\frac{1}{8}$ ও $\frac{1}{4}$ অংশ নির্ধারণ করলেন এবং স্বামীর জন্য $\frac{1}{2}$ ও $\frac{1}{4}$ অংশ নির্ধারণ করলেন।

٢٣٣٢ . بَابُ قَوْلِهِ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا اَلْآيَةَ ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لاَ تَقْهَرُوْهُنَّ حُوْبًا اِثْمًا يَعُوْلُوْا تَمِيْلُوْا نِحْلَةً النِّحْلَةُ الْمَهْرُ

২৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নহে (৪ ঃ ১৯)

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত لاَ تَعْضُلُوْهُنَّ —তাদের উপর বল প্রয়োগ করো না। حُوْبًا —গুনাহ্। يَعُوْلُوْا —ঝুঁকে পড়। نِحْلَةً — মোহর।

٤٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ اَبُوْ الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ اَظُنُّهُ ذَكَرَهُ اِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ، قَالَ كَانُوْا اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقُّ بِامْرَاَتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَاِنْ شَاؤُا زَوَّجُوْهَا ، وَاِنْ شَاؤُا لَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ـ

৪২২৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا .... مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ —ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে অবস্থা এরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীর উপর দাবিদার হত। তারা ইচ্ছা করলে নিজেরা ঐ মহিলাকে বিয়ে করত। ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে বিয়ে দিত। আর নতুবা তাকে আমরণ আটকে রাখত। কারও কাছে বিয়ে দিত না। মহিলার পরিবারের তুলনায় এরা অধিক দাবিদার ছিল। এরপর এ আয়াত নাযিল হল।

٢٣٣٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ الْآيَةَ

২৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা (৪ ঃ ৩৩)

مَوَالِيَ اَوْلِيَاءَ وَرَثَةً عَاقَدَتْ هُوَ مَوْلَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْحَلِيْفُ وَالْمَوْلَى اَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقِ وَالْمَوْلَى الْمَلِيْكُ وَالْمَوْلَى مَوْلًى فِي الدِّيْنِ

مَوَالِيَ এক প্রকার হচ্ছে, সে সকল আত্মীয়, যারা রক্ত সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী। অপর পক্ষ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ চুক্তিবহ উত্তরাধিকারী। আবার مَوْلَى —চাচাত ভাই, مَوْلَى الْمُنْعِمْ —যে দাস মুক্ত করে, مَوْلَى —মুক্তদাস, مَوْلَى —বাদশাহ, مَوْلَى —মহাজন।

٤٢٢٥ حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ اِدْرِيْسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْاَنْصَارِيُّ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخٰى النَّبِيُّ (ص) بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصِيْ لَهُ سَمِعَ اَبُوْ اُسَامَةَ اِدْرِيْسَ طَلْحَةَ

৪২২৫ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ হচ্ছে বংশীয় উত্তরাধিকারী, وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ হচ্ছে মুহাজিরগণ যখন মদীনায় এসেছিলেন তখন তারা আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন। আত্মীয়তার কারণে নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের কারণে। যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ নাযিল হল, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে গেল। তারপর বললেন, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করে থাক সাহায্য-সহযোগিতা ও পরস্পরের উপকার করার। পূর্বতন উত্তরাধিকার বিলুপ্ত হল এবং এদের জন্য ওসীয়ত বৈধ।

হাদীসটি আবূ উসামা ইদরীসের কাছে থেকে এবং ইদরীস তালহার কাছ থেকে শুনেছেন।

٢٣٣٤ . بَابٌ قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِيْ زِنَةَ ذَرَّةٍ

২৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ অণুপরিমাণও যুলুম করেন না। مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -এর অর্থ অণু পরিমাণ

٤٢٢٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ (ص) نَعَمْ ، هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ ، قَالُوْا لَا ، قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ ، قَالُوْا لَا ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَتْبَعُ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ، فَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ اِلَّا يَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ بَرٌّ اَوْ فَاجِرٌ وَغُبَّرَاتُ اَهْلِ

الْكِتَابِ ، فَتُدْعَى الْيَهُوْدَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ نِ ابْنَ اللّٰهِ ، فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ ، فَمَاذَا تَبْغُوْنَ فَقَالُوْا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُشَارُ اَلاَ تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ اِلَى النَّارِ كَاَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارٰى فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ ، فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُوْنَ فَكَذَالِكَ مِثْلَ الاَوَّلِ ، حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ ، مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ ، اَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فِىْ اَدْنٰى صُوْرَةٍ مِنَ الَّتِىْ رَاَوْهُ فِيْهَا فَيُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُوْنَ تَتْبَعُ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا عَلٰى اَفْقَرِ مَا كُنَّا اِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِىْ كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ لاَ نُشْرِكُ اللّٰهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ـ

৪২২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একদল লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। গ্রীষ্মকালের মেঘবিহীন ভর দুপুরের প্রখর কিরণবিশিষ্ট সূর্য দেখতে তোমরা কি পরস্পর ভিড় করে থাক? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘবিহীন আলো বিশিষ্ট চন্দ্র দেখতে গিয়ে তোমরা কি ভিড় কর ? আবার তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এদের কোনটিকে দেখতে যেমন পরস্পর ভিড় কর না; কিয়ামতের দিনও আল্লাহ্‌কে দেখতেও তোমরা পরস্পর ভিড় করবে না। কিয়ামত যখন আসবে তখন এক ঘোষক ঘোষণা দেবে। তখন প্রত্যেকেই আপন আপন উপাস্যের অনুসরণ করবে। আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিমা ও পাথর ইত্যাদির যারা পূজা করেছে, তারা সবাই দোযখে গিয়ে পড়বে, একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। পুণ্যবান হোক চাই পাপী, এরা এবং আল্লাহ্‌র অবশিষ্ট বিশ্বাসীরা ব্যতীত যখন আর কেউ থাকবে না, তখন ইহুদীদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র উযাইরের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও গ্রহণ করেননি। তোমরা কি চাও? তারা বলবে, হে প্রভু! আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদেরকে পানি পান করান। এরপর তাদেরকে ইঙ্গিত করা হবে যে, তোমরা পানির ধারে যাও না কেন? এরপর তাদেরকে দোযখের দিকে একত্র করা হবে তা যেন মরুভূমির মরীচিকা, এক এক অংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে। অনন্তর তারা সবাই দোযখে পতিত হবে। তারপর খ্রিস্টানদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও নয়। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি চাও? তারাও প্রথম পক্ষের মত বলবে, এবং তাদের মত দোযখে নিপতিত হবে। অবশেষে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপী হোক আল্লাহ্‌র উপাসকগণ ব্যতীত আর কেউ যখন বাকি থাকবে না, তখন

তাদের কাছে পরিচিত রূপের নিকটতম একটি রূপ নিয়ে রাব্বুল আলামীন তাদের কাছে আবির্ভূত হবেন। এরপর বলা হবে, প্রত্যেক দল নিজ নিজ উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে। তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, দুনিয়াতে এ সকল লোকের প্রতি আমাদের চরম প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা সেখানে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছি এবং তাদের সাথে মেলামেশা করিনি। এখন আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি, আমরা তাঁর ইবাদত করতাম। এরপর তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করব না। এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বলবে।

٢٣٣٥ . بَابُ قَوْلِهِ : فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ ، نَطْمِسَ نُسَوِّيَهَا حَتّٰى تَعُوْدَ كَاَقْفَائِهِمْ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ ، سَعِيْرًا وَقُوْدًا ـ

২৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে (৪ ঃ ৪১)। الْخَتَّالُ الْمُخْتَالُ একই অর্থে ব্যবহৃত, দাম্ভিক। نَطْمِسَ —সমান করে দেব। শেষ পর্যন্ত তাদের গর্দানের মতো হয়ে যাবে। طَمَسَ الْكِتَابَ অর্থ কিতাবের লেখা মোচন করে ফেলা। سَعِيْرًا অর্থ জ্বলন্ত

٤٢٢٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَحْيٰى بَعْضُ الْحَدِيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ (ص) اِقْرَاْ عَلَىَّ، قُلْتُ اَقْرَاُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ، قَالَ فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ، فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى بَلَغْتُ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ، قَالَ اَمْسِكْ ، فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، صَعِيْدًا وَجْهَ الْاَرْضِ ، وَقَالَ جَابِرٌ كَانَتِ الطَّوَاغِيْتُ الَّتِىْ يَتَحَاكَمُوْنَ اِلَيْهَا فِىْ جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ ، وَفِىْ اَسْلَمَ وَاحِدٌ ، وَفِىْ كُلِّ حَىٍّ وَاحِدٌ ، كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عُمَرُ : اَلْجِبْتُ السِّحْرُ . وَالطَّاغُوْتُ الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : اَلْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ ، وَالطَّاغُوْتُ الْكَاهِنُ ـ

৪২২৭ সাদ্‌কাহ্ (র) .... আমর ইব্‌ন মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে বললেন, আমার কাছে কুরআন করীম পাঠ কর। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে পাঠ করব? অথচ আপনার কাছেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, অন্যের মুখে শ্রবণ করাকে আমি পছন্দ করি। এরপর আমি তাঁর নিকট সূরা 'নিসা' পড়লাম, যখন আমি فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا —পর্যন্ত পাঠ করলাম, তিনি বললেন, থাম, থাম, তখন তাঁর দু'চোখ থেকে টপ টপ করে

অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ الاية "আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে......" (৪ ঃ ৪৩)। صَعِيْدًا —মাটির উপরি ভাগ। জাবির (রা) বলেন, যে সকল তাগূতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল জুহাইনা গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগূত ছিল। তারা হচ্ছে গণক। তাদের কাছে শয়তান আসত।

উমর (রা) বলেন, اَلْجِبْتُ—জাদু। اَلطَّاغُوْتُ —শয়তান। ইকরামা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় শয়তানকে جِبْتُ বলা হয়। আর গণককে طَاغُوْتُ বলা হয়।

٤٢٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِاَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ (ص) فِيْ طَلَبِهَا رِجَالاً ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوْا عَلٰى وُضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ التَّيَمُّمَ ـ

৪২২৮ মুহাম্মদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট থেকে আসমা (রা)-এর একটি হার হারিয়ে গিয়েছিল। তা খুঁজতে রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন নামাযের সময় হল, তাদের কাছে পানি ছিল না। আবার ওযূর পানিও পেলেন না। এরপর বিনা ওযূতে নামায আদায় করে ফেললেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের বিধান নাযিল করলেন।

٢٣٣٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

২৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ থাকলে তা উপস্থাপিত কর, আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে তা-ই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর (৪ ঃ ৫৯)। وَاُولِى الْاَمْرِ —দায়িত্বশীল

٤٢٢٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ اِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ (ص) فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ـ

৪২২৯ সাদাকাহ্ ইব্‌ন ফাদ্‌ল (র) ...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী সম্পর্কে যখন তাঁকে নবী (সা) একটি সৈন্য দলের প্রধান করে প্রেরণ করেছিলেন।

٢٣٣٧ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

২৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয় (৪ ঃ ৬৫)

٤٢٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ شَرِيْجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ ، فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ اَحْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ وَاسْتَوْعٰى النَّبِيُّ (ص) لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِيْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ حِيْنَ اَحْفَظَهُ الْاَنْصَارِيُّ كَانَ اَشَارَ عَلَيْهِمَا بِاَمْرٍ لَهُمَا فِيْهِ سَعَةٌ ، قَالَ الزُّبَيْرُ ، فَمَا اَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ اِلاَّ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ـ

৪২৩০ আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররা বা মদীনার কঙ্করময় ভূমিতে একটি পানির নালা নিয়ে একজন আনসার হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে ঝগড়া করেছিলেন, নবী করীম (সা) বললেন, হে যুবায়র ! প্রথমত তুমি তোমার জমিতে পানি দাও, তারপর তুমি প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দেবে। আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এই ফয়সালা দিলেন। এতে অসন্তুষ্টিবশত রাসূল (সা)-এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়র ! তুমি পানি চালাবে তারপর আইল পর্যন্ত ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আটকে রাখবে তারপর প্রতিবেশীর জমির দিকে ছাড়বে।

আনসারী যখন রাসূল (সা)-কে রাগিয়ে তুললেন তখন তিনি তার হক পুরোপুরি যুবায়র (রা)-কে প্রদানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে প্রথমে নবী (সা) এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে উদারতা ছিল।

যুবায়র (রা) বলেন. فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ আয়াতটি এ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে বলে আমার ধারণা।

٢٣٣٨ . بَابُ قَوْلِهِ : فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ

২৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করে .... যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন (৪ ঃ ৬৯)

٤٢٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ نَبِىٍّ يَمْرَضُ اِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَكَانَ فِىْ شَكْوَاهُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ ، اَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيْدَةٌ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ، فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ۔

৪২৩১ মুহম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওশাব (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবী অন্তিম সময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। যে অসুস্থতায় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে অসুস্থতায় তাঁর ভীষণ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছিল। সে সময় আমি তাঁকে مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ [তাঁরা নবীগণ, সত্যনিষ্ঠ শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবেন (৪ ঃ ৬৯)] বলতে শুনেছি। এরপর আমি বুঝে নিয়েছি যে তাঁকে ইখতিয়ার (শ্বাসকষ্ট) দেয়া হয়েছে।

٢٣٣٩ . بَابٌ قَوْلِهِ: وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ....اِلٰى الظَّالِمِ اَهْلُهَا

২৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের কী হল যে তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুগণের জন্য .... যার অধিবাসী জালিম (৪ ঃ ৭৫)

٤٢٣٢ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّىْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ۔

৪২৩২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... 'উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, আমি এবং আমার আম্মা (আয়াতে উল্লিখিত) অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٤٢٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلاَ : اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّىْ مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَصِرَتْ ضَاقَتْ تَلْوُوْا اَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اَلْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِى ، مَوْقُوْتًا مُوَقَّتًا وَقْتَهُ عَلَيْهِمْ

৪২৩৩ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ —"তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু

......(৪ ঃ ৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ যাদের অক্ষমতা অনুমোদন করেছেন আমি এবং আমার আম্মা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত حَصِرَتْ —সংকুচিত হয়েছে। تَلْوُوْا اَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ —সাক্ষ্য দিতে তাদের জিহ্বা বক্র হয়। اَلْمُرَاغَمُ — اَلْمُهَاجَرُ —হিজরতের স্থান, رَاغَمْتُ قَوْمِي —আমার গোত্রকে ছেড়ে দিয়েছি, مَوْقُوْتًا এবং مُوَقَّتًا —তাদের উপর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

٢٣٤٠ . بَابُ قَوْلِهِ : فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَّدَهُمْ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ ـ

২৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে! যখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন (৪ ঃ ৮৮)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, بَدَّدَهُمْ —তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছেন, فِئَةٌ —দল।

[٤٢٣٤] حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ اُحُدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيْقٌ يَقُوْلُ اُقْتُلْهُمْ وَفَرِيْقٌ يَقُوْلُ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ، وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ـ

[৪২৩৪] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) .....যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ — উহুদের যুদ্ধ থেকে একদল লোক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছিল, এরপর তাদের ব্যাপারে লোকেরা দু'দল হয়ে গেল, একদল বলেছে তাদেরকে হত্যা করে ফেল ; অপর দল বলেছিল তাদেরকে হত্যা করো না, তখন নাযিল হল ঃ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ অর্থাৎ নবী করীম (সা) বলেছেন, এই মদীনা হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা বিদূরিত করে এটাও খবীস ও অসৎদেরকে বিদূরিত করে।

٢٣٤١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهِ - يَسْتَنْبِطُوْنَهُ يَسْتَخْرِجُوْنَهُ ، حَسِيْبًا كَافِيًا ، اِلاَّ اِنَاثًا الْمَوَاتَ حَجَرًا اَوْ مَدَرًا ، وَمَا اَشْبَهَهُ مَرِيْدًا مُتَمَرِّدًا ، فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتَّكَهُ قَطَعَهُ ، قِيْلاً ، وَقَوْلاً وَاحِدٌ ، طَبَعَ خَتَمَ ـ

২৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে (৪ ঃ ৮৩)

اَذَاعُوْا بِهِ —তা প্রচার করে দেয়, يَسْتَنْبِطُوْنَهُ —খুঁজে বের করে, حَسِيْبًا —যথেষ্ট, اِنَاثًا —মৃত, পাথর হোক কিংবা মাটি অথবা এ রকম অন্য কিছু। مَرِيْدًا —বিদ্রোহী, قِيْلاً আর قَوْلاً একই অর্থাৎ বলা, طَبَعَ সীলকৃত। فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتَّكَهُ قَطَعَهُ —কর্ণচ্ছেদ করা।

٢٣٤٢ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

২৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম (৪ ঃ ৯৩)

٤٢٣٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اِخْتَلَفَ فِيْهَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ فَرَحَلْتُ فِيْهَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِيَ اٰخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ۔

৪২৩৫ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে কূফাবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন তা মনসূখ, কেউ বলেন মনসূখ নয়, এরপর এর সমাধানের জন্য) আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু মনসূখ করেনি।

٢٣٤٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

২৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না 'তুমি মু'মিন নও' (৪ ঃ ৯৪)

السِّلْمُ এবং السَّلَامَ একরূপ, অর্থ শান্তি।

٤٢٣٦ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوْا غُنَيْمَتَهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ ذَالِكَ اِلٰى قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ ، قَالَ قَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ۔

৪২৩৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু সংখ্যক ছাগল ছিল, মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটায় সে তাঁদেরকে বলল "আসসালামু আলায়কুম", মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো হস্তগত করে ফেলল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ —ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায়—আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।

আতা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) السَّلَامَ পড়েছেন।

......(৪ ঃ ৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ যাদের অক্ষমতা অনুমোদন করেছেন আমি এবং আমার আম্মা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত حَصِرَتْ —সংকুচিত হয়েছে। تَلْوُوْا اَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ —সাক্ষ্য দিতে তাদের জিহ্বা বক্র হয়। اَلْمُهَاجَرُ — اَلْمُرَاغَمُ —হিজরতের স্থান, رَاغَمْتُ قَوْمِى — আমার গোত্রকে ছেড়ে দিয়েছি, مَوْقُوْتًا এবং مُوَقَّتًا —তাদের উপর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

٢٣٤٠ . بَابُ قَوْلِهِ : فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَّدَهُمْ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ ـ

২৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে! যখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন (৪ ঃ ৮৮)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, بَدَّدَهُمْ —তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছেন, فِئَةٌ —দল।

٤٢٣٤ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ اُحُدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيْقٌ يَقُوْلُ اُقْتُلْهُمْ وَفَرِيْقٌ يَقُوْلُ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ، وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِى الْخَبَثَ ، كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ـ

৪২৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .....যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ — উহুদের যুদ্ধ থেকে একদল লোক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছিল, এরপর তাদের ব্যাপারে লোকেরা দু'দল হয়ে গেল, একদল বলেছে তাদেরকে হত্যা করে ফেল ; অপর দল বলেছিল তাদেরকে হত্যা করো না, তখন নাযিল হল ঃ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ অর্থাৎ নবী করীম (সা) বলেছেন, এই মদীনা হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা বিদূরিত করে এটাও খবীস ও অসৎদেরকে বিদূরিত করে।

٢٣٤١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهِ - يَسْتَنْبِطُوْنَهُ يَسْتَخْرِجُوْنَهُ ، حَسِيْبًا كَافِيًا ، اِلاَّ اِنَاثًا الْمَوَاتَ حَجَرًا اَوْ مَدَرًا ، وَمَا اَشْبَهَهُ مَرِيْدًا مُتَمَرِّدًا ، فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتَّكَهُ قَطَعَهُ ، قِيْلاً ، وَقَوْلاً وَاحِدٌ ، طُبِعَ خُتِمَ ـ

২৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে (৪ ঃ ৮৩)

اَذَاعُوْا بِهِ —তা প্রচার করে দেয়, يَسْتَنْبِطُوْنَهُ —খুঁজে বের করে, حَسِيْبًا —যথেষ্ট, اِنَاثًا —মৃত, পাথর হোক কিংবা মাটি অথবা এ রকম অন্য কিছু। مَرِيْدًا —বিদ্রোহী, قِيْلاً আর قَوْلاً একই অর্থাৎ বলা, طُبِعَ সীলকৃত। فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتَّكَهُ قَطَعَهُ —কর্ণচ্ছেদ করা।

٢٣٤٢ . بَابٌ قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

২৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম (৪ ঃ ৯৩)

٤٢٣٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اِخْتَلَفَ فِيْهَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ فَرَحَلْتُ فِيْهَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِىَ اٰخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَىْءٌ۔

৪২৩৫ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে কূফাবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন তা মনসূখ, কেউ বলেন মনসূখ নয়, এরপর এর সমাধানের জন্য) আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু মনসূখ করেনি।

٢٣٤٣ . بَابٌ قَوْلِهِ : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

২৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না 'তুমি মু'মিন নও' (৪ ঃ ৯৪)

السَّلَمُ এবং السَّلَامَ একরূপ, অর্থ শান্তি।

٤٢٣٦ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوْا غُنَيْمَتَهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ ذَالِكَ اِلٰى قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ ، قَالَ قَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ۔

৪২৩৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু সংখ্যক ছাগল ছিল, মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটায় সে তাঁদেরকে বলল "আসসালামু আলায়কুম", মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো হস্তগত করে ফেলল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ —ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায়—আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।

আতা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) السَّلَامَ পড়েছেন।

٢٣٤٤ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয় (৪ ঃ ৯৫)

٤٢٣٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِىُّ اَنَّهُ رَاٰى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهِ ، فَاَخْبَرَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَمْلٰى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَجَاءَهُ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ اَعْمٰى ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ (ص) وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِىْ فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتّٰى خِفْتُ اَنْ تَرُضَّ فَخِذِىْ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ ـ

৪২৩৭ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতটি লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা) তাঁর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র শপথ যদি আমি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তা হলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি অন্ধ ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ করলেন, এমতাবস্থায় যে তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল তা আমার কাছে এতই ভারী অনুভূত হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু থেতলিয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। তারপর তাঁর থেকে এই অবস্থা কেটে গেল, আর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ —অক্ষমদের ব্যতীত। (৪ ঃ ৯৫)

٤٢٣٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) زَيْدًا فَكَتَبَهَا ، فَجَاءَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

৪২৩৮ হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, যখন لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ —আয়াতটি নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যায়দ (রা)-কে ডাকলেন। তিনি তা লিখে নিলেন। ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা) এসে তাঁর দৃষ্টিহীনতার 'ওযর পেশ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ —অক্ষমদের ব্যতীত। (৪ ঃ ৯৫)

٤٢٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) اُدْعُوْا فُلاَنًا ، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ وَ الْكَتِفُ فَقَالَ اُكْتُبْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَخَلْفَ النَّبِيِّ (ص) ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا ضَرِيْرٌ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

৪২৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন অমুককে ডেকে আন। এরপর দোয়াত, কাঠ অথবা হাড় খণ্ড নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, লিখে নাও ঃ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ ... فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ । রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে ছিলেন ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমি দৃষ্টিহীন। এরপর তখনই অবতীর্ণ হল ঃ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

٤٢٤٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَنَّ مِقْسَمًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ بَدْرٍ ، وَالْخَارِجُوْنَ اِلٰى بَدْرٍ ـ

৪২৪০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) অবহিত করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত মু'মিনগণ সমান নয়।

٢٣٤٥ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا

২৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম; তারা বলে, 'দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? (৪ ঃ ৯৭)

٤٢٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو الاَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلٰى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاُكْتُتِبْتُ فِيْهِ فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِىْ

عَنْ ذٰلِكَ اَشَدَّ النَّهْيِ ، ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَأْتِى السَّهْمُ فَيُرْمٰى بِهٖ فَيُصِيْبُ اَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ اَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ الْاٰيَةَ ، رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ ـ

৪২৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ মুকরী (র) .... আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, একদল সৈন্য প্রেরণের জন্যে মদীনাবাসীদের উপর নির্দেশ জারি করা হল, এরপর আমাকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মুক্ত গোলাম ইকরামার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, তারপর বললেন কিছুসংখ্যক মুসলিম মুশরিকদের সাথে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী করেছিল, তীর এসে তাদের কারো উপর পতিত হত এবং তাকে মেরে ফেলত অথবা তাদের কেউ মার খেত এবং নিহত হত তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ الاٰيَةَ আবুল আসওয়াদ থেকে লাইস এটা বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤٦ . بَابُ قَوْلِهٖ : اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً

২৩৪৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না (৪ : ৯৮)

٤٢٤٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ، قَالَ كَانَتْ اُمِّىْ مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ ـ

৪২৪২ আবূ নু'মান (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের অক্ষমতা কবূল করেছেন আমার মাতা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٢٣٤٧ . بَابُ قَوْلِهٖ : عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا

২৩৪৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল (৪ : ৯৯)

٤٢٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّى الْعِشَاءَ اِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ اللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ ، اَللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ،

اَللّٰهُمَّ اُشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ -

৪২৪৩ আবূ নু'আঈম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী (সা) 'ইশার নামায পড়ছিলেন, তিনি সামি আল্লাহুলিমান হামিদা বললেন, তারপর সিজদা করার পূর্বে বললেন, হে আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্ন আবূ রাবিয়াকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ্! সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ্, ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ্! অসহায় মু'মিনদেরকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ, মুযার গোত্রের উপর কঠিন শাস্তি নাযিল করুন, হে আল্লাহ্! এটাকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করুন।

٢٣٤٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ

২৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই (৪ ঃ ১০২)

٤٢٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيْحًا -

৪২৪৪ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা) আহত ছিলেন।

٢٣٤٩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ

২৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়, আপনি বলুন আল্লাহ্ই তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, এবং ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে (যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে) যা কিতাবে শোনানো হয় (৪ ঃ ১২৭)

٤٢٤٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا * وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلٰى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْيَتِيْمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَاَشْرَكَتْهُ فِىْ مَالِهِ حَتّٰى فِى الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ اَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ

اَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً ، فَيَشْرَكُهُ فِىْ مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ـ

৪২৪৫ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ الٰى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার নিকট ইয়াতীম বালিকা থাকে সে তার অভিভাবক এবং তার মুরুব্বি, এরপর সেই বালিকা সেই অভিভাবকের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যায়, এমনকি খেজুর বৃক্ষেও। সে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে এবং অন্য কারো নিকট বিয়ে দিতেও অপছন্দ করে এ আশংকায় যে, তার যেই সম্পত্তিতে বালিকা অংশীদার সেই সম্পত্তিতে তৃতীয় ব্যক্তি অংশীদার হয়ে যাবে। এভাবে সেই ব্যক্তি ঐ বালিকাকে আবদ্ধ করে রাখে তাই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

٢٣٥٠ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِقَاقًا تَفَاسُدٌ ، وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ هَوَاهُ فِى الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ ، كَالْمُعَلَّقَةِ لاَ هِىَ اَيِّمٌ وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ نُشُوْزًا الْبُغْضُ ـ

২৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (৪ ঃ ১২৮)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, شِقَاقٌ — পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ — কোন বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ যা লোভাতুর করে, كَالْمُعَلَّقَةِ সধবাও নয় বিধবাও নয়, ঝুলন্ত। نُشُوْزًا — হিংসা।

٤٢٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْاَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا اَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُوْلُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَاْنِىْ فِىْ حِلٍّ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ ـ

৪২৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا। আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির যাওযিয়তে কোন মহিলা থাকে কিন্তু স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট নয় বরং তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, তখন স্ত্রী বলে আমার এই এই পাওনায় আমি তোমাকে অব্যাহতি দিচ্ছি, এতদুপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হল।

٢٣٥١ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَسْفَلَ النَّارِ ، نَفَقًا سَرَبًا

২৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (৪ ঃ ১৪৫)

ইব্ন আব্বাস (রা) اَسْفَلَ النَّارِ সম্বন্ধে পদের সাথে পড়েছেন। نَفَقًا —ভূগর্ভে—সুড়ঙ্গ।

٤٢٤٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِىْ حَلْقَةِ عَبْدِ اللّٰهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ اُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلٰى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ قَالَ الْاَسْوَدُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ ، وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ فَتَفَرَّقَ اَصْحَابُهُ فَرَمَانِى بِالْحَصَا ، فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ اُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلٰى قَوْمٍ كَانُوْا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوْا ، فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ -

৪২৪৭ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ...... আসওয়াদ (র) বলেছেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মজলিশে ছিলাম, সেখানে হুযায়ফা আসলেন এবং আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, তোমাদের চেয়ে উত্তম গোত্রের উপরও মুনাফিকী এসেছিল পরীক্ষাস্বরূপ। আসওয়াদ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে" হুযায়ফা (রা)-এর সত্য প্রকাশে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হেসে উঠলেন। হুযায়ফা (রা) মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) উঠে গেলে তাঁর শাগরিদরাও চলে গেলেন। এরপর হুযায়ফা (রা) আমার দিকে একটি পাথর টুকরো নিক্ষেপ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর নিছক হাসিতে আমি আশ্চর্য হলাম অথচ আমি যা বলেছি তা তিনি বুঝেছেন। এমন এক গোত্র যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম তাদের উপর মুনাফিকী অবতরণ করা হয়েছিল। তারপর তারা তওবা করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবূল করেছেন।

٢٣٥٢ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِلٰى قَوْلِهِ وَيُوْنُسَ وَهَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ

২৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মান (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম (৪ ঃ ১৬৩)

٤٢٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৪২৪৮ মুসাদ্দাদ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন যে, "আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ) থেকে উত্তম" এটা বলা কারো উচিত নয়।

٤٢٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ -

৪২৪৯ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বলে "আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা থেকে উত্তম" সে মিথ্যা বলে।

٢٣٥٣ . بَابُ قَوْلِهِ : يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

২৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন — কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে (৪ ঃ ১৭৬)

كَلَالَةً— যার পিতা কিংবা পুত্র উত্তরাধিকারী না থাকে تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ বাক্য থেকে এটা ক্রিয়াপদ।

٤٢٥٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ ، وَاٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ ـ

৪২৫০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ...... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। আমি বারা' (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে "বারাআ'ত" এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে— يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ।

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

সূরা আল-মায়িদা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حُرُمٌ وَاحِدُهَا حَرَامٌ ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ بِنَقْضِهِمْ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ جَعَلَ اللّٰهُ تَبُوْءَ تَحْمِلُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْاِغْرَاءُ التَّسْلِيْطُ ، دَائِرَةٌ دَوْلَةٌ، اُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ، مَخْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ

حُرُمٌ একবচনে حَرَامٌ নিষিদ্ধ অবস্থায় (৫ ঃ ১), فَبِمَا نَقْضِهِمْ —তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে (৫ ঃ ১৩), الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ —যা আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন, تَبُوْءَ —বহন করবে, অন্য একজন বলেছেন: الْاِغْرَاءُ

—শক্তিশালী করে দেয়া, دَائِرَةٌ —ওলট-পালট, أُجُوْرَهُنَّ —তাদের মাহর, مَخْمَصَةٍ —ক্ষুধার তাড়নায় (৫ ঃ ৩)

قَالَ سُفْيَانُ مَا فِى الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ اَشَدُّ عَلَىَّ مِنْ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ . مَنْ اَحْيَاهَا يَعْنِى مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا اِلاَّ بِحَقٍّ اَحْىَ النَّاسَ مِنْهُ جَمِيْعًا - شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَسُنَّةً الْمُهَيْمِنُ الْاَمِيْنُ الْقُرْاٰنُ اَمِيْنٌ عَلٰى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ-

(হে কিতাবীগণ) তাওরাত, ইন্‌জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই। (৫ ঃ ৬৮)

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে কুরআনে করীমে لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ আয়াতটির চেয়ে কঠোর অন্য কোন আয়াত নেই। مَنْ اَحْيَاهَا —আর কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ ঃ ৩২)। شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا —আইন ও স্পষ্ট পথ, নিয়ম (৫ ঃ ৪৮), الْمُهَيْمِنُ —আমানতদার, কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের আমানতদার। (৫ ঃ ৪৮)

٢٣٥٤ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

২৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম (৫ ঃ ৩)

٤٢٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ اٰيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ حَيْثُ اُنْزِلَتْ ، وَاَيْنَ اُنْزِلَتْ ، وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاِنَّا وَاللّٰهِ بِعَرَفَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَاَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمْ لاَ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ-

৪২৫১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... তারিক ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণিত, ইহুদিগণ 'উমর ফারূক (রা)-কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হত, তবে আমরা সেটাকে "ঈদ" করে রাখতাম। উমর (রা) বললেন, এটা কখন অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায় ছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ আমরা সবাই 'আরাফাতে ছিলাম, সেই আয়াতটি হল— اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

٢٣٥٥ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

২৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে (৫ ঃ ৬)

تَيَمَّمُوْا — ইচ্ছে করবে তোমরা, أٰمِّيْنَ — উদ্দেশ্য করে, اَمَمْتُ আর تَيَمَّمْتُ একই, আমি ইচ্ছে করেছি, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, لَمَسْتُمْ ، تَمَسُّوْهُنَّ ، وَالاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ এবং اَلاِفْضَاءُ এই চারটিরই অর্থ সহবাস করা।

٤٢٥٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ (ص) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِىْ ، فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاضِعٌ رَاْسَهُ عَلٰى فَخِذِىْ قَدْ نَامَ وَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِىْ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ ، وَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَلٰى فَخِذِىْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا قَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِىْ بَكْرٍ ، قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِىْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ ـ

৪২৫২ ইসমাঈল (র) .... নবী-পত্নী আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম, বায়দা কিংবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌছার পর আমার গলার হার হারিয়ে গেল। তা খোঁজার জন্যে রাসূল (সা) তথায় অবস্থান করলেন এবং অন্যান্য লোকও তাঁর সাথে অবস্থান করল। সেখানেও কোন পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। এরপর লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসল এবং বলল, আয়েশা (রা) যা করেছেন আপনি তা দেখেছেন কি? রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকিয়ে রেখেছেন, অথচ তাদের কাছেও পানি নেই আবার সেখানেও পানি নেই। রাসূল (সা) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রা) এলেন এবং বললেন, তুমি রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকে রেখেছ অথচ সেখানেও পানি নেই আবার তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন যে, আবূ বকর (রা) আমাকে দোষারোপ করলেন এবং আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা বলেছেন এবং তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার কোমরে ঠুসি দিতে লাগলেন, আমার কোলে রাসূল (সা)-এর অবস্থানই আমাকে পালিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। পানিবিহীন অবস্থায় ভোরে রাসূল (সা) ঘুম

থেকে উঠলেন। এরপর فَتَيَمَّمُوْا বলে আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন, তখন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র বললেন, হে আবূ বকর-এর বংশধর! এটা আপনাদের প্রথম মাত্র বরকত নয়।

আয়েশা (রা) বললেন, যে উটের উপর আমি ছিলাম, তাকে আমরা উঠালাম তখন দেখি হারটি তার নিচে।

٤٢٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِيْ بِالْبَيْدَاءِ ، وَنَحْنُ دَاخِلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَ النَّبِيُّ (ص) وَنَزَلَ فَثَنٰى رَأْسَهُ فِيْ حَجْرِيْ رَاقِدًا اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَكَزَنِيْ لَكْزَةً شَدِيْدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِيْ قِلَادَةٍ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَقَدْ اَوْجَعَنِيْ ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ (ص) اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوْجَدْ ، فَنَزَلَتْ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَكُمْ الْاٰيَةَ (٦:٥) ، فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : لَقَدْ بَارَكَ اللّٰهُ لِلنَّاسِ فِيْكُمْ يَا اٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ ـ

৪২৫৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ...... হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, মদীনায় প্রবেশের পথে বায়দা নামক স্থানে আমার গলার হারটি পড়ে গেল। এরপর নবী (সা) সেখানে উট বসিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) এসে আমাকে কঠোরভাবে থাপ্পড় লাগালেন এবং বললেন একটি হার হারিয়ে তুমি সকল লোককে আটকে রেখেছ। এদিকে তিনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, অপরদিকে রাসূল (সা) এ অবস্থায় আছেন, এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম। তারপর রাসূল (সা) জাগ্রত হলেন, ফজর নামাযের সময় হল এবং পানি খোঁজ করে পাওয়া গেল না, তখন নাযিল হল ঃ ....يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَكُمْ — হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। (৫ ঃ ৬)

এরপর উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র বললেন, হে আবূ বকরের বংশধর! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কারণে মানুষের জন্যে বরকত নাযিল করেছেন। তোমাদের আপাদমস্তক তাদের জন্যে বরকতই বরকত।

٢٣٥٦ . بَابُ قَوْلِهِ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

২৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব (৫ ঃ ২৪)

٤٢٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ * ح وَحَدَّثَنِيْ حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا

الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَ نَقُوْلُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لِمُوْسٰى فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ ، وَلٰكِنِ امْضِ وَ نَحْنُ مَعَكَ فَكَاَنَّهُ سُرِّيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ اَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)۔

৪২৫৪ আবূ নু'আঈম (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন মিক্দাদ (রা) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসরাঈলীরা মূসা (আ)-কে যে রকম বলেছিল, "যাও তুমি ও তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব" —আমরা আপনাকে সে রকম বলব না বরং আপনি অগ্রসর হোন, আমরা সবাই আপনার সাথেই আছি, তখন যেন রাসূল (সা) থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। এই হাদীসটি ওয়াকা-সুফিয়ান থেকে, তিনি মুখারিক থেকে এবং তিনি (মুখারিক) তারিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মিকদাদ এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিলেন।

٢٣٥٧ . بَابُ قَوْلِهِ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اِلٰى قَوْلِهِ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

২৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে (দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখিরাতে তাদের জন্যে মহাশাস্তি রয়েছে) (৫ ঃ ৩৩)। اَلْمُحَارَبَةُ لِلّٰهِ الْكُفْرُ بِهٖ —আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা।

٤٢٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ اَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلٰى اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَذَكَرُوْا وَذَكَرُوْا فَقَالُوْا وَقَالُوْا قَدْ اَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتَفَتَ اِلٰى اَبِي قِلاَبَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ اَوْ قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا قِلاَبَةَ ، قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْاِسْلاَمِ اِلاَّ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانٍ اَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (ص) فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ اِيَّايَ حَدَّثَ اَنَسٌ ، قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَي النَّبِيِّ (ص) فَكَلَّمُوْهُ فَقَالُوْا قَدِ اسْتَوْخَمْنَا هٰذِهِ الْاَرْضَ ، فَقَالَ هٰذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ ، فَاَخْرُجُوْا فِيْهَا ، فَاشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَخَرَجُوْا فِيْهَا فَشَرِبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوْا وَمَالُوْا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوْهُ وَاطَّرَدُوْا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هٰؤُلاَءِ قَتَلُوْا النَّفْسَ

وَحَارَبُوْا اللّٰهَ رَسُوْلَهُ وَخَوَّفُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ تَتَّهِمُنِىْ قَالَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا اَنَسٌ قَالَ وَقَالَ يَا اَهْلَ كَذَا اِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ مَا اُبْقِىَ هٰذَا فِيْكُمْ ، وَمِثْلُ هٰذَا ـ

৪২৫৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা কিসামাত দণ্ড সম্পর্কিত হাদীসটি আলোচনা করলেন এবং এর অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করলেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বললেন এবং এও বললেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন। এরপর তিনি আবূ কিলাবার প্রতি তাকালেন, আবূ কিলাবা তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ নামে কিংবা আবূ কিলাবা নামে ডেকে বললেন, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি? আমি বললাম বিয়ের পর ব্যভিচার, কিসাসবিহীন খুন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন একটি ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলামে বৈধ বলে আমার জানা নেই।

আনবাসা বললেন, আনাস (রা) আমাদেরকে হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ হাদীসে আরনিন।) আমি (আবূ কিলাবা) বললাম, আমাকেও আনাস (রা) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর সাথে আলাপ করল, তারা বলল, (প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে) আমরা এদেশের সাথে মিলতে পারছি না। রাসূল (সা) বললেন, এগুলো আমার উট, ঘাস খাওয়ার জন্যে বের হচ্ছে, তোমরা এগুলোর সাথে যাও এবং এদের দুধ ও পেশাব পান কর। তারা ওগুলোর সাথে বেরিয়ে গেল এবং দুধ ও প্রস্রাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠল, এরপর রাখালের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে পশুগুলো লুট করে নিয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ড ভোগ করার অপরাধসমূহ তাদের থেকে কতটুকু দূরে ছিল? তারা নরহত্যা করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রাসূল (সা)-কে ভয় দেখিয়েছে। 'আনবাসা আশ্চর্য হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ্! আমি বললাম, আমার এই হাদীস সম্পর্কে তুমি কি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দেবে? 'আনবাসা বলল, আনাস (রা) আমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ কিলাবা বললেন, তখন 'আনবাসা বলল, হে এই দেশবাসী (অর্থাৎ সিরিয়াবাসী) এ রকম ব্যক্তিবর্গ যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

٢٣٥٨ . بَابٌ قَوْلِهِ اَلْجُرُوْحُ قِصَاصٌ

২৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং যখমের বদল অনুরূপ যখম (৫ ঃ ৪৫)

٤٢٥٢ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِىَ عَمَّةُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَاَتَوُا النَّبِىَّ (ص) فَاَمَرَ النَّبِىُّ (ص) بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللّٰهِ لَا تُكْسَرُ سِنَّتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوْا الْاَرْشَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ ـ

৪২৫৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাঈ যিনি আনাস (রা)-এর ফুফু, এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবি করে। তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট এলো, নবী করীম (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস ইব্‌ন মালিকের চাচা আনাস ইব্‌ন নযর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ রুবাঈ-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূল (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাব তো "বদলা"র বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধী পক্ষ রাযী হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা আছে যারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শপথ সত্যে পরিণত করেন।

٢٣٥٩ . بَابُ قَوْلِهِ يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

২৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর (৫ ঃ ৬৭)

٤٢٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا (ص) كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ : يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ الْاٰيَةَ

৪২৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের যৎসামান্য কিছুও হযরত মুহাম্মদ (সা) গোপন করেছেন তা হলে নিশ্চিত যে, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্ বলেছেন, "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি প্রচার কর।"

٢٣٦٠ ـ بَابُ قَوْلِهِ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ

২৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না (৫ ঃ ৮৯)

٤٢٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ لاَ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ ـ

৪২৫৮ আলী ইবনে সালাম(র) ...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ আয়াতটি

নাযিল হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি لَا وَاللّٰهِ না আল্লাহ্‌র শপথ, بَلٰى وَاللّٰهِ হ্যাঁ আল্লাহ্‌র শপথ ইত্যাদি উপলক্ষে।

٤٢٥٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِى يَمِيْنٍ ، حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَا اَرٰى يَمِيْنًا اُرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللّٰهِ وَفَعَلْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ۔

৪২৫৯ আহমদ ইব্‌ন আবূ রাযা' (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা কোন শপথই ভঙ্গ করতেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার বিধান নাযিল করলেন। আবূ বকর (রা) বলেছেন, শপথকৃত কার্যের বিপরীতটি যদি আমি উত্তম ধারণা করি তবে আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগটি গ্রহণ করি এবং উত্তম কাজটি সম্পাদন করি।

٢٣٦١ . بَابٌ قَوْلِهِ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

২৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না (এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না) (৫ ঃ ৮৭)

٤٢٦٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا اَلَا نَخْتَصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَاَ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ۔

৪২৬০ আমর ইব্‌ন আউন (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সাথে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মুত'আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

٢٣٦٢ . بَابٌ قَوْلِهِ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَزْلَامُ وَالْاَنْصَابُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْاَزْلَامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُوْنَ بِهَا فِى الْاُمُوْرِ النُّصُبُ اَنْصَابٌ يَذْبَحُوْنَ عَلَيْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ الزَّلَمُ الْقِدْحُ لَا رِيْشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْاَزْلَامِ وَالْاِسْتِقْسَامُ اَنْ يُجِيْلَ الْقِدَاحَ فَاِنْ نَهَتْهُ انْتَهٰى وَاِنْ اَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَاْمُرُهُ وَقَدْ اَعْلَمُوا الْقِدَاحَ اَعْلَامًا بِضُرُوْبٍ

يَسْتَقْسِمُوْنَ بِهَا وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ وَالْقَسُوْمُ مِنْهُ الْمَصْدَرُ

২৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য (সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার) (৫ ঃ ৯০)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, اَلْاَزْلَامُ —সে সকল তীর যেগুলো দ্বারা তারা কর্মসমূহের ভাগ্য পরীক্ষা করে। اَلنُّصُبُ — বেদী, সেগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে পশু যবাই করে। অন্য কেউ বলেছেন اَلزُّلَمُ— তীর, اَلْاَزْلَامُ এর একবচন, ভাগ্য পরীক্ষার পদ্ধতি এই যে, তীরটাকে ঘুরাতে থাকবে। তীর যদি নিষেধ করে তো বিরত থাকবে আর যদি তাকে কর্মের নির্দেশ দেয় সে তাহলে নির্দেশিত কাজ করে যাবে। তীরগুলোকে বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন দ্বারা করা হয় এবং তা দ্বারা তথাকথিত ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। এতদ্‌সম্পর্কে فَعَلْتُ -এর কাঠামোতে قَسَمْتُ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি ভাগ্য যাচাই করেছি, এর ক্রিয়া হচ্ছে اَلْقَسُوْمُ

٤٢٦١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَاِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ اَشْرِبَةٍ مَا فِيْهَا شَرَابُ الْعِنَبِ۔

৪২৬১ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান যখন নাযিল হল, তখন মদীনাতে পাঁচ প্রকারের মদের প্রচলন ছিল, আঙ্গুরের পানিগুলো এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

٤٢٦٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيْخِكُمْ هٰذَا الَّذِىْ تُسَمُّوْنَهُ الْفَضِيْخَ فَاِنِّىْ لَقَائِمٌ اَسْقِىْ اَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا اِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ ، فَقَالُوْا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، قَالُوْا اَهْرِقْ هٰذِهِ الْقِلَالَ يَا اَنَسُ ، قَالَ فَمَا سَاَلُوْا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ۔

৪২৬২ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা যেটাকে ফাযীখ অর্থাৎ কাঁচা খুরমা ভিজানো পানি নাম রেখেছ সেই ফাযীখ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মদ ছিল না। একদিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবূ তাল্‌হা, অমুক এবং অমুককে তা পান করাচ্ছিলাম। তখনই এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের কাছে এ সংবাদ এসেছে কি? তাঁরা বললেন, ঐ কি সংবাদ? সে বলল ঃ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে, তাঁরা বললেন, হে আনাস! এই পাত্রগুলো ঢেলে

দাও। আনাস (রা) বললেন যে, তাঁরা এতদপ্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না এবং এই ব্যক্তির সংবাদের পর তাঁরা দ্বিতীয়বার পান করেননি।

٤٢٦٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ اُنَاسٌ غَدَاةَ اُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيْعًا شُهَدَاءَ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا

৪২৬৩ সাদাকা ইব্ন ফযল (র) .... যাবির (রা) বলেছেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন ভোরে কিছু লোক মদ পান করেছিলেন এবং সেদিন তাঁরা সবাই শহীদ হয়েছেন। এই মদ্যপান ছিল তা হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

٤٢٦٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مِنْبَرِ النَّبِيِّ (ص) يَقُوْلُ : اَمَّا بَعْدُ ، اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ ، وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ۔

৪২৬৪ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানজালী (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি 'উমর (রা)-কে নবী (সা)-এর মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, এরপর হে লোকসকল! মদপানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়েছে আর তা হচ্ছে পাঁচ প্রকার, খুরমা থেকে, আঙ্গুর থেকে খেজুর থেকে, মধু থেকে, গম থেকে এবং যা থেকে আর মদ হচ্ছে যা সুস্থ ও জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

٢٣٦٣ . بَابٌ قَوْلِهِ : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِلٰى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

২৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৫ ঃ ৯৩)

٤٢٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْخَمْرَ الَّتِىْ اُهْرِيْقَتِ الْفَضِيْخُ ، وَزَادَنِىْ مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِى النُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِىْ مَنْزِلِ اَبِىْ طَلْحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ ، فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى، فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَاخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هٰذَا الصَّوْتُ ، قَالَ فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ هٰذَا مُنَادٍ يُنَادِىْ اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ لِىْ اذْهَبْ فَاَهْرِقْهَا ، قَالَ فَجَرَتْ فِىْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِىَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ ، قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ :

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ـ

৪২৬৫ আবূ নু'মান (র). ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ঢেলে দেয়া মদগুলো ছিল ফাযীখ। আবূ নু'মান থেকে মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর ঘরে লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম, তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। এরপর সে ঘোষণা দিল। আবূ তাল্হা বললেন, বেরিয়ে দেখ তো ঘোষণা কিসের? আনাস (রা) বলেন, আমি বেরুলাম এবং বললাম যে, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বল-লেন যাও, এগুলো সব ঢেলে দাও। আনাস (রা) বলেন, সেদিন মদীনা মনোওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেন, সে যুগে তাদের মদ ছিল ফাযীখ, তখন একজন বললেন, যাঁরা মদ পান করে শহীদ হয়েছেন তাঁদের কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন— لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

٢٣٦٤ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

২৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ ঃ ১০১)

٤٢٦٦ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَارُوْدِيَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، قَالَ فَغَطَّى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وُجُوْهَهُمْ حَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِىْ قَالَ فُلاَنٌ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ ـ

৪২৬৬ মুনযির ইব্ন ওয়ালিদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন একটি খুতবা দিলেন যেরূপ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেছেন, "আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং বেশি বেশি করে কাঁদতে"। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) আপন আপন চেহারা আবৃত করে গুনগুন করে কান্না জুড়ে দিলেন এরপর এক ব্যক্তি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযায়ফা বা অন্য কেউ) বলল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "অমুক"। তখন এই আয়াত নাযিল হল لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

এই হাদীসটি শুবা থেকে নযর এবং রাওহ ইব্ন উবাদা বর্ণনা করেছেন।

٤٢٦٧ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْجُوَيْرِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِسْتِهْزَاءً فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مَنْ اَبِىْ وَيَقُوْلُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ اَيْنَ نَاقَتِىْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْاٰيَةِ كُلِّهَا ـ

৪২৬৭ ফাযল ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, কিছু লোক ছিল তারা ঠাট্টা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করত, কেউ বলত আমার পিতা কে? আবার কেউ বলত আমার উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে তা কোথায়? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন—يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ............

٢٣٦٥ بَابُ قَوْلِهِ : مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلاَ حَامٍ

২৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেন নি (৫ ঃ ১০১)

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ বাক্যে قَالَ اللّٰهُ মানে يَقُوْلُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে বলবেন আর اِذْ শব্দটি অতিরিক্ত। اَلْمَائِدَةُ মূলে مَفْعُوْلَةٌ -এর কাঠামোতে مَمْيُوْدَةٌ ছিল, যেমন عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ -এর মধ্যে رَاضِيَةٌ মানে مَرْضِيَةٌ এবং تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ -এর মধ্যে بَائِنَةٌ মানে مُبَانَةٌ , সুতরাং অর্থ হবে مِيْدَبِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ "তার মালিক কল্যাণ বিছিয়েছেন" যেমন مَا دَنِى ـ يَمِيْدُنِىْ বলা হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مُتَوَفِّيْكَ অর্থ আমি তোমার মৃত্যু ঘটাব। (৩ ঃ ৫৫)

٤٢٦٨ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَلْبَحِيْرَةُ الَّتِىْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ ، فَلاَ يَحْلُبُهَا اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَالسَّائِبَةُ الَّتِىْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِاٰلِهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَىْءٌ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْخُزَاعِىَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَالْوَصِيْلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ فِىْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْاِبِلِ ثُمَّ تُثَنِّىْ بَعْدُ بِاُنْثٰى وَكَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِطَوَاغِيْتِهِمْ اِنْ وَصَلَتْ اِحْدَاهُمَا بِالْاُخْرٰى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ ، وَالْحَامُ فَحْلُ الْاِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُوْدَ فَاِذَا قَضٰى ضِرَابَهُ وَدَعُوْهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَاَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَىْءٌ وَسَمَّوْهُ الْحَامَ وَقَالَ لِىْ اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا قَالَ يُخْبِرُهُ بِهٰذَا ، قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) نَحْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) ـ

৪২৬৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, اَلْبَحِيْرَةُ—বাহীরা যে জন্তুর স্তন প্রতিমার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকে কেউ তা দোহন করে না। السَّائِبَةُ —সায়িবা, যে জন্তু তারা তাদের উপাস্যের নামে ছেড়ে দিত এবং তা বহন কার্যে ব্যবহার করে না। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, আমি 'আমর ইব্‌ন আমির খুযায়ীকে দোযখের মধ্যে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে সায়িবা প্রথা প্রথম চালু করে। وَالْوَصِيْلَةُ—ওয়াসীলাহ্, যে উষ্ট্রী প্রথমবারে মাদী বাচ্চা প্রসব করে এবং দ্বিতীয়বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করে, (যেহেতু নর বাচ্চার ব্যবধান ব্যতীত একটা অন্যটার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সেহেতু) ঐ উষ্ট্রীকে তারা তাদের তাগূতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত। وَالْحَامُ—হাম, নর উট যা দ্বারা কয়েকবার প্রজনন কার্য নেয়া হয়, প্রজনন কার্য সমাপ্ত হলে সেটাকে তারা তাদের প্রতিমার জন্যে ছেড়ে দেয়, এবং বোঝা বহন থেকে ওটাকে মুক্তি দেয়। সেটির উপর কিছু বহন করা হয় না। এটাকে তারা 'হাম' নামে অভিহিত করত।

আমাকে আবুল ইয়ামান বলেছেন যে, শুয়াইব, ইমাম যুহরী (র) থেকে আমাদের অবহিত করেছেন, যুহরী বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) থেকে শুনেছি, তিনি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি নবী (সা) থেকে এই রকম শুনেছি। ইব্‌ন হাদ এটা বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন শিহাব থেকে। আর তিনি সাঈদ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যে, আমি নবী করীম (সা) থেকে শুনেছি।

٤٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْكَرْمَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَرَاَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ -

৪২৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ ইয়াকূব (র) .... আয়েশা (রা) বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি জাহান্নামকে দেখেছি যে তার একাংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে বা প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে, 'আমরকে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে "সায়ীবা" প্রথা চালু করে।

٢٣٦٦ - بَابُ قَوْلِهِ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ

২৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী (৫ ঃ ১১৭)

٤٢٧٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ، ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ، اَلاَ وَاِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُصَيْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ، فَيُقَالُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ -

৪২৭০ আবূ ওয়ালিদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক দিন খুতবা দিলেন, বললেন, হে লোক সকল! তোমরা খালি পা, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট একত্রিত হবে, তারপর তিনি পড়লেন, كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ —যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২১ ঃ ১০৪)

তারপর তিনি বললেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে তিনি হচ্ছেন ইব্‌রাহীম (আ)। তোমরা জেনে রাখ, আমার উম্মতের কতগুলো লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ দোযখের দিকে নেয়া হবে। আমি তখন বলব, প্রভু হে! এগুলো তো আমার গুটিকয়েক সাহাবী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী জঘন্য কাজ করেছে তা আপনি জানেন না।

এরপর পুণ্যবান বান্দা যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব ঃ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা তাদের গোড়ালির উপর ফিরে গিয়ে অর্থাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধর্মত্যাগী হয়েছে।

٢٣٦٧ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

২৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তো তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫ ঃ ১১৮)

٤٢٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ، وَاِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَاَقُوْلُ

كَمَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

৪২৭১ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের হাশর করা হবে এবং কিছুসংখ্যক লোককে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন আমি পুণ্যবান বান্দার অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর মত বলব, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْد ـ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

সূরা আন‘আম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِتْنَتَهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ ، مَعْرُوْشَاتٍ مَا يُعْرَشُ مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ يَعْنِى اَهْلَ مَكَّةَ ، حَمُوْلَةً مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَلَبَسْنَا لَشَبَّهْنَا ، يَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُوْنَ ، تُبْسَلُ تُفْضَحُ ، اُبْسِلُوْا اُفْضِحُوْا ، بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ ، اَلْبَسْطُ الضَّرْبُ اسْتَكْثَرْتُمْ اَضْلَلْتُمْ كَثِيْرًا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ ، جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيْبًا ، وَلِلشَّيْطَانِ وَالْاَوْثَانِ نَصِيْبًا اَمَّا اشْتَمَلَتْ ، يَعْنِى هَلْ تَشْتَمِلُ اِلاَّ عَلٰى ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى، فَلِمَ تُحَرِّمُوْنَ بَعْضًا وَتُحِلُّوْنَ بَعْضًا مَسْفُوْحًا مُهْرَاقًا ، صَدَفَ اَعْرَضَ ، اُبْلِسُوْا اُوْيِسُوْا ، وَاُبْسِلُوْا اُسْلِمُوْا ، سَرْمَدًا دَائِمًا اِسْتَهْوَتْهُ اَضَلَّتْهُ ، تَمْتَرُوْنَ تَشُكُّوْنَ ، وَقْرٌ صَمَمٌ - وَاَمَّا الْوِقْرُ فَاِنَّهُ الْحِمْلُ اَسَاطِيْرُ وَاحِدُهَا اُسْطُوْرَةٌ وَاِسْطَارَةٌ وَهِىَ التُّرَّهَاتُ ، اَلْبَاْسَاءُ مِنَ الْبَاْسِ ، وَتَكُوْنُ مِنَ الْبُؤْسِ جَهْرَةً مُعَايَنَةً ، الصُّوْرُ جَمَاعَةُ صُوْرَةٍ كَقَوْلِهِ سُوْرَةٌ وَسُوَرٌ ، مَلَكُوْتٌ مُلْكٌ مِثْلُ ، رَهَبُوْتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوْتٍ ، وَتَقُوْلُ تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُرْحَمَ ، جَنَّ اَظْلَمَ ، يُقَالُ عَلَى اللّٰهِ حُسْبَانُهُ اَىْ حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ حُسْبَانًا مَرَامِىَ ، وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ ، مُسْتَقَرٌّ فِى الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعٌ فِى الرَّحِمِ ، الْقِنْوُ الْعِذْقُ ، وَالْاِثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجَمَاعَةُ اَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, فِتْنَتَهُمْ — ওযর পেশ করা, অক্ষমতা পেশ করা, مَعْرُوْشَات — আঙ্গুরলতা ইত্যাদি যেগুলোকে উঁচুতে তুলে দেয়া হয়, لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ — তোমাদেরকে তা দ্বারা সতর্ক করার জন্য, অর্থাৎ মক্কাবাসীকে, حَمُوْلَةً — বহনকারী, لَلَبَسْنَا — আমি তাদেরকে বিভ্রমে ফেলতাম,

اَلْبَسْطُ ـ بَاسِطُوْا ـــ يَنْأَوْنَ তারা দূরে থাকে, تُبْسَلَ ـــ লাঞ্ছিত হওয়া, اُبْسِلُوْا ـــ তারা লাঞ্ছিত হয়েছে, اَيْدِيْهِمْ ـــ আঘাত করা, اسْتَكْثَرْتُمْ ـــ অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছ তোমরা, ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ ـــ তাদের ফল-মূল ও ধন-সম্পদ থেকে এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্যে নির্ধারণ করেছে আর একাংশ শয়তান ও দেব-দেবীর জন্য। اَمَّا اشْتَمَلَتْ অর্থাৎ জরায়ুতে নর কিংবা মাদী ছাড়া অন্য কিছু থাকে কি? সুতরাং কেন তোমরা কতক হারাম আবার কতক হালাল কর? مَسْفُوْحًا — প্রবাহিত, صَدَفَ — মুখ ফিরিয়েছে, اُبْلِسُوْا — তারা নিরাশ হয়েছে, اُبْسِلُوْا — সোপর্দ করা হয়েছে, سَرْمَدًا — অনন্তকাল, اسْتَهْوَتْهُ — তাকে পথভ্রষ্ট করেছে, تَمْتَرُوْنَ — তোমরা সন্দেহ পোষণ করছ, وَقْرٌ — বধিরতা, তবে الْوِقْرُ — মানে বোঝা, اَسَاطِيْرُ বহুবচন, একবচনে اُسْطُوْرَةٌ এবং اِسْطَارَةٌ অর্থ মিথ্যা গল্প, اَلْبَاْسَاءُ — কঠোরতা بَاْسٌ থেকে উৎসারিত কখনো কখনো بُؤْسٌ থেকে আসে, جَهْرَةً — প্রত্যক্ষভাবে, الصُّوْرُ — হচ্ছে صُوْرَةٌ -এর বহুবচন, যেমন سُوْرَةٌ -এর বহুবচন سُوَرٌ। مَلَكُوْتٌ ـ مُلْكٌ — রাজত্ব যেমন رَحْمَةٌ থেকে رَحَمُوْتٌ , থেকে رَهَبٌ থেকে رَهَبُوْتٌ আরবে প্রবাদ আছে جَنَّ ارَهَبُوْتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوْتٍ ـ تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُرْحَمَ - অন্ধকার হল, عَلَى اللّٰهِ حُسْبَانُهُ মানে তার হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে কখনো কখনো বা হয়, حُسْبَانًا মানে শয়তানের জন্যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপণ এবং উল্কাপিণ্ড।

مُسْتَقَرٌّ- পৃষ্ঠদেশের অবস্থান, مُسْتَوْدَعٌ- জরায়ুতে অবস্থান, الْقِنْوُ- কাঁদি, দ্বিবচনে قِنْوَانِ বহুবচনেও قِنْوَانٌ যেমন صِنْوٌ ـ صِنْوَانٌ

٢٣٦٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ

২৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না (৬ ঃ ৫৯)

٤٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

৪২৭২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অদৃশ্যের কুঞ্জি পাঁচটি —"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে, কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অব-হিত। (৩১ ঃ ৩৪)

٢٣٦٩ . بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ

২৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে, কিংবা

তলদেশ থেকে, (তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদল অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনি সক্ষম। দেখ, কী রূপ বিভিন্ন প্রকারের আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করে) (৬ ঃ ৬৫)

يَلْبِسَكُمْ শব্দটি اِلْتِبَاسٌ থেকে উৎসারিত, তোমাদেরকে মিশ্রিত করে দিবেন, يَلْبِسُوْا তারা মিশ্রিত হয়, شِيَعًا বিভিন্ন দল।

٤٢٧٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ قَالَ : اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ ، قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ ، اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذَا اَهْوَنُ ، اَوْ قَالَ هٰذَا اَيْسَرُ ـ

৪২৭৩ আবূ নু'মান ...... যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, যখন এই আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আবার যখন اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ অবতীর্ণ হল তখনও বললেন আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এবং যখন اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা তুলনামূলকভাবে হাল্কা, তিনি هٰذَا اَهْوَنُ কিংবা هٰذَا اَيْسَرُ বলেছেন।

٢٣٧٠ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

২৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ ঃ ৮২)

٤٢٧٤ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ اَصْحَابُهُ وَاَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

৪২৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াত নাযিল হল, তখন তাঁর সাহাবাগণ বললেন, "জুলুম করেনি আমাদের মধ্যে এমন কে আছে?" এরপর নাযিল হল-اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ —নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম।

٢٣٧١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

২৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব জগতের উপর প্রত্যেককে (৬ : ৮৬)

٤٢٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৪২৭৫ মুহাম্মদ ইবন্ বাশ্শার (র) ...... ইবন্ আব্বাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমি ইউনুস ইবন্ মাত্তা থেকে উত্তম" এ উক্তি করা কারও জন্যে উচিত নয়।

٤٢٧٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৪২৭৬ আদম ইব্ন আবূ আয়াস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, " আমি ইউনুস ইব্নে মাত্তা (আ) থেকে উত্তম", এই উক্তি করা কারো জন্যে উচিত নয়।

٢٣٧٢ . بَابٌ قَوْلِهِ : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ

২৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তাদেরকে আল্লাহ্ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর (৬ ঃ ৯০)

٤٢٧٧ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَالُ اَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَفِيْ ص سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلاَ وَوَهَبْنَا اِلٰى قَوْلِهِ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ (ص) مِمَّنْ اُمِرَ اَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ -

৪২৭৭ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা .... মুজাহিদ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সূরা "ص"-এ সিজদা আছে কি না। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে। এরপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন— وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ .... فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ

তারপর বললেন যে তিনি অর্থাৎ দাউদ (আ) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ এবং সাহ্ল ইব্ন ইউসুফ আওয়াম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বললেন যে, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরপর তিনি বললেন, যাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে তোমাদের নবী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٣٧٣ . بَابٌ قَوْلِهِ : وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا

২৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ ইহুদীদিগের জন্যে নখরযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এগুলোর পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম, আমি তো সত্যবাদী (৬ ঃ ১৪৬)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ— উট, উটপাখী, اَلْحَوَايَا—অন্ত্রসমূহ। অন্যজন বলেছেন هَادُوْا— ইহুদী হয়ে গিয়েছে, তবে আল্লাহ্‌র বাণী هُدْنَا মানে تُبْنَا অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি, تَائِبٌ ـ هَائِدٌ — তওবাকারী।

٤٢٧٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ (ص) قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ لَمَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْهَا ، وَقَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ كَتَبَ اِلَىَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِى (ص) مِثْلَهُ ـ

৪২৭৮ 'আমর ইব্‌ন খালিদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেছেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহুদীদেরকে লানত করেছেন, যখন তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন তখন তারা ওটাকে তরল করে জমা করেছে, তারপর বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে। আবূ আসিম (র).......হাদীস বর্ণনা করেছেন জাবির (রা) নবী (সা) থেকে।

٢٣٧٤ . بَابٌ قَوْلِهِ : وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না (৬ ঃ ১৫১)

٤٢٧٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَ اَحَدَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ ، وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَكِيْلٌ حَفِيْظٌ وَمُحِيْطٌ بِهِ قُبُلاً جَمْعُ قَبِيْلٍ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُ ضُرُوْبٌ لِلْعَذَابِ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيْلٌ زُخْرُفَ كُلُّ شَيْئٍ حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْتَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُ... حَرْثٌ حِجْرٌ حَرَامٌ وَكُلُّ مَمْنُوْعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ

وَيُقَالُ لِلأُنْثَــى مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ ، وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجًى وَاَمَّا الْحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُوْدَ وَمَا حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَاَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُوْمٍ مِثْلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَقْتُوْلٍ ، وَاَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ۔

৪২৭৯ হাফ্স ইব্ন উমর (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, হারাম কাজে মুমিনদেরকে বাধা দানকারী আল্লাহ্র চেয়ে অধিক কেউ নেই, এজন্যই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন, আল্লাহ্র স্তুতি প্রকাশ করার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই, সেজন্যেই আল্লাহ্ আপন প্রশংসা নিজেই করেছেন।

আমর ইব্ন মুররাহ্ (র) বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটাকে কি তিনি রাসূল (সা)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, وَكِيْلٌ — রক্ষক ও বেষ্টনকারী, قُبُلٌ — একবচনে قَبِيْلٌ অর্থাৎ শাস্তি বহু প্রকারের, এগুলোর এক একটি এক এক قَبِيْلٌ বা প্রকার। زُخْرُفٌ — বাতিল ও ভিত্তিহীন কথাকে সুন্দর ও অলংকৃত করে প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় زُخْرُفٌ। حَرْثٌ حِجْرٌ — হারাম, প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে حِجْرٌ - مَحْجُوْرٌ বলা হয়, আবার নির্মিত ঘরও حِجْرٌ, মাদী ঘোড়াকেও حِجْرٌ বলা হয়, عَقْلٌ বা বুদ্ধি-বিবেচনাকেও حِجْرٌ - حِجًى বলা হয়। আবার حِجْرٌ নামীয় স্থানে হচ্ছে সামূদ গোত্রের স্থান, ভূমির যে অংশকে তুমি নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত ঘোষণা করেছ তার নাম حِجْرٌ। এই জন্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হাতীম নামক অংশকে حِجْرٌ বলা হয়, مَقْتُوْلٌ থেকে যেমন قَتِيْلٌ তেমনি مَحْطُوْمٌ থেকে গৃহীত রূপ, حَطِيْمٌ — ইয়ামামার حِجْرٌ হচ্ছে একটি মনজিল বা ছোট্ট ঘর।

٢٣٧٥ . بَابُ قَوْلِهِ : هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ

২৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ সাক্ষীদেরকে হাযির কর। (৬ ঃ ১৫০)

হিজাজীদের পরিভাষায় একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনের জন্যে هَلُمَّ ব্যবহৃত হয়।

٢٣٧٦ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا

২৩৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না (যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি) (৬ ঃ ১৫৮)

٤٢٨٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا رَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ۔

৪২৮০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ঈমান আনবে, এবং সেটি হচ্ছে এমন সময় "পূর্বে ঈমান আনেনি এমন ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।"

٤٢٨١ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ رَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ ، فَذٰلِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا ، ثُمَّ قَرَاَ الْاٰيَةَ ـ

৪২৮১ ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সেই সময় যখন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না। তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ

সূরা ‘আরাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَرِيَاشًا الْمَالُ الْمُعْتَدِيْنَ فِي الدُّعَاءِ وَفِيْ غَيْرِهِ ، عَفَوْا كَثُرُوْا وَكَثُرَتْ اَمْوَالُهُمْ ، الْفَتَّاحُ الْقَاضِيْ ، افْتَحْ بَيْنَنَا ، اقْضِ بَيْنَنَا ، نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا ، انْبَجَسَتْ انْفَجَرَتْ ، مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ ، اٰسٰى اَحْزَنُ ، تَاْسَ تَحْزَنْ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اَنْ لاَ تَسْجُدَ ، اَنْ تَسْجُدَ ، يَخْصِفَانِ اَخَذَ الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ سَوْاٰتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ، هٰهُنَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْحِيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ اِلٰى مَا لاَ يُحْصٰى عَدَدُهَا الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ ، قَبِيْلُهُ ، جِيْلُهُ الَّذِيْ هُوَ مِنْهُمْ ، اِدَّارَكُوْا اجْتَمَعُوْا وَمَشَاقُّ الْاِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ كُلُّهُمْ يُسَمّٰى سُمُوْمًا وَاحِدُهَا سَمٌّ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَاُذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَاِحْلِيْلُهُ ، غَوَاشٍ مَا غُشُّوْا بِهِ ، نُشُرًا مُتَفَرِّقَةً ، نَكِدًا قَلِيْلاً ، يَغْنَوْا يَعِيْشُوْا ، حَقِيْقٌ حَقٌّ ، اسْتَرْهَبُوْهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ، تَلَقَّفُ تَلْقَمُ ، طَائِرُهُمْ حَظُّهُمْ ، طُوْفَانٌ مِنَ

السَّيْلِ۔ وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ الطُّوْفَانُ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ تُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ ، عُرُوْش عَرِيْش بِنَاء ، سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِيْ يَدِهِ ، اَلاَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ، يَعْدُوْنَ يَتَعَدَّوْنَ يُجَاوِزُوْنَ ، تَعْدُ تُجَاوِزْ ، شُرَّعًا شَوَارِعُ ، بَئِيْسٍ شَدِيْدٍ ، اَخْلَدَ قَعَدَ وَتَقَاعَسَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَأْتِيْهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ . كَقَوْلِهِ تَعَالٰى : فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُوْنٍ . فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمَرَّبِهَا الْحَمْلُ فَاَتَمَّتْهُ ، يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخِفَنَّكَ . طَيْفٌ مُلِمٌّ بِهِ لَمَمٌ۔ وَيُقَالُ طَائِفٌ وَهُوَ وَاحِدٌ ، يَمُدُّوْنَهُمْ يُزَيِّنُوْنَ ، وَخِيْفَةً خَوْفًا ، وَخُفْيَةً مِنَ الْاِخْفَاءِ ، وَالْاٰصَالُ وَاحِدُهَا اَصِيْلٌ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ كَقَوْلِهِ : بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন ; وَرِيَاشًا — সম্পদ, اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ — তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না, দোয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, عَفَوْا — তারা সংখ্যাধিক্য হয় এবং তাদের সম্পত্তি প্রাচুর্য লাভ করে, اَلْفَتَّاحُ — বিচারক, اِفْتَحْ بَيْنَنَا — আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন। نَتَقْنَا الْجَبَلَ — উপরে তুলেছি পাহাড়, اِنْبَجَسَتْ — প্রবাহিত হয়েছে, مُتَبَّرٌ — ক্ষতিগ্রস্ত, اٰسٰى — আমি আক্ষেপ করি, تَاْسَ — আক্ষেপ করবে, অন্যজন বলেছেন اَنْ لاَ تَسْجُدَ — সিজদা করতে, يَخْصِفَانِ — তাঁরা উভয়ে সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ — বেহেশতের পাতা, উভয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং পাতা একটা অন্যটার সাথে সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, سَوْاٰتِهِمْ — তাঁদের জননাঙ্গ, وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ — এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, আরবদের ভাষায় حِيْنٌ বলা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, اَلرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ — একই অর্থাৎ পোশাকের বহিরাংশ, قَبِيْلُهُ — তার দল সে যে দলের অন্তর্ভুক্ত। اِدَّارَكُوْا — একত্রিত হল। মানুষ এবং অন্যান্য জন্তুর ছিদ্রসমূহকে سُمُوْمٌ বলা হয়, এর একবচন سَمٌّ সেগুলো হচ্ছে চক্ষুদ্বয়, নাসারন্ধ্র, মুখ, দু'টি কান, বাহ্য পথ ও স্রাবনালী, غَوَاشٍ — আচ্ছাদন, نُشُرًا — বিক্ষিপ্ত, نَكِدًا — স্বল্প পরিমাণ, يَغْنَوْا —জীবন যাপন করেছেন, حَقِيْقٌ — হক ও উপযুক্ত, যোগ্য, اِسْتَرْهَبُوْهُمْ — আতংকিত করল, رَهْبَةٌ — থেকে নিষ্পন্ন, تَلْقَفُ — গো গ্রাসে গিলে ফেলা, طَائِرُهُمْ — তাদের ভাগ্য, বন্যা, طُوْفَانٌ — বন্যা, অধিক হারে মৃত্যুকেও طُوْفَانٌ বলা হয়, اَلْقُمَّلُ — উকুন, عُرُوْشٌ۔ عَرِيْشٌ — অট্টালিকা, سُقِطَ — যারা অপমানিত হয় তাদেরকে বলা হয় سُقِطَ فِيْ يَدِهِ। اَلاَسْبَاطُ — বনী ইসরাঈলের গোত্রসমূহ, يَعْدُوْنَ ও يَتَعَدَّوْنَ — সীমালংঘন করে; تَعْدُ —সীমালংঘন করেছে, شُرَّعًا — প্রকাশ্যভাবে, بَئِيْسٍ — কঠোর, اَخْلَدَ — বসে থাকল এবং পেছনে পড়ল, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ — তাদের নিরাপদ স্থান থেকে তাদেরকে এসে ক্রমে বের করে আনবে, যেমন فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا — তাদেরকে আল্লাহ্ এমন শাস্তি দিলেন যা তারা ধারণা করেনি।" مِنْ جِنَّةٍ — উন্মাদনা, فَمَرَّتْ بِهِ — তাঁর গর্ভ অটুট থাকল এরপর সেটাকে পূর্ণতা দান করলেন, يَسْتَخِفَنَّكَ — يَنْزَغَنَّكَ — তোমাকে কু-মন্ত্রণা দেয়, طَيْفٌ — আগত সংযোগযোগ্য, طَيْفٌ এবং طَائِفٌ একরকম, يَمُدُّوْنَهُمْ — অলংকৃত করে, خِيْفَةً — ভয়, خُفْيَةً শব্দটি اِخْفَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ গোপন করা, وَالْاٰصَالُ

একবচনে أَصِيْلٌ — আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً — সকাল-সন্ধ্যা।

٢٢٧٧ . بَابٌ قَوْلِهِ : قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা (৭ ঃ ৩৩)

٤٢٨٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ اَحَدَ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ ، فَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ اَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، فَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ـ

৪২৮২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আমর ইব্‌ন মুররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তিনি এটাকে মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, অন্যায়কে ঘৃণাকারী আল্লাহ্‌র তুলনায় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন, আবার আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রশংসা-প্রিয় অন্য কেউ নেই, এজেন্যই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন।

٢٢٧٨ . بَابٌ قَوْلُهُ : وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

২৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা যদি স্ব-স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে, যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম (৭ ঃ ১৪৩)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন أَرِنِيْ — আমাকে দেখা দাও।

٤٢٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ

الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ (ص) قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِكَ مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِيْ وَجْهِيْ قَالَ اُدْعُوْهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ مَرَرْتُ بِالْيَهُوْدِيِّ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقُلْتُ وَعَلٰى مُحَمَّدٍ فَاَخَذَتْنِيْ غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُوْنِيْ مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ قَالَ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِيْ اَفَاقَ قَبْلِيْ اَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ ـ

৪২৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ... .. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন যে এক ইহুদী নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত খেয়ে সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার এক আনসারী সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তারা ওকে ডেকে আনল, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "একে চপেটাঘাত করেছ কেন?" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই ইহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন শুনলাম যে, সে বলছে তারই শপথ যিনি মূসা (আ)-কে মানবজাতির উপর মনোনীত করেছেন, আমি বললাম মুহাম্মদ (সা)-এর উপরও মনোনীত করেছেন কি? এরপর আমার রাগ এসে গিয়েছিল, তাই তাকে চপেটাঘাত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (অন্যের মানহানি হতে পারে কিংবা নিজেদের খেয়াল খুশীমত) তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীর থেকে উত্তম বলো না" (বরং আল্লাহ্‌র ঘোষণায় আমি তো উত্তম আছিই এবং থাকবোই), কারণ কিয়ামত দিবসে সব মানুষই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, সর্বপ্রথম আমিই সচেতন হব। তিনি বলেন, তখন আমি দেখব যে, মূসা (আ) আরশের খুঁটি ধরে রেখেছেন, আমার বোধগম্য হবে না যে, তিনি কি আমার পূর্বে সচেতন হবেন নাকি তুর পাহাড়ের সংজ্ঞাহীনতাকে এর বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

٢٢٣٧٩ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلْمَنَّ وَالسَّلْوٰى

২৩৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মান্না এবং সালওয়া (৭ ঃ ১৬০)

٤٢٨٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اَلْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ـ

৪২৮৪ মুসলিম (র) .... সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, اَلْكَمْاَةُ জাতীয় উদ্ভিদ মান্না-এর মত এবং এর পানি চোখের রোগমুক্তি।

٢٣٨٠ . بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

২৩৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও (৭ ঃ ১৫৮)

٤٢٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُوْسَى بْنِ هَارُوْنَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ كَانَتْ بَيْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَاَغْضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ عُمَرَ ، فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْاَلُهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتّٰى اَغْلَقَ بَابَهُ فِيْ وَجْهِهِ ، فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَمَّا صَاحِبُكُمْ هٰذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلٰى مَا كَانَ مِنْهُ ، فَاَقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ وَجَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) وَقَصَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الْخَبَرَ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَنَا كُنْتُ اَظْلَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ اِنِّيْ قُلْتُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقْتَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ غَامَرَ سَابَقَ بِالْخَيْرِ ـ

৪২৮৫ আবদুল্লাহ্ (র) .... আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল, আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে চটিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর রাগান্বিত অবস্থায় উমর (রা) সেখান থেকে প্রস্থান করলেন. আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তাঁর পিছু ছুটলেন কিন্তু উমর (রা) ক্ষমা করলেন না, বরং তাঁর সম্মুখের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসলেন। আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছিলাম, ঘটনা শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের এই সাথী আবূ বকর অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি বলেন, এতে উমর লজ্জাবোধ করলেন এবং সালাম করে নবী (সা)-এর পাশে বসে পড়লেন ও ইতিবৃত্ত সব রাসূল (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট হলেন। সিদ্দিকে আকবর (রা) বারবার বলছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমি অধিক দোষী ছিলাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? এমন একদিন ছিল যখন আমি বলেছিলাম, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্যে রাসূল, তখন তোমরা বলেছিলে "তুমি মিথ্যা বলেছ" আর আবূ বকর (রা) বলেছিল, "আপনি সত্য বলেছেন।"

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন غَامَرَ—অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে।

٢٣٨١ . بَابٌ قَوْلِهِ : وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا

২৩৮১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল (৭ ঃ ১৪৩)। এ অধ্যায়ে আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণিত আছে নবী করীম (সা) থেকে।

٢٣٨٢ . بَابٌ قَوْلِهِ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ

২৩৮২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা বল ক্ষমা চাই (৭ ঃ ১৬১)

[٤٢٨٦] حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ هِشَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قِيْلَ لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ اُدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعَرَةٍ ـ

[৪২৮৬] ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম(র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইসরাঈলীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, "নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, ক্ষমা চাই, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব।" (৭ ঃ ১৬১ এরপর তারা তার বিপরীত করল, তারা নিজেদের নিতম্বে ভর দিয়ে মাটিতে বসে বসে প্রবেশ করল এবং বলল حَبَّةٌ فِيْ شَعَرَةٍ — যবের মধ্যে বিচি চাই।

٢٣٨٣ . بَابٌ قَوْلِهِ : خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

২৩৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও, এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর (৭ ঃ ১৯৯)

[٤٢٨٧] حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلٰى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِاِبْنِ اَخِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ ، فَاسْتَأْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ ، قَالَ سَاَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَاَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ (ص) خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ ـ

৪২৮৭ আবুল য়ামান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'উয়াইনা ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা এসে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্‌ন কায়সের কাছে অবস্থান করলেন। হযরত উমর (রা) যাদেরকে পার্শ্বে রাখতেন হুর ছিলেন তাদের একজন। কারীবৃন্দ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই উমর ফারুক (রা)-এর মজলিশের সদস্য এবং উপদেষ্টা ছিলেন। এরপর 'উয়াইনা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডেকে বললেন, এই আমীরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব।

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, এরপর হুর অনুমতি প্রার্থনা করলেন 'উয়াইনার জন্যে এবং হযরত উমর (রা) অনুমতি দিলেন। 'উয়াইনা উমরের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমাদেরকে বেশি বেশি দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচারও করেন না। উমর (রা) ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করাতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর নবী (সা)-কে বলেছেন, "ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর" আর এই ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। (হুর যখন এটা তাঁর নিকট তিলাওয়াত করলেন তখন) আল্লাহ্‌র কসম উমর (রা) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। উমর আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধানের সামনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতেন, অর্থাৎ তা অতিক্রম করতেন না।

٤٢٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا قَالَ وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ فِىْ اَخْلاَقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ اَخْبَرَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ (ص) اَنْ يَاْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ اَخْلاَقِ النَّاسِ اَوْ كَمَا قَالَ۔

৪২৮৮ ইয়াহ্‌ইয়া (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেছেন, خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের চরিত্র সম্পর্কেই নাযিল করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বার্‌রাদ বলেন, আবূ উসামা .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে মানুষের আচরণ সম্পর্কে ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ

সূরা আনফাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَوْلُهُ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلاَنْفَالُ الْمَغَانِمُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ . رِيْحُكُمُ الْحَرْبُ ، يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ ۔

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজদিগের মধ্যে সদভাব স্থাপন কর (৮ ঃ ১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন اَلْاَنْفَالُ — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, কাতাদা বলেন, رِيْحُكُمْ — যুদ্ধ, نَافِلَةٌ — দান।

٤٢٨٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ ، اَلشَّوْكَةُ الْحَدُّ ، مُرْدِفِيْنَ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ رَدِفَنِي وَاَرْدَفَنِي اَوْ جَاءَ بَعْدِيْ ، ذُوْقُوْا بَاشِرُوْا وَجَرِّبُوْا ، وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ فَيَرْكُمُهُ يَجْمَعُهُ ، شَرِّدْ فَرِّقْ ، وَاِنْ جَنَحُوْا طَلَبُوا ، اَلسِّلْمُ وَالسَّلْمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ ، يُثْخِنُ يَغْلِبُ ـ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُكَاءً اِدْخَالُ اَصَابِعِهِمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ ، وَتَصْدِيَةً الصَّفِيْرُ لِيُثْبِتُوْكَ لِيَحْبِسُوْكَ ـ

৪২৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) .... সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম সূরা আনফাল সম্পর্কে, তিনি বললেন, বদরের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

اَلشَّوْكَةُ ـ اَلْحَدُّ — শক্তি, مُرْدِفِيْنَ — একদল সৈন্যের পর অপর দল, رَدِفَنِي এবং اَرْدَفَنِي অর্থ আমার পেছন পেছন এসেছে, ذُوْقُوْا — সরাসরি জড়িয়ে পড় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন কর, এটা মুখে স্বাদ গ্রহণ করা নয়, فَيَرْكُمُهُ — এরপর তাকে একত্রিত করবেন, شَرِّدْ — বিচ্ছিন্ন করে দাও, وَاِنْ جَنَحُوْا — যদি তারা চায়, اَلسِّلْمُ , اَلسَّلْمُ এবং اَلسَّلَامُ একই অর্থ সন্ধি, يُثْخِنُ — জয়ী হওয়া, মুফাস্‌সির মুজাহিদ বলেন, مُكَاءً —তাদের অঙ্গুলিসমূহ মুখে ঢুকিয়ে দেয়া, শিস দেয়া, تَصْدِيَةً — করতালি, لِيُثْبِتُوْكَ — তোমাকে আটকে রাখার জন্যে।

٢٣٨٤ . بَابٌ قَوْلِهِ : اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ

২৩৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বোঝে না (৮ ঃ ২২) قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা বনী আবদুদ্ দার গোষ্ঠীর একদল লোক।

٤٢٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ . قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ

৪২৯০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তারা হচ্ছে বনী আবদুদ্দার গোষ্ঠীর একদল লোক।

٢٣٨٥ . بَابُ قَوْلِهِ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

২৩৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্‌বান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্‌বানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে (৮ ঃ ২৪)

اِسْتَجِيْبُوْا — তোমরা সাড়া দাও, لِمَا يُحْيِيْكُمْ — তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্যে।

٤٢٩١ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فَمَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَدَعَانِىْ فَلَمْ اٰتِهِ حَتّٰى صَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِىَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ ، فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيَخْرُجَ ذَكَرْتُ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ (ص) بِهٰذَا وَقَالَ هِىَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ۔

৪২৯১ ইসহাক (র) .... আবূ সা'ঈদ ইব্‌ন মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নামাযে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে ডাকলেন, নামায শেষ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে যাইনি, তারপর গেলাম, তিনি বললেন, তোমাকে আসতে বাধা দিল কিসে? আল্লাহ্ কি বলেননি "রাসূল (সা) তোমাদেরকে ডাক দিলে, আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে?" তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে তোমাকে একটি বড় সওয়াবযুক্ত সূরা শিক্ষা দেব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

মু'আয বললেন .... হাফ্‌স শুনেছেন, একজন সাহাবী আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লাকে এই হাদীস বর্ণনা করতে, রাসূল বললেন—সেই সূরাটি হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। সাত আয়াতবিশিষ্ট ও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ্য আবৃত।

٢٣٨٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

২৩৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ

থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও (৮ : ৩২)

ইব্ন উয়াইনা বলেছেন, কুরআনে করীমে শুধুমাত্র 'আযাব বা শাস্তিকেই আল্লাহ্ তা'আলা مَطَرٌ নামে আখ্যায়িত করেছেন, বৃষ্টিকে 'আরবগণ غَيْثٌ নামে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী : وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا — তারা নিরাশ হবার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

٤٢٩٢ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ هُوَ ابْنُ كُرْدِيْدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ، فَنَزَلَتْ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ ـ

৪২৯২ আহমদ (র) .... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ জাহেল বলেছিল, "হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও। তখনই নাযিল হল— وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ ـ — আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এবং তাদের কী-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদেরকে মস্‌জিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে? (যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অবগত নয়) (৮ : ৩৩-৩৪)

٢٣٨٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

২৩৮৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন (৮ : ৩৩)

٤٢٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ، فَنَزَلَتْ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ

اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ

৪২৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন নযর (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেছেন, আবূ জাহ্‌ল বলেছিল। এরপর নাযিল হল— وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ

٢٣٨٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

২৩৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা (৮ ঃ ৩৯)

٤٢٩٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ لاَّ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اَغْتَرُّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلاَ اُقَاتِلُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَغْتَرَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الَّتِيْ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اِلٰى اٰخِرِهَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ يَكُوْنَ فِتْنَةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ كَانَ الْاِسْلاَمُ قَلِيْلاً فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِيْ دِيْنِهِ اِمَّا يَقْتُلُوْهُ وَاِمَّا يُوْثِقُوْهُ حَتّٰى كَثُرَ الْاِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَمَّا رَاٰى اَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِيْمَا يُرِيْدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِيْ عَلِيٍّ وَ عُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِيْ فِيْ عَلِيٍّ وَ عُثْمَانَ ، اَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْتُمْ اَنْ تَعْفُوْا عَنْهُ ، وَاَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَخَتَنُهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ وَهٰذِهِ ابْنَتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ ـ

৪২৯৪ হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন আপনি কি তা শোনেন না? وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا.......... — মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে......সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে কোন্ বস্তু আপনাকে নিষেধ করছে? এরপর তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এই আয়াতের তাবীল বা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে অধিক প্রিয় ....وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا "যে স্বেচ্ছায় মু'মিন খুন করে," আয়াতে তাবীল করার তুলনায়। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ বলেছেন وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ يَكُوْنَ فِتْنَةٌ "তোমরা ফিতনা নির্মূল না

হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে," ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে আমরা তা করেছি যখন ইসলাম দুর্বল ছিল। ফলে লোক তার দীন নিয়ে ফিতনায় পড়ত, হয়ত কাফেররা তাকে হত্যা করত নতুবা বেঁধে রাখত, ক্রমে ক্রমে ইসলামের প্রসার ঘটল এবং ফিতনা থাকল না। সে লোকটি যখন দেখল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তার উদ্দেশ্যের অনুকূল হচ্ছেন না তখন সে বলল যে, 'আলী (রা) এবং 'উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন যে, 'আলী (রা) এবং 'উসমান (রা) সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই, তবে 'উসমান (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু তোমরা তাঁকে ক্ষমা করতে রাযী নও। আর 'আলী (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা, তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, ঐ উনি হচ্ছেন রাসূলের কন্যা, যেথায় তোমরা তাঁর ঘর দেখছ, هٰذِهِ ابْنَتُهٗ বলেছেন কিংবা هٰذِهِ بِنْتُهٗ বলেছেন।

٤٢٩٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ اَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهٗ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اَوْ اِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِىْ قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِىْ مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ (ص) يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُوْلُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ-

৪২৯৫ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ...... সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) আমাদের কাছে এলেন। বর্ণনাকারী اِلَيْنَا অথবা عَلَيْنَا শব্দ বলেছেন। এরপর এক ব্যক্তি বলল, ফিতনা সম্পর্কিত যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার রায় কি? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, ফিতনা কি তা তুমি জান? মুহাম্মদ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়া ছিল ফিতনা। তাঁর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করা তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করার সমতুল্য নয়।

٢٣٨٩ . بَابٌ قَوْلِهٖ : يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوْنَ اَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ

২৩৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! মু'মিনদের জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই (৮ ঃ ৬৫)

٤٢٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَتْ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ اَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ . فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ اَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُوْنَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَتْ : اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمُ الْاٰيَةَ ، فَكَتَبَ اَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ

مِائَتَيْنِ وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ : حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَاَرَى الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هٰذَا ـ

৪২৯৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র) ...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ যখন নাযিল হল। এরপর দশজন কাফেরের বিপরীত একজন মুসলিম থাকলেও পলায়ন না করা ফরয করে দেয়া হল। সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়াইনা (র) আবার বর্ণনা করেন, দু'শ জন কাফেরের বিপক্ষে ২০ জন মুসলিম থাকলেও পলায়ন করা যাবে না। তারপর নাযিল হল— اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ — আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শজনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু' সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮ ঃ ৬৬)

এরপর দু'শ কাফেরের বিপক্ষে একশজন মুসলিম থাকলে পলায়ন না করা (আল্লাহ্ পাক) ফরয করে দিলেন। সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়াইনা (র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, (তাতে কিছু অতিরিক্ত আছে যেমন,) حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ নাযিল হল, সুফিয়ান বলেন, ইব্‌ন শুবরুমা বলেছেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর ব্যাপারটাও আমি এ রকম মনে করি।

٢٣٩٠ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا الْاٰيَةَ اِلٰى قَوْلِهِ : وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

২৩৯০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে।......আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন (৮ ঃ ৬৬)

٤٢٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ اَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَجَاءَ التَّخْفِيْفُ ، فَقَالَ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ ، قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ ـ

৪২৯৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সুলামী .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যখন اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ আয়াতটি নাযিল হল তখন দশ জনের বিপরীত একজনের পলায়নও নিষিদ্ধ করা

হল, তখন এটা মুসলমানদের উপর দুঃসাধ্য মনে হলে পর তা লাঘবের বিধান এলো اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ । ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে সংখ্যার দিক থেকে যখন হাল্কা করে দিলেন, সেই নমনীয়তার সমপরিমাণ তাদের ধর্মও হ্রাস পেল।

سُوْرَةُ بَرَاءَةَ

সূরা বারাআত

وَلِيْجَةً كُلُّ شَيْءٍ اَدْخَلْتَهُ فِيْ شَيْءٍ ، اَلشُّقَّةُ السَّفَرُ ، اَلْخَبَالُ الْفَسَادُ ، وَالْخَبَالُ الْمَوْتُ ، وَلَا تَفْتِنِّيْ وَلَا تُوَبِّخْنِيْ، كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ ، مُدَّخَلًا يَدْخُلُوْنَ فِيْهِ يَجْمَحُوْنَ يُسْرِعُوْنَ ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ائْتَفَكَتْ انْقَلَبَتْ بِهَا الْاَرْضُ ، اَهْوٰى اَلْقَاهُ فِيْ هُوَّةٍ عَدْنٍ خُلْدٍ ، عَدَنْتُ بِاَرْضٍ اَيْ اَقَمْتُ وَمِنْهُ مَعْدِنٌ ، وَيُقَالُ فِيْ مَعْدِنِ صِدْقٍ فِيْ مَنْبَتِ صِدْقٍ ، اَلْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِيْ خَلَفَنِيْ فَقَعَدَ بَعْدِيْ ، وَمِنْهُ يَخْلُفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ ، وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ ، وَاِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُوْرِ فَاِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ عَلٰى تَقْدِيْرِ جَمْعِهِ اِلَّا حَرْفَانِ : فَارِسٌ وَفَوَارِسُ ، وَهَالِكٌ ، وَهَوَالِكُ الْخَيْرَاتُ وَاحِدَتُهَا خَيْرَةٌ ، وَهِيَ الْفَوَاضِلُ ، مُرْجَوْنَ مُؤَخَّرُوْنَ ، اَلشَّفَا شَفِيْرٌ وَهُوَ حَدُّهُ ، وَالْجُرُفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُوْلِ وَالْاَوْدِيَةِ ، هَارٍ هَائِرٍ يُقَالُ تَهَوَّرَتِ الْبِئْرُ اِذَا انْهَدَمَتْ وَانْهَارَتْ مِثْلُهُ ، لَاَوَّاهٌ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ الشَّاعِرُ ـ

اِذَا قُمْتُ اَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ * تَاَوَّهُ اٰهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِيْنِ

وَلِيْجَةً — এমন বস্তু যাকে তুমি আরেকটা বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে । اَلشُّقَّةُ — সফর, ভ্রমণ, اَلْخَبَالُ — বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, اَلْخَبَالُ — মৃত্যু। وَلَا تَفْتِنِّيْ — আমাকে হুমকি দিও না। كَرْهًا ـ وَ ـ كُرْهًا — বাধ্যবাধকতা, উভয়টা একই অর্থবোধক, مُدَّخَلًا — প্রবেশস্থল, যেথায় তারা প্রবেশ করবে। يَجْمَحُوْنَ — তারা ত্বরান্বিত করবে। وَالْمُؤْتَفِكَاتُ — যাদের নিয়ে ভূমি উল্টে গেছে। اَهْوٰى — তাকে গর্তে নিক্ষেপ করল। عَدْنٍ — স্থায়িত্ব অবস্থান, যেমন, عَدَنْتُ بِاَرْضٍ—আমি অবস্থান করলাম, এগুলো থেকে مَعْدِنٍ শব্দ আসছে। এবং বলা হয় فِيْ مَعْدِنِ صِدْقٍ — অর্থাৎ সত্যের উৎপত্তিস্থল। اَلْخَالِفُ ـ اَلْخَوَالِفُ শব্দের বহুবচন

অর্থ, যে আমার পিছনে থাকল। এবং আমার পরে বসে থাকল এবং এর অর্থ থেকে يُخْلَفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ অর্থ, অবশিষ্টদের মধ্যে পিছনে রাখা হয়। এবং اَلْخَالِفَةُ শব্দের বহুবচন হিসাবে اَلْخَوَالِفُ — স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা বৈধ আছে যদিও তা পুরুষ শব্দের বহুবচন, তা হলে তার এভাবে বহুবচন আরবী ভাষায় দুটি শব্দ ব্যতীত পাওয়া যায় না, যথা فَارِسٌ -এর বহুবচন فَوَارِسُ এবং هَالِكٌ-এর বহুবচন هَوَالِكُ, اَلْخَيْرَاتُ শব্দের এক বচন خَيْرَةٌ অর্থ, কল্যাণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু। مُرْجَوْنَ—বিলম্বিত ব্যক্তিবর্গ। اَلسَّفَا অর্থ কিনারা বা পার্শ্ব। اَلْجُرُفُ — যা উচুঁ স্থান বা উপত্যকা থেকে প্রবাহিত হয়। هَائِرٍ - هَارٍ —পতিত হওয়া। যেমন বলা হয়, কুয়া ভেঙ্গে পড়েছে যখন তা ধ্বংস হয়ে যায়, আর এরূপভাবে وَانْهَارَتْ শব্দের অর্থ হয়ে থাকে। لَأَوَّاهٌ — অধিক কোমল হৃদয়, ভয়-ভীতির কারণে। কবি বলেন, "যখন আমি রাতের বেলায় উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলাম, তখন সেটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহ! করতে থাকে।

٢٣٩١ . بَابُ قَوْلِهِ : بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

২৩৯১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা মুশরিকদের সাথে যেসব চুক্তি করেছিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে সেসব বিচ্ছেদ করা হল (৯ ঃ ১)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اُذُنٌ — কারো কথা শুনে তা সত্য বলে ধারণা করা। تُطَهِّرُهُمْ এবং تُزَكِّيْهِمْ -এর একই অর্থ, এ ব্যবহার পদ্ধতি অধিক। সে পবিত্র করে। زَكوٰةٌ -এর অর্থ ইবাদত ও নিষ্ঠা لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكوٰةَ (তারা যাকাত প্রদান করে না) (এবং) তারা এ সাক্ষ্যও প্রদান করে না যে, আর কোন উপাস্য নেই এক আল্লাহ্ ব্যতীত। يُضَاهِئُوْنَ — তারা তুলনা দিচ্ছে।

٤٢٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ، وَاٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ ـ

৪২৯৮ আবুল ওয়ালীদ (র) .... বারা' ইবন 'আযিব (রা) বলেছেন ঃ সর্বশেষে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়, তা হলো يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ — লোকে আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়; বলুন! পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদের ব্যবস্থা জানাচ্ছেন। (৪ ঃ ১৭৬) এবং সর্বশেষে যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো সূরায়ে বারাআত।

٢٣٩٢ . بَابُ قَوْلِهِ : فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ الْاَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكَافِرِيْنَ

২৩৯২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ (হে মুশরিকদল) তোমরা তারপর দেশে চার মাস[১]

১. জিলকদ, জিলহজ্জ, মহররম, রজব।

কাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন (৯ ঃ ২)। سِيحُوا سِيرُوا —পরিভ্রমণ করা

٤٢٩٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي اَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى اَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ الْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) بِعَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ وَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ ، قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي اَهْلِ مِنًى بِبَرَاءَةٍ، وَاَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ اٰذَنَهُمْ اَعْلَمَهُمْ

৪২৯৯ সাঈদ ইব্ন ওফায়র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) নবম হিজরীর হজ্জে আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করার জন্য আসবে না। আল্লাহ্র ঘর উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করবে না।

হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে পুনরায় এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মীনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রা) আমাদের সাথে ছিলেন এবং সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করার জন্য আসবে না। কেউ উলংগ অবস্থায় ঘর তওয়াফ করবে না। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ اٰذَنَهُمْ অর্থ, তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

٢٣٩٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ

২৩৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জে আকবরের দিনে[১] আল্লাহ্র পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সাথে মুশরিকদের কোন

---
১. জুম'আর দিন-এর হজ্জ।

সম্পর্ক রইল না এবং তাঁর রাসূলেরও নয়। যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তা (তোমাদের জন্য) মঙ্গলকর। আর যদি বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না। আর হে নবী! কাফেরদের যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ দিন (৯ ঃ ৩)

٤٣٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِيْ مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ (ص) بِعَلِيِّ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِيْ أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةٍ ، وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ـ

৪৩০০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে সে কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে মিনায় এ (কথা) ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক (মক্কায়) হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ঘর উলংগ অবস্থায় কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমায়দ (রা) বলেন, নবী (সা) পরে পুনরায় আলী ইব্ন আবূ তালিবকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আলী (রা) আমাদের সাথেই মীনাবাসীদের মধ্যে সূরায়ে বারাআত কুরবানীর দিন ঘোষণা করলেন। বললেন, এ বছরের পরে মুশরিকদের কেউ হজ্জ করতে (মক্কা) আসতে পারবে না। এবং উলংগ অবস্থায় আল্লাহ্‌র ঘরকে তাওয়াফ করবে না।

٢٣٩٤ . بَابُ قَوْلِهِ : إِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

২৩৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ (৯ ঃ ৪)

٤٣٠١ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ـ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنْ لاَ يَحُجَّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ . وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُوْلُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ

৪৩০১ ইসহাক (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর আবূ বকর (রা)-কে যে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই হজ্জে তিনি যেন লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসতে পারবে না এবং উলংগ অবস্থায় কেউ আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন [আবূ হুরায়রা (রা)] হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জে আকবরের দিন হলো কুরবানীর দিন।

٢٣٩٥ . بَابٌ قَوْلِهِ : فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاَ اِيْمَانَ لَهُمْ

২৩৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তবে কাফের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয় (৯ ঃ ১২)

٤٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ اَصْحَابِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اِلاَّ ثَلاَثَةٌ وَلاَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ اِلاَّ اَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ اِنَّكُمْ اَصْحَابَ مُحَمَّدٌ (ص) تُخْبِرُوْنَا لاَ نَدْرِيْ فَمَا بَالُ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَنْقُرُوْنَ بُيُوْتَنَا ، وَيَسْرِقُوْنَ اَعْلاَقَنَا ، قَالَ اُولٰئِكَ الْفُسَّاقُ ، اَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ اَرْبَعَةٌ ، اَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ ـ

৪৩০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... যায়িদ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু তিনজন মুসলমান এবং চারজন মুনাফিক বেঁচে আছে। ইত্যবসরে একজন বেদুঈন বলল, আপনারা সকলে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী। আমাদের এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিন যারা আমাদের ঘরে সিঁদ কেটে ঘরের অতি মূল্যবান জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কেননা তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত নই। হুযায়ফা (রা) বলেন, তারা সবাই ফাসিক ও অন্যায়কারী। হ্যাঁ। তাদের মধ্য হতে চার ব্যক্তি এখনও জীবিত—তাদের মধ্যে একজন এত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, শীতল পানি পান করার পর তার শীতলতাটুকুর অনুভূতি সে উপলব্ধি করতে পারে না।

٤٣٠٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

২৩৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন (৯ ঃ ৩৪)

٤٣٠٣ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ ـ

৪৩০৩ হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের মধ্যে অনেকের পুঞ্জীভূত সম্পদ (যার যাকাত আদায় করা হয় না) কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সর্পে পরিণত হবে।

٤٣٠٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى اَبِىْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ ، فَقُلْتُ مَا اَنْزَلَكَ بِهٰذِهِ الْاَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ ، فَقَرَاْتُ : وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هٰذِهِ فِيْنَا ، مَا هٰذِهِ الاَّ فِىْ اَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ اِنَّهَا لَفِيْنَا وَفِيْهِمْ ـ

৪৩০৪ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) ...... যায়িদ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাবাযা নামক স্থানে আবূ যার (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কিসের জন্য এ স্থানে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়া ছিলাম, তখন আমি [মুআবিয়া (রা)-এর সামনে] এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম। وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।" (৯ ঃ ৩৪)

মু'আবিয়া (রা) এ আয়াত শুনে বললেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। বরং আহ্‌লে কিতাবদের (ইহুদী ও নাসারা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি (জবাবে) বললাম, এ আয়াত আমাদের ও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (এ তর্কবিতর্কের কারণে সবকিছু বর্জন করে আমি এখানে চলে এসেছি।)

٢٣٩٧ . بَابُ قَوْلِهِ : يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ * وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلاَمْوَالِ

২৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যেদিন জাহান্নামের আগুনে ওইসব উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, (সেদিন বলা হবে) এ হলো তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, তার আস্বাদ গ্রহণ কর (৯ ঃ ৩৫)

আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন সা'ঈদ (র)......খালিদ ইব্‌ন আস্‌লাম (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে বের হলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি যাকাতের

বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। এরপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ তা সম্পদের পরিশুদ্ধকারী রূপে নির্ধারণ করেন।

٢٣٩٨ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ * اَلْقَيِّمُ هُوَ الْقَائِمُ -

২৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায়, মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯ ঃ ৩৬) اَلْقَيِّمُ শব্দটি قَائِمٌ (প্রতিষ্ঠিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

٤٣٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ ، كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -

৪৩০৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র) ...... আবূ বকর (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন যেভাবে কাল (যামানা) ছিল তা আজও অনুরূপভাবে বিদ্যমান। বারমাসে এক বছর, তন্মধ্যে চার মাস পবিত্র। যার তিন মাস ধারাবাহিক যথা যিলকাদ, যিল্হাজ্জ ও মুহার্রম আর মুযার গোত্রের রজব যা জামাদিউস্সানী ও শাবান মাসদ্বয়ের মধ্যবর্তী।

٢٣٩٩ . بَابُ قَوْلِهِ : ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ الخ .... مَعَنَا نَاصِرُنَا ، السَّكِيْنَةُ فَعِيْلَةٌ مِنَ السُّكُوْنِ -

২৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন (৯ ঃ ৪০)। مَعَنَا অর্থ আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী فَعِيْلَةٌ السَّكِيْنَةُ - এর সম ওযনে سُكُوْنٌ থেকে, অর্থ প্রশান্তি

٤٣٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِت قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ (ص) فِى الْغَارِ ، فَرَاَيْتُ اٰثَارَ الْمُشْرِكِيْنَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَاٰنَا قَالَ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اَللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

৪৩০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমার কাছে বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে (সওর) গুহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচারণা দেখতে পেয়ে [নবী (সা)-কে] বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তাদের (মুশরিকদের) কেউ পা উঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ্।

٤٣٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ اَبُوْهُ الزُّبَيْرُ وَاُمُّهُ اَسْمَاءُ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ ، فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ اِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ اِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ جُرَيْجٍ۔

৪৩০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তার ও ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মধ্যে (বায়আতের প্রেক্ষিতে) মতভেদ ঘটল, তখন আমি বললাম, তার পিতা যুবায়র, তার মাতা আস্‌মা (রা) ও তার খালা আয়েশা (রা), তার নানা আবূ বকর (রা) ও তার নানী সুফিয়া (রা)। আমি সুফিয়ানকে বললাম, এর সনদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, حَدَّثَنَا এবং ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলার আগেই অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করল।

٤٣٠٨ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَتُرِيْدُ اَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلُّ حَرَمَ اللّٰهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِى اُمَيَّةَ مُحِلِّيْنَ وَاِنِّى وَاللّٰهِ لاَ اُحِلُّهُ اَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ وَاَيْنَ بِهٰذَا الْاَمْرِ عَنْهُ ، اَمَّا اَبُوْهُ فَحَوَارِىُّ النَّبِىِّ (ص) يُرِيْدُ الزُّبَيْرَ ، وَاَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ ، يُرِيْدُ اَبَا بَكْرٍ ، وَاُمُّهُ فَذَاتُ النِّطَاقِ ، يُرِيْدُ اَسْمَاءَ وَاَمَّا خَالَتُهُ فَاُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، يُرِيْدُ عَائِشَةَ، وَاَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِىِّ (ص) يُرِيْدُ خَدِيْجَةَ ، وَاَمَّا عَمَّةُ النَّبِىِّ (ص) فَجَدَّتُهُ يُرِيْدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفِيْفٌ فِى الْاِسْلَامِ ، قَارِئٌ لِلْقُرْاٰنِ ، وَاللّٰهِ اِنْ وَصَلُوْنِى وَصَلُوْنِى مِنْ قَرِيْبٍ ، وَاِنْ رَبُّوْنِى رَبَّنِى اَكْفَاءٌ كِرَامٌ ، فَاٰثَرَ التُّوَيْتَاتِ وَالْاُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ ، يُرِيْدُ اَبْطُنًا مِنْ بَنِى اَسَدٍ بَنِى تُوَيْتٍ وَبَنِى اُسَامَةَ وَبَنِى اَسَدٍ ، اِنَّ ابْنَ اَبِى الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِى الْقُدَمِيَّةَ يَعْنِى عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، وَاِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ ، يَعْنِى ابْنَ الزُّبَيْرِ۔

৪৩০৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মধ্যে বায়'আত নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলো, তখন আমি ইব্‌ন আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করে ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাচ্ছি, এ কাজ তো

ইব্‌ন যুবায়র ও বনী উমাইয়ার জন্যই আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! কখনও তা আমি হালাল মনে করব না, (আবূ মুলায়কা বলেন) তখন লোকজন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আপনি ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করুন। তখন ইব্‌ন আব্বাস বললেন, তাতে ক্ষতির কি আছে? তিনি এটার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা যুবায়র তো নবী (সা)-এর সাহায্যকারী ছিলেন, তার নানা আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর সওর গুহার সহচর ছিলেন। তার মা আস্‌মা, যার উপাধি ছিল খাতুন নেতাক। তার খালা আয়েশা (রা) উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন, তার ফুফু খাদীজা (রা) রাসূল (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন, আর রাসূল (সা)-এর ফুফু সফিয়া ছিলেন তাঁর দাদী। এ ছাড়া তিনি (ইব্‌ন যুবায়রের) তো ইসলামী জগতে নিষ্কলুষ ব্যক্তি ও কুরআনের ক্বারী। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারা (বনী উমাইয়া) আমার সাথে সুসম্পর্ক রাখে তবে তারা আমার নিকটআত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখল। আর যদি তারা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তবে তারা সমকক্ষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরই রক্ষণাবেক্ষণ করল। ইব্‌ন যুবায়র, বনী আসাদ, বনী তুয়াইত, বনী উসামা — এসব গোত্রকে আমার চেয়ে নিকটতম করে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই আবিল আস্-এর পুত্র অর্থাৎ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান অহংকারী চালচলন আরম্ভ করেছে। নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তার লেজ গুটিয়ে নিয়েছেন।

٤٣٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَلاَ تَعْجَبُوْنَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ قَامَ فِيْ اَمْرِهِ هٰذَا ، فَقُلْتُ لَاُحَاسِبَنَّ نَفْسِيْ لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِاَبِيْ بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا اَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ، وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ (ص) وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَابْنُ اَخِيْ خَدِيْجَةَ وَابْنُ اُخْتِ عَائِشَةَ ، فَاِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّيْ وَلاَ يُرِيْدُ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنِّيْ اَعْرِضُ هٰذَا مِنْ نَفْسِيْ فَيَدَعُهُ وَمَا اُرَاهُ يُرِيْدُ خَيْرًا وَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ لاَنْ يَرُبَّنِيْ بَنُوْ عَمِّيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَرُبَّنِيْ غَيْرُهُمْ -

৪৩০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন মায়মূন (র) ...... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি ইব্‌ন যুবায়রের বিষয়ে বিস্মিত হবে না? তিনি তো তার এ কাজে (খিলাফতের বিষয়) স্থিতিশীল। আমি বললাম, আমি অবশ্য মনে মনে তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করি, কিন্তু আবূ বকর (রা) কিংবা উমর (রা)-এর ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা-ভাবনা করিনি। সব দিক থেকে তাঁর চেয়ে তারা উভয়ে উত্তম ছিলেন। আমি বললাম, তিনি নবী (সা)-এর ফুফু সফিয়া (রা)-এর সন্তান, যুবায়রের ছেলে, আবূ বকর (রা)-এর নাতি। খাদীজা (রা)-এর ভাতিজা, আয়েশা (রা)-এর বোন আস্‌মার ছেলে। কিন্তু তিনি (নিজেকে বড় মনে করে) আমার থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তিনি আমার সহযোগিতা কামনা করেন না। আমি বললাম, আমি নিজে থেকে এজন্য তা প্রকাশ করি না যে, হয়ত তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। এবং আমি মনে করি না যে, তিনি এটা ভাল করছেন। অগত্যা বনী উমাইয়ার নেতৃত্ব ও শাসন আমার কাছে অন্যদের থেকে উত্তম।

٢٤٠٠ . بَابُ قَوْلِهِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ

২৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য (৯ ঃ ৬০)। মুজাহিদ বলেছেন, তাদেরকে দানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করতেন

٤٣١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِي نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) بِشَىْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ اَرْبَعَةٍ وَ قَالَ اَتَاَلَّفُهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ ـ

৪৩১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র) .... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর কাছে কিছু জিনিস প্রেরণ করা হল। এরপর তিনি সেগুলো চারজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর বল-লেন, তাদেরকে (এর দ্বারা) আকৃষ্ট করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি সঠিকভাবে দান করেননি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে।

٢٤٠١ . بَابُ قَوْلِهِ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَلْمِزُوْنَ يَعِيْبُوْنَ جُهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ

২৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্‌কা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯ ঃ ৭৯) يَلْمِزُوْنَ অর্থ তাদের পরিশ্রমে ত্রুটি ধরে, جُهْدَ অর্থ শক্তি। يَعِيْبُوْنَ جُهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ —তাদের সাধ্যমত। (৯ ঃ ৭৯)

٤٣١١ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا اُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ اَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِاَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْاٰخَرُ اِلاَّ رِئَاءً فَنَزَلَتْ : الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ اَلاٰيَةَ ـ

৪৩১১ বিশর ইব্‌ন খালিদ আবূ মুহাম্মদ (র) ...... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের সাদ্‌কা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। একদিন আবূ 'আকীল (রা) অর্ধ সা' খেজুর (দান করার উদ্দেশ্যে) নিয়ে আসলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি (আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ) তার চেয়ে অধিক মালামাল (একই উদ্দেশ্যে) নিয়ে উপস্থিত

হলেন। (এগুলো দেখে) মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল, আল্লাহ্ এ ব্যক্তির সাদ্‌কার মুখাপেক্ষী নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি [আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন আউফ (রা)] শুধু মানুষ দেখানোর জন্য অধিক মালামাল দান করেছে। এ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় — "মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্‌কা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৯ ঃ ৭৯)

٤٣١٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ أُسَامَةَ اَحَدَّثَكُمْ زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ اَحَدُنَا حَتّٰى يَجِيْءَ بِالْمُدِّ وَاِنَّ لِاَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِائَةَ اَلْفٍ كَاَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ۔

৪৩১২ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাদকা করার আদেশ প্রদান করলে আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ অত্যন্ত পরিশ্রম করে, (গম অথবা খেজুর ইত্যাদি) এক মুদ্দ[1] আনতে পারত কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে কারো কারো এক লাখ পরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। আবূ মাসউদ (রা) যেন (এ কথা বলে) নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

٢٤٠٢ . بَابُ قَوْلِهِ اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لَاتَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

২৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ (হে রাসূল) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন, একই কথা, আপনি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। (এর কারণ, তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না) (৯ ঃ ৮০)

٤٣١٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَسَاَلَهُ اَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَاَلَهُ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّمَا خَيَّرَنِي اللّٰهُ فَقَالَ : اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ، وَسَاَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ ، قَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قَالَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ۔

১. ৩ সা' এক মুদ্দ, ২৭০ তোলায় ১ সা'

৪৩১৩ উবায়েদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় (মুনাফিক) মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসলেন এবং তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোর্তা দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোর্তাটি প্রদান করলেন, এরপর (আবদুল্লাহ্ তার পিতার) জানাযার নামায পড়ানোর জন্য নবী (সা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জানাযার নামায পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) উঠে দাঁড়ালেন, ইত্যবসরে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি তার জানাযার নামায পড়াতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব (আল্লাহ্ তা'আলা) আপনাকে তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তো ইরশাদ করেছেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না।" সুতরাং আমি তার জন্য সত্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব। উমর (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায পড়ালেন, এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। "তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না।

٤٣١٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَثَبْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيْ عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَالَ أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ ، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ إِنِّي خُيِّرْتُ ، فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرْلَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيْرًا ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ، إِلَى قَوْلِهِ : وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ، قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -

৪৩১৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালুল মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার জানাযার নামায পড়াবার জন্য আহবান করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন (জানাযার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইব্‌ন উবায়-এর জানাযার নামায পড়াবেন ? অথচ যে লোক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি তার কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এক একটি করে উল্লেখ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে

বললেন, হে উমর, আমাকে যেতে দাও। আমি বারবার বলাতে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি বুঝতে পারি যে, সত্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন, তবে আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায় করলেন এবং (জানাযা) থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসার পরই সূরা বারাআতের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও তার জানাযার নামায আদায় করবে না। এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে। এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। (৯ ঃ ৮৪)

উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আমার এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি চিন্তা করে আশ্চর্যান্বিত হতাম। বস্তুত আল্লাহ্ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত।

٢٤٠٣ . بَابٌ قَوْلِهِ : وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

২৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যদি তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা যায়, আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না (৯ ঃ ৮৪)

٤٣١٥ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يُكَفِّنَهُ فِيْهِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ ، فَاَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ ، فَقَالَ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تَسْتَغْفِرَلَهُمْ ، قَالَ اِنَّمَا خَيَّرَنِي اللّٰهُ اَوْ اَخْبَرَنِي اللّٰهُ فَقَالَ : اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ، فَقَالَ سَاَزِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ-

৪৩১৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুনাফিক) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি [নবী (সা)] তার নিজ জামাটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং এর দ্বারা তার পিতার কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় ধরে আরয করলেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)] আপনি কি তার (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়)-এর জানাযার নামায আদায় করবেন? সে তো মুনাফিক, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আপনাকে নিষেধ

করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, (হে উমর!) আল্লাহ্ আমাকে ইখ্তিয়ার দিয়েছেন, অথবা বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে অবহিত করেছেন এবং বলেছেন, "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন, আপনি যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" (৯ ঃ ৮০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি সত্তরবারের চেয়েও বেশিবার ক্ষমা প্রার্থনা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে জানাযার নামায আদায় করলাম। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি তার জানাযার নামায কখনও আদায় করবেন না এবং তার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। (৯ ঃ ৮৪)

٢٤٠٤ . بَابٌ قَوْلِهِ : سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

২৪০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। তারা অপবিত্র, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল (৯ ঃ ৯৫)

٤٣١٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ وَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ اِذْ هَدَانِى اللّٰهُ ، اَعْظَمَ مِنْ صِدْقِى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَنْ لاَ اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَاَهْلِكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اُنْزِلَ الْوَحْىُ : سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ...... اِلَى الْفَاسِقِيْنَ ـ

৪৩১৬ ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'আব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা'আব ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি যখন তাবূকের যুদ্ধে পিছনে রয়ে গেলেন (অংশগ্রহণ করলেন না), আল্লাহ্র কসম! তখন আল্লাহ্ আমাকে এমন এক নিয়ামত দান করেন যা মুস-লমান হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এতবড় নিয়ামত পাইনি। তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সত্য কথা প্রকাশ করা। আমি তাঁর কাছে মিথ্যা বলিনি। যদি মিথ্যা বলতাম, তবে অন্যান্য (মুনাফিক ও) মিথ্যাবাদী যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, আমিও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যেতাম। যে সময় ওহী নাযিল হল "তোমরা তাদের নিকট (মদীনায়) ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে, আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না।" (৯ ঃ ৯৫)

٢٤٠٥ . بَابٌ قَوْلِهِ : يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ

لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, তোমরা তাদের প্রতি রাযী হলেও আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি রাযী হবেন না (৯ ঃ ৯৬)

٢٤٠٦ . بَابٌ قَوْلِهٖ : وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ ..... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الخ

২৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। সম্ভবত, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ ঃ ১০২)

٤٣١٧ حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَنَا اَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ فَابْتَعَثَانِيْ فَانْتَهَيْنَا اِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ ، كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ ، قَالَا لَهُمْ اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهْرِ فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ ، قَالَا لِيْ هٰذِهٖ جَنَّةُ عَدْنٍ وَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالَا اَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا ، تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ـ

৪৩১৭ মুয়াম্মিল ইব্ন হিশাম (র) .... সামূরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বলেছেন, রাতে দু'জন ফেরেশতা এসে আমাকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলেন। এরপর আমরা এমন এক শহরে পৌঁছলাম, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত। সেখানে এমন কিছু সংখ্যক লোকের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল, যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর যা তোমরা কখনও দেখনি। এবং আর এক অর্ধেক এত কুৎসিত যা তোমরা কখনও দেখনি। ফেরেশতা দু'জন তাদেরকে বললেন, তোমরা ঐ নহরে গিয়ে ডুব দাও। তারা সেখানে গিয়ে ডুব দিয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসল। তখন তাদের বিশ্রী চেহারা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল এবং তারা সুন্দর চেহারা লাভ করলো। ফেরেশতাদ্বয় আমাকে বললেন, এটা হলো 'জান্নাতে আদন' এটাই হল আপনার আসল আরামস্থল। ফেরেশতাদ্বয় (বিস্তারিত বুঝিয়ে) বললেন, (আপনি) যেসব লোকের দেহের অর্ধেক সুন্দর এবং অর্ধেক বিশ্রী (দেখেছেন), তারা ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে সৎ কর্মের সাথে অসৎ কর্ম মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন (এবং তারা অতি সুন্দর চেহারা লাভ করেছে)।

٢٤٠٧ . بَابُ قَوْلِهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

২৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় (৯ ঃ ১১৩)

٤٣١٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِي (ص) اَىْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ . فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ۔

৪৩১৮ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর আলামত দেখা দিল তখন নবী (সা) তার কাছে গেলেন। এ সময় আবূ জেহেল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়াও সেখানে বসা ছিল। নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আপনি পড়ুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট এ নিয়ে আবেদন পেশ করব। এ কথা শুনে আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমাইয়া বলল, হে আবূ তালিব! তুমি কি মৃত্যুর সময় (তোমার পিতা) আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাও? নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয়, যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।" (৯ ঃ ১১৩)

٢٤٠٩ . بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيْمٌ

২৪০৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকটকালে তার অনুগমন করেছিল। এমনকি যখন তাদের একদলের অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, পরে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (৯ ঃ ১১৭)

٤٣١٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ اَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا قَالَ فِيْ اٰخِرِ حَدِيْثِهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ـ

৪৩১৯ আহ্‌মদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'আব (র) থেকে বর্ণিত, কা'আব (রা) যখন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়লেন, তখন তার ছেলেদের মধ্যে যার সাহায্যে তিনি চলাফেরা করতেন, তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'আব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে তার ঘটনা বর্ণনায় وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا এ আয়াত-এর তাফসীর সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি তার ঘটনা বর্ণনার সর্বশেষে বলতেন, আমি আমার তওবা কবূল হওয়ার খুশীতে আমার সকল মাল আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পথে দান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নবী (সা) বললেন, (সকল মাল সাদকা করো না) কিছু সাদকা কর এবং কিছু নিজের জন্য রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

٢٤١٠ . بَابُ قَوْلِهِ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

২৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'লার বাণী ঃ এবং তিনি সে তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য অতি সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান হলেন, যাতে তারা তওবা করে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ ঃ ১১৮)

٤٣٢٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ اَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ اَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ اَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قَالَ فَاَجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ضُحًى وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ اِلَّا ضُحًى ، وَكَانَ يَبْدَاُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، وَنَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنْ كَلَامِيْ وَكَلَامِ

صَاحِبَيَّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلاَمِ اَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ غَيْرَنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا ، فَلَبِثْتُ كَذٰلِكَ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ الْاَمْرُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَهَمَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فَلاَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ النَّبِيُّ (ص) اَوْ يَمُوْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاَكُوْنَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلاَ يُكَلِّمُنِيْ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَوْبَتَنَا عَلٰى نَبِيِّهِ (ص) حَتّٰى بَقِيَ الثُّلُثُ الْاٰخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِيْ شَاْنِيْ ، مَعْنِيَّةً فِيْ اَمْرِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اُمَّ سَلَمَةَ تِيْبَ عَلٰى كَعْبٍ قَالَتْ اَفَلاَ اُرْسِلُ اِلَيْهِ فَاُبَشِّرَهُ قَالَ اِذَا يَحْطِمُكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُوْنَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتّٰى اِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلاَةَ الْفَجْرِ اٰذَنَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَكَانَ اِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا خُلِّفْنَا عَنِ الْاَمْرِ الَّذِيْ قُبِلَ مِنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ اعْتَذَرُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ وَاعْتَذَرُوْا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوْا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ اَحَدٌ قَالَ اللّٰهُ : يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ الْاٰيَةَ ـ

৪৩২০ মুহাম্মদ (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'আব ইব্‌ন মালিক (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'আব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যে তিনজনের তওবা কবূল হয়েছিল, তার মধ্যে তিনি একজন। তিনি বদরের যুদ্ধ ও তাবূকের যুদ্ধ এ দু'টি ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে পশ্চাতে থাকেন নি। কা'আব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধ হতে সূর্যোদয়ের সময় মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে আমি (মিথ্যা অজুহাতের পরিবর্তে) সত্য প্রকাশের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম। তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] যেকোন সফর হতে সাধারণত সূর্যোদয়ের সময়ই ফিরে আসতেন। এবং সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু' রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (তাবূকের যুদ্ধ থেকে এসে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার সাথে এবং আমার সঙ্গীদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, অথচ আমাদের ছাড়া অন্য যারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিল, তাদের সাথে কথা বলায় কোন প্রকার বাধা প্রদান করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। এভাবেই চিন্তার বিষয় এ ছিল যে যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায়, আর নবী (সা) আমার জানাযায় নামায আদায় না করেন, অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হলে আমি মানুষের কাছে এই অবস্থায় থেকে যাব তারা কেউ আমার সাথে কথাও বলবে না, আর আমার জানাযার নামাযও আদায় করবে না। এরপর (পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ্ তা'আলা আমার তওবা কবূল করে তাঁর [নবী (সা)-এর] প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন রাতের শেষ-তৃতীয়াংশ বাকী ছিল। সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে ছিলেন, উম্মে সালমা (রা) আমার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উম্মে সালমা! কা'আবের তওবা কবূল করা হয়েছে। উম্মে সালমা (রা) বললেন, তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য কাউকে তার কাছে পাঠাব? নবী (সা) বললেন,

এখন খবর পেলে সব লোক এসে সমবেত হবে। তারা তোমাদের ঘুম নষ্ট করে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর (সকলের মধ্যে) আমাদের তওবা কবূল হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ (ঘোষণার) সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক খুশীতে চাঁদের ন্যায় চমকাচ্ছিল।

যেসব মুনাফিক মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসন্তুষ্টি থেকে] রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তওবা কবূলের ব্যাপারে আমরা তিনজন পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(তাবূকের যুদ্ধে) অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে এবং যারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছে তাদের অত্যন্ত জঘন্যভাবে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে, বল, মিথ্যা অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। (৯ : ৯৪)

٢٤١١ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

২৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও (৯ ঃ ১১৯)

٤٣٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوْكَ فَوَاللّٰهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللّٰهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِيْ مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) إِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا كَذِبًا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ (ص) لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ، إِلٰى قَوْلِهِ : وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

৪৩২১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'আব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, যিনি কা'আব ইব্ন মালিক (দৃষ্টিহীন হওয়ার পরে)-এর পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি কা'আব ইব্ন মালিক (রা), তাবূক যুদ্ধে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! হয়ত আল্লাহ্ (রাসূলুল্লাহ্র কাছে) সত্য কথা প্রকাশের কারণে, অন্য কাউকে এত বড় নিয়ামত দান করেন নি যতটুকু আমাকে প্রদান করেছেন।

যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার সঠিক কারণ বর্ণনা করেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত (যেকোন ব্যাপারে) মিথ্যা বলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত আমার হয়নি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর এই আয়াত নাযিল করলেন, "আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি ...... এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (৯ ঃ ১১৭-১১৮ ও ১১৯)

٢٤١٢ . بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

২৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য অতি কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু (৯ ঃ ১২৮)

٤٣٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِيْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ ، وَاِنِّيْ اَخْشٰى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ ، اِلاَّ اَنْ تَجْمَعُوْهُ ، وَاِنِّيْ لاَرٰى اَنْ يُّجْمَعَ الْقُرْاٰنُ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ فِيْهِ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ لِذٰلِكَ صَدْرِيْ ، وَرَاَيْتُ الَّذِيْ رَاٰى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلاَ نَتَّهِمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ ، فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفَنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا ، لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ اَزَلْ اُرَاجِعُهُ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ اللّٰهُ لَهُ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْاَكْتَافِ وَالْعُسُبِ ، وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ مِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهُمَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ اِلٰى اٰخِرِهَا ، وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِيْ جُمِعَ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرٍ ، حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ ، حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ * تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَقَالَ مُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ ، وَتَابَعَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ ، وَقَالَ اَبُوْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَقَالَ مَعَ خُزَيْمَةَ اَوْ اَبِيْ خُزَيْمَةَ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

৪৩২২ আবুল ইয়ামান (র) .... যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যিনি ওহী লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) (তার খিলাফতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। (আমি তার কাছে চলে আসলাম) তখন তার কাছে উমর (রা) বসা ছিলেন। তিনি [আবূ বকর (রা) আমাকে] বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র গতিতে চলছে, আমার ভয় হচ্ছে, কুরআনের অভিজ্ঞগণ (হাফিযগণ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান নাকি! যদি আপনারা তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করেন তবে কুরআনের অনেক অংশ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং কুরআনকে একত্রিত সংরক্ষণ করা ভাল মনে করি। আবূ বকর (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে বললাম, আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) করে যাননি। কিন্তু উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা কল্যাণকর হবে। উমর (রা) তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজ করার জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই) এবং শেষ পর্যন্ত (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত উমর (রা)-এর মতই হয়ে যায়। যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, উমর (রা) সেখানে নীরবে বসা ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। এরপর আবূ বকর (রা) আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করি না। কেননা, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং, তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর। কসম! তিনি কুরআন একত্রিত করার যে নির্দেশ আমাকে দিলেন সেটি আমার কাছে এত ভারী মনে হল যে, তিনি যদি কোন একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে এরূপ ভারী মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজটি নবী (সা) করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কিভাবে করবেন? এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ কাজ করাটাই কল্যাণকর হবে। এরপর আমিও আমার কথায় অটল থেকে বারবার জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ্ যেটা উপলব্ধি করার জন্য আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আমার বক্ষকেও তা উপলব্ধি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা তাদের ন্যায় আমিও অনুভব করলাম)। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুর ডালে ও বাকলে এবং মানুষের বক্ষস্থল (অর্থাৎ মানুষের কাছে যা মুখস্থ ছিল) থেকে তা সংগ্রহ করলাম। পরিশেষে খুযায়মা আনসারীর কাছে সূরায়ে তাওবার দু'টি আয়াত (লিখিত) পেয়ে গেলাম, যা অন্য কারও কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি। (যে আয়াতদ্বয়ের একটি হলো) "লাকাদ জা আকুম" থেকে শেষ পর্যন্ত।

এরপর এ জমাকৃত কুরআন আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই জমা ছিল। তারপর উমর (রা)-এর কাছে এলো। তার ইন্তিকাল পর্যন্ত এটি তার কাছেই জমা ছিল। তারপর এটি হাফসা বিন্ত উমর (রা)-এর কাছে এলো। উসমান এবং লায়স (র) خُزَيْمَةَ শব্দের বর্ণনায় শু'আয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদেও ইব্‌ন শিহাব থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুযায়মার স্থলে আবূ খুযায়মা আন্‌সারী বলা হয়েছে। মূসা-এর সনদে عَنِ ابْنِ شِهَابٍ -এর স্থলে حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ এবং আবূ খুযায়মা বলা হয়েছে। ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদে সাবিত (র)-এর عَنْ اِبْرَاهِيْمَ -এর পরিবর্তে حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ বলেছেন এবং খুযায়মা অথবা আবূ খুযায়মা নিয়ে সন্দেহ আছে।

আয়াতটির অর্থ ঃ "এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলে দিও, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা 'আরশের অধিপতি।" (৯ ঃ ১২৯)

سُوْرَةُ يُوْنُسَ

সূরা ইউনুস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاخْتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ـ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ مُحَمَّدٌ (ص) وَقَالَ مُجَاهِدٌ : خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ اٰيَاتُ، يَعْنِيْ هٰذِهِ اَعْلَامُ الْقُرْاٰنِ وَمِثْلُهُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ اَلْمَعْنٰى بِكُمْ ، دَعْوَاهُمْ دُعَاؤُهُمْ ، اُحِيْطَ بِهِمْ دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ، اَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ ، فَاتَّبَعَهُمْ وَاَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ ، عَدْوًا مِنَ الْعُدْوَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اِسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ ، قَوْلُ الْاِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ اِذَا غَضِبَ اَللّٰهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيْهِ وَالْعَنْهُ، لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ لَاُهْلِكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلَاَمَاتَهُ : اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى، مِثْلُهَا حُسْنٰى وَزِيَادَةٌ مَغْفِرَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهِ۔

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, فَاخْتَلَطَ অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উদ্‌গত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ —"তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত।" (১০ ঃ ৬৮)

যায়িদ ইব্‌ন আস্‌লাম (র) বলেন, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ কল্যাণ। تِلْكَ اٰيَاتُ এগুলো কুরআনের নিদর্শন ও অনুরূপ, حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ

بِهِمْ এখানে بِهِمْ দ্বারা بِكُمْ (তোমাদের নিয়ে) উদ্দেশ্য, دَعْوَاهُمْ অর্থ তাদের দোয়া। أُحِيْطَ بِهِمْ — তারা ধ্বংসের নিকট পৌছল। اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ — গুনাহ্ তাদের বেষ্টন করে ফেলছে। فَاَتْبَعَهُمْ وَاَتْبَعَهُمْ সমপর্যায়ের (তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।) عَدْوًا এখানে সীমালংঘন অর্থে, মুজাহিদ (র) বলেন, وَيُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ —এর দ্বারা মানুষের সেই উক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যখন সে রাগান্বিত হয়ে নিজ নিজ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, হে আল্লাহ্ এতে বরকত দিও না, এর ওপর লা'নত কর। لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ — যার প্রতি বদদোয়া করা হয়েছে, তাকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তাকে মেরে ফেলতেন। اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى —যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্যই রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক। وَزِيَادَةٌ এবং অতিরিক্ত অর্থাৎ ক্ষমা। অন্যরা বলেন আল্লাহ্র দীদার, اَلْكِبْرِيَاءُ — রাজত্ব।

٢٤١٣ . بَابٌ قَوْلِهٖ : وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

২৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, যার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করেছে। এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (১০ ঃ ৯০)। نُنَجِّيْكَ — আমি তোমাকে যমীনের উঁচু স্থানে ফেলে রাখব। نَجْوَةً -এর অর্থ উচ্চ স্থান[১]

٤٣٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُوْدُ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِاَصْحَابِهٖ اَنْتُمْ اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصُوْمُوْا -

৪৩২৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করত। (জিজ্ঞাসা করা হলে) তারা বলল, এদিন মূসা (আ) ফেরাউন-এর উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। তখন নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন, মূসা (আ) সম্পর্কে তাদের (ইহুদীদের) চাইতে তোমরাই অধিক হকদার। সুতরাং তোমরাও রোযা পালন কর।

১. ফেরাউনের মৃতদেহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।" (১১ ঃ ৯২) কয়েক বছর পূর্বে ফেরাউনের দেহ থিবিসের একটি পিরামিড হতে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে সকলের দেখার জন্য কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

سُوْرَةُ هُوْدٍ

সূরা হূদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ اَبُوْ مَيْسَرَةَ : اَلاَوَّاهُ الرَّحِيْمُ بِالْحَبَشَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَادِئَ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْجُوْدِىُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : اِنَّكَ لاَنْتَ الْحَلِيْمُ ، يَسْتَهْزِئُوْنَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَقْلِعِىْ : اَمْسِكِىْ ، عَصِيْبٌ شَدِيْدٌ ، لاَ جَرَمَ : بَلٰى ، وَفَارَ التَّنُّوْرُ نَبَعَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الْاَرْضِ

আবূ মায়সারা (র) বলেন, اَلاَوَّاهُ হাবশী ভাষায় দয়ালু। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, بَادِئَ الرَّأْيِ —যা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْجُوْدِىُّ —জাযিরার একটি পাহাড়। হাসান (র) বলেন, اِنَّكَ لاَنْتَ الْحَلِيْمُ —আপনি অতি সহনশীল। এর দ্বারা তারা বিদ্রূপ করত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَقْلِعِى — থেমে যাও। عَصِيْبٌ — কঠিন। لاَ جَرَمَ —অবশ্যই। فَارَ التَّنُّوْرُ —পানি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ইকরামা (র) বলেন, تَنُّوْرٌ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে।

٢٤١٤ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اَلاَ حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ .

২৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সাবধান! ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাজ (সংকুচিত) করে। সাবধান! ওরা যখন নিজদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে, তখন ওরা যা কিছু গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিষয় অবগত আছেন (১১ ঃ ৫)

অন্যজন বলেন حَاقَ —অবতীর্ণ হল। يَحِيْقُ —অবতীর্ণ হয়। فَعُوْلٌ - يَؤُسٌ -এর ওযনে يَئِسْتُ থেকে (নিরাশ হওয়া)। মুজাহিদ (র) বলেন, تَبْتَئِسْ —দুঃখ করা। يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ — হকের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধাবোধ। لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ —আল্লাহ্ থেকে, গোপন রাখার জন্য যদি তারা সক্ষম হয়।

٤٣٢٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنُوْنِى صُدُوْرُهُمْ قَالَ سَاَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ اُنَاسٌ كَانُوْ

يَسْتَحْيُوْنَ اَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوْا اِلَى السَّمَاءِ ، وَاَنْ يُجَامِعُوْا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوْا اِلَى السَّمَاءِ ، فَنَزَلَ ذٰلِكَ فِيْهِمْ -

৪৩২৪ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এমনিভাবে পড়তে শুনেছেন, اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِى صُدُوْرُهُمْ। মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ বলেন, আমি তাঁকে এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কিছু লোক খোলা আকাশের দিকে উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে পেশাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করতে লাগল। তারপর তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٤٣٢٥ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَاَ اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ ، قُلْتُ يَا اَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَاَتَهُ فَيَسْتَحْيِ اَوْ يَتَخَلّٰى فَيَسْتَحْيِ فَنَزَلَتْ : اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ -

৪৩২৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِى صُدُوْرُهُمْ পাঠ করলেন। আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস تَثْنَوْنِى صُدُوْرُهُمْ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, কিছু লোক স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় অথবা পেশাব-পায়খানা (করার) সময় (উলঙ্গ হতে) লজ্জাবোধ করত, তখন اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِى صُدُوْرُهُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٤٣٢٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ قَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ عَلٰى حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغْشُوْنَ يُغَطُّوْنَ رُؤُسَهُمْ سِيْءَ بِهِمْ ، سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا - بِاَضْيَافِهِ ، بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اُنِيْبُ اَرْجِعُ -

৪৩২৬ হুমায়দী (র) ...... আমর (রা) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াত এভাবে পাঠ করলেন, اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ ...... حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ, আমর ব্যতীত অন্যরা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন يَسْتَغْشُوْنَ —তারা তাদের মাথা ঢেকে নিত। سِيْءَ بِهِمْ — তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেন। এবং وَضَاقَ অর্থাৎ নিজ অতিথিকে দেখে সঙ্কুচিত হলেন। بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ —রাতের আঁধারে। মুজাহিদ (র) বলেন, اُنِيْبُ —আমি তাঁরই অভিমুখী।

٢٤١٥ . بَابُ قَوْلِهِ : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

২৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং তাঁর 'আরশ ছিল পানির ওপরে

٤٣٢٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ قَالَ اللّٰهُ : اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ : يَدُ اللّٰهِ مَلْأَى لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ اِعْتَرَاكَ اِفْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ اَيْ اَصَبْتُهُ ، وَمِنْهُ يَعْرُوْهُ وَاعْتَرَانِيْ ، اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اَيْ فِيْ مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ ، عَنِيْدٌ وَعَنُوْدٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ تَاكِيْدُ التَّجَبُّرِ اِسْتَعْمَرَكُمْ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا ، اَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرٰى جَعَلْتُهَا لَهُ ، نَكِرَهُمْ وَاَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ ، حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، كَاَنَّهُ فَعِيْلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَحْمُوْدٌ مِنْ حَمِدَ ، سِجِّيْلٌ الشَّدِيْدُ الْكَبِيْرُ ، سِجِّيْلٌ وَسِجِّيْنٌ وَاللاَّمُ وَالنُّوْنُ اُخْتَانِ ، قَالَ تَمِيْمُ بْنُ مُقْبِلٍ : وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُوْنَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصٰى بِهِ الْاَبْطَالُ سِجِّيْنًا - وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا اِلٰى اَهْلِ مَدْيَنَ لاَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ ، سَلِ الْقَرْيَةَ وَسَلِ الْعِيْرَ يَعْنِيْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِيْرِ ، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ، يَقُوْلُ لَمْ تَلْتَفِتُوْا اِلَيْهِ ، وَيُقَالُ اِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ ، ظَهَرْتَ بِحَاجَتِيْ وَجَعَلْتَنِيْ ظِهْرِيًّا ، وَالظِّهْرِيُّ هَاهُنَا اَنْ تَاْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً اَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ ، اَرَاذِلُنَا سُقَّاطُنَا ، اِجْرَامِيْ هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ اَجْرَمْتُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُوْلُ : جَرَمْتُ - اَلْفُلْكَ ، وَالْفُلْكُ وَاحِدٌ وَجَمْعٌ وَهِيَ السَّفِيْنَةُ وَالسُّفُنُ ، مُجْرَاهَا مُوْقَفُهَا ، وَهُوَ مَصْدَرُ اَجْرَيْتُ ، وَاَرْسَيْتُ حَبَسْتُ ، وَيُقْرَاُ مَرْسَاهَا مِنْ رَسَتْ هِيَ ، وَمَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ ، وَمُجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا ، مِنْ فُعِلَ بِهَا ، الرَّاسِيَاتُ الثَّابِتَاتُ ـ

৪৩২৭ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ না, যখন থেকে (আল্লাহ্) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদে কোন কমতি হয়নি। আর আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশ[১] পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে পাল্লা। তিনি ঝুঁকান, তিনি উপরে উঠান।[২] اِعْتَرَاكَ -এর বাব থেকে। اِفْتَعَلْتَ এ অর্থে বলা হয়, তাকে পেয়েছি। তা থেকে عَرَوْتُهُ (তার উপর ঘটেছে) ও يَعْرُوْهُ (আমার উপর ঘটেছে) ব্যবহার হয়। اِعْتَرَانِيْ অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব এবং اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ـ عَنِيْدٌ ـ عَنُوْدٌ সবগুলোর একই অর্থ —স্বৈরাচারী। عَانِدٌ

১. "আরশ" শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আরব দেশে ছাদবিশিষ্ট হাওদাকেও আরশ বলে। রাজার আসন বোঝাতেও "আরাশ" শব্দটি ব্যবহার হয়। "আল্লাহ্র আরশ" বলতে সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালনা কেন্দ্র বোঝায়। —মুফতী আবদুহু। আল্লাহ্র অসীমত্বের কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য "আরশুল আজীম" এ রূপকটি ব্যবহৃত হয়। —ইমাম রাযি।

২. অর্থাৎ রিযিক সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার হাতে।

এটি ঔদ্ধত্য অর্থের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। اسْتَعْمَرَكُمْ — তোমাদের বসতি দান করলেন। আরবগণ বলত أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى — আমি এ ঘর তাকে জীবন ধারণের জন্য দিলাম। نَكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ এবং اسْتَنْكَرَهُمْ সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - فَعِيْلٌ - مَجِيْدٌ -এর ওযনে مَاجِدٌ (মর্যাদা সম্পন্ন) থেকে حَمِيْدٌ (প্রশংসিত) এর অর্থে مَحْمُوْدٌ থেকে سِجِّيْلٌ —অতি কঠিন বা শক্ত। سِجِّيْلٌ এবং سِجِّيْنٌ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। لَامٌ এবং نُوْنٌ বিকল্প হরফ। তামীম ইব্‌ন মুক্‌বেল বলেন, "বহু পদাতিক বাহিনী মধ্যাহ্নে ঘাড়ের ওপর শুভ্র ধারালো তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানে। কঠিন প্রস্তর দ্বারা তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রতিপক্ষের বীর পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরে ওসীয়ত করে থাকে। وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا —মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভ্রাতা শু'আয়ব (আ)-কে পাঠালাম। মাদইয়ান হল একটি শহর। এর অনুরূপ وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ وَسَلِ الْعِيْرَ অর্থাৎ গ্রামবাসীদের কাছে এবং কাফেলা লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا অর্থাৎ তারা তার প্রতি দৃষ্টি করেনি। যখন কেউ কারও উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে, তখন বলা হয় ظَهَرْتَ بِحَاجَتِيْ এবং وَجَعَلْتَنِيْ ظِهْرِيًّا এখানে ظِهْرِيٌّ দ্বারা এ ধরনের জানোয়ার বা পাত্র বোঝায় যা কাজের প্রয়োজনে তুমি সাথে। أَرَاذِلُنَا — আমাদের মধ্যে অধম, إِجْرَامِي এটা أَجْرَمْتُ -এর মাসদার। কেউ বলেন, جَرَمْتُ হতে উদগত وَالْفُلْكُ ، اَلْفُلْكُ একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নৌকা এবং নৌকাগুলো। مُجْرَاهَا (নৌকা চলা) এটা أَجْرَيْتُ -এর মাসদার এবং أَرْسَيْتُ —নৌকা আমি থামিয়েছি। কেউ কেউ পড়েন ঃ مَرْسَاهَا অর্থাৎ তা থেমেছে। এবং مَجْرَاهَا অর্থাৎ তা চলেছে। مُجْرِيْهَا এবং مُرْسِيْهَا অর্থাৎ যার সাথে এরূপ (চালিত, স্থগিত) করা হয়েছে। الرَّاسِيَاتُ অর্থাৎ স্থিত।

٢٤١٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ

২৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সাক্ষীগণ বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! আল্লাহ্‌র লা'নত জালিমদের ওপর (১১ ঃ ১৮)। أَشْهَادٌ -এর একবচন হল, شَاهِدٌ যেমন, أَصْحَابٌ -এর এক বচন صَاحِبٌ

٤٣٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوْفُ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، اَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ (ص) فِي النَّجْوَى ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ : يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامٌ : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُوْلُ رَبِّ اَعْرِفُ يَقُوْلُ رَبِّ اَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ ، فَيَقُوْلُ سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَاَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ تُطْوٰى صَحِيْفَةُ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْاٰخَرُوْنَ اَوِ الْكُفَّارُ ،

فَيُنَادٰى عَلٰى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ * وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ـ

৪৩২৮ মুসাদ্দাদ (র) .... সাফওয়ান ইব্‌ন মুহ্‌রিয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইব্‌ন উমর (রা) তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তার সম্মুখে এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান অথবা বলল, হে ইব্‌ন উমর (রা) আপনি কি নবী (সা) থেকে (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদের মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) মু'মিনকে তার নিকটবর্তী করা হবে। হিশাম বলেন, মু'মিন নিকটবর্তী হবে, এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ পর্দায় আবৃত করে নেবেন এবং তার কাছ থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি নেবেন। (আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন) অমুক গুনাহ্ সম্পর্কে তুমি জান কি? বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি জানি, আমি জানি। এভাবে দু'বার বলবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ্ গোপন রেখেছি। আর আজ তোমার সে গুনাহ্ মাফ করে দিচ্ছি। তারপর তার নেক আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হবে।

পক্ষান্তরে অন্যদলকে অথবা (রাবী বলেছেন) কাফেরদের সকলের সামনে ডেকে বলা হবে, এরাই সে লোক যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করেছিল। এবং শায়বান حَدَّثَنَا قَتَادَةُ -এর পরিবর্তে عَنْ قَتَادَةَ এবং عَنْ صَفْوَانَ -এর পরিবর্তে حَدَّثَنَا صَفْوَانُ বর্ণনা করেছেন।

٢٤١٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

২৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে, যখন তারা জুলুম করে থাকে। তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন। (১১ ঃ ১০২) اَلرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ অর্থাৎ সাহায্য, যে সাহায্য করা হয় (বলা হয়) رَفَدْتُهُ— আমি তাকে সাহায্য করলাম। تَرْكَنُوْا — ঝুঁকে পড়ো। فَلَوْلاَ كَانَ — কেন হয়নি। اُتْرِفُوْا — তাদের ধ্বংস করে দেয়া হল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, زَفِيْرٌ شَهِيْقٌ —বিকট আওয়াজ এবং ক্ষীণ আওয়াজ।

٤٣٢٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، قَالَ ثُمَّ قَرَاَ : وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

৪৩২৯ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি [নবী (সা)] এ আয়াত পাঠ করেন।

"এবং এরূপই তোমার রবের শাস্তি"। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। তার শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন। (১১ : ১০২)

٢٤١٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ

২৪১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : নামায কায়েম করবে দিবসের দু'প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। নেক কাজ অবশ্যই পাপ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটি তাদের জন্য এক উপদেশ। (১১ : ১১৪)। زُلَفًا — সময়ের পর সময়। এবং এসব থেকেই مُزْدَلِفَة -এর নামকরণ করা হয়েছে। মনযিলের পর মনযিল। এবং زُلْفٰى মাসদার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। اِزْدَلَفُوْا — একত্রিত হয়েছে। اَزْلَفْنَا অর্থ আমরা একত্রিত হয়েছি।

٤٣٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَاَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ * قَالَ الرَّجُلُ اَلِىْ هٰذِهِ ، قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِىْ۔

৪৩৩০ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললেন, তখন (এ ঘটনার প্রেক্ষিতে) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَاَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ —"নামায কায়েম করবে দিবসের দু-প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে[১] নেক কার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। (১১ : ১১৪) তখন সে লোকটি বলল, এ হুকুম কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যারাই এ অনুসারে করবে, তাদের জন্য।

১.. দিবসের প্রথম প্রান্ত ভাগে ফজরের নামায, দ্বিতীয় ভাগে যোহ্‌র ও আসরের নামায এবং রাতের প্রথমাংশে মাগরিব ও ইশার নামায। মোট এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয — ইব্ন কাছীর।

ইফাবা-২০০২-২০০৩-প্র/৬৭৬২ (উ)-৩২৫০